(শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর শাখা)

চতুর্থ—পঞ্চম—ষষ্ঠ—সপ্তম খণ্ড

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৫ (৪

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী

(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ—অদ্বৈত—গদাধর শাখা)

(চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম খণ্ড সমন্বিত)

দ্বিতীয় সংস্করণ

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা। ফোন : ২৫৮৫-০৭৭৫

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

২৪ শ্রাবণ, ঝুলন পূর্ণিমা।

: প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী,
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫ মোবাইল : ৯৬৮১৭০৪৮০১, ৯১৪৩১২৮৯৭৭

২। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির নরপোতা পোঃ তমলুক, পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬। ফোন—২২৪১-১২০৮

৪। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ,
সিদ্ধবকুল মঠ, বালিসাহি। পুরী-৭৫২০০১ উড়িষ্যা।

৫। শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজী,
রাধানগর কলোনী পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা—মথুরা উত্তর প্রদেশ।

৬। শ্রীনবকৃষ্ণ দাস (নৃপেন সাধু)
শ্রীগুরুবলরাম আশ্রম, গোপালপুর, পোঃ—নয়াবাজার, থানা—গঙ্গারামপুর,
দক্ষিন দিনাজপুর। মোবাইল—৯৪৭৪৪৩৮৩২০, ৯৬৮১৭০৪৮০১

ভিক্ষা : দুইশত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

প্রকাশকের নিবেদন

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী করুণাবলে তাঁহার অভিন্নতনু প্রেমভাণ্ডারী অখিল জীবের একমাত্র ত্রাতা পরম দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদবর্গের মহিমামূলক শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা বর্ণনে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন—

অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।
নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই যে কথা কয়॥
সাধন নিতাই; ভজন নিতাই; নিতাই নয়নতারা।
দশদিকময় নিতাই সুন্দর নিতাই ভুবনভরা॥
রাধার মাধুরী অনঙ্গ মঞ্জরী নিতাই নিতু যে সেবে।
কোটি শশধর বদন সুন্দর সখা সখী বলদেবে॥
রাধার ভগিনী শ্যামসোহাগিনী সব সখীগণ প্রাণ।
যাঁহার লাবণি মণ্ডপ সাজনি শ্রীমণি মন্দির নাম॥
নিতাই সুন্দর যোগপীঠ ধরে রত্নসিংহাসন সেজে।
বসন নিতাই ভূষণ নিতাই বিলসে সখীর মাঝে॥
কি কহিব আর নিতাই সবার আঁখি-মুখ সব অঙ্গ।
নিতাই নিতাই; নিতাই নিতাই; নিতাই নূতন রঙ্গ।
নিতাই বলিয়া দুবাহু তুলিয়া চলিব ব্রজের পুরে।
দাস বৃন্দাবন এই নিবেদন নিতাই না ছাড়ো মোরে॥

প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণন যথা—

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়া শ্লোকঃ

"সঙ্কর্ষণ কারণতোয়শায়ী; গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলা স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।"

পরব্যোমব্যূহাধিষ্ঠিত মহাসঙ্কর্ষণ; কারণ জলশায়ী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু॥ গর্ভোদশায়ী সহস্র শীর্ষাঃ পুরুষ; ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও অনন্ত; ইহারা যাহার অংশ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; সেই নিত্যানন্দ রাম আমার স্মরণ হউন।

অতএব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী মূল সঙ্কর্ষণই প্রভু নিত্যানন্দ। প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভাগবতধৃত শ্রীঅনন্ত সংহিতায়াং ধরণী শেষ সম্বাদে—

নিবসি শয্যাসন-পাদুকাং শুকোপধান-বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তব শেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ ইলীরিতো জনৈঃ॥

প্রভুর নিবাস; শয্যা, আসন॥ পাদুকা; বসন; উপাধান ও ছত্র প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সেবার মূরতি স্বরূপ সেই সদানন্দ প্রদানকারী নিত্য আনন্দের আধার সন্ধিনীশক্তি শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বদা শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ সঙ্গীরূপে বিরাজ করিয়া প্রভুকে সর্ব্বতোভাবে সুখ প্রদান করিতেছেন। আর ইচ্ছাশক্তিতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া বহুরূপে; বহুভাবে প্রভুর লীলা; রূপ; গুণ ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন।

তাই গৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী প্রভু নিত্যানন্দ। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপা ভিন্ন শ্রীগৌর প্রাপ্তি তথা ব্রজপ্রাপ্তি সম্ভব নহে। তাই ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে গাহিয়াছেন।

নিতাই পদ কমল; কোটি চন্দ্র সুশীতল; যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই; রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই; দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥

সে সম্বন্ধ নাহি যার; বৃথা জন্ম গেল তার; সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে; মজিল সংসার সুখে; বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহংকারে মত্ত হয়ে; নিতাই পদ পাসরিয়ে; অসত্যরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে; ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে; ভজ নিতাইর চরণ দুখানি॥
নিতাইর চরণ সত্য; তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী; নিতাই মোরে কর সুখী; রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥"

অতএব শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাভিলাষী ভক্তগণের শ্রীনিতাইচাঁদের অভয় পদারবিন্দে একান্ত শরণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে জীবজগতকে বারে বারে সতর্ক প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণন যথা—

"সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান।
নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দৃঢ়॥
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি বাধ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দোষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"

এতাদৃশ পরম মহিমান্বিত শ্রীনিতাই সুন্দরের পার্ষদবর্গের মহিমা কীর্ত্তন এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যাহারা নিত্যানন্দের অঙ্গ সঙ্গীরূপে বিরাজ করিয়া নিতাইচাঁদের লীলারস মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন তাহাদের চরিত্র আস্বাদন নিতাইচাঁদের কৃপা লাভের একমাত্র পথ। তাই প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যথাসাধ্য প্রকাশে সচেষ্ট হইল। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কারণে নিত্যানন্দ পার্ষদ মহিমা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা প্রকাশনায় শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থখানি তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। অদ্বৈত শাখায় অদ্বৈত পার্ষদবর্গ; শ্রীনিবাস শাখায় শ্রীনিবাসের পার্ষদবর্গ, শ্রীনরোত্তম শাখায় নরোত্তম পার্ষদবর্গ, শ্যামানন্দ শাখায় শ্যামানন্দের পার্ষদবর্গ। তৎসঙ্গে বৃন্দাবনের চারিসিদ্ধ বাবাসহ বৈষ্ণবগণের মহিমা কীর্ত্তনে গ্রন্থ সমাপন হইবে।

গৌরপ্রেমানুরাগী সুধীবৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করতঃ শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ মহিমা শ্রবণ-পঠনে ধন্য হউন আর কৃপাশীষ প্রদানে আমার অজ্ঞানতম নাশ করতঃ গৌরপ্রেম রসার্ণবে নিমগ্ন করুন।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির;
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা; হালিসহর; উত্তর ২৪ পরগণা।
১৯ ফাল্গুন; ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ; শ্রীদোলযাত্রা।

নিবেদক—
শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাভিলাষী—
দীন—কিশোরী দাস

শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থের সমালোচনায় জার্ম্মান হইতে প্রচারিত পুস্তিকার জার্ম্মান ভাষার বঙ্গানুবাদ।

Rahul Peter Dus "Neuere werke zum bengalischen Vaisnavjmuy" ; in :
(Quickborn) Z. D. M. G, Band 143 Het I 1993.

P 140f চৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবিত তাঁর সমকালীন ও অনুগামী ব্যক্তিগণ বাঙালী বৈষ্ণব ধারাবাহিকতায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন : কারণ পরবর্তী কর্মধারা সম্প্রদায় বিভাগ এবং অন্যান্য বিবাদ বিসংবাদের মূল প্রধানতঃ তাঁদের প্রভাবের মধ্যেই নিহিত। সুতরাং শুধুমাত্র সম্প্রদায় বহির্ভূত গবেষকদের জন্যই নয়, বিশ্বাসী বৈষ্ণব ভক্তদের জন্যও প্রয়োজন, ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের জীবন ও প্রভাব সঠিক বিশ্লেষণ করা এবং স্বভাবতঃই সেই অবকাশে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পৃথক গুরুত্ব আরোপ করা। ১৯৭৮ সাল থেকে ক্রমন্বয়ে একাধিক খণ্ডে একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হচ্ছে যা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, এ ধরণের তথ্য সংগ্রহ একত্রে সন্নিবেশ করছে, এ পর্যন্ত পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।[১৭] বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা, সম্পূর্ণ পদ্যে রচিত প্রাসঙ্গিক অংশগুলি মূলের অবিকৃত রূপে উদ্ধৃত ক'রে সংগ্রাহক বাকি পদ্যাংশ নিজে রচনা করেছেন এবং অনেক সময়ে মূলের অবিকল উদ্ধৃতি না দিলেও তার অন্বয় ও অর্থ করে দিয়েছেন। এ পর্যন্ত ২৩২ জন ব্যক্তিত্বের বিবরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে শুধু জীবনী অথবা জীবনীমূলক কিংবদন্তী দেওয়া হয়নি, বাঙালী বৈষ্ণব ভাবধারার অবতারবাদে তাঁদের স্থানও নির্ণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডটিতে কয়েকটি তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের কথাও স্থান পেয়েছে। তাঁর কঠিন পরিশ্রমের জন্যে গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন এবং আমাদের প্রত্যাশা, এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি অচিরেই সফলভাবে সম্পূর্ণ হবে।

১৭। কিশোরী দাস বাবাজী : শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী। হালিসহর ২৭ পরগণা : প্রথম খণ্ড—১৯৭৮ দ্বিতীয় খণ্ড—১৯৮৩, তৃতীয় খণ্ড—১৯৮৬, চতুর্থ খণ্ড—১৯৮৮, পঞ্চম খণ্ড—১৯৯০।

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতি আর্য্যা বোস কর্তৃক অনুবাদিত)

সূচী পত্র

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্কন্ধ শাখা চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড

শ্রীমদদ্বৈত স্কন্ধ শাখা—ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীগদাধর স্কন্ধ শাখা—সপ্তম খণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্কন্ধ শাখা

প্রথম লহরী

শ্রীহাড়াই পণ্ডিত

জয় শচীনন্দন জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় মহীধর।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর॥
প্রভু নিত্যানন্দ পিতা হাড়াই পণ্ডিত।
একচাক্রাবাসী[১] বিপ্র অদ্ভুত চরিত॥
শ্রীমুকুন্দ ওঝা আর হাড়াই পণ্ডিত।
এই দুই নামে তেঁহ জগতে বিদিত॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৪০ শ্লোকঃ—
রোহিণী বসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ॥
পদ্মাবতী মুকুন্দৌ তৌ সন্তৌ জাতৌ দ্বিজোত্তমৌ।
শ্রীসুমিত্রা দশরথৌ তাবপ্যবিশতামমু॥

বসুদেব রোহিণী হাড়াই পদ্মাবতী।
সুমিত্রা দশরথ আসি মিলিলেন তথি॥
দুঁহুঁ দুঁহুঁ মিলনেতে হাড়াই পদ্মাবতী।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
রাঢ়দেশে একচাক্রা নামে পুণ্য গ্রাম।
তাহে সুন্দরামল ওঝা বিপ্র গুণধাম॥
অতি অর্থবন্ত ওঝা ধার্ম্মিক প্রধান।
পূর্ব্ব ঋষিপ্রায় ক্রিয়া করে অনুষ্ঠান॥
বহু পুত্র জনমিয়া পরলোকে গেল।
শেষে শুভক্ষণে এক পুত্র জনমিল॥
হরিষ বিষাদে পুত্রে করি দরশন।
পার্ব্বতী শঙ্কর পদে কৈল সমর্পণ॥
পত্নীসহ ওঝা তবে হয় খেদ মন।
পুত্র নাম হাড়ো রাখে করিয়া চিন্তন॥
পরম যতনে করে লালন পালন।
সর্ব্ব গুণবান পুত্র ধার্ম্মিক সুজন॥
পদ্মাবতী নাম কন্যা জগত জননী।
বিবাহ দিলেন পুত্রে মহাভাগ্য মানি॥

১। একচাক্রার বর্ত্তমান নাম বীরচন্দ্রপুর: ব্যাণ্ডেল—আসানসোল রেলপথে খানা জংশন। খানা—নলহাটী রেলপথে আহম্মদপুর—নলহাটীর মধ্যবর্ত্তী রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে বাসে বীরচন্দ্রপুর যাওয়া যায়।

পদ্মা সহ হাড়ো করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
কায় মনে সেবে সদা বিষ্ণুর চরণ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণবে দোঁহার সদা রতি মতি।
বৈষ্ণব সেবনে সদা প্রেমানন্দ অতি॥
যাঁহার ভক্তির বশ হয়া সঙ্কর্ষণ।
পুত্ররূপে তাঁর গৃহে লভিল জনম॥
জ্যেষ্ঠ সুত নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ধাম।
সুতে হেরি হাড়ো ওঝা নহে বাহ্যজ্ঞান॥
দিবানিশি নিতাই যেন নয়নের মণি।
সমীপে রাখয়ে সদা মহাভাগ্য মানি॥
হাড়ো ওঝা পুত্র মুখ করি নিরীক্ষণ।
আনন্দ সাগর মাঝে ভাসে অনুক্ষণ॥
কভু শস্যক্ষেত্রে কভু যজমানে যায়।
নিতাই চাঁদেরে সঙ্গে রাখয়ে সদায়॥
হাটে ঘাটে মাঠে যথা করয়ে গমন।
নয়নের মণি নিতাই সঙ্গে অনুক্ষণ॥
ক্ষণ পথ চলে ওঝা করয়ে চুম্বন।
নিতাইর শ্রীমুখ হেরি জুড়ায় নয়ন॥
হেন ভাবে বিভোর সদা হাড়ো ওঝা মন।
ক্ষণ অদর্শনে হন ব্যাকুলিত মন॥
এ হেন বাৎসল্যে বদ্ধ প্রভু নিত্যানন্দ।
হাড়াই ভবনে রহে পেয়ে সেবানন্দ।
সংসার ছাড়িতে যদ্যপি প্রভুর মন।
পিতৃ দুঃখ লাগি নারে ছাড়িতে ভবন॥
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁর আগমন।
সে প্রভু রহিতে নারে উচাটন মন॥
দৈবে সন্ন্যাসীর এক হৈল আগমন।
ঈশ্বরপুরী নাম তাঁর খ্যাত সর্ব্বজন॥
ইঙ্গিত পাইয়া হৃদে কৈল আগমন।
ন্যাসীরে হেরিয়া ওঝা কৈল সম্ভাষণ॥
পরম যতনে করে ন্যাসীর সেবন।
তাহার সেবায় তুষ্ট সন্ন্যাসীর মন॥
সারানিশি কৃষ্ণকথা রঙ্গে কাটাইল।
প্রাতে হাড়ো ওঝা প্রতি কহিতে লাগিল॥
ন্যাসী কহে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।
ওঝা কহে আজ্ঞা কর যে ইচ্ছা তোমার॥
ন্যাসী কহে করি মুই তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি নাহিক মোর সুযোগ্য ব্রাহ্মণ॥
তব জ্যেষ্ঠ সুতে মোরে করহ অর্পণ।
প্রাণ সম করি সঙ্গে রাখিব অনুক্ষণ॥
ন্যাসী মুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ওঝা শিরে বজ্র যেন হইল পতন॥
প্রাণ সম হয় মোর জ্যেষ্ঠ নন্দন।
ন্যাসী করে কোন মতে করিব অর্পণ॥
বিহ্বল হইয়া ওঝা করয়ে চিন্তন।
সর্ব্বনাশ হয় যদি না করি অর্পণ॥

তথাহি—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥
অতিথি বিমুখ হয় যাহার ভবন।
দুষ্কৃতি অর্পিয়া করে সুকৃতি গ্রহণ॥
পূর্ব্বে মহাপুরুষগণ ভিক্ষুকের স্থানে।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া যতনে॥
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র বাক্যে দশরথ রাজন।
প্রাণসম রামচন্দ্রে করিল অর্পণ॥
অতিথি সেবন লাগি কর্ণ মহামতি।
করাতে ছেদিল পুত্রে হয়া হর্ষমতি॥
এ হেন দুর্দ্দৈব মোর ভাগ্যেতে ঘটিল।
সঙ্কটে রক্ষহ কৃষ্ণ স্মরণ লইল॥

এতেক চিন্তিয়া ওঝা পত্নী পাশে এল।
নিদারুণ বাক্য সব কহিতে লাগিল॥
না জানি বিধি কিবা কৈল বিড়ম্বন।
নিত্যানন্দে ন্যাসীবর করিল প্রার্থন॥
অমূল্য রতনে বিধি করিয়া অর্পণ।
ন্যাসী দ্বারে শেষে মোরে করিল বঞ্চন॥
বিরহ বিক্ষেপে ওঝা কহে পত্নী স্থানে।
শুনি পদ্মাবতী কহে বিনয় বচনে॥
তব ইচ্ছা অনুরূপ মোর মতি হয়।
অসঙ্কোচে কর যাহা উচিত যা হয়॥
এতেক কহিল যদি পদ্মা জগন্মাতা।
ন্যাসী স্থানে চলিলেন ওঝা জগতপিতা॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দে করিয়া ধারণ।
সবিনয়ে ন্যাসী করে করিল অর্পণ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর।
ভূমিতে পড়িয়া ওঝা কাতর অন্তর॥
হাড়াই পদ্মাবতী কান্দে নিতাই বলিয়া।
পিতামাতা বলি বাপ ডাকহ আসিয়া॥
নিতাই নিতাই বলি ছাড়ে ঘন শ্বাস।
নিতাই অদর্শনে সদা করে হা হুতাশ॥
দোঁহার ক্রন্দনে নাহি কান্দে কোন জন।
কাষ্ঠ ও পাষাণ দ্রবে শুনিয়া ক্রন্দন॥
দশরথ দশা যৈছে শ্রীরাম গমনে।
তৈছে হাড়াইর দশা হেরে সর্ব্বজনে॥
আহার ত্যজিয়া দোঁহে হইল বিমন।
নিতাই বিচ্ছেদে হৈল পাগল যেমন॥
ভাবের আবেশে ওঝা নানা কথা কয়।
কিবা বায়ু হৈল বলি বাহ্য পায়া কয়॥
কভু বা পত্নীরে ডাকি বলয়ে বচন।
নিতাই আইল ঘরে করহ দর্শন॥
দয়ার সাগর ন্যাসী করিল প্রেরণ।
এমত প্রলাপ ওঝা করে অনুক্ষণ॥
তিনমাস অনাহারে রহে দুহুঁ জন।
চৈতন্য প্রভাবে মাত্র রহয়ে জীবন॥
বহুত প্রবোধে লোকে প্রবোধ না মানে।
পাগল হইল ওঝা সর্ব্বলোকে গণে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে যৈছে নন্দ যশোমতী।
হাড়াই পদ্মাবতী এবে হইল তেমতি॥
হাটে মাঠে যজমানে ওঝা যবে যায়।
ভাবয়ে নিতাই মোর সঙ্গেতে বেড়ায়॥
উলটি চাহয়ে যবে না করে দর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥
বাৎসল্য প্রেমের বশে ওঝা মহামতি।
নিতাই বিরহে রহে সদা দুঃখমতি॥
ওঝা সম ভাগ্যবান কে আছে সংসারে।
ব্রহ্মার বন্দিত নিতাই সদা যার ঘরে॥
যুগে যুগে যারে করি পিতৃরূপ জ্ঞান।
মহানন্দে পুরায় যত তাঁর মনস্কাম॥
ভকত বৎসল নিতাই ভক্তগণ প্রাণ।
ভক্তবাঞ্ছা অনুরূপ করে কৃপাদান॥
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে প্রেম অবতার।
ওঝার পুরায় বাঞ্ছা ধরি পুত্রাকার॥
নিতাই বিরহে যত ওঝার ক্রন্দন।
দুঃখ নহে বাৎসল্য প্রেম আস্বাদন॥
ভক্ত বিরহ দুঃখ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন।
দিবানিশি বাঞ্ছা যাহা করে সুধীজন॥
পরম রসিকরাজ হাড়াই পণ্ডিত।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর জগতে বিদিত॥
আত্মশুদ্ধি লাগি কিঞ্চিৎ করিল কীর্ত্তন।
অপরাধ ক্ষমা কর যত সুধীজন॥

নিত্যানন্দ পিতা হাড়ো ওঝা মহামতি।
যাঁহার স্মরণে ঘুচে অশেষ দুর্গতি॥
যাহার প্রেমের বশ প্রভু নিত্যানন্দ।
তাঁহার করুণা বিনা নহে প্রেমানন্দ॥
ওহে হাড়ো ওঝা কৃপা করহ আমারে।
তব সুত নিত্যানন্দের দাস কর মোরে॥
নিতাই প্রেম সেবা দিয়া করহ করুণা।
কিশোরীরে কৃপা কর না কর বঞ্চনা॥

শ্রীপদ্মাবতী দেবী

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রেমানন্দ কন্দ॥
জয় জয় গদাধর মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ॥
জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ-রাম।
তাঁর মাতা পদ্মাবতী খ্যাত সর্ব্বস্থান॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৪০ শ্লোকঃ
(শ্রীহাড়াই পণ্ডিত দ্রষ্টব্য)

ব্রজে নন্দালয়ে যেবা বসতি করিল।
রামকৃষ্ণের প্রেমলীলা নয়নে হেরিল॥
বসুদেব বণিতা তেঁহ খ্যাত সর্ব্বজন।
কংস ভয়ে নন্দ ঘরে রহে অনুক্ষণ॥
পরম বাৎসল্যে রামকৃষ্ণেরে সেবিল।
সেইত রোহিনী এবে অবনী আসিল॥
পূর্ব্বভাব অনুরাগে কৈল আগমন।
কলি গোরা অবতারে জানি প্রয়োজন॥
ব্রজের রোহিনী এবে দেবী পদ্মাবতী।
বলরাম মাতা বলি যাঁর পূর্ব্ব খ্যাতি॥

তবে সেই বলরাম প্রভু নিত্যানন্দ।
তাঁর মাতা পদ্মাবতী সদা প্রেমানন্দ॥
দশরথ বণিতা শ্রীলক্ষ্মণের মাতা।
সুমিত্রা নামেতে তেঁহ জগত বিখ্যাতা॥
রোহিনী সহিত তেঁহ হইয়া মিলন।
পদ্মাবতী নামে ধরায় লভিল জনম॥
হাড়ো ওঝা সহ তাঁর বিবাহ হইল।
কতদিনে নিত্যানন্দ পুত্ররূপে এল॥
প্রভু নিত্যানন্দ যবে লভিল জনম।
হেরি পুত্র চাঁদমুখ প্রেমেতে মগন॥
পূর্ব্বভাবে প্রেমে করে লালন পালন।
মায়ের মহিমা বুঝে আছে কোনজন॥
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ নিত্যানন্দময়।
তাঁহার মহিমা চারি বেদেতে ঘোষয়॥
ব্রহ্মা আদি দেব যার বন্দয়ে চরণ।
সেই প্রভু তাঁর গর্ভে লভিল জনম॥
পূর্ব্বভাব অনুরূপে প্রভু নিত্যানন্দ।
মাতৃ কোলে বিহরয়ে পেয়ে সেবানন্দ॥
বাল্যলীলা ছলে বহু বিভূতি দেখায়।
মোহিতে নারয়ে প্রেমে বদ্ধ সর্ব্বদায়॥
পূর্বভাব উদ্দীপনে খেলে রসখেলা।
হেরি পদ্মাবতী সদা রহয়ে বিভোলা॥
সর্ব অবতার লীলা করিয়া স্মরণ।
সেই ভাব উদ্দীপনে খেলে অনুক্ষণ॥
হেরি মাতা পদ্মাবতী পুলকিত মন।
পরম বাৎসল্যে করে লালন পালন॥
নয়নের মণি সদা প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষণ অদর্শনে চিত্তে ঘটে নিরানন্দ॥
এ হেন প্রেমেতে বদ্ধ প্রভু নিত্যানন্দ।
মা বলি ডাকিয়া সদা দেয় মহানন্দ॥

সংসার ত্যজিতে নিতাই হইল চিন্তিত।
হেরিয়া জীবের দশা ভাবয়ে বিহিত॥
দৈবেতে সন্ন্যাসী এক করি আগমন।
ওঝা পাশে নিত্যানন্দে করিল প্রার্থন॥
সন্ন্যাসীর বাঞ্ছা শুনি হাড়াই পণ্ডিত।
পত্নী পাশে চলিলেন চিন্তিয়া বিহিত॥
পরম ধার্ম্মিক বিপ্র বড়ই উদার।
অতিথির তুষ্টি লাগি চিন্তয়ে অপার॥
সকরুণ বাক্যে গিয়া বলয়ে বচন।
ন্যাসী দ্বারে বাক্যবদ্ধ হইল এখন॥
জ্যেষ্ঠপুত্র নিত্যানন্দে করিল প্রার্থন।
নিদারুন শেলে বদ্ধ হৈল প্রাণমন॥
হেন বার্ত্তা পদ্মাবতী করিয়া শ্রবণ।
সর্ব্বদিক অন্ধকার করে নিরীক্ষণ॥
অঞ্চলের নিধি নিতাই হৃদয়ের ধন।
কেমনে সন্ন্যাসী করে করিব অর্পণ॥
বিহ্বল হইয়া মাতা করয়ে ক্রন্দন।
উত্তর নাহিক স্ফুরে ঝুরে দুনয়ন॥
নিতাই বিচ্ছেদ স্মরি ব্যাকুলিত মন।
কতক্ষণে স্থির হয়া বলেন বচন॥
এমত বিহিত নাথ করুন নিরূপণ।
কোনমতে অতিথি না হয় রুষ্ট মন॥
তব ইচ্ছা ব্যতিক্রম নহে মোর মতি।
অসঙ্কোচে কর এবে যা হয় বিহিতি॥
ইঙ্গিতে কহিয়া মাতা নিজ অভিপ্রায়।
বিপত্তি চিন্তিয়া চিত্তে করে হায় হায়॥
চিন্তি ওঝা ন্যাসী করে নিত্যানন্দে দিল।
ভূমিতে পড়িয়া মাতা কান্দিতে লাগিল॥
নিতাই নিতাই বলি ডাকে ঘন ঘন।
একবার বাছা আসি দাও দরশন॥
মাতা বলি ডাকি মোর জুড়াও হৃদয়।
তোমার বিহীনে মোর প্রাণ নাহি রয়॥
তব চাঁদমুখ নাহি করি দরশন।
কেমনে গোঙাব দিন বলহ এখন॥
বিধি মোরে বাম হয়া ঘটাল এমন।
মোর সম ভাগ্যহীনা নাহি কোনজন॥
নানামতে বিলাপিয়া করয়ে ক্রন্দন।
সে ক্রন্দন হেরি নাহি কান্দে কোনজন॥
পরম বাৎসল্যময়ী পদ্মা জগন্মাতা।
নিতাইবিরহে সদা বহে উনমতা॥
ভাবের আবেগে কভু বলয়ে বচন।
এস বাছা কোলে বসি করহ ভোজন॥
বিষ্ণুর নৈবেদ্য এবে করহ গ্রহণ।
সঙ্গীগণ সহ খেল হয়া সুখমন॥
হের তব সঙ্গীগণ শোকাকুল মন।
তোমার বিহীনে তারা ক্ষীণ প্রাণমন।
বৎসাহীন গাভীর দশা যৈছে উপজয়।
তৈছে ত আমার দশা হইল উদয়।
তোমার বিহনে মুই রহিবারে নারি।
মা বলিয়া এস বাছা এবে কোলে করি॥
কৃষ্ণের বিহীনে পূর্বে যৈছে যশোমতী।
তৈছে পদ্মাবতী এবে শেকোকুল মতি॥
তিনমাস অনাহারে করয়ে যাপন।
চৈতন্য প্রভাবে মাত্র রহয়ে জীবন।
নিতাই গমনে মাতার যে ভাব হইল।
অনন্ত বর্ণিতে তাঁর অন্ত না পাইল।
পরম বাৎসল্যময়ী দেবী পদ্মাবতী।
যাঁহার স্মরণে ঘুচে অশেষ দুর্গতি॥
সুনির্ম্মল প্রেমোদয় চিত্ত মাঝে হয়।
এতেক মহিমা মায়ের সর্বত্র ঘোষয়॥

যাহার প্রেমের বশ প্রভু নিত্যানন্দ।
তাঁর কৃপা বিহীনেতে সব নিরানন্দ॥
ওহে মাতা পদ্মাবতী জগত জননী।
মো অধমে কর কৃপা দীন হীন জানি॥
দ্বারের কুকুর করি রাখহ আমারে।
তব পুত্র নিত্যানন্দে দেখাও কৃপা কোরে॥
তব পুত্র নিত্যানন্দ অগতির গতি।
তাঁর পদে হয় যেন মোর গাঢ়রতি॥
সর্ব্বকাল ভজি যেন তাঁহার চরণ।
অনন্য চিত্তেতে সেবি যুগল চরণ॥
দুরাশার আশা তুমি পতিত পাবনী।
কিশোরীরে কর কৃপা অনুগত জানি॥

— ০ —

শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত

জয় জয় করুণাময় জয় গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় তাপ হারি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত নাম শালিগ্রাম বাসী।
নিত্যানন্দ প্রসাদে তাঁর খ্যাত গুণরাশি॥
সপরিকরেতে ভজে গৌরাঙ্গ চরণ।
নিত্যানন্দে কন্যাদ্বয় কৈল সমর্পণ॥
বসুধা জাহ্নবা নামে কন্যা দুইজন।
সমর্পিয়া নিত্যানন্দে পুলকিত মন॥
যাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস ব্রজের সুবল।
অবিরত গুণ তাঁর গাহয়ে সকল॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৬৫ শ্লোকঃ—
সূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে ককুদ্মি রূপস্য চ
সূর্য্য তেজসঃ।

পূর্ব্বে রেবতীর পিতা ককুদ্মী রাজন।
সূর্য্যদাস নাম ধরি লভিল জনম॥
নবদ্বীপ নিকটেতে শালিগ্রাম[১] নাম।
তথায় নিবাসে সূর্য্যদাস প্রেমধাম॥
গৌড়দেশ যবনের রাজকার্য্য করে।
ধন উপার্জ্জিয়া ভজে শ্রীগৌর সুন্দরে॥
বসুধা জাহ্নবা কন্যা বিবাহ কারণ।
চিন্তিতে নিশার বিপ্র হেরয়ে স্বপন॥
নিত্যানন্দে দুই কন্যা কৈল সমর্পণ।
দেবগণ আসি করে পুষ্প বরিষণ॥
জামাতা সহিত কন্যা করিছে শোভন।
হেনকালে করে বিপ্র অদ্ভুত দর্শন॥

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১২শ তরঙ্গে—
"আঁখি পালটিতে নারে বাড়ে মহা আর্ত্তি।
দেখিতে নিতাই, দেখে বলরাম মূর্ত্তি॥
রজত পর্ব্বত গর্ব্ব হরে অঙ্গছটা।
বদন চন্দ্রমা জিনি চন্দ্রমার ঘটা॥

শালিগ্রাম[১]—শালিগ্রাম নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ—লালগোলা রেলপথে মুড়াগাছা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে বড়গাছি, তাহার সমীপে শালিগ্রাম। ভক্তি রত্নাকর মতে শালিগ্রাম ও শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতাদি গ্রন্থমতে কালনায় প্রভু নিত্যানন্দের বিবাহ হয়। অদ্যাপি কালনায় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের স্থান বিরাজিত।

নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত কলেবর।
ভুবন মোহয়ে ঐছে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
বসু জাহ্নবারে দেখে বারুণী রেবতী।
অঙ্গচ্ছটা কনক কুঙ্কুম পুঞ্জ জিতি॥
বলদেব বামে দক্ষিণেতে বিলসয়।
বিচিত্র বসন ভূষণাদি শোভাময়॥
ভক্ত সুখ দিতে মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
দেখি আত্ম বিস্মরিত হইলা সূর্য্যদাস॥"
নেত্রজলে তিতিলেক সর্ব্ব কলেবর।
নিদ্রাভঙ্গে সূর্য্যদাস আনন্দ অন্তর॥
প্রাতঃকালে নিত্যানন্দ করি আগমন।
সূর্য্যদাস স্থানে কন্যা করিল প্রার্থন॥
যদ্যপি কন্যা দিতে সূর্য্যদাস মন।
তথাপি কহয়ে কিছু লৌকিক বচন॥
তোমা কন্যা দিলে সবে করিবে নিন্দন।
গার্হস্থ্য আশ্রমী আমি জাতেতে ব্রাহ্মণ॥
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ করিল গমন।
পাছে বঙ্গ প্রকাশিয়া করিল গ্রহণ॥
প্রেমানন্দে বিপ্রবর কন্যা সমর্পিল।
বসুধা প্রসঙ্গে তথা সকলি বর্ণিল॥
পুনরোক্তি লাগি নাহি করিল লিখন।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর শুনহ এখন॥
শ্রীবসুধা দেবী যবে চেতন পাইল।
গৃহ মাঝে নিত্যানন্দ ঐশ্বর্য্য দেখাল॥

তথাহি—শ্রীনিঃ চঃ অন্তখণ্ডে ১২শ অধ্যায়—
"লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিল।
প্রাঙ্গণে প্রাচীন মূর্ত্তি ষড়ভূজ হৈল॥
উর্দ্ধে ধনুর্বান মধ্যে শ্রীহল মূষল।
নম্র দুই হস্তে ধরে দণ্ড কমণ্ডুল॥
মস্তকে কিরীট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্ব অঙ্গে মণি ভূষা করে ঝলমল॥
দেখিয়া সকল লোক পড়িল লুটিয়া।
পণ্ডিত করয়ে স্তুতি করযোড় হৈয়া॥"
ঐশ্বর্য্য হেরিয়া বিপ্র প্রেমেতে মগন।
নিত্যানন্দ পাদপদ্ম করয়ে স্তবন॥
যে পদ চিন্তয়ে সদা দেব পদ্মযোনি।
যাঁর গুণগানে মত্ত দেব শূলপাণি॥
রেবতী বারুণী সদা সেবে যে চরণ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ জগত জীবন॥
সূর্যদাস পণ্ডিত বর মহাভাগ্যবান।
সে পদ সেবয়ে আজি ত্যজি অন্য জ্ঞান॥
বসুধা জাহ্নবা সহ প্রভু নিত্যানন্দ।
বিহরয়ে যাঁর ঘরে পায়া সেবানন্দ॥
হেরিয়া জগত জীব সৌভাগ্য মানিল।
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভাগ্য প্রশংসিল॥
তবে বিপ্র সূর্য্যদাস হয়া সুখমন।
বসু-কন্যা নিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ।
যৌতুক স্বরূপ কৈল জাহ্নবা অর্পণ।
দুই কন্যা সমর্পিয়া বিপ্র প্রেম মন॥
একদা হইল এক অপূর্ব ঘটন।
বৃন্দাবন দাস বাক্য শুন সর্বজন॥

তথাহি—শ্রীনিঃ বঃ বিঃ—আদিখণ্ডে ১ম স্তবক—
"একদিন নিত্যানন্দ ঐশ্বর্য্য প্রকাশি।
দুই প্রিয়া সঙ্গে লীলা করে হাসি হাসি॥
অনন্ত শয্যাতে শুই প্রভু হলধর।
দুই প্রিয়া সেবা করে পালঙ্ক উপর॥
বসু লক্ষ্মী করে প্রভুর চরণ সেবন।
শ্রীজাহ্নবা মৃদু মৃদু হাস্য শ্রীবদন॥

কর্পূর তাম্বুল দেন প্রভুর অধরে।
চৌদিকে বেষ্টিত সখীগণ সেবা করে॥
কেহত চামর বায় কেহ বা বিজন।
মৃদু হাসে প্রভুর কি শোভা সে বদন॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি তেজ নাহি অন্ত।
সহস্র ফণায় ছত্র ধরিয়া অনন্ত॥
অজ ভবাধিক আদি যোড় করি কর।
সনক নারদ ব্যাস আর শুকবর॥
প্রভু প্রভু করিয়া সবেই করে স্তুতি।
ঝলমল অঙ্গচ্ছটা পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি॥
মহাতেজে ব্যাপিলেক বাহির অন্তর।
সূর্য্যদাস গৌরীদাস ছিল বাড়ীর ভিতর॥
মহাতেজ দেখি সবে চমৎকার হৈলা।
জামাতা আলয়ে দুই ধাইয়া গেলা॥
দেখিলা পালঙ্ক পরি প্রভু শুই আছে।
দুই কন্যা চতুর্ভূজা দেখিলা প্রভুর কাছে॥
শুভ্র গৌর শ্বেতকান্তি অঙ্গের লাবনী।
চতুর্ভূজে নীলবাস কটিতে কিঙ্কিনী॥
নানা অলঙ্কারে সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত।
আজানুলম্বিত বনমালা বিরাজিত॥
দুই হস্তে শ্রীহল মূষল শোভা করি।
দুই হস্তে কৃষ্ণনাম জপে করে ধরি॥
পারিষদ সব দেখি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভু প্রভু করি স্তুতি করে অতিশয়॥
হেরিয়া দুই ভাই মূর্চ্ছিত হইল।
প্রভু ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া দোঁহাকে তুলিল॥
হেনমতে সূর্য্যদাস হেরিল প্রকাশ।
নিতাই করিল যার গৃহেতে বিলাস॥
কন্যাসহ জামাতার ঐশ্বর্য হেরিল।
নিত্যলীলা রূপ নিতাই তারে দেখাইল॥
সবংশে ভজয়ে বিপ্র নিতাই চরণ।
নিত্যানন্দ জপ ধ্যান, অনন্য শরণ॥
জামাতা স্বরূপে নিত্যানন্দে সেবা কৈল।
পূর্ব্বভাবানুরূপ সেবি কৃতার্থ হইল॥
নিত্যানন্দ পরিজন পণ্ডিত সূর্য্যদাস।
তাঁর কৃপা বাঞ্ছে সদা দীন কিশোরীদাস॥

শ্রীবসুধা মাতা

জয় জগতের প্রাণ প্রভু গৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ ভব ভয় হারি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
নিত্যানন্দ প্রেয়সী শ্রীবসুধা ঈশ্বরী।
নিত্যানন্দ সহ রহে হয়া সহচরী॥
সূর্য্যদাস কন্যা তেঁহ খ্যাত সর্ব্বজন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর করহ শ্রবণ॥

তথাহি -- শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৬৫ শ্লোকঃ—
শ্রীআরুণী—রেবতবংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী।

পূর্ব্বে বলরাম জায়া শ্রীরেবতী নাম।
নিতাই প্রেয়সী এবে বসুধা আখ্যান॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত ঘরে লভিল জনম।
ধরিয়া বসুধা নাম করে বিচরণ॥
পূর্ব্বভাব উদ্দীপনে মত্ত প্রাণ মন।
দৈবে নিত্যানন্দ সহ হইল মিলন॥

গৌরাঙ্গ আজ্ঞায় নিতাই গৌড়দেশে এল।
প্রচারিতে গৌরপ্রেম উন্মত্ত হইল॥
অবিচারে যারে তারে করে প্রেমদান।
গৌর আজ্ঞা হৃদে তাঁর হৈল বিদ্যমান॥
বিবাহ করিতে গৌর তাঁরে আজ্ঞা কৈল।
তাহা স্মরি সূর্য্যদাস ভবনে চলিল॥
সূর্য্যদাস ভবনে নিতাই করি আগমন।
উদ্ধারণে অন্তঃপুরে করিল প্রেরণ॥
প্রভুবাক্যে উদ্ধারণ অন্তঃপুরে গেল।
নিত্যানন্দ অভিপ্রায় সকলি কহিল॥
শুনি সূর্য্যদাস প্রেমে করে আগমন।
সবিনয়ে বন্দিলেন নিতাই চরণ॥
যোড় হস্তে নিত্যানন্দে বলেন বচন।
শুন প্রভু নিত্যানন্দ মোর নিবেদন॥

তথাহি—শ্রীনিঃ চঃ অন্তখণ্ডে ১২শ অঃ—

"পণ্ডিত কহেন, প্রভু ইহা কৈছে হয়।
বর্ণযুক্ত গ্রহাচারি আছে জাতি ভয়॥
যদ্যপি আপনি হও পূর্ণ নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণত্যাগী, আমি যে ব্রাহ্মণ॥"
এত শুনি নিত্যানন্দ ফিরিয়া চলিল।
মৌন হই বিপ্রবর অভ্যন্তরে গেল॥
অভ্যন্তরে গিয়া বিপ্র করিল শ্রবণ।
বসুধা নামেতে কন্যা ত্যজিল জীবন॥
পূর্ব্বরাত্রে সূর্য্যদাস যে স্বপ্ন হেরিল।
তাহা শুনি বসুধার নয়ন ঝুরিল॥
আপন প্রভুর স্মৃতি অন্তরে হইল।
মরম বেদনা নিজ মরমে রাখিল॥
নিত্যানন্দ প্রভু যদি ফিরিয়া চলিল।
বিরহে বসুধা তবে প্রাণ ত্যায়াগিল॥

সহসা অজ্ঞান হেরি মণ্ডপে শুয়াল।
বৈদ্য আনিয়া বহু চিকিৎসা করিল॥
শত চেষ্টা করি তাঁরে জিয়াতে নারিল।
চিকিৎসক গঙ্গাতীরে লইতে বলিল॥
শুনি পণ্ডিত সূর্য্যদাস করয়ে ক্রন্দন।
আশ্বাসিয়া গৌরীদাস বলেন বচন॥

তথাহি—তত্রৈব—

"বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে।
ফিরায়া আনহ তারে ধরিয়া চরণে॥
যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার।
মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার॥
বাঁচাইতে পারে যদি কন্যা দিব তাঁরে।
এই প্রতিশ্রুতি বাক্য কহিনু সবারে॥"
নিতাই চরিত্র জ্ঞাতা পণ্ডিত গৌরীদাস।
নিত্যানন্দ পদে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস॥
এত কহি সবা লয়া গঙ্গাতীরে গেল।
গঙ্গাতীরে বটমূলে তাঁহারে হেরিল॥
নিত্যানন্দ তেজে সবে হৈল চমকিত।
হেরিয়া দুর্ল্লভ তনু প্রেমে পুলকিত॥
গৌরীদাস ধরিলেন নিতাই চরণ।
বহুত বিনয় করি কৈল আনয়ন॥
নিত্যানন্দ কহে যদি জিয়াইতে পারি।
মোরে এই কন্যা দিবে কহ সত্য করি॥
সূর্য্যদাস কহে তবে সহ আপ্তগণ।
জিয়াইলে সমর্পিব সুসত্য বচন॥
বাড়ীর ভিতরে আনি কন্যা শুয়াইল।
নিত্যানন্দ গৃহমাঝে প্রবেশ করিল॥
যেনমতে শ্রীবসুধার চেতন হইল।
বৃন্দাবন দাস তাহা গ্রন্থেতে বর্ণিল।

তথাহি—তত্রৈব—

"নবম দশার শেষ তনুতে প্রকাশ।
এ সময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস॥
অঙ্গ গন্ধ গিয়া নাসাতে প্রবেশ কৈল।
মৃত সঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন পাইল॥
তনুর বসন সে বদনে ঢাকি নিল।
একি, একি বলি গৃহে প্রবেশ করিল॥
হেনমতে শ্রীবসুধা পাইল চেতন।
হেরিয়া সকল লোকে চমকিত মন॥
পরম অদ্ভুত লীলা হেরি সূর্য্যদাস।
অন্তরে চিন্তরে পূর্ণ হৈল অভিলাষ॥
প্রেমানন্দে সূর্য্যদাস হইল মগন।
নিত্যানন্দ করে কন্যা কৈল সমর্পণ॥
বিধিমতে নিত্যানন্দে উপবীত দিয়া।
কন্যা সমর্পণ করে প্রেমযুক্ত হয়া॥
হেনমতে নিত্যানন্দের হইল মিলন।
শ্রীবসুধা দেবী হৈল আনন্দে মগন॥
নিজ প্রাণনাথে পেয়ে বসুধা ঈশ্বরী।
ভুলিল সকল দুঃখ চাঁদমুখ হেরি॥
নিরবধি সেবে নিত্যানন্দের চরণ।
খড়দহে বিলসয়ে হয়া সুখ মন॥
প্রভু বীরচন্দ্র যাঁর হইল নন্দন।
গঙ্গা নামে দেবী লভিল জনম॥
নিত্যানন্দ সেবানন্দে করয়ে যাপন।
পতিসহ গৌরপ্রেমে সদা নিমগন॥
আস্বাদিয়া গৌরপ্রেম করে বিতরণ।
জীবেরে শিখায় নিতাই গৌরাঙ্গ ভজন॥
গৌরপ্রেম দানকারী বসুধা ঈশ্বরী।
নিতাই-গৌর সেবা দিতে তেঁহ অধিকারী॥
যাঁহার হৃদয়ধন প্রভু নিত্যানন্দ।
তাঁর কৃপা ব্যতিরেকে সব নিরানন্দ॥
ওহে শ্রীবসুধা মাতা করুণাকারিণী।
তব কৃপাবলে গৌর নিত্যানন্দে জানি॥
পরম দয়াল ঠাকুর প্রভু নিত্যানন্দ॥
তব কৃপাবলে পাই তাঁর সেবানন্দ॥
নিত্যানন্দ কৃপাবলে সবে গৌর পায়।
তব কৃপায় নিত্যানন্দ মিলে সর্বথায়॥
সকল কর্ম্মের মূল তোমার করুণা।
হেন ভাগ্য হোতে মোরে না কর বঞ্চনা॥
পরম করুণাময়ী তুমি জগন্মাতা।
তব কৃপা কিশোরীর একমাত্র ত্রাতা॥

—০—

শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা

জয় জয় প্রেমময় জয় গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমদানকারী॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ॥
বসুধা জাহ্নবা নাম দুই ঠাকুরাণী।
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে হেন নাহি গণি॥
জগদ্গুরু নিত্যানন্দ নিত্যানন্দরাম।
তাঁহার ঘরণী দোঁহে পরমানন্দ ধাম॥
ব্রজে কুঞ্জ-সেবা পরা অনঙ্গ মঞ্জরী।
শ্রীজাহ্নবা দেবী এবে সর্ব যুথেশ্বরী॥

নিতাই-জাহ্নবা দোঁহে হয় একরূপ।
গৌর পাদপদ্ম সেবে ধরি বহুরূপ॥
ব্রজে বৃষভানু কন্যা রাধার ভগিনী।
অনঙ্গ মঞ্জরী নাম সর্ব্ব গুণমণি॥
শ্রীমতীর কেশ-বিন্যাস নিত্য সেবা যাঁর।
নিকুঞ্জের গুহ্য সেবা করে অনিবার॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যত রসের বিলাস।
অনঙ্গ-মঞ্জরী বিনা না হয় প্রকাশ॥
সে অনঙ্গ-মঞ্জরী এবে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
গৌরপ্রেম লীলা সেবে পূর্ব্বভাব স্মরি॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৬৫ শ্লোকঃ—

শ্রীবারুণী-রেবত বংশ সম্ভবে তস্য
প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবা।

তথাহি—শ্রীবৃন্দাবন দাস কৃত শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায়—

"অনঙ্গ-মঞ্জরী যেঁহ, জাহ্নবা গোসাঞি তেঁহ,
বারুণী তাঁহার পূর্ব্ব নাম।"

রেবত বংশ সম্ভূত শ্রীককুদ্মী রাজন।
বারুণী তাঁহার কন্যা খ্যাত সর্বজন॥
শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব নাম।
রেবতী বারুণী দোঁহে ঘরণী তাহান॥
রেবতী বারুণী এবে বসুধা জাহ্নবা।
বিহ্বল হইয়া করে গৌর প্রেমসেবা॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী হন অনঙ্গ মঞ্জরী।
বারুণী মিলয়ে তাহে লীলা অনুসারী॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত নাম বিপ্র মহাজন।
যাঁর ঘরে জনমিল জানি প্রয়োজন॥
কতকালে নিত্যানন্দে পায়া দরশন।
মহাগ্রহে কন্যাদ্বয়ে কৈল সমর্পণ॥
জাহ্নবা মিলন তত্ত্ব শুন সর্ব্বজন।
নিত্যানন্দ চরিতে কহে দাস বৃন্দাবন॥

তথাহি—শ্রীনিঃ চঃ অন্তখণ্ডে ১২শ অধ্যায়—

"এইমত আনন্দে কতক দিন যায়।
একদিন গৃহে বসি নিত্যানন্দ রায়॥
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন করেন ভোজন।
বারে বারে শ্রীজাহ্নবা দিচ্ছেন ব্যঞ্জন॥
সূর্য্যদাসের কন্যা হন বসু-কনিষ্ঠা।
বাল্যকালাবধি নিত্যানন্দে তাঁর নিষ্ঠা॥
পারসিতে মস্তকের বসন খসিলা।
আর দুই ভুজে বাস-সংভ্রম করিলা॥
ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষিয়া।
বসাইল জাহ্নবারে দক্ষিণে আনিয়া॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরে কহিল এই কথা।
যৌতুকে লইলাম কনিষ্ঠা এ দুহিতা॥
শুনিয়া পণ্ডিত গোসাঞি কৈলা স্বীকার।
তোমারে কিবা অদেয় আছয়ে আমার॥"
হেনমতে জাহ্নবারে কৈল অঙ্গীকার।
পাইল জাহ্নবা দেবী পতি আপনার॥
নিত্যানন্দে হেরি পূর্ব্বভাব উপজিল।
লীলারঙ্গ প্রকাশিতে খড়দহে এল॥
খড়দহে রহি করে জীবের মোচন।
জাহ্নবা মহিমা বুঝে আছে কোনজন॥
নিত্যানন্দ অদর্শনে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
নিত্যানন্দ গুণ গায় দিবস শর্ব্বরী॥
দৈবেতে জাহ্নবা চিত্তে বাঞ্ছা উপজিল।
বৃন্দাবন যাত্রা লাগি প্রস্তুত হইল॥
অকস্মাৎ দৈববাণী করিব শ্রবণ।
শুনি চমকিত হৈল ঈশ্বরীর মন॥
প্রথমে জাহ্নবা যবে বৃন্দাবনে গেল।
হেরি কৃষ্ণ লীলাস্থলী প্রেমেতে ভ্রমিল॥

গোস্বামীগণের সহ রঙ্গেতে মিলিল।
গৌড় যাত্রাকালে সবা বিদায় মাগিল॥
মদনমোহন শ্রীমন্দিরে করিলে গমন।
খসিয়া পড়িল মালা জাহ্নবা কারণ॥
সেই মালা পূজারী জাহ্নবায় অর্পিল।
আজ্ঞা মালা পায়া প্রেমে জাহ্নবা চলিল॥
রূপ সনাতন প্রেমে বলিল বচন।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে করিবে প্রেরণ॥
দোঁহার গুণতত্ত্ব জাহ্নবায় কহিল।
শুনিয়া জাহ্নবা প্রেমে গৌড়েতে চলিল॥
পুনঃ যদি বৃন্দাবনে করয়ে গমন।
হেনমতে দৈববাণী হইল তখন॥

তথাহি—শ্রীনরোঃ বিঃ ৬ বিলাসে—

"পরম গভীর নাদে কহে বার বার।
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রিয় যে আমার॥
নিজ জন সহ ভক্তি দানেতে প্রধান।
নিরন্তর আমি যে দোঁহার প্রেমাধীন॥
খেতুরি গ্রামেতে গণসহ সংকীর্ত্তনে।
করিব নর্ত্তন দেখিবেক সর্ব্বজনে॥
মোর প্রেম প্রভাবে মাতিবে সর্ব্বলোক।
না রহিবে কাহার কোনই দুঃখ-শোক॥
সর্ব্ব সিদ্ধি হৈব তথা আমার গমনে।
সবে চাহি আছয়ে তোমার পথ পানে॥
খেতুরি হইতে তুমি যাবে বৃন্দাবন।
তথা হইতে আসি বিতরিবে ভক্তিধন॥"
এতেক বারতা শুনি জাহ্নবা ঈশ্বরী।
বিহ্বল হইল প্রেমে আপনা পাশরী॥
আঁখি নীরে তিতিলেক সর্ব্ব কলেবর।
নিতাই-গৌরাঙ্গে স্মরি চলেন সত্বর॥

সুধা দেবীরে তবে ডাকিয়া আপনে।
নিভৃতে কহিলা কিছু কেহ নাহি জানে॥
গঙ্গা-বীরচন্দ্রে স্থির করিয়া যতনে।
সপার্ষদে নৌকাযোগে করয়ে গমনে॥
সপ্তগ্রাম-অম্বিকা নবদ্বীপ হইয়া।
চলয়ে জাহ্নবা দেবী প্রেমযুক্ত হয়া॥
নবদ্বীপে গৌরলীলা করিয়া স্মরণ।
কান্দয়ে ঈশ্বরী প্রেমে হয়া অচেতন॥
তিনদিন নবদ্বীপ ধামে করি বাস।
কাঞ্চননগরে চলে করি হা হুতাশ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ-লীলা করিয়া স্মরণ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে ক্রন্দন॥
যথা যথা শ্রীঈশ্বরী করয়ে গমন।
হেরিয়া পতিত জীব প্রেমেতে মগন॥
কতদিনে উত্তরিলা খেতুরি গ্রামেতে।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে বিলয়ে যত্নেতে॥
খেতুরি গ্রামেতে লীলা করিল বিস্তর।
হেরিল কীর্ত্তন মাঝে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র করয়ে নর্ত্তন।
হেরিয়া ঈশ্বরী প্রেমে হৈল অচেতন॥
তথা হৈতে বৃন্দাবনে করিল গমন।
পথেতে তারিল কত পতিত দুর্জ্জন॥
এক গ্রামে রহিলেন জাহ্নবা ঈশ্বরী।
নিন্দয়ে পাষণ্ডীগণ আস্ফালন করি॥
চণ্ডী মন্দিরেতে গিয়া বলয়ে বচন।
সংহার করহ মাতা আছে যত জন॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া করে মনুষ্যে প্রণাম।
তাদের উচিত শাস্তি করহ বিধান॥
তাদের চরণ যদি করয়ে পূজন।
স্মরণ লইলে তবে করিবে মোচন॥

এতেক কহিয়া সবে নিদ্রাগত হৈল।
স্বপ্নে ক্রোধে চণ্ডীমাতা সবারে ভৎ'সিল ॥
ক্রোধেতে গর্জ্জিয়া দেবী বলেন বচন।
জাহ্নবা হেলনে সবা করিব ছেদন ॥
জাহ্নবা দেবীরে কর ক্ষুদ্র নরজ্ঞান।
মোর শিরোধার্য্যা তেঁহ পূর্ব্ব পূজ্যমান ॥
মহিমা নাহিক জানি করিছ নিন্দন।
নিজ হিত বাঞ্ছ যদি করহ গমন ॥
নিজ কৃত অপরাধ করিয়া জ্ঞাপন।
স্মরণ লইয়া পদে করিবে স্তবন ॥
চণ্ডীকৃপা বাক্য শুনি পাষণ্ডীর গণ।
জাহ্নবার পদাম্বুজে লইল স্মরণ ॥
পরম করুণাময়ী জাহ্নবা ঈশ্বরী।
দস্যুগণে উদ্ধারিল কৃপাদৃষ্টি করি ॥
তথা হৈতে চলিলেন জাহ্নবা ঈশ্বরী।
নদীতীরে একগ্রামে রহে কৃপা করি ॥
তথা দুই যবন দস্যু করিল উদ্ধার।
ঈশ্বরী মহিমা হয় অনন্ত অপার ॥
হেনমতে উদ্ধারিয়া পতিত দুর্জ্জন।
মথুরা পুরীতে আসি দিল দরশন ॥
বিপ্র গৃহে রহি বিশ্রাম ঘাটেতে স্নান।
কৃষ্ণলীলা ভূমি হেরি নাহ বাহ্যজ্ঞান ॥
ঈশ্বরীর আগমনে মহান্তের গণ।
হেরিয়া জাহ্নবা পদ পুলকিত মন ॥
বৃন্দাবন বন ভ্রমে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
পূর্ব্ব লীলাভূমি হেরে আপনা পাসরি ॥
দিন তিন চারি রাধাকুণ্ডে করি বাস।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে ভুঞ্জায় প্রসাদ ॥
একদা মধ্যাহ্নকালে করয়ে শ্রবণ।
কুণ্ডতীরে বংশীনাদ ভুবন মোহন ॥

কদম্ব তলেতে শ্যাম মুরলী বাজায়।
রাধা ললিতাদি চারিদিকে শোভা পায় ॥
অপরূপ হেরি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইল।
এ গূঢ় রহস্য সব গোপনে রাখিল ॥
তথা হইতে বৃন্দাবনে করিল গমন।
বৃন্দাবনেশ্বরে হেরি জুড়াল নয়ন ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন।
রাধাবিনোদ দমোদর শ্রীরাধারমন ॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী প্রেমে করি দরশন।
স্বহস্তে রন্ধন করি করাল ভোজন ॥
শুনিতে গোস্বামী গ্রন্থ উৎকণ্ঠিত মন।
শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে করিল শ্রবণ ॥
প্রেমাবেশে দ্বাদশ বন করিয়া ভ্রমণ।
গোবর্দ্ধন তটে এল হোয়ে সুখ মন ॥
বসন্ত বিহার স্থান করিয়া দর্শন।
হেরিয়া বসন্তকাল পুলকে মগন ॥
অকস্মাৎ শ্রীজাহ্নবা করে দরশন।
বসন্ত বিহার করে রোহিনী নন্দন ॥
রসের আলয় হন যশোদা নন্দন।
প্রিয়া সহ ফাগু খেলে আনন্দে মগন ॥
হেরিয়া জাহ্নবা দেবী মূর্চ্ছিত হইল।
আপনা সম্বরি রাম ঘাটেতে আসিল ॥
প্রাণনাথের রাসক্রীড়া সহসা হেরিয়া।
বিহ্বল হইল প্রেমে শোভা নিরখিয়া ॥
ভাবাবেশে তথা হৈতে করিল গমন।
এক গ্রামে হেরে এক দুঃখিত ব্রাহ্মণ ॥
বার্দ্ধক্য বসয়ে এক জন্মিল কুমার।
পৌগণ্ড বয়সে মৃত্যু হইল তাহার ॥
ব্রজবাসী দুঃখ হেরি জাহ্নব ঈশ্বরী।
মৃত পুত্র জিয়াইল শুভ দৃষ্টি করি ॥

মৃত পুত্র শিরে হস্ত করিল অর্পণ।
অমনি উঠিল পুত্র পাইয়া চেতন॥
পুত্র পেয়ে বিপ্রবর আনন্দে মগন।
ঈশ্বরী মহিমা হেরি বন্দয়ে চরণ॥
প্রভু আজ্ঞা শ্রীজাহ্নবা করিয়া স্মরণ।
খড়দহে চলিবারে উৎকণ্ঠিত মন॥
রাধা গোপীনাথে হেরি রহি বৃন্দাবন।
একদা মাধুরী হেরি করে বিচরণ॥
শ্রীমতী রাধিকা যদি কিছু উচ্চ হৈত।
গোপীনাথ বামে পরম শোভন হইত॥
এতেক চিন্তিয়া বাসায় করিল শয়ন।
স্বপ্নে আসি গোপীনাথ দিল দরশন॥
জাহ্নবার প্রতি কহে মধুর বচন।
হৃদয়ে চিন্তিলে তুমি সুযোগ্য বচন॥
প্রিয়া প্রকাশিয়া গৌড় হতে পাঠাইবে।
বামেতে বসিবে তেঁহ নয়নে হেরিবে॥
হাসিয়া শ্রীমতী তবে বলয়ে বচন।
সঙ্কোচ নাহিক কর ইহা মোর মন॥
নিদ্রা ভঙ্গে ঈশ্বরীজী হৈল হর্ষ মন।
নয়ন ভাস্করে আজ্ঞা কৈল সমর্পণ॥
স্বপ্নছলে গোপীনাথ এক রঙ্গ কৈল।
আপন গলার মালা জাহ্নবায় দিল॥
এসব গোপন রাখি জাহ্নবা ঈশ্বরী।
খড়দহ পথে চলে প্রভু আজ্ঞা স্মরি॥
খেতুরি জাজিগ্রাম হয়া একচাক্রা এল।
নিত্যানন্দ জন্মভূমি নয়নে হেরিল॥
নিশাভাগে স্বপ্নযোগে করয়ে দর্শন।
শ্বশুর শাশুড়ী দোঁহে দিল দরশন॥
অপূর্ব্ব নিতাই লীলা নয়নে হেরিল।
প্রভু নিজ মালা তাঁর গলেতে অর্পিল॥
তথা হৈতে খড়দহে কৈল আগমন।
পথেতে তারিল এক মদ্যপ ব্রাহ্মণ॥
শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি করিল প্রেরণ।
পরমেশ্বর দাস লয়া করিল গমন॥
বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্রব্য বীর হাম্বীর দিল।
নৌকাযোগে পরমেশ্বর ব্রজেতে পৌঁছিল॥
জাহ্নবা প্রেরিত মূর্ত্তি প্রেমেতে বসিল।
মহামহোৎসব করি পরমেশ্বর এল॥
খড়দহে আসি সব বার্ত্তা নিবেদিল।
শুনিয়া সকল লীলা দেবী মূর্চ্ছা গেল॥
প্রেমেতে পূর্ণিত তনু গর গর মন।
না জানি কি চিন্তি চিত্তে হইল বিমন॥
মন অভিপ্রায় হৃদে রাখিয়া গোপন।
চিন্তে কতদিনে বাঞ্ছা হইবে পূরণ॥
দীক্ষা লাগি বীরচন্দ্র উৎকণ্ঠিত মন।
শান্তিপুর মুখে চলে দীক্ষার কারণ॥
বার্ত্তা পায়া দেবী তাঁরে ফিরায়া আনিল।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি নিজ তত্ত্ব বুঝাইল॥
ঐশ্বর্য্য দর্শনে বীরচন্দ্র ভ্রান্তি গেল।
মাতা স্থানে মন্ত্র লয়া আত্ম সমর্পিল॥
বীরচন্দ্রে দীক্ষা দিয়া মাতা সুখ মন।
লীলা সম্বরিতে ব্রজে করিল গমন॥
সবা যত্নে প্রবোধিয়া গমন করিল।
শ্রীগোপীবল্লভ যত্নে দোলা সাজাইল।
দোলা চরি কণ্টকনগরে আগমন।
তথা তিনদিন রহি করিল গমন॥
স্থানে স্থানে প্রেমে মহামহোৎসব কৈল।
জীবে কৃপাদৃষ্টি করি আনন্দে চলিল॥
মঙ্গলকোটে চন্দন মণ্ডল গৃহে গেল।
তথা হৈতে একচাক্রা গ্রামেতে পৌঁছিল॥

বঙ্কিমদেবের বহু করিল সেবন।
গোপীবল্লভেরে গৃহে করিল প্রেরণ॥
প্রেমযোগে দেবী বৃন্দাবন পানে ধায়।
রামাই রহিয়া সঙ্গে করয়ে সহায়॥
সাবধান হয়া অগ্রে করয়ে গমন।
সর্ব্বত্র করয়ে তেঁহ পথ নির্বাহন॥
তিনদিন গয়া রহি কাশীধামে গেল।
তথা তিনদিন রহি প্রয়াগে চলিল॥
ভবেত জাহ্নবা দেবী ব্রজেতে পৌঁছিল।
গোস্বামীর গণ আসি দেবীরে বন্দিল॥
মন্দিরে মন্দিরে দেবী করয়ে ভ্রমণ।
অন্তর্দ্ধান লাগি চলে গোপীনাথ সদন॥
কাম্যবনে গোপীনাথে কৈল দরশন।
অন্তর্দ্ধান হৈল যৈছে করহ শ্রবণ॥

তথাহি—শ্রীনিত্যাঃ বং বিং মধ্যলীলায় ৫ম স্তবক—

"গোপীনাথ বলি অতি অনুরাগে চলে।
মন্দির প্রবীষ্ট প্রভু হইল এককালে॥
অনিমিখে দেখে প্রভু বদন সুন্দর।
কহিতে না পারে কিছু কাঁপয়ে অধর॥
মন্দিরে দুয়ার লাগিল আচম্বিতে।
বুঝিতে না পারি লীলা করে কোনমতে॥
গোপীনাথ জাহ্নবার বস্ত্র আকর্ষিয়া।
বসাইলা আপনার বামপার্শ্বে লইয়া॥
আনন্দিত হইলা রাধা সুবদনী।
দুই পার্শ্বে দুই প্রিয়া কি শোভে না জানি॥
সবেই মানিল অতিশয় চমৎকার॥
মন্দির সেবক যাই মুক্ত কৈল দ্বার॥
সবে দেখে কাঞ্চন প্রতিমা মূর্ত্তি হইয়া।
বিরাজয়ে গোপীনাথের বামেতে বসিয়া॥
চমৎকার হই সবে করে দরশন।
গোপীনাথের অতিশয় প্রফুল্ল বচন॥
বাম পার্শ্বে শ্রীজাহ্নবা দক্ষিণে রাধিকা।
মধ্যে গোপীনাথ ইথে কি উপমা অধিকা॥
নিত্যানন্দ গোপীনাথ এক দেহ হয়।
ধরণী শেষ সংবাদে ইহা ফুকাইয়া কয়॥"

তথাহি—শ্রীমুঃ বিঃ—১৭ পরিঃ—

এইরূপে যত সব গোসাঞি আশ্রমে।
দুই চারি মাস রহি ভ্রমি বৃন্দাবনে॥
ভাদ্রে বনযাত্রা দেখি সঙ্গে নিজগণ।
পরিক্রমা কৈল সব বিনা কাম্যবন॥
বিগত কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর দিবসে।
গোপীনাথ গৃহে গেলা দর্শন মানসে॥
নানা উপহার করি ভোগ লাগাইলা।
সকল বৈষ্ণবগণে প্রসাদাদি দিলা॥
সন্ধ্যাতে আরতিকালে প্রভু গোপীনাথ।
নিজাসনে বসাইলা ধরি তাঁর হাত॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিনে আরত্রিক কালে।
চলিল জাহ্নবা দেবী নিত্যলীলা স্থলে॥
অনঙ্গ মঞ্জরী রূপে রাসে প্রবেশিল।
নিত্য লীলায় প্রবেশিয়া সেবায় মাতিল॥
হেনমতে শ্রীজাহ্নবা হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া ব্যাকুল হৈল যত ভক্ত প্রাণ॥
অলৌকিক লীলা স্মরি মোহিত হইল।
জাহ্নবার গুণ গাহি সবে ধন্য হৈল॥
জাহ্নবার মহিমা হয় অনন্ত অপার।
ভুবন ভরিয়া যাঁর গুণের প্রচার॥
নিত্যানন্দ সহ করে লীলায় বিহার।
নিত্যানন্দ হৈতে দেহ ভেদ নাহি যার॥

নিত্যানন্দ রসে মত্ত জাহ্নবা ঈশ্বরী।
গৌর প্রেম আস্বাদয়ে প্রেমে জগভরি॥
অধম পতিত কত করিল নিস্তার।
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে ভরাল সংসার॥
জীবের ত্রিতাপ জ্বালা কৈল নির্ব্বাপণ।
জাহ্নবা কৃপায় ধন্য এ তিন ভুবন॥
ওহে শ্রীজাহ্নবা মাতা কৃপা কর মোরে।
নিতাই গৌরাঙ্গ সেবা দেহ গো আমারে॥
কায়মনে তব পদে লইল শরণ।
অনুগত দাস করি করহ গ্রহণ॥
তোমার প্রেমের বশ প্রভু নিত্যানন্দ।
তব কৃপা বিনা নাহি পাই সেবানন্দ॥
যে আনন্দ পাশে ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছতম।
সে নিতাই গৌরাঙ্গ সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম॥
তব আনুগত্যে সেবি নিতাই চরণ।
নবদ্বীপে লীলাস্থলে করিব গমন॥
অপ্রাকৃত গৌরলীলা নয়নে হেরিব।
তোমার করুণা স্মরি বাসনা পুরাব॥
নিরবধি লীলাস্থলে করিব সেবন।
তোমার করুণা বিনা বৃথা আস্ফালন॥
ওহে প্রেম মূর্ত্তিমতী জাহ্নবা ঈশ্বরী।
পড়ে আছি ধরামাঝে তব কৃপা স্মরি॥
তব দাসানুদাস মুই হই তব জন।
তুমি বিনা কিশোরীরে কে করে মোচন॥

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে চতুর্থ খণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ পরিকর মহিমা বর্ণনে শ্রীহাড়াই পণ্ডিতাদি মহিমা কথনং নাম প্রথম লহরী।

দ্বিতীয় লহরী

শ্রীগঙ্গাদেবী

জয় জয় লক্ষ্মীপতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর সহোদর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
প্রভু নিত্যানন্দ সুতা গঙ্গা ঠাকুরাণী।
ভুবন ভরিয়া যার যশের বাখানি॥
বীরচন্দ্র জ্যেষ্ঠা তেঁহ বসুধা নন্দিনী।
জাহ্নবার কৃপা পাত্রী ভক্তি স্বরূপিনী॥
[1]জিরাট ধামেতে সদা করয়ে বিলাস।
মাধব আচার্য্য পতি ভুবনে প্রকাশ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৬৯ শ্লোকঃ—
"বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজমোমতঃ।
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ॥"
তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে—
'প্রভুর অগ্রজা গঙ্গা নিত্যানন্দ শক্তি।
দ্রবময়ি তনু ধরে করে বিষ্ণু ভক্তি॥'
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা পতিত পাবনী।
আবির্ভূত ধরা মাঝে গৌরগুণ শুনি।
স্নান পানে গৌরচন্দ্রে কৈল সুখ দান।
সাক্ষাতঃ সেবন লাগি হৈল বিদ্যমান॥
নিত্যানন্দ সুতা রূপে লভিয়া জনম।
সাধয়ে মনের সাধ বুঝিয়া মরম॥
চন্দ্রবংশ কুলমণি শান্তনু রাজন।
পূর্ব্বেতে গঙ্গার পতি খ্যাত সর্ব্বজন॥

[1] জিরাট—ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল—কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী জিরাট ষ্টেশন অবস্থিত।

তেঁহ এবে ধরা মাঝে করি আগমন।
মাধব আচার্য্য নাম করিল ধারণ॥
পূর্ব্ব অনুরূপ গঙ্গার হইল মিলন।
গঙ্গাসহ সেবে প্রেমে শ্রীগৌর চরণ॥
যে মতে গঙ্গাদেবীর হইল প্রকাশ।
অভিরাম স্তব দ্বারে হইল বিকাশ॥

তথাহি—১ শ্লোকঃ

শ্রীরাধাযুগপদ্ধরিশ্চমুদিতৌ
গোলোক মধ্যে মিথঃ,
প্রেমাবিষ্টতয়া পুরা বিগলতৌ
তদ্বস্তু গঙ্গাবনৌ॥

গোলকেতে বিরাজিত যুগল কিশোর।
দোঁহারে হেরিয়া দোঁহে ভাবেতে বিভোর॥
সহসা বিরহ স্ফূর্ত্তি দোঁহার হইল।
নয়ন সলিলে গঙ্গাদেবী প্রকটিল॥
নিত্যানন্দ কন্যারূপে তাঁর আবির্ভাব।
অভিরাম স্তব করি জানাল প্রভাব॥
ব্রজের শ্রীদাম সখা ঠাকুর অভিরাম।
যাহার প্রণামে ব্যক্ত মহিমা তাহান।

তথাহি—শ্রীঅভিরামকৃত গঙ্গাস্তবে—৬ শ্লোঃ

শ্রীদামা হি সখা প্রভোরনুচরঃ পর্য্যেম্যহং ভূতলঃ,
তত্তদ্বস্তু কুত কুতঃ সমজনি জ্ঞাতুং সমস্তং ব্রজে।
জ্ঞানে দ্বদশধা প্রণম্য হসতীং প্রহ্বীং স্বকাং চাক্ষতঃ

ব্রজের শ্রীদাম আমি কৃষ্ণ অনুচর।
প্রভু-প্রভুরগণ লাগি ভ্রমি চরাচর॥
দ্বাদশ প্রণামে তোমার শকতি জানিল।
অক্ষত দেহা-হাস্যাননা তোমায় হেরিল॥
তবেত জানিল তোমা নিজ প্রভু শক্তি।
তোমার শরণে জীবের উপজে ভকতি॥

সেকালে অভিরাম তোঁরে যেরূপ হেরিল।
স্তব মাঝে প্রেমযোগে সকলি গাহিল॥

তথাহি ১৫ শ্লোকঃ—

দৃষ্টা ত্বং নববালিকাততোদ্রবময়ী
তস্মাদ বরামঞ্জরী,
শ্রীমন্মঞ্জরী মধ্যগা নিধুবনে
কৃষ্ণস্য ধামে স্থিতা।
পাদাঙ্গুষ্ঠ নিবাসী নিজ গনান,
সং ভোজয়ন্তী হরিম্॥

প্রথমে নববালিকারূপ করিনু দর্শন।
দ্রবময়ী মূর্ত্তি পাছে পাইনু দর্শন॥
বরাপ্রেম মঞ্জরী রূপে মঞ্জরীর মাঝে।
মাধবের বামে হেরি নিধুবন মাঝে॥
পাছে হেরি মাধবের পদাঙ্গুষ্ঠ বাসিনী।
নিজগুণে করা সবা হরি সোহাগিণী॥
জাহ্নবা সমীপে হৈছে মন্ত্রের গ্রহণ।
অভিরাম কৃত স্তবে শুন বিবরণ॥

তথাহি—৩—৪ শ্লোকঃ—

লীলাতে পরমাদ্ভুতা বালসুতা
শ্রীসূতিকা মন্দিরে।
স্তন্যংত্বাংত্যজতীং পিতা সমদিশৎ
জ্ঞাত্বা প্রভুর্জাহ্নবীম।
শিষ্যেনাং তদনঙ্গমঞ্জরি হরিরূপাং
হি শিষ্যাংকরু॥
নিতানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে
প্রেম্নো বরামঞ্জরী॥ ৩॥
ইত্থংবৈতদনঙ্গ-মঞ্জরিমুখচ্ছ্রুত্বাযুগোপাসনং,
জ্ঞাতাহ্লাদমনা ভৃশং প্রভুসুতে
স্তন্যং নিস্পীয়প্রিয়ম্।
সর্ব্বানেব জনাম্ প্রিয়োচ
পিতয়ো সুপ্রেম্নিচামর্জ্জৎ॥

আবির্ভূতা হয়া তুমি সূতিকা মন্দিরে।
স্তনপান না করিলে মাতা উদ্বিগ্ন অন্তরে॥
অন্তরে জানিয়া কহে প্রভু নিত্যানন্দ।
জাহ্নবা অর্পহ মন্ত্র যাউক সব ধন্দ॥
তবেত জাহ্নবাদেবী যুগলমন্ত্র দিল।
মহামন্ত্র পায়া গঙ্গা স্তনপান কৈল॥
তবে মাতাপিতাদিক সবে সুখ মন।
গঙ্গার মহিমা হৈল বিদিত ভুবন॥
গঙ্গার বংশ বিবরণ করহ শ্রবণ।
দ্বিজ গোবর্দ্ধন যাহা করিল বর্ণন॥

তথাহি—

শুভদিন শুভক্ষণে, জামাতা কন্যার সনে,
বসুধা জাহ্নবা মাতা অই।
হয়ে স্নেহবশীভূতে, নিজসেবা গোপীনাথে,
কন্যাস্থানে সমর্পণ কৈল।
সুখসাগর গ্রামে স্থিতি, সেবা করে নিতি নিতি,
সুখের নাহিক পারাবার।
গঙ্গার হইল তিন পুত্র, নয়ন-প্রেম-গোপাল, সুত্র
এইরূপে করিলা নির্দ্ধার॥
নয়নানন্দ কৌতুকী, গোরা প্রেমে অনুরাগী,
আকুমার বৈরাগ্য যাহার।
প্রেমানন্দ মতিমান, রাঢ়ে ভ্রমে নানাস্থান,
শ্রীরাধামাধব[১] সেবা যাঁর॥
বংশধর বর্ত্তমান, রাঢ়ে স্থিতি নানাস্থান,
কাটোয়া কালিকাপুরে গাতি।
শ্রীরাধামাধব রত, সেবা করে নানা মত,
তুলনার নাহিক অবধি।
গোপাল বল্লভ স্থানে, জগদীশ কন্যা দানে,
বৈবাহিক সূত্রেতে গ্রথিল।
গোপালের পুত্র চারি, রামকানাই জ্যেষ্ঠ তারি,
নামে যাঁর গঙ্গাপার কৈল॥
দামোদর গোপীনাথ, কণ্ঠেতে করিয়া সাথ,
তেঁতুল তলায় বাস কৈল॥
কল্পবৃক্ষ বর্ত্তমান, প্রভু পাশ বিদ্যমান,
জীরাট গ্রামে স্থিতি কৈল॥
এইত কহিল গঙ্গার বংশ বিবরণ।
বৈষ্ণুপদোদ্ভব গঙ্গা জীবের পাবন॥
নিত্যানন্দ সুতা গঙ্গা ভুবন পাবনী।
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে হেন নাহি গণি॥
অভিরাম প্রণামে যাঁর মহিমা প্রকাশ।
বন্দি যে তাঁহার পদ ছাড়ি অন্য আশ।
যাহার প্রসাদে মিলে গৌরাঙ্গ চরণ।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁহার অভয় চরণ॥

---

[১] শ্রীরাধামাধক—যশোহরের রাজা বসন্ত রায় শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ স্থাপনের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন। হঠাৎ তাহার মৃত্যু হওয়ায় রাজা প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের অভিলাষ পূরণের জন্য শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ নির্ম্মাণ করতঃ স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে মানসিংহ যশোহর জয় করিয়া শ্রীরাধামাধব বিগ্রহকে জয়পুরে লইয়া যান। এদিকে প্রেমানন্দ গোস্বামী প্রেমানুরাগে ভ্রমণ করিতে করিতে জয়পুরে গমন করিয়া শ্রীরাধামাধব মন্দিরে অবস্থান করেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে রাধামাধব বলিলেন তুমি আমায় লইয়া চল। রাজাকেও এরূপ স্বপ্নে বলিলেন, প্রভাতে রাজা আসিয়া তাঁহাকে বিগ্রহ অর্পণ করিলে গোঁসাইজী বিগ্রহ লইয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করতঃ প্রভুর আদেশক্রমে রাঢ়দেশে আনয়ন কাটোয়ায় সেবা স্থাপন করেন।

শ্রীবীরভদ্র প্রভু

জয় সর্ব্বময় প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
প্রেমের ঠাকুর মোর নিত্যানন্দ রায়।
যাহার প্রসাদে জীব গৌর গুন গায়॥
তাঁর সুত বীরভদ্র প্রেমমূর্ত্তি মন্ত।
জগতে বলায়া গৌর কৈরিল উন্মত্ত॥
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি অভিন্ন কলেবর।
প্রেমরঙ্গে বিলসয়ে আনন্দ অন্তর॥
অধম পতিত জনে করে প্রেমদান।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর শাস্ত্রেতে বাখ্যান॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৬৭ শ্লোকঃ—

সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়ি নামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ॥

সঙ্কর্ষণ ব্যূহ শ্রীপয়োব্ধিশায়ী নাম।
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি পরমানন্দ ধাম॥
চৈতন্যাভিন্ন তনু নিত্যানন্দের সুত।
বীরচন্দ্র নামে এবে হৈল অভিহিত॥
পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দে পাঠাইল।
আপনে আসিবে ঘরে তাহারে কহিল॥
জীব উদ্ধারিতে চিত্তে করিয়া চিন্তন।
আজ্ঞা দিয়া নিত্যানন্দে করিল প্রেরণ॥
বিবাহ করিতে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা দিল।
মন অভিলাষ কহি প্রেরণ করিল॥

তথাহি— শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে ১ম পরিঃ—

"পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ একাসনে।
নীলাচলে এই যুক্তি করিলা নির্জ্জনে॥
তুমি যাহ গৌড়দেশে করিতে সংসার।
তবে এই সব জীবের হইবে উদ্ধার॥
পুনঃ আসিব আমি তোমার মন্দিরে।
স্বরূপ স্বভাবে তুমি জানিবা আমারে॥
তোমার গৃহেতে হবে মোর অবতার॥
ভক্তি বিলাইয়ে পুনঃ তারিব সংসার॥"

এত কহি নিত্যানন্দে করিল প্রেরণ।
বিবাহ করিল নিতাই করি আগমন॥
খড়দহ মাঝে প্রভু গড়িল নিবাস।
কতদিনে বীরচন্দ্র হইল প্রকাশ॥
বসুধা মাতার গর্ভে লভিল জনম।
জাহ্নবার কৃপা পাত্র খ্যাত সর্ব্বজন॥
ক্রমে ক্রমে বসুধার ছয় পুত্র হৈল।
অভিরাম প্রণামে সবে নিত্যলোকে গেল॥
যে মতে হইল এই লীলার ঘটন।
অভিরাম লীলামৃতে রয়েছে বর্ণন॥
একদা গৌরাঙ্গ খানাকুলে আগমন।
অভিরাম প্রতি কহে সুপ্রিয় বচন॥
শীঘ্র অন্তর্দ্ধান হয়া নিত্যানন্দ ঘরে।
জনম লভিব আমি কহিল তোমারে॥
তোমা দণ্ডবতে তাঁর হইবে প্রকাশ।
শুনি অভিরাম কৈল আনন্দ প্রকাশ॥
একদা অভিরাম নিত্যানন্দ ঘরে এল।
হেরি নিত্যানন্দ সুত দণ্ডবৎ কৈল॥
তাঁর দণ্ডবতে পুত্র হারাইল প্রাণ।
হেনমতে ছয়পুত্র হৈল অন্তর্দ্ধান॥
তবে প্রভু বীরচন্দ্র লভিল জনম।
নিত্যানন্দ পুত্রোৎসব কৈল আয়োজন॥

চতুর্দ্দিকে মহান্তের কৈল নিমন্ত্রণ
একলা অভিরামে নাহি হৈল নিমন্ত্রণ ॥
নাবিকগণেরে ডাকি কৈল আজ্ঞা দান।
পার না করিবে যদি আসে অভিরাম ॥
এদিকে বক্রেশ্বর অভিরাম ঘরে গেল।
নিত্যানন্দ পুত্রোৎসব সকলি কহিল ॥
তেঁহ কহে নিমন্ত্রণে নাহি প্রয়োজন।
ব্রজের গোয়ালা যাব বিনা নিমন্ত্রণ ॥
তবেত মালিনী সহ রঙ্গেতে চলিল।
খড়দহের পরপারে নদীকুলে এল ॥
তারে হেরি পরিচয় পুছে মাঝিগণ।
অভিরাম কৈল নিজ পরিচয় কথন ॥
নিত্যানন্দ আজ্ঞা কহি যত মাঝিগণ।
নৌকা লয়া পূর্ব্বপারে কৈল পলায়ন ॥
কিনারে ডুবায়া নৌকা নিতাই পাশে এল।
এদিকে অভিরাম এক উপায় সৃজিল ॥
বহির্ব্বাস পাতি তাহে হৈল গঙ্গা পার।
নিত্যানন্দ পাশে গিয়া কহে বার বার ॥
বহুত ক্ষুধার্ত্ত মোরে কর ভক্ষ্য দান।
বসু জাহ্নবা মিষ্টান্ন আনে তাঁর স্থান ॥
যত দেন তত খান ফাঁপর হইল।
তবে নিত্যানন্দ সহ রসালাপ কৈল ॥
অভ্যন্তরে নিতাই গিয়া করে নিরীক্ষণ।
ভাণ্ডারে দ্বিগুণ ভক্ষ্য হেরি সুখ মন ॥
মহান্ত ভোজন শেষে বলেন বচন।
নিত্যানন্দ তব পুত্রে করাহ দর্শন ॥
নিত্যানন্দ কোলে আনি পুত্র দেখাইল।
অভিরাম তিনবার প্রণাম করিল ॥
হাস্যমুখ বীরচন্দ্র অপূর্ব্ব দর্শন।
কোলে লয়া অভিরাম করয়ে নর্ত্তন ॥
মোর প্রভু গৌরচন্দ্র হৈল আবির্ভাব।
জগত দেখিব এবে তাহার প্রভাব ॥
অভিরাম রঙ্গে বীরভদ্রের প্রকাশ।
জগত হইল জন্য শুনিয়া প্রকাশ ॥
অভিরাম বীরচন্দ্রে যেমত্ত হেরিল।
বৃন্দাবন দাস তাহা যতনে গাহিল ॥

তথাহি শ্রীনিত্যানন্দবংস বিস্তারে
আদি খণ্ডে ২য় পরিচ্ছেদে—

'নিশ্চয় শুতিয়াছে মাতার উরুপরে।
অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে ॥
উন্নত নাসিকা আর সুন্দর কপোলা।
মহাভুজ দীর্ঘকায় বক্ষ সুবিশালা ॥
কর পদতলে যেন মাড়িল হিঙ্গুলে।
মহাপুরুষের কৃতি তাহার উপরে ॥
দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম।
চরণের তলে গিয়ে করিলেন প্রণাম ॥
উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবত।
বার বার তিনবার করিল এমত ॥
যোগনিদ্রা হইতে প্রভু জাগিয়া হাসয়।
চরণ চালন করি শিশুপ্রায় হয় ॥
চিনিলেন অভিরাম এই প্রভু মোর।
হাসি হাসি বলে ভাল ঠাকুরালি তোর ॥
পূর্ব্বে যৈছে গৌরাঙ্গের লাবণ্য সুন্দর।
এই মত বীরচন্দ্র সর্ব্ব কলেবর ॥'
মার্গশীর্ষ শুক্লা চতুর্থীর পুণ্যতিথি।
জনমিল বীরচন্দ্র প্রেমময় নিধি ॥
বীরভদ্র বীরচন্দ্র ধরে দুই নাম।
বিলাইতে গৌরপ্রেম হৈল বিদ্যমান ॥
পঞ্চদশ মাস মাতৃগর্ভেতে বিলাস।
আবির্ভূত ধরা মাঝে অদ্ভুত প্রকাশ ॥

তথাহি—অত্রৈব—

'[illegible]রত কৃষ্ণানবমী বোধন দিবসে।
ঈশ্বরাবির্ভাব সব লোকানন্দ ভাসে॥
পঞ্চদশ মাস গর্ভেতে যেরূপ রহিলা।
মার্গশীর্ষ শুক্লা চতুর্থীতে প্রসবিলা॥
তিন লোক জয় জয় হরিধ্বনি হইল।
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল॥
ধন্য ধন্য বসুলক্ষ্মী বলে সর্ব্বজন।
পুত্র প্রসবিল সেই গৌর নারায়ণ॥'
হেনমতে বীরচন্দ্র জনম লভিল।
বার্ত্ত পায়া শ্রীঅদ্বৈত দর্শনে আসিল॥
বীরচন্দ্রে হেরি হৈল প্রেমেতে মগন।
ভর্জ্জাদ্বারে করে তার মহিমা কথন॥
'চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে।
এ চোর ধরিব মোরা কেমন প্রকারে॥'
এত কহি শ্রীঅদ্বৈত করয়ে গমন।
খড়দহে বীরচন্দ্র করে বিচরণ॥
বাল্য খেলাছলে করে আপনা প্রকাশ।
নিত্যানন্দে সুখ দিয়া করয়ে বিলাস॥
পূর্ব্বে যৈছে বাল্যলীলা নদীয়া নগরে।
তৈছে বীরচন্দ্র খেলে খড়দহ পুরে॥
প্রভু নিত্যানন্দ যবে কৈল অন্তর্দ্ধান।
কাঁদে প্রভু বীরচন্দ্র হইয়া অজ্ঞান॥
জাহ্নবার স্নেহাবদ্ধ রহে অনুক্ষণ।
জাহ্নবা করয়ে তারে সদাই যতন॥
নিত্যানন্দ অপ্রকট মহোৎসব কৈল।
সীতানাথ আদি যত মহান্ত আসিল॥
সেকালে প্রভু বীরচন্দ্র একরঙ্গ কৈল।
গৌরসেবা সদাচার জগতে শিখাল॥
আপনি আচরি জীবে করাল শিক্ষণ।
গৌরভক্তি শিখাইতে তাঁর আগমন॥
তিন ভোগ লাগাইয়া উৎসব করিল।
তিন প্রভুর মহিমা যতনে করিল॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে ২২ অধ্যায়—

'সভা মধ্যে বীরচন্দ্র বাহু তুলি বলে।
মোর এক কথা শুন বৈষ্ণব সকলে॥
যেবা কেহ করিবেক অন্ন মহোৎসবে।
ঐছে আগে তিন প্রভুর ভোগ লাগাইবে॥
পরে সেই মহাপ্রসাদ লইয়া যতনে।
সমর্পিয়ে সাধু দ্বিজ বৈষ্ণবের গণে॥
তিন প্রভু ভোজনে হয় মহাযজ্ঞ পূর্ণ।
তিন প্রভুর ভোজনে হয় ভদ্রাসন ধন্য॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোসাঞি।
তিনে এক একে তিন ভিন্ন ভেদ নাঞি॥
তিনে ভেদ বুদ্ধি করিবেক যেইজন।
কভু সেই না পাইবে চৈতন্য চরণ॥
গৌর কৃপা বিনু প্রেমভক্তি না লভিবে।
এ হেন দুর্ল্লভ জন্ম বিফলে যাইবে।
যে উৎসবে তিন প্রভুর ভোগ না লাগিবে।
দক্ষ যজ্ঞ সম তার যজ্ঞ না পূরিবে॥
অন্নদান ফল লাভ নারিবে করিতে।
সর্ব্বনাশ হৈবে যজ্ঞ যাইবে অধঃপাতে॥
পরকালে হৈব তার নরকে বসতি।
চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে না পাইবে অব্যাহতি॥'
এত কহি বীরচন্দ্র প্রসাদ বাটিল।
প্রসাদ পেয়ে ভক্তগণ আনন্দে মাতিল॥
এ উৎসবে হৈল এক বিচিত্র ঘটন।
প্রকটাপ্রকট ভেদ বুঝে কোনজন॥

অপ্রকট দুই প্রভু গৌর-নিত্যানন্দ।
প্রকটে বিলাস করে শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র॥
তিন প্রভু একত্রেতে করিল ভোজন।
করে রসালাপ হেরে ভাগ্যবান জন॥
এ হেন অদ্ভুত লীলা দেখায় বীরভদ্র।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর প্রতাপে প্রচণ্ড॥
উৎসবান্তে করিলেন শ্রীদধিমঙ্গল।
গোকুলিয়া ভাবে নাচে বৈষ্ণব সকল॥
নবীন হাড়িতে দধি হরিদ্রা মিশাল।
নব আম্রপল্লব আনি তাহাতে স্থাপিল॥
নবীন বসনে তাহা করি আচ্ছাদন।
অদ্বৈত সমীপে লয়া করিল স্থাপন॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ সুখে পশার গাহিল।
গোকুলিয়া ভাবে সবে নাচিতে লাগিল॥
উৎসবান্তে মহান্ত সব করিল গমন।
খড়দহে বীরচন্দ্র করে বিচরণ॥
হেনমতে কতকাল অতীত হইল।
দীক্ষার কারণে প্রভু চিন্তিত হইল॥
বিংশতি বৎসর তাঁর বয়স তখন।
যোগ্যপাত্র বিচারিতে চিন্তাকুল মন॥
অদ্বৈতের স্থানে পত্রী করিল প্রেরণ।
নৌকাযোগে শান্তিপুরে করয়ে গমন॥
মাতা স্থানে নিভৃতেতে যুকতি করিল।
বীরচন্দ্র অভিপ্রায় কেহ না বুঝিল॥
তবে প্রভু বীরচন্দ্র কি যেন চিন্তিয়া।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন ত্বরিত করিয়া॥
নৌকা লইয়া নাবিক ঘাটেতে রহিল।
সপার্ষদে বীরভদ্র নৌকায় উঠিল॥
নৌকা চড়ি শান্তিপুর মুখেতে গমন।
জাহ্নবা অন্তরে বুঝে বীরচন্দ্র মন॥

এদিকেতে শ্রীঅদ্বৈত পত্রী পাঠাইল।
মাতা স্থানে মন্ত্র নিতে তাহারে কহিল॥
জাহ্নবার স্থানে পত্র কৈল আগমন।
পত্রী পায়্যা বীরচন্দ্রে কৈল আনয়ন॥
শ্রীচন্দ্রশেখরে ডাকি বলেন বচন।
ত্বরিতে চলহ তুমি বীরের সদন॥
অদ্বৈত স্থানে উপাসনা লইবারে যায়।
ছলে বলে ফিরাইয়া আনহ তাহায়॥
শুনিয়া ব্যাকুলে তেঁহ ত্বরিতে চলিল।
পথে রামদাস সহ মিলন ঘটিল॥
পণ্ডিত মুখে শুনি তেঁহ সব বিবরণ।
প্রকারে বীরের পথ রোধিল তখন॥
শ্রীবংশী ছুঁড়িয়া নৌকা দুইখান কৈল।
ঝাঁপ দিয়া বীরচন্দ্র গঙ্গায় পড়িল॥
তথাহি—তত্রৈব—আদি খণ্ড ৩য় পরিঃ
'ক্রোধ করি রামদাস বার্দ্ধরা ফেলিল।
নির্ভরে বাজিল নৌকা দুইখান হইল॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রভু গঙ্গার মধ্য জলে।
কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে জলের উপরে চলে॥
অর্দ্ধ গঙ্গা গিয়ে পুনঃ ফিরিলেন কুলে।
সম্বরণ করি তীর পাইল হিল্লোলে॥'
হেনমতে বীরচন্দ্র কুলেতে আসিল।
রামদাসে সঙ্গে লয়া খড়দহে এল॥
গঙ্গাস্নান করি তেঁহ আসিল ভবন।
জাহ্নবা স্বরূপ হেরি বন্দিল চরণ॥
আত্মসমর্পণ করি মন্ত্র দীক্ষা নিল।
বৃন্দাবন দাস তাহা যতনে গাহিল॥
তথাহি—তত্রৈব—
'হেনকালে শ্রীজাহ্নবা মাতা স্নান করি।
বসিয়া আছেন বীরচন্দ্র পথ হেরি॥

কৃষ্ণ প্রেমময়ী মাতা কৃষ্ণ অনুরাগী।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দ রসে অঙ্গ ডগমগি॥
দুই কর বদ্ধ কৃষ্ণ নাম গণনে।
এ সময়ে যুবা পুত্র দেখিলা নয়নে॥
অপরাধ হয় পাছে নাম ভঙ্গ ক্রমে।
আর দুই ভুজে বস্ত্র করিল সম্ভ্রমে॥
আর দুই হস্তে দেখি শ্রীহল মুষল।
শুভ্র শ্বেতকান্তি ষড়ভুজ কি সুন্দর॥
তখনি দেখাইয়া মাতা তখনি লুকাইল।
দেখি বীরচন্দ্র প্রভু চমৎকার পাইল॥
ইহা দেখি বীরচন্দ্র পড়ে পদতলে।
অপরাধ ক্ষম মাতা এই বোল বলে॥
মন্ত্রদান করি কর আমার উদ্ধার।
যেমতে হই যে ভব সংসারের পার॥
তবে শ্রীজাহ্নবা মহামন্ত্র কৈল দান।
প্রেম উথলিল করে কৃষ্ণ গুণগান॥
ধরিতে না পারে কেহ হইল অস্থির।
উদণ্ড নর্ত্তনে যেন মহামল্লবীর॥
পাইনু পাইনু বলি যায় গড়াগড়ি।
বৈষ্ণবের পদ ধরি করে রড়ারড়ি॥
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ ধূলে গড়ি যায়।
কৃষ্ণরে বাপরে বলি করে হায় হায়॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ শ্রীনন্দের নন্দন।
একবার দেখা দিয়া রাখহ জীবন॥'
হেনমতে দীক্ষা পায়া আবীষ্ট হইল।
জাহ্নবার স্তুতি নতি বহুত করিল॥
কতদিনে নিত্যানন্দ আরাধনা তিথি।
মহামহোৎসব কৈল হয় যথাবিধি॥
তবে তীর্থ ভ্রমিবারে ক্ষেত্রেতে চলিল।
অভিরাম ক্ষেত্রবাসীগণে মিলাইল॥

বীরচন্দ্রে পায়া সবে পুলকিত মন।
সবে দেখে গৌর যেন বিদিত ভুবন॥
সেইরূপ সেই বোল সেইত লক্ষণ।
সেই নৃত্য সেই প্রেম সেই সঙ্কীর্ত্তন॥
বীরচন্দ্রে হেরি নীলাচল বাসীগণ।
গৌরাঙ্গ দর্শন সুখ লভে সর্ব্বজন॥
তবে প্রভু বীরচন্দ্র দক্ষিণে চলিল।
গৌরাঙ্গের প্রায় দক্ষিণ প্রেমে ভাসাইল॥
দক্ষিণ ভ্রমিয়া পুনঃ ক্ষেত্রে আগমন।
নারায়ণী দেবী সহ হইল মিলন॥
অযোনী সম্ভবা কন্যা লক্ষ্মী স্বরূপিণী।
সুধাময় বিপ্র ঘরে রহেন আপনি॥
সুধাময় ঘরে বীরচন্দ্র আগমন।
নারায়ণী সহ হৈল বিবাহ ঘটন॥
নারায়ণী সঙ্গে লয়া খড়দহে এল।
চক্রদেব ক্ষেত্ররাজ সহায় করিল॥
বধূ পায়া বসুধা জাহ্নবা সুখ মন।
বীরচন্দ্র খড়দহে করে বিচরণ॥
তবে প্রেম প্রচারিতে প্রভুর গমন।
দোলা বহি চারি জনা করয়ে গমন॥
জ্ঞানদাস কৃষ্ণদাস, আর রামদাস।
দোলাবহি চলে রামাই নিত্যানন্দ দাস॥
সপার্ষদে বীরচন্দ্র করয়ে গমন।
ঢাকায় যবন রাজে করিল মোচন॥
তথা হইতে মালদহে কৈল আগমন।
মহানন্দা ধারে কৈল মহা সঙ্কীর্ত্তন॥
দুল্লভ ছত্রী মহোৎসব আয়োজন কৈল।
কীর্ত্তন শেষে সেই স্থান প্রভুকে অর্পিল॥
তথা হৈতে একচাক্রা প্রভুর গমন।
বঙ্কিম দেবেরে কৈল প্রেমেতে সেবন॥

মহামহোৎসব তথা কৈল অনুষ্ঠান।
বীরচন্দ্রপুর নাম হৈল সেই স্থান॥

তথাহি—তত্রৈব—৮ম স্তবক—

'এই মত মহোৎসব করিয়া সম্পূর্ণ।
আত্মমার্গ মিলিয়া পাইল প্রসাদান্ন॥
সেই গ্রামে তিন দিন করিলা বিশ্রাম।
বীরচন্দ্র পুর বলি থুইলা তার নাম॥'
তবে প্রভু কুণ্ডলতীর্থ দর্শনে চলিল।
নিত্যানন্দ কীর্ত্তি সেই নয়নে হেরিল॥
নিত্যানন্দ কুণ্ডলে মহাতীর্থের সৃজন।
হেরি গঙ্গা পথে প্রভু করয়ে গমন॥
শ্রীগতি গোবিন্দ সহ পথেতে মিলন।
করিল বিচিত্র লীলা মুগ্ধ সর্ব্বজন॥
তার অনুরোধে যাজিগ্রামে আগমন।
তথা হইতে রাঢ়ে করে প্রেম প্রবর্ত্তন॥
সঙ্গীগণে বিদায় দিয়া ব্রজেতে চলিল।
ঝারিখণ্ড দিয়া বৃন্দাবনেতে পৌছিল॥
প্রেমানন্দে বৃন্দাবন করিয়া ভ্রমণ।
খড়দহে বীরচন্দ্র দিল দরশন॥
খড়দহে বীরচন্দ্র করয়ে বিলাস।
ভুবন ঘোষিল তাঁর মহিমা প্রকাশ॥
জাহ্নবার প্রিয়পাত্র প্রভু বীরচন্দ্র।
জীবে প্রেমদান করে প্রতাপে প্রচণ্ড॥
প্রভু নিত্যানন্দ দিল শিলা গোবর্দ্ধন।
পিতৃদত্ত ধন পায়া সেবাতে মগন॥
প্রেমানন্দে সর্ব্বদেশ করয়ে ভ্রমণ।
অধম পতিত জীবে দিল প্রেমধন॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম সহ প্রেমরঙ্গে।
গৌরপ্রেম আস্বাদয়ে নানা রঙ্গে ভঙ্গে॥

শ্রীখণ্ডে হইল মহোৎসব আয়োজন।
সেইকালে বীরচন্দ্র করিল গমন॥
পারিষদ সহ করে কীর্ত্তন বিলাস।
যাহার দর্শনে জীবের পূর্ণ অভিলাষ॥
তথা এক চক্ষুহীনে কৈল চক্ষুদান।
জগত বুঝিল যত মহিমা তাহান॥
সঙ্কীর্ত্তনে বীরচন্দ্র করয়ে নর্ত্তন।
অদ্ভুত নর্ত্তন ভঙ্গি ভুবন মোহন॥
অগণিত লোক আসি করে দরশন।
শুনিলেন অন্ধ এক প্রভুর নর্ত্তন॥
অদ্ভুত মহিমা শুনি করয়ে ক্রন্দন।
মুই ভাগ্যহীন মোর নাহিক লোচন॥
হেরিতে নারিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস।
কেমনে হইবে মোর পূর্ণ অভিলাষ॥
আপনা ধিক্কারি বহু করয়ে ক্রন্দন।
অন্তরেতে জানিলেন বসুধা নন্দন॥
অন্ধের অভিপ্রায় বুঝি হইল সদয়।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর শাস্ত্রেতে ঘোষয়॥
অন্ধ প্রতি চাহিলেন কৃপা দৃষ্টি করি।
লোচন পাইয়া অন্ধ হেরয়ে মাধুরী॥
প্রেমানন্দে হেরিলেন প্রভুর মাধুরী।
জয় জয় বীরচন্দ্র করুণাবতারী॥
প্রেমাবেশে বীরচন্দ্র করয়ে ভ্রমণ।
হেনমতে নিস্তারয়ে কত দীনজন॥
জাহ্নবা আদেশ লয়া ব্রজেতে চলিল।
পথ মাঝে দুই দস্যু উদ্ধার করিল॥
ভাবাবেশে ব্রজধাম করিয়া ভ্রমণ।
প্রেমরঙ্গে খড়দহে কৈল আগমন॥
গৌরপ্রেম বিতরয়ে পুলকে মগন।
কঁদিরা গ্রামেতে তবে কৈল আগমন॥

তথা জয় গোপাল নাম কায়স্থ একজন।
পরম দুর্ম্মতি তেঁহ সদা দম্ভ মন॥
বিদ্যা অহঙ্কারে কৈল শ্রীগুরু হেলন।
সেই অপরাধে কৈল প্রসাদ লঙ্ঘন॥
গুরু জিজ্ঞাসিলে পরমগুরু নাম কয়।
পরম অযোগ্য জ্ঞানে তাহারে ত্যজয়॥
তাঁর দ্বারে ভক্তিধর্ম্ম করাল শিক্ষণ।
তাহারে ত্যজিয়া কৈল ধর্ম্মের স্থাপন॥
হেনমতে গৌরপ্রেম করে শিক্ষাদান।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর ব্যক্ত সর্ব্বস্থান॥
এইত কিঞ্চিৎ তাঁর মহিমা কথন।
শ্যামসুন্দর প্রকট বার্ত্তা করহ শ্রবণ॥
জীবোদ্ধারে বীরচন্দ্র গৌড়দেশে গেল।
গৌড় পাৎসাহ দ্বারে উপনীত হৈল॥
পাৎসাহ হেরি তাঁরে কৈল সমাদর।
কহে মোর ঘরে ভোজন কর অতঃপর॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া বীর বলেন বচন।
তোমাদের খানা মুই করিব গ্রহণ॥
তবে বাবুর্চি দ্বারে উত্তম খানা পাঠাল।
উত্তম বস্ত্রে খানা বান্ধি প্রভু পাশে এল॥
বন্ধন খুলিতে গোঁসাই তাহারে কহিল।
খোলা মাত্রে পাত্রমধ্যে অদ্ভুত হেরিল॥
যাতি যুথি মালতী আদি যত পুষ্পগণ।
চন্দনে চর্চ্চিত গন্ধে আসে অলিগণ॥
হেনরূপ তিনবার হইল ঘটন।
হেরিয়া গোঁসাই গুণ বুঝয়ে যবন॥
পাৎসাহ কহে তুমি ফকির প্রধান।
মোর স্থানে এবে তুমি কিছু চাহ দান॥
প্রভু কহে বহুমূল্য তেলুয়া পাথর।
মোরে সমর্পণ কর আনন্দ অন্তর॥
শুনি হৃষ্ট হয়া তেঁহ পাথর খসাল।
প্রভু বীরচন্দ্রে দিয়া কৃতার্থ হইল॥
সেই পাথর খড়দহে প্রভু আনাইল।
শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি তাহে গড়াইল॥
অবশিষ্ট পাথরে দুই বিগ্রহ হইল।
নন্দদুলাল বল্লভজী দুইত হইল॥

তথাহি — শ্রীপ্রেম বিলাস — ২৪ বিলাস

'শ্যামসুন্দর গড়ি অবশিষ্ট যে পাথর।
তাহা দিয়া গড়িল দুই মূর্ত্তি মনোহর॥
শ্রীনন্দদুলাল মূর্ত্তি রহে সাঁইবন।
বল্লভপুরে বল্লভজী প্রতিষ্ঠিত হন॥
হেনমতে তিন বিগ্রহ করিল প্রকাশ।
শ্যামসুন্দর খড়দহে করয়ে বিলাস॥
শ্যামসুন্দর সেবানন্দে জীবে প্রেমদান।
বীরচন্দ্রের প্রেমগুণ অদ্ভুত আখ্যান॥
বীরচন্দ্ররূপে গৌর হইয়া প্রকাশ।
গৌড়দেশজনে কৈল শুদ্ধ গৌরদাস॥
গৌরাঙ্গ ভজন রীতি সিদ্ধান্ত স্থাপন।
বীরচন্দ্র প্রসাদে পাই গৌরাঙ্গ ভজন॥
নিত্যানন্দাত্মজ হন প্রভু বীরচন্দ্র।
যাহার প্রসাদে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড॥
দয়াল প্রভু বীরচন্দ্র করুণা নিদান।
কিশোরীর ঘুচাহ এবে অন্তর অজ্ঞান॥

—•—

শ্রীনারায়ণী মাতা

জয় জয় পতিত পাবন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় মহীধারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
প্রভু বীরচন্দ্র জায়া দেবী নারায়ণী।
অযোনী সম্ভবা দেবী ভুবন পাবনী॥
জাহ্নবার পাদপদ্মে একান্ত স্মরণ।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর খ্যাত ত্রিভুবন॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশেঃ—
'নিত্যানন্দ ব্যূহ বীরচন্দ্র চূড়ামণি।
তাহার ঘরণী নারায়ণী ঠাকুরাণী॥
পূর্ব্বকালে আছিলা শ্রীকামিনী ঠাকুরাণী॥
এবে নারায়ণী তিঁহো বীরচন্দ্রের ঘরণী॥
মহেশ নিবাসী বিপ্র সদা প্রেমাশ্রয়।
পিপলাইর জামাতা নাম সুধাময়॥
তাঁর কন্যা বলি ধরায় প্রসিদ্ধ হইল।
প্রকাশি অদ্ভুত লীলা ভুবন মোহিল॥
নারায়ণীর আবির্ভাব অদ্ভুত কথন।
অপূর্ব্ব ভারতী তাহা শুন সর্ব্বজন॥
পুত্র কন্যাহীন সুধাময় বিপ্রবর।
পত্নীর সহিত চলে জগন্নাথ গোচর॥
আপত্য বিহীনে তেঁহ হয়া দুঃখ মন।
সর্ব্বস্ব বিপ্রেরে দিয়া করয়ে গমন॥
চতুর্ম্মাস্য সমাপিয়া কৈল স্থির মন।
সমুদ্র তটে পত্র কুটির করিল রচন॥
পত্নীর সহিত তথা করয়ে ভজন।
কতদিনে ধ্যান ফল সাক্ষাৎ দর্শন॥
সমুদ্র প্রকট হয়া দিল দরশন।
কন্যারত্ন আনি এক করিল অর্পণ॥
কন্যার মহিমা যত যতনে কহিল।
বৃন্দাবন দাস তাহা গ্রন্থেতে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে
আদি খণ্ডে ৩য় স্তবকঃ—
'সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা এই কন্যা গুণবতী।
অপ্রাকৃত কন্যা এই পূর্ণ কৃষ্ণশক্তি॥
নারায়ণী নামে এই কন্যা লক্ষ্মীরূপা।
গঙ্গা সমর্পিল এই তোরে করি কৃপা॥
এই কন্যার বর তিনলোকে যোগ্য নয়।
ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরের যোগ্য হয়॥'
হেনমতে নারায়ণীর হৈল আবির্ভাব।
সুধাময় মোহিল তার হেরিয়া প্রভাব॥
সযতনে বিপ্রবর করয়ে পালন।
কতদিনে বীরচন্দ্র দিল দরশন॥
পিতা অদর্শনে মাতা স্থানে দীক্ষা হৈল।
তীর্থ পর্যটনে তেঁহ ক্ষেত্রেতে চলিল॥
ক্ষেত্র হয়া দক্ষিণ দেশে করিল গমন।
দক্ষিণ ভ্রমিয়া পুনঃ ক্ষেত্রে আগমন॥
সহসা সুধাময় ঘরে দিল দরশন।
বীরচন্দ্রে হেরি বিপ্র পুলকে মগন॥
প্রভু কহে রেখেছ কিবা কর সমর্পণ।
বিপ্র কহে—দরিদ্র মুই কিবা দিব ধন॥
তবেত নারায়ণী সহ প্রভুর মিলন।
সগৌরবে বৃন্দাবন করিল বর্ণন।

তথাহি—তত্রৈব—
'বিপ্র বলে আমি অতি দরিদ্র পামর।
কিবা ধন দিব আছে দেখ মোর ঘর॥

এত কহি হস্ত ধরি তারে ঘরে নিল।
ছায়া রূপা নারায়ণী তাহাই দেখিল॥
পত্রের কুটীরে বসি লক্ষ্মীজলোদ্ভবা।
গন্ধমালা দিয়া করে নারায়ণ সেবা॥
সেই নারায়ণ সাক্ষাৎ আইলা আপনে।
লক্ষ্মীদেবী জানিলেন তাহা মনে মনে॥
এই মোর প্রাণনাথ জানিলা নিশ্চয়ে।
মোর প্রভু বিনে কি মোর মন মোহয়ে॥
এই মত লক্ষ্মীদেবী মনে মনে কৈল।
যেই মালা নারায়ণের কণ্ঠে পরাইল॥
সেই মালা প্রভু কণ্ঠে পড়ে আচম্বিতে।
সুধাময় স্তুতি পাঠ কৈল বহু মতে॥
বীরচন্দ্র সহ নারায়ণীর মিলন।
দোঁহা হেরি দুহুঁজন সহাস্য বদন॥
বহুদিন অন্তে দোঁহাকার দরশন।
লক্ষ্মীরে লভিতে বীরচন্দ্র ব্যগ্র মন॥
সগণে সমীপেতে চিলিকা গ্রামে রৈল।
বিপ্র গিয়া গণসহ আমন্ত্রণ কৈল॥
ভিক্ষা অন্তে প্রভুগণে করে নিবেদন।
পরিচয় দেহ এই পুরুষ কোনজন॥
জলোদ্ভবা কন্যা এক মম পাশ রয়।
মহাপুরুষের যোগ্যা সেই কন্যা হয়॥
এতেক বারতা মোরে সমুদ্র কহিল।
পরিচয় দেহ মুই আত্ম সমর্পিল॥
তবে প্রভুগণ করে শুন বিপ্রবর।
নিত্যানন্দ সুত এই মহাশক্তি ধর॥
শাণ্ডিল্য গোত্র ছাড়া ওঝার বংশধর।
শুনিয়া হইল বিপ্র আনন্দ অন্তর॥
সেই কালে জলনিধি বিপ্র পাশে এল।
বিবাহের আজ্ঞা দিয়া উদ্যোগ করিল॥
বিবিধ রত্ন সম্ভার করিল অর্পণ।
শুভদিনে লক্ষ্মীনারায়ণের মিলন॥
দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রক্ষ আদি গণ।
সকলে একত্রে আজি আনন্দে মগন॥

তথাহি তত্রৈব—

'নারায়ণী অঙ্গবেশ করিল মোহিনী।
বরবেশ কৈল আসি সমুদ্র আপনি॥
গর্ব্ব পূর্ণা হই আইলা সময় গোধূলী।
দুজনার দেখাদেখি পুষ্প ফেলাফেলি॥
মহাবাক্য দ্বিজবর করে উচ্চারণ।
কন্যাদান কৈল শুভলগ্ন শুভক্ষণ॥
সমুদ্র আপনে কোষালয় দিব্যাগারে।
কুসুম শয্যায় শুতাইল দোঁহাকারে॥
চিরদিন বিয়োগে বিষাদ দুইজন।
চিনি নিরখয়ে দুঁহে দোঁহার বদন॥
হেনরূপে লক্ষ্মীসহ প্রভুর মিলন।
নৌকাযোগে ক্ষেত্র হোতে গৌড়ে আগমন॥
খড়দহে গঙ্গাতীরে অবতরণ কৈল।
গঙ্গাদেবী আগুসরি দেবী ঘরে নিল॥
খড়দহে দেবী রহে পুলকিত মন।
বসুধা জাহ্নবা মাতার সেবে যতন॥
শ্যামসুন্দরে অনুরাগে করয়ে সেবন।
বীরচন্দ্র পাদপদ্ম হৃদয়ের ধন॥
হেনরঙ্গে খড়দহে দেবীর বিলাস।
জগত হইল ধন্য হেরিয়া প্রকাশ॥
নারায়ণীদেবী হন জাহ্নবার গণ'।
কিশোরী মাগয়ে তাঁর একান্ত শরণ॥

—০—

শ্রীগোপীজন বল্লভ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
প্রভু নিত্যানন্দ সুত বীরচন্দ্র নাম।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর খ্যাত ধরাধাম॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ সুত শ্রীগোপীজন বল্লভ।
অত্যদ্ভুত রূপবান জগত দুর্ল্লভ॥
গৌরপ্রেম বিলাইতে ধরা আগমন।
অধম পতিতে কৈল সংসার মোচন॥

তথাহি—নিত্যানন্দবংশ বিস্তারে—৩য় স্তবক—
'কতদিনে সন্তান প্রকাশিতে হইল মন॥
গোপীজন বল্লভ নামে প্রথম নন্দন॥
দ্বিতীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ব্রহ্ম তেজময় রামচন্দ্র তারপর॥
ত্রিশক্তি ধারণ তিন পুত্র প্রকাশিল।
জীবের কল্মষ বীজ সব নাশ হইল॥
সকল কনিষ্ঠা এক কন্যা উদাপান।
পার্ব্বতি চরণ মুখুজ্যারে কৈল সম্প্রদান॥"
গোপীজন বল্লভ রামকৃষ্ণ রামচন্দ্র।
বীরচন্দ্রের তিন সুত প্রতাপে প্রচণ্ড॥
গোপীজন বল্লভ হন প্রথম নন্দন।
শ্রীপাট নেতাধাম যাঁর কীর্ত্তি বিলক্ষণ॥
নেতাধাম পাট যৈছে হইল স্থাপন।
অদ্ভুত বারতা তাহা শুন সর্ব্বজন॥
বৃন্দাবন দাস গ্রন্থে করিল বর্ণন।
অন্তর্দ্ধান লাগি ব্রজে জাহ্নবা গমন॥
ব্রজ যাত্রা লাগি দেবী কৈল আয়োজন।
গোপীজন বল্লভ করে দোলার সাজন॥
কণ্টকনগরে দেবী কৈল আগমন।
মঙ্গলকোটে উপনীত প্রেমানন্দ মন॥
গোপীজন বল্লভ দেবীর সঙ্গেতে চলিল।
তথায় গোসাঞি অত্যদ্ভুত লীলা কৈল॥
মঙ্গলকোটবাসী বণিক একজন।
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র মহাভাগ্যবান॥
সযতনে তেঁহ এক রথ নির্ম্মাইল।
শ্রীজাহ্নবায় আরোহিতে নিবেদন কৈল॥
শ্রীজাহ্নবাদেবী তবে করিয়া চিন্তন।
গোপীজন বল্লভে ডাকি বলেন তখন॥
সপরিকরে কর তুমি রথ আরোহণ।
বণিকের মনবাঞ্ছা করহ পূরণ॥
আজ্ঞা পায়া গোপীজন বল্লভ সুখ মন।
সপার্ষদে রথোপরি কৈল আরোহণ॥
রথে চড়ি প্রভু নিজ শক্তি প্রকাশিল।
হেরিয়া ভুবনবাসী মোহিত হইল॥

তথাহি—তত্রৈব—
রথেতে চড়িয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল।
বনমালা পীতবস্ত্র চতুর্ভূজ হইল॥
উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃতের গণ।
সবে মিলি এককালে পাইল দর্শন॥
আর এক কৃপাশক্তি করিল বিস্তার।
সবার মুখে স্তুতি বাক্য নেত্রে জলধার॥
রথে চড়ি প্রভু মণ্ডলের পূজা নিল।
বহুদ্রব্য আয়োজনে দৃষ্টিপাত কৈল।"

হেনমতে প্রভু নিজশক্তি প্রকাশিল।
হেরিয়া ভুবনবাসী কৃতার্থ হইল ॥
বহুমতে স্তুতিনতি করে সর্ব্বজন।
কহে জয় জয় প্রভু বীরের নন্দন ॥
রথ হৈতে প্রভু যদি পৃথিবী নামিল।
সবিনয়ে মণ্ডল আসি পদে নিবেদিল ॥
তথাহি—তত্রৈব—
'মণ্ডল কহয়ে প্রভু দয়াময় তুমি।
যতেক আইলা চড়ি রথগম্য ভূমি ॥
এই ভূমি হইল তোমার অধিকার।
তীর্থক্ষেত্র হইল মোর সত্ব নাহি আর ॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
এইসব বার্ত্তা শ্রীমতীরে কৈল ॥
লতাতে বেষ্টিত তরু মনোহর স্থান।
শ্রীপাট করিয়া আখ্যান হইল নোতাধাম ॥
ভূশক্তি সঞ্চার প্রভু তথাতে করিল।
লীলা লাগি বহুমূর্ত্তি বহুধাম হইল ॥
হেনমতে মঙ্গলকোটে বহুলীলা হৈল।
চন্দন মণ্ডল বণিক কৃতার্থ হইল ॥
কৃতার্থ হইল যত গ্রামবাসী জন।
তথা হৈতে একচাক্রা দেবীর গমন ॥
বঙ্কিমদেবেরে দেবী বহু সেবা কৈল।
ব্রজ যাত্রাকালে দেবী প্রভুকে ডাকিল ॥
সযতনে কহিলেন যত নিজ মন।
শক্তি সঞ্চারিয়া বিদায় করিল তখন ॥
তথাহি—তত্রৈব—
'গোপীজন বল্লভে প্রভু বিরলে ডাকিল।
মহামন্ত্র দিয়া তারে সব শিখাইল ॥
ভক্তির প্রচার আর উপাসনা কর্ম।
সাধু মার্গে ভক্তিশাস্ত্র যত নিত্য কর্ম ॥

আজ্ঞা হইল বাহুড়িয়া যাহ তুমি ঘরে।
আমি যাব বৃন্দাবন চন্দ্র দেখিবারে ॥
আর না সহয়ে মোর বিলম্ব সময়।
প্রভুর দর্শন লাগি উৎকণ্ঠা হৃদয় ॥
দাস-দাসী সকল বৈষ্ণব লয়ে যাও।
যাবতীয় গুরু হইয়া সভক্তি শিখাও ॥
রামাই সুন্দরানন্দ চলুক মোরে সনে।
দোলা বহি চারিজনা দাসী একজনে ॥
এত শুনি গোঁসাই পড়িলা মূর্চ্ছিত হইয়া।
ধরি উঠাইল প্রভু শ্রীহস্ত ধরিয়া ॥
চিবুক ধরিয়া করে শিরঘ্রান লইল।
আত্মশক্তি সঞ্চারিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল ॥'
হেনমতে কৃপাশক্তি করিল সঞ্চার।
গোঁসাই ফিরিল গৃহে করি হাহাকার ॥
জাহ্নবার আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ।
গৌরপ্রেম প্রচারিয়া তারয়ে ভুবন ॥
গোপীজন বল্লভের শুন বংশ বিবরণ।
নরোত্তম বিলাস গ্রন্থে শেষেতে বর্ণন ॥
'প্রভু গোপীজন বল্লভের পুত্র ত্রয়।
জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ গুণের আলয় ॥
শ্রীরামলক্ষণ হন মধ্যম সন্তান।
কনিষ্ঠ শ্রীরাম গোবিন্দাক্ষ্য দয়াবান ॥
প্রভুবংশে বিখ্যাত এ শ্রীরামলক্ষণ।
যাহার প্রতাপে কাঁপে পাষণ্ডীর গণ ॥
গোপীজন বল্লভ প্রভুর বংশবিবরণ।
যতেক পাইল তাহা করিল লিখন ॥
প্রভু বীরচন্দ্র সুত গোপীজন বল্লভ।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর জগত দুর্ল্লভ ॥
শ্রীপাট নেতায় যাঁর সতত বিহার।
তাঁর গুণ গাহিবারে সাধ্য আছে কার ॥
জাহ্নবার কৃপাধন্য পতিত পাবন।
কিশোরী করয়ে তাঁর চরণ বন্দন ॥

শ্রীলোচনানন্দ ও নবকিশোর গোস্বামী

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত আশ্রয়॥
জয় জয় সীতাপতি কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু সুত প্রভু বীরচন্দ্র।
তাঁহার কনিষ্ঠ সুত প্রভু রামচন্দ্র॥
তাঁর সুত রাধামাধব রাজেন্দ্র তাঁহার।
হর গোবিন্দ তাঁর সুত ভুবনে প্রচার॥
হরগোবিন্দের সুত নাম সর্ব্বেশ্বর।
তাঁর সুত লক্ষ্মীকান্ত সর্ব্বগুণ ধর॥
লক্ষ্মীকান্তের নয় পুত্র সর্ব্ব গুণবান।
জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকিশোর পিতার শিষ্য হন॥
ছোট নবকিশোর ভ্রাতার শিষ্য হৈল।
নবকিশোর লোচনানন্দেরে শিষ্য কৈল॥
পরমার্থে গুরুশিষ্য ব্যবহারে দুই ভাই।
নবকিশোর লোচনানন্দ একত্র সদাই॥
ষড়দর্শনাচার্য্য দোঁহে পণ্ডিত প্রধান।
ভজন অনুরাগী মহা বৈরাগ্যবান॥
আকুমার ব্রহ্মচারী ভাই দুইজন।
সংসার ছাড়িয়া ব্রজে করিল গমন॥
পরম বৈরাগ্য বেশ করিয়া ধারণ।
ভজন অভিলাষে সদা করে বিচরণ॥
পূজা প্রতিষ্ঠার ভয়ে পরিচয় না দিল।
গোবর্দ্ধনে সিদ্ধ বাবার সমীপে আসিল॥
কায়মনে বাবার পদে আত্ম সমর্পিল।
ভজনের অভিপ্রায় তাঁরে নিবেদিল॥
অপরূপ রূপ তেজ গুণ অনুরাগ।
বিদ্যা বৈরাগ্য ভাবে হেরি মুগ্ধ মহাভাগ॥
পরিচয় জিজ্ঞাসিলে বলিল বচন।
হাড়ির কুলেতে দোঁহে লভিল জনম॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া বাবা করিল মনন।
হীনকুলে জন্মে বুঝি পুরুষ রতন॥
যতনে ভজন মুদ্রা দোঁহারে শিখাল।
বাবার বার্দ্ধকে দোঁহে যতনে সেবিল॥
মলমূত্র পরিষ্কার উচ্ছিষ্ট লেপন।
করিল বিবিধ সেবা করিয়া যতন॥
এইভাবে কতকাল অতীত হইল।
দৈবেতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তথায় পৌঁছিল॥
দোঁহা অন্বেষিতে তেঁহ কৈল আগমন।
আত্ম পরিচয় বাবায় বলিল তখন॥
দোঁহার পরিচয় বাবা শুনিল যখন।
সেকালে মানস গঙ্গায় দোঁহার গমন॥
পরিচয় শুনি বাবা ক্রোধাবিষ্ট মন।
দুই ভাই স্নান সারি করে আগমন॥
দূর হোতে কনিষ্ঠেরে করিল দর্শন।
হেরয়ে সিদ্ধবাবার আরক্ত লোচন॥
ভয়েতে কম্পিত তনু ভাই দুইজন।
সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করয়ে তখন॥
ক্রুদ্ধ হয়া সিদ্ধবাবা বলেন বচন।
ভজন মুদ্রাদি যত তোমাদের ধন॥
তোমাদের পাইবার আছে অধিকার।
তবে কেন প্রবঞ্চনা নিকটে আমার॥
শুনি দোঁহে সবিনয়ে করে নিবেদন।
জন্ম জন্ম অপরাধী মোরা দুইজন॥
উচ্চকুলে জন্মি হৈল ভাগ্য বিড়ম্বন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠায় জীবন ধারণ॥

প্রতিষ্ঠা শূকরি বিষ্ঠা সদাই ভূষণ।
অনধিকারী তাই অকিঞ্চন ভজন॥
সুদুর্ল্লভ সেই বস্তু শাস্ত্রের বচন।
মহৎসেবা বিনে লভ্য না হয় কখন॥
তেকারণে তোমায় মোরা কৈনু প্রবঞ্চন।
অপরাধ যোগ্য শাস্তি করুন অর্পণ॥
শুনিয়া অন্তরে বাবা প্রসন্ন হইল।
বাহ্য ক্রোধ প্রকাশিয়া কহিতে লাগিল॥
তোমরা স্বহস্তে নিজ চরণ ধুইয়া।
মোর অগ্রে ধর সেই চরণামৃত লৈয়া॥
তোমাদের দণ্ড এই করিনু অর্পণ।
শুনিয়া ফাঁপরে পড়িলেক দুইজন॥
মহাপুরুষের ক্রোধ শাস্তির কারণ।
আজ্ঞা অনুরূপ কার্য্য কৈল আচরণ॥
চরণামৃত পানে বাবা প্রসন্ন হইল।
মহানন্দে দোঁহা প্রতি কহিতে লাগিল॥
পরম দয়ালু কৃষ্ণ পতিত পাবন।
দোঁহা সম মহতের করাল মিলন॥
পুনশ্চ বঞ্চনা মোরে না কর কখন।
দৈন্য ভক্তি লেশ নাহি তোমা দোঁহা সম॥
স্বচ্ছন্দে করহ ভজন মুদ্রা আলোচন।
তাহাতে হইবে মোর সধন্য জীবন॥
তবে তিনভাই তথা হইতে চলিল।
কাম্যবনের পশ্চিমেতে পশুপে আসিল॥
বৈষ্ণব গতাগতি যথা না হয় কখন।
এইত নির্জ্জন গ্রামে করেন ভজন॥
সেকালে জয়কৃষ্ণ বাবা কাম্যবনে রয়।
মধ্যে মধ্যে তিন ভাই গমন করয়॥
পশুপ বনে ছোট ভাই দেহত্যাগ কৈল।
সেবার বিগ্রহ বাবার সমীপে রহিল॥

কতদিন পরে দোঁহে সংবাদ পাইল।
বংশে কেহ নাই সেবা অচল হইল॥
ঠাকুর সেবার ব্যতিক্রম করিয়া শ্রবণ।
ঢাকায় আসিল দোঁহে হয়া ব্যগ্র মন॥
ঢাকায় আসিলে প্রভু স্বপ্নাদেশ দিল।
পরম সস্নেহে তবে কহিতে লাগিল॥
চট্টগ্রাম মধ্যে ফরদাবাদ নামে গ্রাম।
নাথবংশীয় জমিদার মহাভক্তিমান॥
সেই বংশ অতি শীঘ্র লোপপ্রাপ্ত হবে।
মোরে লয়া চল তথা নির্ব্বিঘ্নে সেবিবে॥
জমিদারী আয়ে মোর হইবে সেবন।
আজ্ঞা পায়া বিগ্রহ লয়া করিল গমন॥
চট্টগ্রামে আসি এক ভক্তগৃহে রৈল।
কবিরাজ কার্ত্তিক অধিকারী নাম ছিল॥
জমিদারের চিকিৎসক মহাভক্তিমান।
তেঁহ সব শুনি কহে জমিদারের স্থান॥
নিরুদ্বেগে নির্ভয়ে জমিদার তখন।
প্রভুকে অর্পিল সব করিয়া লিখন॥
সেবার ব্যবস্থা তেঁহ যতনে করিল।
এইভাবে দুইবর্ষ অতীত হইল॥
একদা কবিরাজ গৃহে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তমাঝে লোচনানন্দ করয়ে নর্ত্তন॥
সহসা কীর্ত্তনাবেশে বাহির হইল।
দ্রুতপদে কোথা গেল কেহ না জানিল॥
কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন বিশ্রাম হইল।
বহুত খুঁজিয়া কেহ সন্ধান না পেল॥
কবিরাজ মহাশয় হতাশ হইল।
নবদ্বীপ নীলাচল ব্রজে লোক গেল॥
তিনদিন পরে কবিরাজ মহাশয়।
বৈঠকখানায় লোকসহ বসি কথা কয়॥

সেকালে অনতিদূরে করে নিরীক্ষণ।
আবর্জনা গর্ত্তধারে গরুর ভ্রমণ॥
বিস্ফারিত নেত্রে তারা গর্ত্ত পানে চায়।
উর্দ্ধ পুচ্ছে নাচে কভু কভু ঘ্রাণ লয়॥
সকলে উৎসুক চিত্তে তথায় ছুটিল।
চতুর্দিক ভালভাবে দেখিতে লাগিল॥
হেরয়ে আবর্জনাময় গর্ত্তের ভিতরে।
পতিত লোচনানন্দ প্রভু অধঃশিরে॥
কর্দ্দমাক্ত সর্ব্ব অঙ্গ কর্দ্দম ভিতরে।
কেবল চরণ যুগ আচয়ে বাহিরে॥
পূর্ব্বরাত্রে পাঁচশজন করিল ভোজন।
সেই পত্র গর্ত্তে ফেলায় ঢাকিল চরণ॥
গরুগুলি কদলিপত্র করিল ভক্ষণ।
চরণ দেখিয়া তারা চাটয়ে তখন॥
আঘ্রাণ লইয়া উর্দ্ধ পুচ্ছে নৃত্য করে।
সন্ধান পাইল তবে সবে এ প্রকারে॥
প্রভুকে পাইয়া সবে আনন্দিত মন।
গর্ত্ত হোতে উঠাইল করিয়া যতন॥
জল আনি সর্ব্ব অঙ্গ মার্জ্জন করিল।
চেতন নাহিক হেরি দুঃখিত হইল॥
ভাবয়ে শৌচদেশে প্রভু তিনদিন রৈল।
প্রাণ হারাইল বলি কান্দিতে লাগিল॥
কবিরাজ মহাশয় সুচিকিৎসক হন।
সযতনে করে তেঁহ নাড়ি পরিক্ষণ॥
কহে মাত্র প্রাণবায়ু নিরোধ হইল।
মৃত হৈলে দেহখানি এমন নহিত॥
সমুজ্জল অঙ্গ কান্তি দৈহেতে এখন।
সবে মিলি কর এবে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন॥
তাহার বচনে সবে কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কতক্ষণে লম্ফ দিয়া প্রভু যে উঠিল॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ।
কীর্ত্তন অবসানে জিজ্ঞাসয়ে সর্ব্বজন॥
পূর্ব্বাবস্থার কথা সবে তাঁরে জিজ্ঞাসিল।
তেঁহ কহে আমি ইহা কিছু না জানিল॥
এমত কতেক তাঁর বৈভব কথন।
পরম অদ্ভুত এক শুন বিবরণ॥
শিবচতুর্দ্দশী দিনে শ্রীলোচনানন্দ।
চলয়ে সীতাকুণ্ড হয়া প্রেমানন্দ॥
অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রনাথের হয় দরশন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করয়ে গমন॥
ব্যাসকুণ্ড, কালভৈরব মন্দির পানে গেল।
সেকালে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটিল॥
কালভৈরব মন্দির হোতে এক যোগীবর।
বাহির হইয়া এল তাঁহার গোচর॥
ঘোর কৃষ্ণকান্তি পঞ্চ হস্ত পরিমাণ।
ভস্মমাখা মুণ্ডমালা শরীর তাহান॥
পিঙ্গল বর্ণের জটা আপাদ লম্বিত।
উল্কাবত নেত্রদ্বয় ত্রিপুণ্ড শোভিত॥
করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দরশন।
ভয়েতে বিহ্বল সবে সশঙ্কিত মন॥
সর্ব্ব অগ্রে লোচনানন্দ প্রভুর গমন।
দিব্যমূর্ত্তি প্রভু পদে প্রণমে তখন॥
দৈন্য স্তুতি করি তেঁহ বলেন বচন।
কালভৈরব নামে হেথা রহি সর্ব্বক্ষণ॥
মনুষ্যের পাপ লয়া পাপগ্রস্থ হৈনু।
তব কৃপাপথ পানে চাহিয়া রহিনু॥
তব আগমন জানি লইনু শরণ।
উপদেশ কর যৈছে আমার মোচন॥
তবে কৃষ্ণমন্ত্র প্রভু উপদেশ কৈল।
ঘটনা বুঝিয়া সবার ত্রাস দূরে গেল॥

যোগীশ্বর প্রভুপদে করিল প্রণাম।
এক স্বর্ণমুদ্রা দিয়া কৈল অন্তর্দ্ধান॥
সুবর্ণ স্পর্শেতে প্রভু বিষণ্ণ বদন।
স্নান করি চন্দ্রনাথে করিল দর্শন॥
আর একগুণ তাঁর শুনহ এখন।
গোঁসাইর প্রভাব হয় অদ্ভুত কথন॥
কবিরাজ মহাশয়ের যথায় ভবন।
অর্দ্ধ মাইল দূরে নদী প্রবাহিত হন॥
নিত্য রাত্রিশেষে প্রভু নদী স্নানে গিয়া।
নিত্যকৃত্য সমাধিয়া আসে জল লয়া॥
একদা গ্রামেতে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল।
বহু লোক মরি মহা প্রমাদ ঘটিল॥
স্নানান্তে জল লয়া প্রভু করে আগমন।
সেইকালে বৃদ্ধা এক বন্দিল চরণ॥
কৎসিত ভূষণে বিভূষিত কলেবর।
সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া দুর্গন্ধ প্রকাশে বিস্তর॥
কিঞ্চিৎ ক্রোধভাবে প্রভু জিজ্ঞাসে বচন।
কেবা তুমি ? কোথা হতে কর আগমন॥
ঠাকুরের জল লয়া করেছি গমন।
স্পর্শ করি নষ্ট তুমি করিলে এখন॥
ভীতমনে বৃদ্ধা তবে বলেন বচন।
মহাপাপ কার্য্য মোর সদা আচরণ॥
জীবহিংসা কার্য্য মোর সদা ধর্ম্ম হয়।
তোমাস্থানে অপরাধে জন্মিলেক ভয়॥
ইহাতেই কিবা গতি হইবে আমার।
'বিসূচিকা দেবী' নাম কহি সমাচার॥
শুনিয়া বিস্মিত প্রভু হইলা তখন।
কৃষ্ণনাম দিল তারে হয়া হৃষ্টমন॥
দেবী কহে তুমি মোর গুরু যে হইলে।
গুরু দক্ষিণা দিব কিছু ভাব প্রকাশিলে॥
শুনি প্রভু কহে ; মোর ধরহ বচন।
এই গ্রাম ছাড়ি এবে করহ গমন॥

দেখিয়া গ্রামের দশা ব্যথিত অন্তর।
কভু না আসিবে এই গ্রামের ভিতর॥
তবে প্রভু পুনঃ নদী স্নানেতে চলিল।
স্নান সারি জল লয়া গৃহেতে পৌঁছিল॥
প্রভুর বিলম্বে কবিরাজ বিচলিত।
পৌঁছিলে জিজ্ঞাসি সব হইলেন জ্ঞাত॥
কহে গ্রামের ভয় হইল বিনাশ।
শুনিয়া সকল লোকে হইল উল্লাস॥
সত্যই আপনি রোগ নিরাময় হৈল।
অন্য গ্রামের রোগী এলে তথায় হৈল ভাল॥
একদা রথযাত্রা দিনে প্রভু দুইজন।
ক্ষেত্রধামে চলিলেন হয়া প্রেমমন॥
জগন্নাথের পাণ্ডুবিজয় করিয়া দর্শন।
দর্শন কালে বড় প্রভু ত্যজিল জীবন॥
বড় প্রভু অন্তর্দ্ধান করিল যখন।
ছোট তাঁর পদতলে বসিল তখন॥
কহে প্রভু এবে কিবা কৈলে আচরণ।
জন্মাবধি সেবক রূপে রহি অনুক্ষণ॥
এবে কেন ছাড়ি মোরে করিলে গমন।
সেবকে করহ সঙ্গে এই নিবেদন॥
এত কহি ছোট প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখিয়া অদ্ভুত লীলা সবে মুহ্যমান॥
বিস্মিত হইল সবে ক্ষেত্রবাসীগণ।
যত্নে সমাধি দোঁহার করিল অর্পণ॥
নরেন্দ্র সরোবর তীরে সমাধি অর্পিল।
সঙ্গের বিগ্রহ তাঁর ক্ষেত্রেতে রহিল॥
নাথের ব্রাহ্মণগণ করয়ে সেবন।
অদ্যাপিও ভাগ্যবান করয়ে দর্শন॥
দুই প্রভুর প্রেম চেষ্টা অদ্ভুত কথন।
যাহার শ্রবণে লভ্য শুদ্ধভক্তি ধন॥
দুই প্রভুর কৃপালেশ করিয়া প্রার্থন।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা শুদ্ধ ভক্তিধন॥

শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী

জয় জয় বিশ্বম্ভর নদীয়ার পতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব শ্রীনন্দ কিশোর।
প্রেমমূর্ত্তিমন্ত তনু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
প্রভু নিত্যানন্দ সুত বীরচন্দ্র নাম।
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীজন বল্লভ আখ্যান॥
মঙ্গলকোটে লতা গদী করিল স্থাপন।
তাঁর পুত্র হরিদেব খ্যাত সর্ব্বজন॥
লতা হোতে হরিদেবের বংশধরগণ।
পুরুলিয়ায় গিয়া পাট করিল স্থাপন॥
হরিদেবের প্রপৌত্র শ্রীরসিকানন্দ।
তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নাম পরমানন্দ॥
পরমানন্দের অন্য নাম নন্দকিশোর।
অদ্ভুত চরিত্র যার সবার গোচর॥
শৈশব হোতে বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিল।
বিবাহ না করি ব্রজে গমন করিল॥
রাধাকুণ্ডের লীলাস্থান করিয়া দর্শন।
পরমানন্দেতে তেঁহ হইল মগন॥
আত্ম পরিচয় তেঁহ গোপন করিল।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সমীপে রহিল॥
শাস্ত্র অধ্যয়ন আর ভজন শিক্ষণ।
হেনরঙ্গে বৃন্দাবনে করয়ে যাপন॥
এদিকে পুরুলিয়া পাটে জননী তাহার।
দিবানিশি পুত্র লাগি কান্দে অনিবার॥
শ্রীপাটের সেবা প্রায় অচল হইল।
তাঁরে অন্বেষিতে এক বৈষ্ণব চলিল॥
বৃন্দাবনে গিয়া তাঁর পাইল সন্ধান।
তেঁহ সব নিবেদয়ে চক্রবর্ত্তী স্থান॥
জননীর দুঃখ দৈন্য সব নিবেদিল।
গৃহী হয়া সেবা করুক অনুজ্ঞা চাহিল॥
চক্রবর্ত্তী শুনি সব করি বিবেচন।
গোঁসাই পাশে গুরু দক্ষিণা করিল প্রার্থন॥
গৃহে গিয়া কর মাতার দুঃখ নিবারণ।
দার পরিগ্রহ কর মায়ের কারণ॥
গুরু আজ্ঞা পালনেতে গোঁসাই গৃহে গেল।
জননীর অনুরোধে বিবাহ করিল॥
এক পুত্রসন্তান যদি লভিল জনম।
স্বজন ছাড়িয়া গোঁসাই চলে বৃন্দাবন॥
নিতাই গৌর শ্রীবিগ্রহ সঙ্গেতে লইল।
শৃঙ্গার বট সমীপেতে স্থাপন করিল॥
তাঁর অলৌকিক গুণে বশ বহুজন।
যোধপুররাজ আদি ধনাঢ্যের গণ॥
বহু ভূসম্পত্তি সবে করিলেক দান।
অনুরাগে করে সেবা যতেক বিধান॥
নিতাই গৌরাঙ্গে সেবে করিয়া যতন।
সেবাবশে দেখা দিল ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
পরম অদ্ভুত সেই অপূর্ব্ব কথন।
গোঁসাইর প্রেমগুণ কে করে বর্ণন॥
ভেঁধু নামে এক ব্রজবাসীর কুমার।
তাঁহাকে অর্পিল গো সেবনের ভার॥
প্রত্যহ বাল্যভোগের প্রসাদ পাইয়া।
গোচারণ করে ভেঁধু ভাণ্ডীর বনে গিয়া॥
সগণ রাখালরাজ শ্রীনন্দনন্দন।
ভেঁধু সহ সখ্য করি করে গোচারণ॥

একদা ভোঁধুর পাশে করয়ে যাচন।
রন্ধন সামগ্রী নিত্য কর আনয়ন॥
শুনি ভেঁধু গোঁসাইজীকে সকলি করিল।
বহুত সামগ্রী নিত্য লইয়া চলিল॥
ক্রমশঃ প্রচুর দ্রব্য চাহিদা হইল।
ভেঁধুও মস্তকে বহি সকলি লইল॥
একদা গোঁসাই জীউ জিজ্ঞাসে বচন।
এত দ্রব্য লও তুমি কোন প্রয়োজন॥
তেঁহ কহে দালবাটি প্রস্তুত করিয়া।
শ্রীনন্দ নন্দন খেলে ভোজন করিয়া॥
শুনিয়া গোঁসই জীউ পুলকিত মন।
বাঞ্ছা কৈল সেই লীলা করিতে দর্শন॥
সম্মুখেতে গোপাষ্টমী করিয়া চিন্তন।
ইচ্ছা কৈল ঐ দিনে করিব আমন্ত্রণ॥
ভেঁধু দ্বারে আমন্ত্রণ করি পাঠাইল।
রাখাল রাজ আসিবারে সম্মত নহিল॥
শুনি প্রণয় অভিমানে ভেঁধুয়া তখন।
পৃথক ভাবে লয়া চলে আপন গোধন॥
কৃষ্ণ বলদেবে তেঁহ অনেক সাধিল।
শেষে প্রভুদ্বয় তাঁকে কহিতে লাগিল॥
গোঁসাই মস্তকে বহি যদি খাদ্য আনে।
করিব ভোজন সত্য না হইবে আনে॥

মহানন্দে ভেঁধু আসি সকলি কহিল।
শুনিয়া [illegible]ই জীউ প্রেমাবীষ্ট হৈল॥
পরদিন বস্তুদ্রব্য মস্তকে বহিয়া।
চলয়ে ভাণ্ডির বনে বিহ্বল হইয়া॥
দেখে রামকৃষ্ণ তথা করে গোচারণ।
করয়ে বিনোদ ক্রীড়া অপূর্ব্ব দর্শন॥
দেখিয়া গোঁসাই জীউ পুলকিত মন।
ক্ষণ অন্তর্দ্ধানে তেঁহ ব্যাকুলিত মন॥
মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহ ভূমিতে পড়িল।
স্বপ্নে আসি রামকৃষ্ণ সান্ত্বনা করিল॥
অধীর না হও গৃহে করহ গমন।
মদীয় লীলাস্থলীর করহ বর্ণন॥
তবেত গোঁসাই দুই গ্রন্থ বিরচিল।
রসকলিকা বৃন্দাবন লীলামৃত কৈল॥
দুই গ্রন্থে কৈল বহু লীলার প্রকাশ।
গোঁসাইর প্রেমগুণ অদ্ভুত প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বলরাম যাঁরে দিল দরশন।
শুনিলে তাঁহার গুণ ধন্য ত্রিভুবন॥
শ্রীনন্দ কিশোর প্রভু পতিত পাবন।
যাহার শরণে মিলে শ্রীগৌর চরণ॥
গাহিয়ে তাঁহার গুণ করিয়া যতন।
কিশোরী করয়ে বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ সেবন॥

—৹—

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে চতুর্থ খণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ পরিকর মহিমা বর্ণনে শ্রীগঙ্গাদেবী প্রভু বীরচন্দ্র আদি মহিমা কথনং নাম দ্বিতীয় লহরী।

তৃতীয় লহরী

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্কন্ধ শাখা

জয় জয় বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ রেবতী রমণ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
কলিযুগ পাবন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ধরা মাঝে কল্পবৃক্ষ করিল স্থাপন॥
ভক্তিবীজ রোপিয়া কৈল বৃক্ষের সৃজন।
মালাকার হয়া করে প্রেম বিতরণ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত দুই স্কন্ধ প্রকাশিল।
শাখা উপশাখা এহে বহুত সৃজিল॥
পরম অদ্ভুত হৈল বৃক্ষের প্রকাশ।
চৈতন্য চরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস॥
পরম নিগূঢ় তত্ত্ব করিল বর্ণন।
আস্বাদহ গৌরগণ করিয়া যতন॥

তথাহি —শ্রীচৈঃ চঃ আদি —৯ পরিঃ—
"শাখার উপরে হৈল বৃক্ষ দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥
সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখা গণে জগত ছাইল॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা॥
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন॥
উডুম্বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥
মূল স্কন্ধের শাখা উপশাখা গণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন॥
একলা মালাকার আমি কাঁহ কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিবা সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যাঁরে তাঁরে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগত ব্যাপী মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি॥

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥
মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন।
ফলফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জন॥
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাম এইত ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হইতে॥
এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ পরিবার॥
যেই যাহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল॥
মহা মাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥
হেনমতে ভক্তিকল্প বৃক্ষের প্রকাশ।
প্রেমফল খায়া জীব পরম উল্লাস॥
পরম অদ্ভুত এই বৃক্ষের সৃজন।
বৃক্ষ সৃজে মালাকার শ্রীশচীনন্দন॥
বৃক্ষ সৃজি মালাকার স্কন্ধ প্রকাশিল।
শাখা উপশাখা তাহে কতক জন্মিল॥
আপন ইচ্ছায় ফলায় প্রেমামৃত ফল।
অধম পতিত খায় নাচে অবিরল॥
শাখা উপশাখা হাসে, হাসে মালাকার।
করয়ে বিচিত্র লীলা শচীর কুমার॥
চৈতন্য কল্পবৃক্ষ স্কন্ধ নিত্যানন্দ রায়।
তাঁর শাখা উপশাখা প্রভূত ধরায়॥

প্রেমের ভাণ্ডারী হন প্রভু নিত্যানন্দ।
সর্ব্বভ[illegible] দেখি গৌরে দেয় মহানন্দ॥
তেঁহ স্কন্ধ পরিগ্রহী শক্তি প্রকাশিল।
শাখা উপশাখা ক্রমে জগৎ ব্যাপিল॥
অসংখ্য তাহার গণ অদ্ভুত কথন।
কবিরাজ গোস্বামী গাহে করিয়া যতন॥
চৈতন্য চরিতামৃতে যতেক গাহিল।
তাহাই উল্লেখ করি আপনা শোধিল॥
শুন শুন গৌরগণ নিত্যানন্দ শাখা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখা॥
তথাহি—আদিখণ্ডে ১১ পরিঃ—
"শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর॥
মালাকারের ইচ্ছা জলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেমফুল ফলে ভরি ছাইল ভুবন॥
অসংখ্য অনন্তগণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥

* * *

রামদাস মুখ্য শাখা মুখ্য প্রেমরাশি।
ষোলশাঙ্গের কাষ্ঠ সে তুলি কৈল বাঁশী॥
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দান কেলি কৈল নিত্যানন্দ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥
মুরারী চৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্পসনে খেলা॥

নিত্যানন্দেরগণ যত সব ব্রজসখা ।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয় ।
যাহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত হয় ॥

সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম ।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজধর্ম্ম ॥

কমলাকর পিপ্পলাই অলৌকিক রীত ।
অলৌকিক প্রেম যার ভুবনে বিদিত ॥

সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস ।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোমত্ত ভক্তি ।
কৃষ্ণ প্রেমাদিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥

নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি কুল পাতি ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর ।
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥

পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ ॥

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগত পাবন ।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা ঘন ॥

নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময় ॥

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল ।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতয়াল ॥

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয় ।
নিত্যানন্দ নামে যাঁরে মহোন্মাদ হয় ॥

বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেম রসাস্বাদী ।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র ।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥

রাঢ়ে যার জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর ।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর ॥

কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান ।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় ।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয় ॥

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে ।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে ॥

তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর ।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পুর ॥

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী ।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ পুরী ॥

বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই ।
পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা ঠাকুর নিতাই ॥

নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায় ।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ গুণ গায় ॥

পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি ।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥

নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর ।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর ॥

বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভুপ্রাণ ।
শ্রীনিত্যানন্দ পদ বিনা নাহি জানে আন ॥

নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর ।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর ॥

শ্রীমন্ত গোকুল দাস হরিহরানন্দ ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ ॥

বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন ।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন ॥

কংসারি সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গ দাস।
নৃসিংহ চৈতন্য মীনকেতন রামদাস॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্য মঙ্গল তিঁহো করিল রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
সর্ব্ব শাখা শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাই॥
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করে গণন।
আত্ম পবিত্রতা হেতু লিখিল কত জন॥
এই সর্ব্ব শাখা পূর্ণ পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে মহাবল॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দগণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্র বদন॥"
হেনরূপ কবিরাজ গোস্বামী বচন।
পরম অদ্ভুত সবার বিচিত্র কথন॥
সবিনয়ে করি সবার চরণ বন্দন।
যাদের প্রসাদে লভ্য নিতাই চরণ॥

চৈতন্য কল্পবৃক্ষ স্কন্ধ নিত্যানন্দ রায়।
আপন ইচ্ছায় [illegible]া প্রকাশে ধরায়॥
শাখা উপশাখা বহু ভুবনে ব্যাপিল।
আশ্রয় লভিয়া কত প্রেমধন পাইল॥
প্রেমের ভাণ্ডারী নিতাই পতিত পাবন।
সুনির্মল প্রেমফল করে বিতরণ॥
শাখা উপশাখা ক্রমে লুটি লুটি খায়।
যত খায় তত বাড়ে আশ্চর্য্য তাহায়॥
দয়াল নিতাই চাঁদের অত্যদ্ভুত লীলা।
করয়ে বিচিত্র কত তাঁর গণখেলা॥
নিত্যানন্দগণ হয় প্রেম মূর্ত্তিমন্ত।
প্রকাশি অদ্ভুত লীলা করে প্রেমোন্মত্ত॥
শাখা উপশাখা ক্রমে আজি করে দান।
অদ্যাপি লুটিয়া খায় যত ভাগ্যবান॥
অনাদি বহির্ম্মুখ মুই ভাগ্যহীন জন।
মহিমা শুনিয়া মাত্র করি নিরীক্ষণ॥
ভাগ্যবান জন খায় ভাগ্যহীন দেখে।
উপায় নাহিক ডাকে পড়িয়া বিপাকে॥
জয় নিত্যানন্দগণ করুণা নিদান।
সপার্ষদে কর কৃপা জানিয়া অজ্ঞান॥
কাতরে করহ দয়া নিত্যানন্দগণ।
কিশোরী দাসেরে কর কৃপা নিরীক্ষণ॥

—•—

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর

জয় শচীনন্দন জয় শ্রীগৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ পারের কাণ্ডারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর॥

গৌর প্রেম পারিষদ ঠাকুর অভিরাম।
নিতাই গৌরাঙ্গে যার প্রেম অনুপাম॥
বিশেষ নিতাই সহ সবাই বিহার।
নিতাই প্রিয়পাত্র বলি খ্যাত ত্রিসংসার॥

তথাহি—শ্রী গৌঃ গঃ দীঃ—১২৬ শ্লোঃ—

পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামো[illegible] মহান্।
দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহবঃ॥

ব্রজে বৃষভানু সুত শ্রীদাম গোপাল।
এবে অভিরাম নামে প্রেমে মাতোয়াল॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"অভিরাম পূর্ব্বে শ্রীদাম খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি॥"

খানাকুল[1] কৃষ্ণনগর অভিরাম স্থান।
ভাগ্যবান জন তাহা হেরে অবিরাম॥
অভিরামের প্রেমলীলা অপূর্ব্ব কথন।
পরম অদ্ভুত তাহা শুন সর্ব্বজন॥
দ্বাপর যুগের সপ্ত হস্ত দেহ লয়া।
গৌড়দেশে আসিলেন প্রেমযুক্ত হয়া॥
সেই সব লীলাকথা প্রেম রসপুর।
আস্বাদে রসিক ভক্ত অন্য রহে দূর॥
যেনমতে গৌড়দেশে কৈল আগমন।
অভিরাম লীলামৃতে রয়েছে বর্ণন॥
তাহা হইতে কিঞ্চিৎ করিয়া গ্রহণ।
অভিরাম গুণ গাই শুন গৌরগণ॥
নবদ্বীপে লীলা করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
দ্বাদশ গোপাল আদি যত সহচর॥
একলা শ্রীদাম বিনে দুঃখিত অন্তর।
গোপনে নিতাইয়ে ডাকি করেন উত্তর॥
শুনহ নিতাই মোর প্রাণের বচন।
শ্রীদাম ভায়েরে আনি রাখহ জীবন॥
ব্রজের প্রধান সখা ভাই যে শ্রীদাম।
সঙ্গেতে রহিয়া সুখ দিত অবিরাম॥
তাহার বিহীনে মোর সুস্থ নহে মন।
তাহারে আনহ এবে করিয়া যতন॥
সান্ত্বনা করিয়া নিতাই করিল গমন।
যথায় শ্রীদাম রহে সেই বৃন্দাবন॥
খুঁজিতে খুঁজিতে তেঁহ গেল গোবর্দ্ধন।
'শ্রীদাম' 'শ্রীদাম' বলি ডাকে ঘন ঘন॥
নীল ধড়া চূড়া পরি গুহাতে আছিল।
নিত্যানন্দ ডাক শুনি বাহিরে আসিল॥
বাহিরে আসিয়া তেঁহ বলয়ে বচন।
কেবা তুমি কি কারণে ডাকহ এখন॥
নিতাই বলে মুই ব্রজের বলাই।
তোমা লাগি কৃষ্ণ মোরে পাঠাল হেথাই॥
তোমারে লইতে মোর এথা আগমন।
শুনিয়া শ্রীদাম তবে বলেন বচন॥
ইহা যদি সত্য হয় তুমি আমি সম।
কর্ম্মেতে বুঝিব তোমা দেখি আচরণ॥
করতালি দিয়া মুই বেগে দৌড়াইব।
ধরিতে পারিলে তবে তোমারে বুঝিব॥
এতেক বলিয়া শ্রীদাম যে কার্য্য করিল।
অভিরাম লীলামৃতে যতনে গাহিল॥

তথাহি—শ্রী অঃ লীঃ—১ম পরিঃ—

"দৌড়িতে লাগিল তিঁহো গোবর্দ্ধন বেড়িয়া।
চারিবার ঘোরাইয়া দেখেন চাহিয়া॥
মালশাট মারি শ্রীদাম পাছু পানে চায়।
নিকটেতে বলরামে দেখিবারে পায়॥
তখন ভাবিলা মনে বটে বলরাম।
বড় দুঃখ পাইলে ভাই করহ বিশ্রাম॥"

হেনমতে দুই ভায়ে হইল মিলন।
শ্রীদাম লজ্জিত হই বলেন বচন॥

[1] কৃষ্ণনগর—হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর নামিয়া ২° বা ২°।এ বাসে শ্রীপাট কৃষ্ণনগর নামিবে

পূর্ব্ব রূপ না হেরিয়া সংশয় জন্মিল।
সে কারণে চারিবার তোমা ঘুরাইল॥
তুমি বিনা হেন শক্তি ধরে কোন জন।
এবে কহ কি কারণে তব আগমন॥
নিতাই বলেন সখা শুনহ বচন।
কৃষ্ণ তোমা না হেরিয়া হৈল অচেতন॥
শ্রীকৃষ্ণ কোথায় যদি শ্রীদাম পুছিল।
সকল বৃত্তান্ত নিতাই তাহারে কহিল॥
শ্রীদাম কহয়ে মুই কোথাও না যাব।
গর্ভবাস কভু মুই করিতে নারিব॥
নিতাই কহয়ে কেন চিন্ত অকারণ।
আগে গিয়া কর তুমি কৃষ্ণ দরশন॥
পাছে যাহা যোগ্য হয় তাহাই হইবে।
এই রূপে রহি সদা বিলাস করিবে॥
হাসিয়া শ্রীদাম তবে কহয়ে বচন।
দৌড়াইতে ভারি হইল আমার চরণ॥
চলিতে নারিব স্কন্ধে করহ এখন।
শুনিয়া নিতাই কহে সরস বচন॥
পূর্ব্বেতে কহিলে তুমি যেরূপ বচন।
সেরূপ আমার দশা হইল এখন॥
তোমা সম ভারি মোর হয়েছে চরণ।
হেনমতে রসালাপ কৈল কতক্ষণ॥
প্রেমে দোঁহে নদীয়াতে কৈল আগমন।
গৌরাঙ্গে হেরিয়া শ্রীদাম পুলকে মগন॥
পূর্ব্বভাব অনুরাগে করি আলাপন।
গৌর অবতার বাক্য জিজ্ঞাসে তখন॥
গৌরাঙ্গ কহয়ে শ্রীদাম শুনহ বচন।
শিখাতে বৈরাগ্য ধর্ম্ম মোর আগমন॥
তথাহি— তত্রৈব—
"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম তেঁই সে আমার।
এবে অভিরাম বলি খ্যাতি যে তোমার॥
নিত্যানন্দে ডাকি তবে বলেন হাসিয়া।
আজি হৈতে ডাকি [illegible] অভিরাম ভায়া॥
এই নাম রাখিলাম করিয়া নিশ্চয়।
শ্রীদাম আমায় কভু ভিন্ন ভেদ নয়॥
অভিরাম চৈতন্য এবে একুই শরীর।
পশ্চাতে জানিবে তাহা যেই ভক্ত ধীর॥"
এত কহি ইঙ্গিতে প্রভু বলেন বচন।
এতেক দীর্ঘতা কভু না হয় শোভন॥
ইঙ্গিতে নিতাই তবে বলেন তখন।
শুন অভিরাম ভায়া আমার বচন॥
পূর্ব্বে বংশী বটতলে খেলিতাম যেমন।
সেরূপ খেলিতে বাঞ্ছা জাগে মোর মন॥
দুই করে দুই ভাই তব কান্দে ধরি।
দোলনা দোলিব মোরা এই বাঞ্ছা করি॥
এত বলি দুইজনে কাঁধেতে ধরিয়া।
দোলনায় দোলিতেছে আনন্দিত হয়া॥
হেনকালে যেই লীলা হইল ঘটন।
পরম অদ্ভুত তাহা শুন সর্বজন।
তথাহি - শ্রীঅভিরামাষ্টকে—
গৌরহস্ত ভ্রান্তি নিত্যানন্দ হস্ত স্কন্ধকঃ।
পূর্ব জন্ম দীর্ঘগর্ব গৌরভাব পোষকঃ॥
অদ্ভুত আত্মবৈভব লোকহর্ষ বর্দ্ধনঃ।
মাম্পুনাতু সোঽভিরাম নাম ভক্তি বন্দনঃ॥
হেনমতে দ্বাপরের দীর্ঘাকৃতি গেল।
যুগ অনুরূপ দেহ ধারণ করিল॥
হেরিয়া ভকতগণ চমকিত হৈল।
প্রভু অভিরাম সহ ব্রজেতে চলিল॥
হেথা নিত্যানন্দে দিল সঙ্কীর্ত্তন ভার।
দুই ভায়ে ব্রজে লীলা করয়ে অপার॥

দোঁহাকার পূর্ব্ব লীলা করিয়া স্মরণ।
কতদিন রঙ্গে দোঁহে করিল যাপন॥
নিজ অঙ্গ হৈতে রামদাসেরে সৃজিয়া।
গৌড়দেশে পাঠাইল প্রভু সঙ্গে দিয়া॥
তরে অভিরাম হৃদে করিয়া চিন্তন।
পুনঃ অঙ্গ হতে কন্যা করিল সৃজন॥
বাক্সবদ্ধ করি কন্যা জলে ভাসাইল।
সেই বাক্স স্রোতে ভাসি খানাকুলে এল॥
ব্রজ হৈতে অভিরাম হইল বাহির।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ভ্রমে হইয়া অস্থির॥

তথাহি—তত্রৈব ৪র্থ পরি :—
ভ্রমণ করিব সব বিগ্রহ দেখিয়া।
দেখি কেবা কোনরূপে আছেন বসিয়া॥
একে একে সবাকার করিব দর্শন।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি বুঝিব এখন॥
দেখি কার কত শক্তি দিয়াছে চৈতন্য।
তুই কার্য্য হেতু আমি হৈব অবতীর্ণ॥
ব্রজেতে শ্রীকৃষ্ণ বহু সেবন করিলা।
তখন আমাকে কৃষ্ণ আপনি কহিলা॥
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোনজনে।
বশ যে হইনু দেখ তোমার সেবনে॥
বলরাম আদি করি যত সখাগণ।
সবার অপেক্ষা শক্তি দিলাম এখন॥
এমন পীরিত সেই শ্রীকৃষ্ণ সহিত।
মনে না করিয়া গেলা হইয়া বিস্মৃত॥
বুঝিব এবে তার প্রিয় হয় কেবা।
কাহার প্রেমের বশ পাইলেন সেবা॥
সেবা বশ হয়া সেই প্রেমেতে চলিলা।
অতেব আমারে তিঁহ বিস্মৃত হইলা॥

এতেব ভাবিয়া মনে করেন ভ্রমণ।
যেখানে বিগ্রহ আছে করেন দর্শন॥
দর্শন করিয়া তাঁরে বলেন হাসিয়া।
কেবা কোনরূপে আছ দেখিব কাবিয়া॥"
এতেক ভাবিয়া মনে করয়ে ভ্রমণ।
যেখানে বিগ্রহ আছে করে দরশন॥
প্রণাম করিয়া তেঁহ নিরখে যখন।
প্রতিমা বিদীর্ণ হৈলে করয়ে গমন॥
বুঝয়ে হেথাতে নাহি রহে কোনজন।
হেনমতে দেশে দেশে করয়ে ভ্রমণ॥
ক্ষণ মধ্যে বহু মন্দির করিল ভ্রমণ।
বিগ্রহ উজাড় হৈলে করয়ে চিন্তন।
লক্ষ কোটি বিগ্রহ মুই প্রণাম করিল।
স্বয়ং নাহিক কোথা স্বরূপ দেখিল॥
এত চিন্তি পথে তেঁহ করয়ে গমন।
জয়দেব সহ পথে হইল মিলন॥
পরিচয় জিজ্ঞাসিলে বলেন বচন।
প্রণামে অযোগ্য মুই বিপ্রের নন্দন॥
নিজ পরিচয় দিয়া কহে অভিরাম।
আজি তব গৃহে মোর হবে অধিষ্ঠান॥
তব গৃহে ভিক্ষা মুই করিব এখন।
শুনি আজ্ঞা অনুরূপ কৈল আচরণ॥
আজ্ঞা পায়া জয়দেব করিল রন্ধন।
সুখে অভিরাম তথা করিল ভোজন॥
জয়দেবের পদ্মা প্রাপ্তি সকলি শুনিল।
তারে আলিঙ্গন দিয়া সুখেতে চলিল॥
পথে মদন মোহন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শ্রীমন্দিরে গিয়া কৈল নিজ আচরণ॥
তথাহি—তত্রৈব—
"লোক সংঘটনে তিঁহো দণ্ডবৎ কৈলা।
মন্দির নিকটে যেন ভূমিকম্প হৈলা॥

দণ্ডবৎ দিয়া পুনঃ দেখেন চাহিয়া।
মদন মোহন তবু না যায় ফাটিয়া॥
আর দণ্ডবৎ তেঁহ তখন করিলা।
পুনর্ব্বার উঠি তাহা দেখিতে লাগিলা॥
মদন মোহন তবু আছেন বসিয়া।
মন্দিরের দ্বার মাত্র গিয়াছে বাঁকিয়া॥
পুনঃ এক দণ্ডবত করেন তখন।
ঘাড় বাঁকা হৈল সেই মদন মোহন॥
তখন সদৈন্যে কহে মদন মোহন।
দণ্ডবতে ঘাড় মোর বাঁকালে কি কারণ॥
জগতে কলঙ্ক মোর ঘুষিবে এখন।
অপরাধ ক্ষমি হেথা কর আগমন॥
নিজ ভাব কহি শ্রীদাম বলয়ে তখন।
শ্রীমন্দিরে এবে নাহি করিব গমন॥
যাবৎ প্রতিজ্ঞা মোর না হয় পূরণ।
তাবৎ মন্দিরে নাহি করিব গমন॥
তবে পূজারীরে কহি মদন মোহন।
মিষ্টান্ন আনায়া দোঁহে করিল ভোজন॥
অঙ্গনে বসি রসালাপ করি কতক্ষণ।
প্রেমে অভিরাম তবে বলেন বচন॥
ঘাড়বাঁকাইয়া তব মহিমা দেখাল।
বিষ্ণুপুর গুপ্ত বৃন্দাবন খ্যাতি হৈল॥
এত কহি অভিরাম করয়ে ভ্রমণ।
বিগ্রহ দর্শন আর পতিত তারণ॥
পথে কৃষ্ণরায় বাক্য করিয়া শ্রবন।
গিয়া দণ্ডবৎ করি করে নিরীক্ষণ॥
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।
তবে কৃষ্ণরায় অভিরামেরে কহিল॥
কি কারণে হেন দশা করিলে আমায়।
শুনি অভিরাম তবে কহয়ে তাহায়॥

রক্ত নহে তব অঙ্গ-ঘাম চুয়াইল।
কৃষ্ণরায় [illegible] এবে প্রকাশ হইল॥
পূর্ব্ববত করি তথা মিষ্টান্ন ভোজন।
বাসুলীর সহ পথে হইল মিলন॥
দেবী কহে বনাশ্রমে কতদিন রহিব।
তেঁহ কহে হেথা রহ রাজ সেবা হব॥
শুনিয়া বাসুলী দেবী আনন্দিত হৈল।
বিক্রমপুরেতে রহি বাঞ্ছা পুরাইল॥
তথা হৈতে খানাকুলে কৈল আগমন॥
মালিনী দেবীর সহ তথায় মিলন॥
মালিনী লইয়া তেঁহ করয়ে গমন।
কাজীগণ আসি তারে ঘিরিল তখন॥
বিল্বক গ্রামে নদী হতে কাষ্ঠ যে তুলিল।
ঘোড়সাঙ্গের কাষ্ঠ লয়া বংশী বাজাইল॥
পূর্ব্বে সবাকার বংশী জলে ভাসাইল।
সেই বংশী লীলাচক্রে এথায় আসিল॥
এই বংশী দ্বারে মালিনীতে জানাইল।
পাছে কাষ্ঠ মধ্যে তারে গোপন করিল॥
তথা নদী স্নানকালে বিচিত্র ঘটন।
নদী করিলেক তাঁর কৌপীন হরণ॥
অভিরাম কোপে তারে অভিশাপ দিল।
সকাতরে নদী তার বহু স্তব কৈল॥

তথাহি—তত্রৈব—

"অন্ধবত হয়া থাক তিন শত যে বৎসর।
পরে এক চক্ষু তুমি পাবে রত্নাকর॥
দ্বারকেশ্বর বলি নাম কেহ বা কহিবে।
কানানদী নামে তোমা সবাই ডাকিবে॥"
এত কহি নদীয়ায় কৈল আগমন।
গৌরাঙ্গ কহিল নিজ আগমন কারণ॥

শাস্ত্র অধ্যয়ন ছলে তবে দুহুঁজন।
গোপনেতে নীলাদ্রীতে করিল গমন॥
কুলিয়া রেমুনা হয়া জগন্নাথে গেল।
প্রেমরঙ্গে কত কাল তথায় রহিল॥
তথা হৈতে গৌরে গৌড়ে করিয়া প্রেরণ।
আপনি বিল্লোক গ্রামে কৈল আগমন॥
মালিনী সহিত তথা করিয়া মিলন।
প্রকটিয়া কহে যত নিজ বিবরণ॥
সেকালে ব্রজ হৈতে দুই বৈষ্ণব আসিল।
দোঁহাকারে কৃষ্ণনগরেতে পাঠাইল॥
সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে দুঁহে করয়ে ভ্রমণ।
পাষণ্ডীর গণ যত করয়ে নিন্দন॥
দোঁহে আসি অভিরামে সকলি কহিল।
পাষণ্ডী তারিতে অভিরাম যে চলিল॥
সেকালে পথেতে কান্দে রাণ্ডী একজন।
অভিরাম গিয়া পুছে ক্রন্দন কারণ॥
রাণ্ডী কহে মোর পুত্রে ভবানী খাইল।
শুনি অভিরাম ক্রোধে তথায় চলিল॥
ব্রাহ্মণীরে সঙ্গে লয়া করিল গমন।
কহিলেন তব পুত্র মিলাব এখন॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণী মনে আশ্বস্ত হইল।
অভিরাম তারে লয়া মন্দিরে পৌঁছিল॥
ভবানীরে অভিরাম বলেন বচন।
কেন বা খাইলে তুমি বিপ্রের নন্দন॥
তেঁহ কহে বহুকাল এমত নিয়ম।
নরমাংস বিনা মুই না করি ভক্ষণ॥
শুনি অভিরাম কহে শুনহ বচন।
অদ্য হইতে মিষ্টান্নাদি করহ গ্রহণ॥
অভিরাম বচনে দেবী সম্মত না হইল।
তবে ক্রোধে অভিরাম হৃদয়ে চিন্তিল॥
দম্ভেতে আমার বাক্য করিল হেলন।
দেবীরে উচিত শাস্তি করিব এখন॥
দেবী প্রতি সম্বোধিয়া বলেন বচন।
ভক্ষিলে নরের মাংস খসিবে দন্তগণ॥
বিপত্তি হেরিয়া দেবী করয়ে বিনয়।
করপুটে কহে মোরে হইবে সদয়॥
সবিনয়ে দেবী করি তাহার স্তবন।
বিপ্রসুতে দিয়া কৈল আপনা মার্জ্জন॥
অভিরাম বিপ্রসুতে করিয়া গ্রহণ
ব্রাহ্মণীর হস্তে দিয়া করিল প্রেরণ॥
তবে দেবী অভিরামে করয়ে বিনয়।
নিজ পাশে রাখ মোরে হইয়া সদয়॥
এক সের চালের অন্ন করিয়া রন্ধন।
স্বহস্তে আমারে তুমি করহ অর্পণ॥
তেঁহ কহে কৃষ্ণনগরে যবে করি বাস।
সেকালে তোমার আমি পুরাইব আশ॥
তোমারে লইয়া মুই তথা দিব স্থান।
এত বলি বিল্লোক গ্রামে করিল প্রস্থান॥
মদন মোহন আসি করিল মিলন।
তথা হৈতে চলে করি নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন॥
সহসা করিল এক লীলার ঘটন।
পরম বিচিত্র তাহা শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—তত্রৈব—৭ম পরিঃ—

"ষোলসাঙ্গে যেই কাষ্ঠ তুলিতে নারিলা।
সেই কাষ্ঠ লয়া তিঁহ মুরলী পুরিলা॥
মুরলীর কাষ্ঠ শীঘ্র রাখিল পুঁতিয়া।
কাষ্ঠকে বহুত স্তুতি করেন বসিয়া॥
বকুলের বৃক্ষ হয়ে থাকহ এখন।
তোমায় করিবে লোক আসিয়া পূজন॥

বৎসরে বৎসরে পুষ্প হইবে তোমার।
পুষ্প বিনা ফল কভু না হইবে আর॥
বলিতে কহিতে বৃক্ষ হইল মঞ্জরী।
মদন মোহন এবে কহেন বিচারী॥
শ্রীকৃষ্ণনগর হৈল গুপ্ত বৃন্দাবন।
বকুলের বৃক্ষ দেখি হইল স্মরণ॥
শ্রীব্রজ বল্লভ বলেন শুনিয়া তখনে।
বৃন্দাবন শোভা যেন কদম্ব কাননে॥"
হেন মতে বকুল বৃক্ষ করিয়া সৃজন।
সবালয়া আসন পাতি বসিল তখন॥
প্রেমানন্দে অভিরাম করে সঙ্কীর্ত্তন।
গ্রামবাসী মিষ্টান্ন আনি করায় ভোজন॥
তখন গোপাল দাস কৈল আগমন।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৈল সেবার্পণ॥
দৈবে ব্রহ্মচারী এক কৈল আগমন।
বৃক্ষ ভগ্ন কৈলে তেঁহ জিয়ায় তখন॥
শেষে ব্রহ্মচারী তাঁর লইল শরণ।
শুনিয়া কুপিত হৈল যত গ্রামীজন॥
মালিনীর উপলক্ষ্যে করয়ে নিন্দন।
রঙ্গে অভিরাম তাহা করিল খণ্ডন॥
জানিয়া শুনিয়া নিন্দে যত বিপ্রগণ।
বিপ্র উদ্ধারিতে তেঁহ সচিন্তিত মন॥
রোঙ্গা নামে মার্জ্জার এক করিয়া সৃজন।
তার দ্বারে কৃষ্ণনগর করিল তারণ॥
মহাপ্রভু লয়া কৈল মহা মহোৎসব।
মালিনীরে প্রকাশিয়া বুঝাইল সব॥
যদ্যাপি সবার মন পবিত্র না হৈল।
রোঙ্গা দ্বারে প্রসাদ দিয়া উদ্ধার করিল॥
শেষে মহোৎসবে সবে করিল ভোজন।
কৃষ্ণনগরের বিপ্র যত বৈষ্ণব গণন॥

মহোৎসব কালে রামকুণ্ড খোদাইল।
গোপীনাথ [illegible] গাছে তথাই পাইল॥
প্রেম অনুরাগে সেবা করিল স্থাপন।
ভাগ্যবান জন আজি করে নিরীক্ষণ॥
যেনমতে গোপীনাথ সেবা প্রকটিল।
মনোহর দাস তাহা গ্রন্থেতে বর্ণিল॥

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী ৩য় মঞ্জরী—

"বাড়ীর পূর্ব্বেতে রামকুণ্ড খোদাইতে।
শ্রীমূর্ত্তির ছলে কৃষ্ণ হইল সাক্ষাতে॥
শ্রীগোপীনাথ নাম পরম মোহন।
অশেষ বিশেষ রূপে করেন সেবন॥"
হেনমতে গোপীনাথে পেয়ে দরশন।
প্রেমানন্দে সেবে সদা নহে বাহ্য মন॥

তথাহি—শ্রীভঃ বঃ ৪র্থ তরঙ্গে—

"শ্রীবিগ্রহ সেবিতে যবে ইচ্ছা উপজিল।
স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দরশন দিল॥
'এথা মোর স্থিতি কহি' স্থান দেখাইল।
অভিরাম খুদি তথা বিগ্রহ পাইল॥"
মহোৎসব কালে হেন লীলার ঘটন।
সজন গৌরাঙ্গ হেরি পুলকে মগন॥
রামকুণ্ড দিব্যজলে করি স্নান পান।
আনন্দে বিহ্বল সবে নহে বাহ্যজ্ঞান॥
সজন সহিত প্রেমে করয়ে সেবন।
অভিরাম মহিমা বুঝে আছে কোনজন॥
মধ্যে মধ্যে নিত্যানন্দ করে আগমন।
সজন সহিত অভিরামের ভবন॥
ব্রজের গোপাল ভাবে মত্ত অভিরাম।
নিত্যানন্দ সহ লীলা করে অনুপাম॥

অভিরাম প্রণামে নিত্যানন্দ পুত্রগণ ॥
অন্তর্দ্ধান করিলেন আশ্চর্য্য ঘটন ।
বীরভদ্র গোসাঞি আর গঙ্গামাতা রৈল ।
অভিরামের মহিমা ভুবনে ঘুষিল ॥
শ্রীগোপাল গুরু আর শ্রীরঘুনন্দনে ।
প্রণাম করিয়া কীর্ত্তি রাখিল ভুবনে ॥
আর কত লীলা কৈল কে করে বর্ণন ।
পূর্ব্ব লীলা অনুরূপ তাঁর আচরণ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য যবে তাঁর পাশে এল ।
গৌরকৃপা মূর্ত্তি হেরি বহু কৃপা কৈল ॥
'জয় মঙ্গল' চাবুক মারি কৈল প্রেমদান ।
পরম বিচিত্র অভিরামের আখ্যান ॥
গৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানে ব্যথিত প্রাণমন ।
যেন মতে জীব তারে শুন সর্ব্বজন ॥

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—৩য় মঞ্জরী—
"আর তার প্রেমার বিবর্ত্ত তহি শুন ।
মহাপ্রভুর অপ্রকটে উন্মাদ লক্ষণ ॥
সে রূপ না দেখে কোনখানে প্রেমদান ।
নিরানন্দ দেখিয়া সতত দুঃখ পান ॥
ঘোড়ার চাবুক নাম 'শ্রীজয় মঙ্গল' ।
তাহা মারি করে লোকে প্রেমায় বিহ্বল ॥"
হেনমতে অভিরাম করে প্রেমদান ।
পতিতের বন্ধু তেঁহ করুণা নিদান ॥
কৃষ্ণনগর মাঝে যেই লীলা প্রকাশিল ।
হেরিয়া ভুবনবাসী মোহিত হইল ॥
কৃষ্ণনগর হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর ।
অভিরাম কৃপায় সবে আনন্দ অন্তর ॥
শ্রীপাট কৈয়ড় আর শ্রীকৃষ্ণনগরে ।
এই দুই স্থানে লীলা করে নিরন্তরে ॥

নিজ পরিজন যত ব্রজ সখাগণ ।
একে একে সর্ব্বজনে কৈল আকর্ষণ ।
সবা শক্তি সঞ্চারিয়া প্রেম সেবা দিল ।
স্থান নিরূপিয়া নিজে সবারে বসাল ॥
মহা মহোৎসব করি ধন্য কৈল স্থান ।
তাই অভিরাম গুণ গায় সর্ব্ব স্থান ॥
ব্রজ প্রেম সেবা সবা করাল শিক্ষণ ।
জানাই ভজন তত্ত্ব তারিল ভুবন ॥
সর্ব্ব বঙ্গদেশ ভ্রমি বহু লীলা কৈল ।
শেষে কৃষ্ণনগর মাঝে অন্তর্দ্ধান হৈল ॥
শ্রীপাটের সেবা কানু কৃষ্ণে সমর্পিল ।
নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া অন্তর্দ্ধান কৈল ॥
একদা কানুকৃষ্ণে ডাকি শ্রীকৃষ্ণনগরে ।
নিজ সঙ্গোপন বার্ত্তা কহে ধীরে ধীরে ॥
নানা মতে কানুকৃষ্ণে কৈল প্রবোধন ।
নিজ সঙ্গোপনে কৈল উপায় সৃজন ॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—২০ পরিঃ—
"বলিতে বলিতে গোঁসাই সৃজিলা উপায় ।
দৈব ভাস্কর এক আইল তথায় ॥
তখন কহেন গোঁসাই ডাকিয়া ভাস্করে ॥
মোর প্রতিমূর্ত্তি গড়ি দেহ ত আমারে ॥
আজ্ঞামাত্র ভাস্কর সে মূর্ত্তি যে গড়িলা ।
গোঁসাই লইয়া তাহা কানুকৃষ্ণে দিলা ॥
সন্ধ্যা হইলে গোঁসাই গিয়া নিজ ঘর ।
বিম্ব ছিদ্রে প্রবেশয় প্রতিমা ভিতর ॥
এই মত প্রত্যাবধি প্রতিমা ভিতরে ।
কানুকৃষ্ণে দেখাইয়া যাতায়াত করে ॥

— — —

চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণ সপ্তমী দিবসে ।
প্রতিমা ভিতরে প্রভু করিলা প্রবেশে ॥

প্রতিমূর্ত্তি প্রবেশিয়া গোঁসাই রহিল।
অন্য দিন মত আর বাহির না হৈল॥"
হেনমতে অভিরাম কৈল সঙ্গোপন॥
প্রতিমা রূপে খানাকুলে রহে অনুক্ষণ॥
ভাগ্যবান জন আজি করে নিরীক্ষণ।
জয় জয় অভিরাম পতিত পাবন॥
পতিত পাবন লাগি যার আগমন।
নিজ শক্তি প্রকাশিয়া তারিল ভুবন॥
ব্রজ দেহ লয়া তেঁহ গৌড়দেশে এল।
বিগ্রহ প্রণামি গৌড়ে মহিমা রাখিল॥
ব্রজ প্রেম অনুরাগে করিল ভ্রমণ।
গৌর পরিজন গুণ জানাল ভুবন॥
ব্রজের গুপ্ত শুদ্ধ প্রেম নিল জনে জনে।
মুই সে বঞ্চিত হৈল দুর্ভাগ্য কারণে॥
সেকালে না হৈল জন্ম দৈবের ঘটনে।
তাই সে পড়িয়া রৈল কর্ম্ম নিবন্ধনে॥
এবে ভাগ্যে তার গুণ করিল শ্রবণ।
পতিত পাবন জানি লোভ হইল মন॥
মার্জ্জার সৃজিয়া কৈল পাষণ্ড তারণ।
এহেন দয়াল নাহি হেরি ত্রিভুবন॥
এহেন অদ্ভুত দয়া দেখি শুনি নাই।
তেকারণে তাঁর গুণ গাই যে সদাই॥
ওহে গৌর প্রাণসখা ব্রজের শ্রীদাম।
মো পতিতে করি ত্রাণ রাখ নিজ স্থান॥ [১]
গৌর প্রেম সেবা দিয়া কর নিজ জন।
তুমি বিনা কিশোরীদাসে কে করে মোচন॥

—০—

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত

জয় জয় দয়াময় শ্রীগৌর সুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেম কলেবর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর প্রেমধর॥
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র পণ্ডিত গৌরীদাস।
অচিন্ত্য মহিমা যার ভুবন প্রকাশ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১২৮ শ্লোঃ—

সুবলো যঃ প্রিয় শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিত॥
ব্রজের সুবল সখা পণ্ডিত গৌরীদাস।
নিতাই গৌরাঙ্গ বিনা নহে অন্য আশ॥
যাঁর প্রেমে বদ্ধ সদা নিতাই গৌরাঙ্গ।
প্রেমার্ণবে বিলসয়ে হয়া অন্তরঙ্গ॥
পূর্ব্বভাবে ভাবান্বিত পণ্ডিতের মন।
নিতাই গৌরাঙ্গ তাঁর অন্তরের ধন॥
কৃষ্ণ প্রাণসম প্রিয় সুবল সুজন।
অন্তরঙ্গ প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ॥
সুবলের প্রেম সেবা অপূর্ব্ব কথন।
উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে যাহার বর্ণন॥

তথাহি—শ্রীউঃ নীঃ—সহায় ভেদে ৭ম অঙ্কে—

প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়া কলিপ্রস্থিতাং।
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যদ্ববিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাং॥

---

[১] অম্বিকানগর—অম্বিকানগরের নাম শ্রীপাট কালনা। হাওড়া হইতে কাটোয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেল—কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী কালনা রেল ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল দূরে শ্রীপাট বিরাজিত।

সিন্নং বীজয়তি প্রিয়া হৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং।
কঃ শ্রীমানধিকারিতাং স সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি॥

হেন গুহ্য সেবা সদা করয়ে সুবল।
এবে গৌর সেবা করে হরি মহাবল॥
শালিগ্রাম বাসী পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস।
যাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সরখেল সূর্য্য দাস॥

তথাহি—শ্রীসুবল মঙ্গলে—

"কংসারি মিশ্রের পত্নী নাম যে কমলা।
তাঁহার গর্ভেতে ছয় পুত্র জনমিলা॥
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট।
সূর্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাহার কনিষ্ঠ॥
তাহার কনিষ্ঠ হয় পণ্ডিত গৌরীদাস।
অনুজ কৃষ্ণদাস যেই পুরে মন আশ॥
তাহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য।
প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য॥
এই ছয় ভ্রাতা মিলি নিত্যানন্দ সনে।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় রহেন প্রেমদানে॥"
জ্যেষ্ঠস্থানে আজ্ঞা লয়া পণ্ডিত গৌরীদাস।
গঙ্গাতীরে বাস করে প্রেমেতে উল্লাস॥
অম্বিকানগরে' রহে পরম নির্জ্জনে।
আস্বাদয়ে প্রেমরস করিয়া যতনে॥
তাহার প্রেমের বশ নিতাই গৌরাঙ্গ।
দৈবে তার গৃহে আসি কৈল প্রেমরঙ্গ॥
নিত্যানন্দ সহ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
শান্তিপুরে আসি রহে অদ্বৈত বাসায়॥
অদ্বৈত ভবনে করে প্রেমের বিলাস।
সুবল বিহীনে নাহি হয় পূর্ণ আশ॥
গৌরীদাস সঙ্গ লাগি উৎকণ্ঠিত মন।
হরি নদী গ্রামে নৌকা করিল সাজন॥
দুই ভাই দাঁড় বাহি অম্বিকা আসিল।
প্রেমে দাঁড় হস্তে করি তটেতে উঠিল॥
তেঁতুলতলায় দোঁহে অলসে বসিল।
হেথা গৌরীদাস প্রেমে বিহ্বল হইল॥
প্রাণের ঠাকুর দুই কৈল আগমন।
অন্তরে জানিয়া প্রেমে চলিল তখন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ চাঁদে করিয়া দর্শন।
পূর্ব্বভাবাচ্ছন্ন হৈল পণ্ডিতের মন॥
অঞ্চলের নিধি যেন বিধি মিলাইল।
গৃহে আনি প্রেমে বহু সেবন করিল॥
দয়াল ঠাকুর গৌর বৈঠা লয়া করে।
পণ্ডিতের প্রতি প্রেমে কহে ধীরে ধীরে॥
এক বৈঠা লয়া কর ভবনদী পার।
পতিত পামর যত করহ নিস্তার॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
পণ্ডিত গৌরাঙ্গ প্রিয় সুসত্য বচন॥
পণ্ডিতে লইয়া প্রভু নবদ্বীপে এল।
পূর্ব্ব ভাব অনুরাগে লীলায় মাতিল॥
আপনার গীতামৃত প্রভু করিল অর্পণ।
গৃহে আনি পণ্ডিত সদা করয়ে পঠন॥
প্রভুদত্ত গীতা বৈঠা প্রভুর মন্দিরে।
আজিও হেরয়ে গিয়া ভাগ্যবান নরে॥
যে তেঁতুলতলায় প্রভু কৈল উপবেশন।
অদ্যাপি বিরাজ করি তারয়ে ভুবন॥
মন্দির অদূরে তাহা আজি বিরাজয়।
ভাগ্যবান জন গিয়া নয়নে হেরয়॥

তথাহি—শ্রীভঃ রত্না—৭ম তরঙ্গে—

"প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
দর্শনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি॥

প্রভুদত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে।
অদ্যাপিও অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে ॥”
তদবধি নবদ্বীপে করয়ে বিহার।
নিতাই গৌরাঙ্গ চন্দ্র প্রাণধন যার॥
নিতাই গৌরাঙ্গ সহ রহে অনুক্ষণ।
সংসারে উদাস সদা প্রেমযুক্ত মন॥
তাহার সজন যত গৌরাঙ্গে কহিল।
বিবাহ করিতে গৌর তারে আজ্ঞা দিল॥
একদা এক পুষ্পমালা গাঁথি গৌরীদাস।
প্রভু গলে পরাইয়া পরম উল্লাস॥
মালা গলে পরি প্রভু হইল বিমন।
পূর্ব্ব লীলা স্মরি প্রেমে করয়ে নর্ত্তন॥
চম্পক পুষ্পে মালা গাঁথি রাধা বিনোদিনী।
বৃন্দা দ্বারে কৃষ্ণ পাশে পাঠান আপনি॥
বৃন্দা আনি সুবল করে করিল অর্পণ।
সুবল কৃষ্ণ গলে দিল করিয়া যতন॥
চম্পকের মালা হেরি নন্দের নন্দন।
চম্পক বরণী রাধার হইল স্মরণ॥

ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ বলয়ে তখন
রাধারে আনিয়া সুবল রাখহ জীবন॥

তবে রঙ্গ করি সুবল রাধা মিলাইল।
সেই ভাবে গৌর এবে বিহ্বল হইল॥

হেনভাবে কতক্ষণ করি সঙ্কীর্ত্তন।
নিভৃতে বসিয়া কহে সরস বচন॥

শুন গৌরীদাস এবে আমার বচন।
দার পরিগ্রহ কর যাইয়া ভবন॥

প্রভু আজ্ঞা গৌরীদাস শিরেতে ধরিল।
দার পরিগ্রহ করি অম্বিকা রহিল॥

তথাহি—শ্রীসুবল মঙ্গলে—
“গৌরীদাসের পত্নী বিমলা দেবী।
বলরাম দাস আর রঘুনাথ দাস।
বিমলা দেবীর গর্ভে যাহার প্রকাশ॥”
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেল।
বৃন্দাবন যাত্রাছলে গৌড়দেশে এল॥
সেই কালে শান্তিপুরে করি আগমন।
পুনঃ তার গৃহে আসি কৈল পদার্পণ॥
গৌরদাস গৃহে গৌরের অদ্ভুত বিহার।
যাহা দরশনে জীব পাইল নিস্তার॥
পণ্ডিতের ঘরে প্রভু করয়ে নর্ত্তন।
সঙ্গেতে নাচয়ে যত পারিষদগণ॥
গৌরীদাস গৃহে প্রভু রহি অনুক্ষণ।
সযতনে বাঞ্ছা তার করিল পূরণ॥
বিচিত্র বিলাস হৈল পণ্ডিতের গৃহে।
পদকর্ত্তা গীতছলে জগতেরে কহে॥

তথাহি—শ্রীপদ কল্পতরু ধৃত ২৩১৩ পদং—
“ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কাঁদি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ি॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকানগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায়॥”
তোমরা যে দুই ভাই, থাক মোর এই ঠাঁই,
তবে সভার হয় পরিত্রাণ।
পুন নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি,
তবে জানি পতিত পাবন॥

প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
ফুকারি ফুকারি পুনঃ কান্দে।
পুনঃ সেই দুই ভাই, প্রবোধ করয়ে তায়,
তবু হিয়া স্থির নাহি বান্ধে॥
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরণে আশ,
দুই ভাই রহিলা তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুইজনে,
ভকত বৎসল তেঞি গায়॥"
হেন মতে প্রভু ভক্তে হৈল আলাপন।
যেমতে বিগ্রহ হৈল করহ শ্রবণ॥
যেই বৃক্ষ দ্বারে হৈল বিগ্রহ গড়ন।
রত্নাকর দ্বারে খ্যাত হইল ভুবন॥
তথাহি—শ্রীভঃ রঃ—১ তরঙ্গে—
"এই বটবৃক্ষ তলে পুত্রে কোলে লৈয়া।
ষষ্ঠী পূজে আই নানা উপহার দিয়া॥
এথা ছিল এক নিম্ববৃক্ষ পুরাতন।
ফলহীন পুষ্পের সৌগন্ধ বিলক্ষণ॥
অত্যন্ত নিবিড় ছায়া শোভা অতিশয়।
বৃক্ষোপরি কভু কোন পক্ষী না বৈসয়॥
যত দিন গৃহে রহিলেন বিশ্বম্ভর।
বৃক্ষতলে কৈল ক্রীড়া অতি মনোহর॥
গৌরীদাস পণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
তেঁহো সেই বৃক্ষে দুই মূর্ত্তি প্রকাশিলা॥
হইলেন যৈছে দুই প্রভুর প্রকাশ।
সে অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস॥"

তবে প্রভু আজ্ঞা বশে পণ্ডিত তখন।
প্রেমাবেশে নবদ্বীপে করিল গমন॥
যদ্যপি পণ্ডিতের তাহাতে নাহি মন।
তথাপি প্রভুর বাক্য করয়ে পালন॥
প্রভুর ইচ্ছায় বিগ্রহ অপূর্ব্ব হইল।
প্রভু কৃপা পাত্র তাহা নির্ম্মাণ করিল॥
অপূর্ব্ব বিগ্রহদ্বয় করিয়া দর্শন।
ধৈর্য্য ধরিতে নারে পণ্ডিতের মন॥
স্বগৃহে বিগ্রহদ্বয় কৈল আনয়ন।
পরম অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ভুবন মোহন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তাহে প্রবিষ্ট হইল।
লীলারঙ্গে অভিন্নত্ব তারে দেখাইল॥
তথাহি—শ্রীপাদ কল্পতরু ধৃত ২৩১৪ পদং—
"আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে,
আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি,
রহিলাম এই দুই ভাই॥
এতেক প্রবোধ দিয়া, দুই প্রতিমূর্ত্তি লৈয়া,
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারিজনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল,
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান॥
পুনঃ প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে,
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঞি খাব মাগি
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥
শুনিয়া পণ্ডিত রাজ, করিল রন্ধন কাজ,
চারিজনে ভোজন করিলা।
পুষ্পমাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া।

নানামতে পরতীত, করাইয়া [illegible]রাল চিত,
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খায় মাগি,
দোঁহে গেলা নীলাচল পুরে॥
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশে
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস॥"

নিতাই গৌরাঙ্গ চন্দ্র পণ্ডিত ভবনে।
চির বদ্ধ রহিলেন হেরে সর্ব্বজনে॥
নিরবধি পণ্ডিত সেবে দোঁহার চরণ।
পণ্ডিতের সেবা বশ প্রভু দুইজন॥
একদা প্রভুদ্বয় হাসি বলেন বচন।
প্রেমেতে বিহ্বল তুমি রহ অনুক্ষণ॥
ওহে প্রিয় সখা মোর ব্রজের সুবল।
করিলে কৌতুক কত ধরি মহাবল॥
যমুনা পুলিনে যত কৈলে গোচারণ।
সে সব কি আজি তব হৈল বিস্মরণ॥
এতেক বলিয়া প্রভু স্বরূপ দেখাইল।
পণ্ডিত হেরিয়া প্রেমে বিহ্বল হইল॥

তথাহি—শ্রীভঃ রত্না ৭ম তরঙ্গে—

"ঐছে কত কহি দুই প্রভু প্রেমধাম।
হৈল শ্যাম শুক্ল রূপ কৃষ্ণ বলরাম।
শিঙ্গা বেত্র বেনু শিখিপুচ্ছ বিভূষণ।
কিবা গোপবেশ শোভা ভুবন মোহন॥"

যেনমতে পূর্ব্ব ভাব করাল উদয়।
সেই ভাবানুরাগে সদা পণ্ডিত সেবয়॥
পূর্ব্ব প্রিয়জনে হেরি প্রেমেতে মগন।
আঁখি খুলি সিংহাসনে হেরে দুই জন॥
পূর্ব্বেতে দুই প্রভু আছেন বসিয়া।
মহানন্দে [illegible] করে প্রেমযুক্ত হয়া॥
একদিন প্রেমযোগে করিয়া রন্ধন।
দুই প্রভু প্রতি কহে করহ ভোজন॥
পণ্ডিতের মৃদুবাক্যে প্রভু দুইজন।
ভোজন না করি মৌনে রহয়ে তখন॥
হেরিয়া প্রভুর ভঙ্গি পণ্ডিত তখন।
প্রেম অনুরাগে কহে সক্রোধ বচন॥
ভোজন না করি যদি রহ সুখ মন।
তবে কেন বৃথা মোরে করাহ রন্ধন॥
প্রেম-অভিমান যুক্ত পণ্ডিত বচন।
শুনি দুই প্রভু কহে—সহাস্য বচন॥
বিবিধ বিধানে তুমি করহ রন্ধন॥
তব শ্রম হেরি দোঁহাকার দুঃখ মন॥
সংক্ষেপে করিবে তুমি যতেক রন্ধন।
শুনি গৌরীদাস প্রেমে বলয়ে তখন॥
এক শাক সিদ্ধ পক্ক করিয়া রন্ধন।
কল্য হোতে দোঁহাকারে করাব ভোজন॥
হেনমতে রসালাপ করি ভক্ত সঙ্গে।
ভোজন করয়ে দোঁহে প্রেমানন্দ রঙ্গে॥
পণ্ডিতে রন্ধনের কৈল প্রশংসন।
প্রিয় ভক্ত সহ রঙ্গ করে অনুক্ষণ॥
একদা পণ্ডিত হয়া উল্লাসিত মন।
প্রভুদ্বয়ে চাহে কিছু পরাতে ভূষণ॥
ভক্ত অভিপ্রায় বুঝি প্রভু দুইজন।
বিবিধ ভূষণ 'পরি রহে সিংহাসন॥
পণ্ডিত গোঁসাই যবে মন্দিরে পশিল।
ভুবন মোহন রূপ নয়নে হেরিল॥
পরম অপূর্ব্ব শোভা করিয়া দর্শন।
প্রেমেতে বিহ্বল পণ্ডিতের তনু মন॥

কতক্ষণে স্থির হয়া করয়ে বিচার।
নেত্রে হেরিল আজি অদ্ভুত অলঙ্কার॥
অলঙ্কার পরাইতে সাধ ছিল মনে।
সে ভ্রম ঘুচিল আজি হেরিয়া নয়নে॥
পণ্ডিতের ভাব বুঝি প্রভু তারে কয়॥
পুষ্পের ভূষণে মোর সুখ অতিশয়॥
প্রভুর মধুর বাক্যে পণ্ডিত তখন।
আপাদ-লম্বিত মাল্য করিল অর্পণ॥
পুষ্পের ভূষণে তবে ভূষিত করিয়া।
সম্মুখে দর্পণ রাখে প্রেমযুক্ত হয়া॥
হেনমতে রসালাপে সেবে অনুক্ষণ।
তাহার সেবায় বদ্ধ প্রভু দুইজন॥
আজিও জগত জীব করয়ে দর্শন।
নিতাই গৌরাঙ্গ রূপ ভুবন মোহন॥
অদ্যপি প্রকট রূপে করে প্রেমদান।
ভাগ্যবান জন হেরে গিয়া বিদ্যমান॥
পণ্ডিতের মহিমা হয় অপূর্ব্ব কথন॥
তার সাক্ষী ঘোষে আজি প্রভু দুইজন॥
তাঁর গৃহে রহি করে প্রকট বিহার।
পাপী তাপী দীন-হীনে করয়ে নিস্তার॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের অদ্ভুত কবিত্ব॥
শুনি প্রভু গৌরচন্দ্র সদানন্দ চিত্ত॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ (জয়ানন্দ) নদীয়া খণ্ডে—

"গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি॥"
গৌরাঙ্গের কীর্ত্তনীয়া পণ্ডিত গৌরীদাস।
অদ্ভুত মহিমা কিছু করি যে প্রকাশ॥
নিত্যানন্দ পার্ষদ পুরুষোত্তম পণ্ডিত।
তাঁর কেশে ধরি শক্তি করিল বিদিত॥

তথাহি—[illegible]ব বন্দনা—

"গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইল শক্তি দিয়া॥"

তথাহি—তত্রৈব—

"গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দো প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞে নিল উৎকল নগরী॥"

তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা (বৃন্দাবন দাস)

"বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
নিত্যানন্দ প্রিয়পাত্র মহিমা প্রচুর॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুরে।
যে লইল উৎকলে আচার্য্য গোসাঞিরে॥
গৌরীদাস আচার্য্যেরে যৈছে ক্ষেত্রে নিল।
অদ্বৈত মঙ্গলে হরিচরণ গাহিল॥
তদনুরূপ কহি এবে শুন সর্ব্বজন।
পরম অদ্ভুত সেই লীলার ঘটন॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর শান্তিপুরে এল।
অদ্বৈতে প্রবোধি বহু নীলাচলে গেল॥
তবেত আচার্য্য হৃদে করিয়া চিন্তন।
ভাগবতের ভক্তি ব্যাখ্যা কৈল আচ্ছাদন॥
প্রচণ্ড প্রতাপে ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করে।
শুনিয়া ভকতগণ দুঃখিত অন্তরে।
দুই চারি জন গিয়া গৌরে জানাইল।
প্রতিকার লাগি প্রভু হৃদয়ে চিন্তিল॥
তবে গৌরীদাসে প্রভু করিল প্রেরণ।
শান্তিপুরে আচার্য্য পাশে দিল দরশন॥
আচার্য্য চরিত্র যত্নে নয়নে হেরিল।
বন্দিয়া আচার্য্য পদ নিবেদন কৈল॥
আচার্য্য কহে, কি কারণে তব আগমন।
তেঁহ কহে, মোরে প্রভু করিল প্রেরণ॥

মোর দ্বারে প্রভু তোমা কৈল আবাহন।
প্রভুর মরম বাক্য জ্ঞাত তব মন॥
বড় দুঃখ পায়া প্রভু তোমা বোলাইল।
সত্বরে লইতে তোমা মোরে পাঠাইল॥
সেকালেতে দোঁহাকার, যাহা আলাপন।
বড়ই বিচিত্র তাহা শুন গৌরগণ॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল—

"প্রভু কহে, তর কাছে আমার কিবা কার্য্য।
ব্রহ্মচারী লোক আমি রহি পররাজ্য॥
তেঁই সন্ন্যাসী তার রাজ্যে কিবা কার্য্য।
আমি আসিয়াছি পৃথিবীতে করি আমি কার্য্য॥
হেনরঙ্গে দুহুঁ তত্ত্ব আচার্য্য কহিল।
শুনি পণ্ডিত গৌরীদাস কহিতে লাগিল॥
তেঁহ কৃষ্ণ হয় যত সব তার দাস।
তুমি কৃষ্ণ হয়া এবে দেখাহ প্রকাশ॥
তবে চতুর্ভূজ মূর্ত্তি আচার্য্য দেখাইল।
বিস্ময়ে পণ্ডিত মৌনে প্রভু পাশে এল॥
বিনয়ে পণ্ডিত সব প্রভু নিবেদিল।
চতুর্ভূজ দেখাইল প্রসঙ্গে কহিল॥
প্রভু কহে, ঈশ্বর ঐশ্বর্য্য তেঁহ ধরে।
সর্ব্বকাল হেন শক্তি সমর্পিল তারে॥
যে কার্য্য করিতে মুই করিল প্রেরণ।
অপমান করে মোরে আনিয়া এখন॥
যৈছে তৈছে এথা তুমি কর আনয়ন।
ঐশ্বর্য্য হেরিয়া নাহি কর সঙ্কোচন॥
অন্ন বর্জ্জিলাম আমি তাহার কারণ।
যতনে আনিলে দণ্ডি করাব শিক্ষণ॥
শুনি গৌরীদাস পুনঃ শান্তিপুরে এল।
প্রভুর বারতা যত আচার্য্যে কহিল॥

শুনিয়া আচার্য্য তারে বলেন বচন।
আমা হৈতে [illegible] কিবা তাহার দর্শন॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে শুনহ বচন।
বহুবার চতুর্ভূজ কৃষ্ণ করাল দর্শন॥
ষড়ভুজ মূর্ত্তি যদি কর প্রদর্শন।
তবেত বুঝিব তব মহিমা বিষম॥
তবেত আচার্য্য চতুর্ভূজ দেখাইল।
নির্বল হইয়া পণ্ডিত বিস্মিত হইল॥
কহে প্রভু অন্ন তেয়াগিল তোমা লাগি।
কেমনে রহিবে তুমি কহ বড় ভাগি॥
হুঙ্কার করি গৌরীদাসে বলেন তখন।
মোরে বান্ধি লয়া তুমি করহ গমন॥
পণ্ডিত কহে তোমা লীলা বোঝা নাহি যায়।
তুমি কেন হেন কর সে কেন পাঠায়॥
প্রভুর অগ্রেতে গিয়া করিব বন্ধন।
এত কহি সপার্ষদে আচার্য্য গমন॥
নীলাচলে প্রভু পাশে আচার্য্য পৌঁছিল।
দোঁহারে মিলিয়া দোঁহা কার্য্য সমাধিল॥
হেনমতে গৌরীদাস গৌর সেবা কৈল।
আচার্য্যে লয়া উৎকলে গমন করিল॥
লীলারঙ্গে গৌর কৈল আচার্য্যে প্রকাশ।
হে লীলা দেখিয়া গৌরীদাসের উল্লাস॥
অদ্বৈত বৈভব যত পণ্ডিত হেরিল।
গৌরীদাসের প্রেমগুণ জগত জানিল॥
ব্রজের সুবল সখা পণ্ডিত গৌরীদাস।
যার গৃহে নিতাই-গৌর সতত বিলাস॥
ব্রজভাব অনুরাগে বহু সেবা কৈল।
লীলারঙ্গে নিতাই-গৌর বহু প্রকাশিল॥
গৌরপ্রিয় পারিষদ পণ্ডিত গৌরীদাস।
যাহার প্রসাদে স্ফুরে গৌরাঙ্গ বিলাস॥

নিতাই-গৌরাঙ্গ সেবা ব্রহ্মার দুর্ল্লভ।
গৌরীদাস প্রসাদেতে হয়ত সু[illegible]।
গৌরীদাস পাদপদ্মে একান্ত শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে নিতাই-গৌরাঙ্গ সেবন॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে চতুর্থ খণ্ডে দ্বাদশ গোপাল চরিত্র কথনে শ্রীঅভিরাম গোপালাদি মহিমা বর্ণনং নাম তৃতীয় লহরী সমাপ্ত।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত

জয় জগন্নাথ সুত প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ শেষ নাম ধর॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাস আদি গৌরগণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ দত্ত উদ্ধারণ।
নিত্যানন্দ পদে যাঁর অনন্য স্মরণ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ।
ভুবনে বিদিত তাঁর অদ্ভুত চরিত্র॥
ব্রজের গোপাল ভাবে সদাই বিলাস।
বিহরে নিতাই সহ পরম উল্লাস॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১২৯ শ্লোকঃ।
সুবাহুর্যো ব্রজে গোপোদত্ত উদ্ধারনাখ্যঃ॥
ব্রজের সুবাহু এবে দত্ত উদ্ধারণ।
নিত্যানন্দ সহ ভ্রমে প্রেমেতে মগন॥

পিতা শ্রীকর দত্ত মাতা ভদ্রাবতী।
যোগ্য পুত্র উদ্ধারণ সদানন্দ মতি॥
রাজকোপে বঙ্গদেশী বৈশ্য বেনেগণ।
অধম জাতিতে তারা হইল গণন॥
সেই বৈশ্য কুল এবে উদ্ধার কারণ।
সুবাহু উদ্ধারণ নামে লভিল জনম॥
গঙ্গার পশ্চিম তীরে [১]সপ্তগ্রাম নাম।
তথায় বিলাস করে প্রেমেতে উদ্দাম॥
সপ্তগ্রাম মধ্যে কৃষ্ণপুর দিব্যস্থান।
হুগলীর নিকট তাহা খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
সপ্তগ্রাম সন্নিকটে ত্রিবেণী ঘাট নাম।
যথা সপ্তঋষি তপ কৈল অনুপম॥
তপবলে পাইলেন গোবিন্দ চরণ।
সেই স্থানে তিন দেবী একত্র মিলন॥
গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতীর মিলন।
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট খ্যাত ত্রিভুবন॥
প্রেমদানকারী প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেম বিলাইতে তথা ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
সপার্ষদে ত্রিবেণী ঘাটে কৈল স্নান।
অধম পতিতে কৈল গৌর প্রেমদান॥
খড়দহে আসিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সপার্ষদে তথা হোতে এলেন এথায়॥
উদ্ধারণ সেই সঙ্গে করি আগমন।
স্বগৃহেতে সেবিলেন নিতাই চরণ॥
তার ঘরে রহিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।
অধম পতিত জীবে দিল প্রেমানন্দ॥
পরম অদ্ভুত কৈল প্রেমের বিলাস।
চৈতন্য ভাগবতে কহে বৃন্দাবন দাস॥

[১] সপ্তগ্রাম—ব্যাণ্ডেল—বর্দ্ধমান রেলপথে আদি সপ্তগ্রাম প্রথম ষ্টেশন। ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব্বধারে শ্রীপাট বিরাজিত।

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তখণ্ডে ৫ম অঃ—

"নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তার॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণও তাহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিক সকলে নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া স্মরণ॥
বণিক সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার॥
বণিক অধম মূঢ়ে যে কৈল উদ্ধার॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে হৈল যত কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রামপুরে।
রাত্রি দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব্বদিকে হৈল হরি সঙ্কীর্ত্তনময়॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল নহে ত্রিজগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহি যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল স্মরণ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেরা আপনারে করয়ে ধিক্কার॥
জয় জয় অবধূত চন্দ্র মহাশয়।
যাহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়॥
এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে॥
হেনমতে লীলা করে নিত্যানন্দ রায়।
উদ্ধারণের মহিমা জগতে জানায়॥
তাহার প্রেমের বশে নিত্যানন্দ রায়।
এমত অদ্ভুত লীলা প্রকাশে তথায়॥
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র দত্ত উদ্ধারণ।
ব্রজ সখাভাবে সঙ্গে রহে অনুক্ষণ॥
পূর্ব্ব অনুরাগে সেবানন্দে নিমগন।
নিতাইর পরম প্রিয় কহে সর্ব্বজন॥
তাহার মহিমা জানাইতে জগতেরে।
আপনে দয়াল নিতাই কহিল সবারে॥
বিবাহ করিতে যবে প্রভু কৈল মন।
উদ্ধারণ সহ করে অম্বিকা গমন॥
দ্বারে রহি অভ্যন্তরে তারে পাঠাইল।
পাছেতে রঙ্গেতে প্রভু বিবাহ করিল॥
সেকালেতে বিপ্রগণ জিজ্ঞাসে তাহারে।
প্রসঙ্গ পাইয়া নিতাই কহয়ে সবারে॥

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার গ্রন্থে—

"একদিন বিপ্রসব একত্র হইয়া।
হাস পরিহাস রূপে প্রভুরে সুধায়া॥
শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করয়ে কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ॥

প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥
এই মত পরিবর্ত্তে রূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়॥
তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন নামে কোথায় বসতি॥
প্রভু কহে, ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণ বণিক দেখি করিনু স্বীকার॥
এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল।
ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল।"
পরম রঙ্গিয়া মোর নিতাই সুন্দর।
বাড়াতে ভকতগুণ আনন্দ অন্তর॥
উদ্ধারণের মহিমা প্রকারে কহিল।
নিতাই প্রিয় উদ্ধারণ জগত জানিল॥
নিত্যানন্দের চিরসঙ্গী উদ্ধারণ দত্ত।
বিহরে নিতাইসহ সদা প্রেমোন্মত্ত॥
নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধানের কতকাল পরে॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী সহ ব্রজযাত্রা করে॥
শ্রীজাহ্নবা ব্রজধামে কৈল অন্তর্দ্ধান।
আসি উদ্ধারণ কহে বিরহ আখ্যান॥
কতদিনে উদ্ধারণ কৈল অন্তর্দ্ধান।
ভুবন মাতাল গাহি নিতাই আখ্যান॥
কাটোয়ার কিছু দূরে উদ্ধারণ পুর নাম।
লোকে কহে শোভে তথা সমাধি তাহান॥
উদ্ধারণের মহিমা অপূর্ব্ব আখ্যান।
আপনে নিতাই যার বাড়াইল মান॥
যাহা হৈতে বণিককুল উদ্ধার পাইল।
গাহিয়া নিতাই গুণ সবে ধন্য হইল॥
জয় জয় প্রেমময় দত্ত উদ্ধারণ।
মোরে পরিত্রাণ কর লইল শরণ॥
চির বহির্ম্মুখ মুই পতিত দুর্জ্জন।
কৃপা করি দেখাহ মোরে নিতাই চরণ॥
তোমার প্রেমের বশ নিত্যানন্দ রায়।
তুমি দিলে দিতে পার সে পদ আমায়॥
পতিত পাবন তুমি পরম সুজন।
কিশোরীরে সেবা দেহ নিতাই চরণ॥

শ্রীশ্রীধর পণ্ডিত

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কারুণা হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
শ্রীধর পণ্ডিত নাম প্রভু প্রিয়জন।
কৌতুক কোন্দল যাঁর সঙ্গে অনুক্ষণ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৩৩ শ্লোকঃ—
খোলা বেচা তয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধর দ্বিজঃ।
আসীদ্‌ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ॥
কুসুমাসব নামে ব্রজে হাস্যকারী সখা।
খোলা বেচা শ্রীধর নামে তেঁহ দিল দেখা॥
পূর্ব্বভাবে গৌর করে কৌতুক সম্ভাষ
গৌরপ্রিয় শ্রীধর নামে জগতে প্রকাশ॥
তথাহি শ্রীশব্দকল্পদ্রুমধৃত শ্রীঅনন্ত সংহিতা বচনং
"শ্রীধরঃ শ্রীধরসম পূর্ব্বে শ্রীমধুমঙ্গলঃ"॥
তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটন।
"খোলা বেচা শ্রীধরের নবদ্বীপে বাস।
মধুমঙ্গল পূর্ব্বে জানিবা নির্য্যাস।"
পরম উদার সেই পণ্ডিত শ্রীধর।
যাঁর দেহে বিহরয়ে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥

প্রভুর অধিক প্রিয় পণ্ডিত শ্রীধর।
খোলা বেচা বলি যাঁর খ্যাতি নিরন্তর॥
খোলা মোচা বেচি করে জীবন ধারণ।
গৌর পাদপদ্মে তাঁর সদা প্রাণমন॥
নবদ্বীপে তন্তুবায় পল্লী মাঝে বাস।
গৌরপ্রেম সেবা বিনা নহে অন্য আশ॥
দিবানিশি কৃষ্ণনাম করয়ে গ্রহণ।
উচ্চ করি সর্ব্বনিশি করয়ে কীর্ত্তন॥
চারি প্রহর নিদ্রা তাঁর নহে কোন দিনে।
কীর্ত্তন শুনি নিন্দে যত পাষণ্ডী দুর্জ্জনে॥
খোলা মোচা বেচি খায় পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধার জ্বালায় সারা নিশি জাগি মরে॥
এমত নিন্দয়ে যত পাষণ্ডী দুর্জ্জন।
শুনিয়া শ্রীধর নহে সঙ্কুচিত মন॥
নিষ্ঠা করি নিজ কার্য্য করে নিরন্তর।
তাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহা অকিঞ্চন সেই পণ্ডিত শ্রীধর।
খোলা মোচা আনিয়া বেচয়ে নিরন্তর॥
খোলা মোচা বেচি নিত্য যে ধন পায়।
গঙ্গাপূজা লাগি তার অর্দ্ধ করে ব্যয়॥
বাকী অর্দ্ধ দিয়া করে জীবন ধারণ।
পর্ণ কুটীরেতে রহি যাপয়ে জীবন॥
মহাপ্রভু নিত্য শ্রীধরের পাশে গিয়া।
থোড়-মোচা কলা মূলা আনয়ে কিনিয়া॥
মহা সত্যবাদী সেই পণ্ডিত শ্রীধর।
এক দামে থোড় মূলা বেচে নিরন্তর॥
এমত শ্রীধর ভাব জানে যেই জন।
তার পাশে থোড় মূলা কিনে সেই জন॥
প্রভু নিত্য তাঁর পাশে করিয়া গমন।
কোন্দল করয়ে থোড় মোচার কারণ॥

নিত্য চারিদণ্ড প্রভু কোন্দল করিয়া।
থোড় কলা মূ[illegible]নে অর্দ্ধ মূল্য দিয়া॥
প্রভুর হস্ত হোতে শ্রীধর কাড়ি লয়।
হুড়াহুড়ি করি প্রভু নিত্য [illegible]হা খায়॥
একদিন প্রভু শ্রীধর ভবনে আ[illegible]ল।
প্রভুকে হেরিয়া শ্রীধন যতনে বসাল॥
চারিদণ্ড বসি করে কৌতুক কোন্দল।
হাস্য পরিহাস করে করি নানা ছল॥
হরি হরি ধ্বনি তুমি কর অনুক্ষণ।
লক্ষ্মীপতি ভজি তুমি পাও কিবা ধন॥
দেখ চণ্ডী বিষহরি ভজয়ে যে জন।
মহাসুখে রহি করে জীবন যাপন॥
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ তুমি পাও অনুক্ষণ।
চালে খড় নাহি তবু হরির ভজন॥
শ্রীধর কহে কভু উপবাস না করি।
ছিড়া হউক ভাল হউক বস্ত্র পরি॥
মহাসুখে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে।
বাসাবান্ধি পক্ষী রহে বৃক্ষের উপরে॥
কালপ্রাপ্তে হয় সবার সমান গতি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ভুঞ্জে যেবা যার গতি॥
প্রভু কহে আছে তব বহু গুপ্তধন।
লুকায় আপনে তাহা করহ ভোজন॥
কিছুকাল পরে তাহা বিদিত করিব।
লোকে ভাণ্ডাবে তখন কিরূপে দেখিল॥
মোরে যদি কিছু দেহ কারে না বলিব।
তা না হলে নিত্য আসি কোন্দল করিব॥
শ্রীধর কহে তোমাসহ দ্বন্দ্বে কাজ নাই।
ধন কোথা পাব মুই খোলা বেচি খাই॥
প্রভু কহে পোঁতা তব আছে বহু ধন।
পাছে তাহা দেখা যাবে থাকুক এখন॥

বিনামূল্যে নিত্য যদি খোলা মোচা দাও।
কোন্দল না করি মুই কিছুই না চাও॥
শ্রীধর ভাবেন বিনামূল্যে দিতে নারি।
নাহি দিলে এই বিপ্রে এড়াইতে নারি॥
প্রভু প্রতি শ্রীধর তবে বলয়ে বচন।
দ্বন্দ্ব নাহি কর তুমি শুনহ এখন॥
একখণ্ড থোড় খোলা কলা মূলা দিব।
গৃহে চল দ্বন্দ্ব মুই করিতে নারিব॥
পরম উদ্দণ্ড প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
ভক্তসহ কোন্দল করয়ে নিরন্তর॥
শ্রীধরের খোলায় সদা করয়ে ভোজন।
থোড় কলা মূল্যা হয় প্রভুর শ্রীব্যঞ্জন॥
আদর করি শ্রীধরের লাউ প্রভু আনি।
দুগ্ধ মরীচের ঝালে খায়েন আপনি॥
ভক্তদ্রব্য যত প্রভু সদা চাহি খায়।
অভক্তে দ্রব্যপ্রতি উলটি না চায়॥
প্রভু কহে শ্রীধর মোরে দেখহ কেমন।
কহয়ে শ্রীধর বিষ্ণু অংশেতে ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে আমি হই জাতেতে গোয়াল।
তাহা নাহি বুঝি বল ব্রাহ্মণ ছাওয়াল॥
নিতি নিতি কর তুমি যে গঙ্গা পূজন।
তাঁর পিতা হই মুই শুনহ বচন॥
আপনা বুঝায় রঙ্গে শ্রীগৌর সুন্দর।
প্রভুর মায়ায় নাহি বুঝয়ে শ্রীধর॥
পরম ভাগবত এই পণ্ডিত শ্রীধর।
খোলা বেচা রূপে রহে নদীয়া ভিতর॥
দুর্ম্মুখ পাষণ্ডী যত নিন্দে অনুক্ষণ।
তাহার মহিমা নাহি জানে কোনজন॥
শ্রীবাস ভবনে প্রভু আপনা প্রকাশিল।
শ্রীধরে আনিতে ভক্তগণে পাঠাইল॥

ভক্ত [illegible] রঙ্গে আসি পণ্ডিত শ্রীধর।
নিজ ইষ্টদেবে হেরি অধৈর্য্য অন্তর॥
প্রভুর শ্রীমুখ হেরি প্রেমাকুল মন।
অধৈর্য্য হইয়া ভূমে পড়িল তখন॥
প্রভু কহে, আয় আয় পণ্ডিত শ্রীধর।
মোর আরাধনা তুমি করেছ বিস্তর॥
মোর লাগি বহু তুমি করিলে ভজন।
এ জন্মে করিলা বহু আমার সেবন॥
তব থোড় কলা মূলা খাইল বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাই নিরন্তর॥
উদ্দণ্ডের প্রায় যবে করিল ভ্রমণ।
তোমাসহ কোন্দল করিল অনুক্ষণ॥
এবে আমারে তুমি করহ দরশন।
কৃপা করি নিজরূপ দেখাল তখন॥
মুরলী মনোহর রূপ করি দরশন।
শ্রীধর মূর্চ্ছিত হয়া পড়িল তখন॥
প্রভু কহে উঠ উঠ পণ্ডিত শ্রীধর।
উঠি মহানন্দে এবে মোর স্তুতি কর॥
শ্রীধর কহয়ে, প্রভু আমি মূঢ়মতি।
কেমনে করিব বল এবে তব স্তুতি॥
প্রভু কহে তব বাক্য হয় মোর স্তুতি।
আপনি পশিল তব জিহ্বায় সরস্বতী॥
প্রেমাবেশে শ্রীধর করে প্রভুর স্তবন।
শুনি সুখী হয়া প্রভু বলেন তখন॥
বর মাগ বর মাগ পণ্ডিত শ্রীধর।
আজি অষ্টসিদ্ধি দিব তোমার গোচর॥
শ্রীধর কহয়ে প্রভু না ভাণ্ডাহ মোরে।
আর না পারিবে তুমি কহিল তোমারে॥
প্রভু কহে ব্যর্থ নহে মোর দরশন।
বর মাগ বর মাগ যাহা লয় মন॥

আবেশে শ্রীধর তবে বলয়ে বচন।
এই বর দেহ মোরে ওহে প্রাণধন॥
যে ব্রাহ্মণ মোর খোলামোচা কাড়ি নিল।
নিত্য গিয়া মোর সহ কোন্দল করিল॥
সেই বিপ্র জন্মে জন্মে হউক মোর পতি।
তাহার চরণে যেন রহে মোর মতি॥
হাসি হাসি মহাপ্রভু করয়ে উত্তর।
এক মহারাজ্যে তোমা করিব ঈশ্বর॥
শ্রীধর কহয়ে প্রভু মুই নাহি চাই।
দাস হোয়ে সদা যেন তব গুণ গাই॥
প্রভু কহে তুমি মোর হও শুদ্ধ দাস।
তেকারণে দেখিলে মোর এতেক প্রকাশ॥
এতেক শুনিয়া তব মন না টলিল।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ ভক্তি আমি তোমা দিল॥
শ্রীধরে প্রভুর বর শুনি ভক্তগণ।
মহা জয় জয় ধ্বনি করে সর্ব্বজন॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যেতে গৌর নাহি পাই।
একমাত্র ভক্তিরস চৈতন্য গোঁসাই॥
ভক্তিবলে দেখিল যাহা পণ্ডিত শ্রীধর।
কোটি জন্ম তপে তাহা না হয় গোচর॥
শ্রীধরের প্রেমনিষ্ঠা অপূর্ব্ব কথন।
অনায়াসে অষ্টসিদ্ধি করিল হেলন॥
ভক্ত-বৎসল প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
ভক্তগুণ প্রকাশয়ে করিয়া আদর॥
কাজীরে করিয়া কৃপা চলয়ে নাচিয়া।
শ্রীধরের ঘরে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥
সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে নাচে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
অঙ্গনে লৌহপাত্র হেরি আনন্দ অন্তর॥
তালিময় লৌহপাত্রে জলপূর্ণ হেরি।
আপনি স্বহস্তে পিয়ে তুলি গৌরহরি॥
মহানন্দে মহাপ্রভু করে জলপান।
নিবারিতে নারে কেহ যে ইচ্ছা তাহান॥
"ম'ইলু ম'ইলু" বলি বলয়ে শ্রীধর।
মোরে সংহারিতে প্রভু এল মোর ঘর॥
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হৈল পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু কহে আজি মোর শুদ্ধ কলেবর॥
বৈষ্ণবের জলপানে হয় শুদ্ধভক্তি।
এতদিনে হৈল মোর ভক্তির উৎপত্তি॥

তথাহি—শ্রীপদ্ম পুরাণে—
প্রার্থয়েদ বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিলক্ষণং॥
সর্ব্ব-পাপ-বিশুদ্ধার্থ তদ্ভাবে জলং পিবেৎ॥
বিচক্ষণ ব্যক্তি সদা মুক্তির কারণ।
বৈষ্ণবের অন্নজল করিবে প্রার্থন॥
বৈষ্ণবের অন্নজল ভক্তির উদয়।
তাহা বুঝাইতে প্রভু এ রঙ্গ করয়॥
ভক্ত বাৎসল্য প্রভুর করি দরশন।
মহানন্দে ভক্তগণ করয়ে ক্রন্দন॥
একে লৌহপাত্র তাতে বাহিরের জল।
মহানন্দে পান কৈল হইয়া বিহ্বল॥
পান করিবারে প্রভু যবে কৈল মন।
সে জল অমৃত তুল্য হইল তখন॥
শ্রীধরের প্রেমবদ্ধ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
তাঁর গুণ কহে প্রভু করিয়া আদর॥
যে রাত্রে উঠিয়া প্রভু চলিবে সন্ন্যাস।
লাউ হস্তে শ্রীধর চলয়ে প্রভু পাশ॥
শ্রীধরের লাউ পায়া প্রভু দুঃখ মন॥
চিন্তয়ে শ্রীধরের লাউ না হ'ল ভক্ষণ॥
রজনী প্রভাতে উঠি সন্ন্যাসে চলিব।
শ্রীধরের লাউ আমি ভক্ষিতে নারিব॥

সেইকালে ভক্ত এক দুগ্ধ আনি দিল।
দুগ্ধ সহ লাউ প্রভু মাতাস্থানে দিল॥
দুগ্ধ সহ লাউ মাতা করিল র[illegible]ন।
গৌরাঙ্গের প্রিয় ইহা করিয়া চিন্তন॥
সেই লাউ মহাপ্রভু করিল ভোজন।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল শ্রীশচীনন্দন॥
ভক্তাধীন গৌরচন্দ্র করুণা সাগর।
ভক্তসুখ লাগি যাঁর চেষ্টা নিরন্তর॥
প্রেমের ঠাকুর মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ধন্য ধন্য তাঁর প্রিয় পণ্ডিত শ্রীধর॥
গৌরপ্রেমে মত্ত সদা পণ্ডিত শ্রীধর।
যাঁর হৃদে বিহরয়ে প্রভু নিরন্তর॥
প্রভুর নাম গুণগানে মত্ত অনুক্ষণ।
প্রভু পাদপদ্ম স্মরে হোয়ে প্রেমমন॥
ব্রজের গোপাল মোর পণ্ডিত শ্রীধর।
যাঁহার কৃপায় পাই শ্রীগৌর সুন্দর॥
সেই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর শিরে ধর শ্রীচরণ॥
নিজদাস করি মোরে দেহ পদে স্থান।
গৌর ভজিবারে মোরে কর কৃপাদান॥
চির বহির্ম্মুখ মুই পাতকী দুর্জ্জন।
কুটীনাটি মাঝে রহি কাটানু জীবন॥
শ্রীগৌর চরণে মোর নাহি রতি মতি।
তব কৃপা বিনে আর নাহি মোর গতি॥
দন্তে তৃণ ধরি মুই করি নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জ্জন॥
মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র তুমি মহাজন।
তেকারণে কিশোরীদাস করে নিবেদন॥

—•—

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত

জয় জয় প্রেমময় জয় গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় মহীধারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
যাঁর দেহে নিত্যানন্দ সদা বিলসয়॥
"বিলাসী বৈরাগী" বলি যাঁর পুণ্য খ্যাতি।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ভুবনে প্রসিদ্ধি॥
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হস্তে কৈল।
প্রকাশি বৈরাগ্য গুণ সবারে মোহিল॥
ব্রজের গোপাল হন পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
গোপাল ভাবে লীলারঙ্গে সদা বিলসয়॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ১২৭ শ্লোকঃ।
বসুদাম সখায়শ্চ পণ্ডিতঃ ধনঞ্জয়॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশে—
"বসুদাম নাম ইবে পণ্ডিত ধনঞ্জয়।"

তথাপি—শ্রীপাট পর্য্যটনেঃ—
"কাঁচড়াপাড়া জন্মভূমি জলঙ্গীতে বাস।
ধনঞ্জয় বসুদাম জানিবা নির্য্যাস।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়েঃ—
"কাঁচড়াপাড়া করন্দাসিথল গ্রাম।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান॥"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—
"পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় করিল বন্দনা।
প্রসিদ্ধ বৈরাগ্য যাঁর সংসারে ঘোষণা॥

লক্ষকের গারিস্ত যে প্রভুর পায় দিয়া।
ভাণ্ড হাতে করি গেলা কৌপীন পরিয়া॥

তথাহি—শ্রীধনঞ্জয় গোপাল সূচকে—

"আরে মোর পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
শ্রীপতি বিপ্রের সুত, কালিন্দীর গর্ভজাত,
জাড়গ্রামে হইলা উদয়॥"

ব্রজের বসুদাম সখা লীলার সহায়।
পণ্ডিত ধনঞ্জয় নামে বিদিত ধরায়॥
জাড়গ্রামে আসি তেঁহ লভিল জনম।
শ্রীপতি ব্রাহ্মণ পিতা কালিন্দী মাতা হন॥
পিতামাতা যত্নে করে পুত্রের পালন।
বাল্যাবধি সদা দিব্য ভাব দরশন॥
কৃষ্ণ ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণ আলাপনে।
বিভোর রহয়ে সদা প্রেমাকুল মনে॥
অতুল সম্পদশালী শ্রীপতি ব্রাহ্মণ।
সংসারে বিরক্ত পুত্রে করিল দর্শন॥
হরিপ্রিয়া নামে কন্যা অতি রূপবতী।
পুত্রেরে বিবাহ দিল করি অতি প্রীতি॥
বিবিধ বিলাসদ্রব্যে পুত্র বিভূষিত।
হেরি পিতামাতা মন সদা আনন্দিত॥
পরম সুচরিত পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
পিতামাতার মনতুষ্টি সতত করয়॥
কৃষ্ণভক্তি সাধে তেঁহ অতি সঙ্গোপনে।
বাহিরে বিলাসীভাব সুখী সর্ব্বজনে॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ গুণ উচাটন মন।
হৃদে বাঞ্ছে বিকাইতে ও রাঙ্গা চরণ॥
কতদিনে পিতামাতা হৈল অদর্শন।
প্রবল বৈরাগ্যে ছাড়ে ধন পরিজন॥
প্রেমভাণ্ড হস্তে করি নদীয়া আসিল।
গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আত্মসমর্পিল॥
নিত্যানন্দে না হেরিয়া উচাটন মন।
অল্পদিনে হৈল তথা প্রভুর মিলন॥
পূর্ব্বভাব প্রকাশিয়া আত্মসমর্পিল।
দিবানিশি সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া রহিল॥
প্রভু নিত্যানন্দ সহ সদা বিচরণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ গুণে বিহ্বল অনুক্ষণ॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর নীলাচলে গেল।
কতদিনে নিত্যানন্দে গৌড়ে পাঠাইল॥
গৌড়ভূমি উদ্ধারিতে প্রভু আজ্ঞা কৈল।
ধনঞ্জয় আদি নিজগণে সঙ্গে নিল॥
পানিহাটী গ্রামে কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
সেকালেতে ধনঞ্জয় তাঁহার সকাশ॥
দণ্ড মহোৎসব লীলায় সঙ্গে বিহরিল।
সেকালে নরসিংহ শিলা তাঁরে সমর্পিল॥
কহিলেন রাঢ়দেশ করহ উদ্ধার।
অধম পতিতে কর প্রেমের সঞ্চার॥
আজ্ঞা পায়া রাঢ়দেশে করিল প্রবেশ।
সঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গে ভাসাইল রাঢ়দেশ॥
উগ্রক্ষত্রিয়গণে করিল প্রেমদান।
বর্দ্ধমান [1]শীতল গ্রামে সেবার বিধান॥
শীতল গ্রামে ভাণ্ডসেবা করিল স্থাপন।
গ্রামবাসী সেই ভাণ্ডে সেবে অনুক্ষণ॥

---

[1]শীতলগ্রাম—বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলপথে কৈচর ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত।

[2]জলুন্দী—হাওড়া ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধমান—বারাকরের মধ্যবর্ত্তী খানা ষ্টেশন। খানা সাঁইথিয়ার মধ্যবর্ত্তী বোলপুর ষ্টেশন। তথা হইতে পালিতপুর রোড গামী বাসে বঙ্গচক্র নামিয়া দেড় মাইল দূরে শ্রীপাট।

শ্রীগৌরাঙ্গ গোপীনাথ করিল স্থাপন।
আকর্ষিল রাঢ়বাসী সবাকার মন॥
সাচড়া পাঁচড়াগ্রামে করিল প্রবেশ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নামে [illegible]সায় সর্ব্বদেশ॥
প্রেমাবেশে সর্ব্বদে[illegible]তে করে বিচরণ।
বৃন্দাবন অদিতীর্থ করিল ভ্রমণ॥
তবে [2]জলুন্দী গ্রামে অবস্থান কৈল।
পুত্র যদু চৈতন্যের মন্ত্রদীক্ষা দিল॥
নিত্যানন্দ দত্ত নবসিংহ শালগ্রাম।
স্থাপয়ে শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাবিনোদ নাম॥
দোঁহাকার সেবাভার পুত্রে সমর্পিল।
সেবার বিধান যত যতনে কহিল॥
শ্রীযদু চৈতন্য সেবে করিয়া যতন।
তৎপুত্র কানুরাম কহে সে কথন॥

তথাহি—

"অপূর্ব্ব জলুন্দীগ্রাম দেখিতে সুন্দর।
রাধাবিনোদের সেবা অতি মনোহর॥
প্রভু ধনঞ্জয় ঠাকুর ছিল নাম যাঁর।
শীতল গ্রামেতে ভাণ্ডসেবা তাঁর॥
শীতল গ্রামের লোক সেই ভাণ্ড সেবে।
জলুন্দীতে স্থাপেন বিনোদ নৃসিংহ দেবে॥
প্রভু নিত্যানন্দ শীলা নরসিংহদেবে।
ধনঞ্জয়ে সমর্পিল দণ্ডমহোৎসবে॥
একদিন ধনঞ্জয় আনন্দিত মনে।
শ্রীযদু চৈতন্যে কহেন মধুর বচনে॥
শুন বাপ যদু চৈতন্য বাছাধন।
তোমারে প্রভুর সেবা দিতে মোর মন॥
মন্ত্র দিয়া ধনঞ্জয় সেবা সমর্পিলা।
মন্ত্র সেবা পাইয়া যদু কৃতার্থ মানিলা॥

পূর্ব[illegible]রি যদু আনন্দিত মন।
দিবানিশি কৃষ্ণ নামে নাচে অনুক্ষণ॥
অন্নব্যঞ্জন সব পরিপাটি করি।
প্রেমসহ বিথিসহ দিবসেতে সারি॥
সন্ধ্যাকালে বিনোদের আরতি বাজিল।
জলুন্দীর লোক সব কৃতার্থ মানিল॥
অপূর্ব্ব দর্শন রাধাবিনোদ যুগল।
হেরিয়া ভকতগণ প্রেমেতে পাগল॥
সেবার বিধান কন প্রেমে পুলকিত।
গৌরকৃষ্ণ বলি নাচে সুমধুর গীত॥
জয় জয় রাধাবিনোদ গায় ভক্তগণ।
জলুন্দী হইল সাক্ষাৎ নব বৃন্দাবন॥
প্রভুর আদেশে সেবার বিধান করিল।
প্রেমেতে করিবে সেবা পুত্রে জানাইল॥
চৌদ্দপোয়া উষ্ণ অন্ন মধ্যাহ্ন কালেতে।
সাধ্যমত ব্যঞ্জনাদি পারস করিবে॥
বৈকালেতে শীতল দিবে ভিজান কলাই।
বারটি করিয়া খণ্ড সমর্পিবে তাই॥
নিশাকালে দুগ্ধসহ বারখণ্ড দিবে।
বিচিত্র শয্যায় বিনোদে শয়ন করাবে॥
প্রভাতে অর্চ্চনা সারি ফলাদির ভোগ।
চন্দন তুলসী দিবে মন্ত্রে মনোযোগ॥
অতিথি সেবিবে সদা কায়বাক্য মনে।
অতিথি সেবনে ভক্তিলভে সর্ব্বজনে॥
কাঙ্গাল ভক্তের সেবা শুন বাছাধন।
জলুন্দীতে বিনোদসেবা গায় সর্ব্বজন॥
পণ্ডিত টাকুরের আজ্ঞা পাইয়া চৈতন্য।
কানুরাম গুণগায় নিজে মানি ধন্য॥"
হেনমতে বিধান কহি পুত্রে সেবা দিল।
কতদিনে স্বেচ্ছায় তেঁহ অন্তর্দ্ধান কৈল॥

নিত্যানন্দ পারিষদ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া গৌরপ্রেমে বিলসয়॥
বিষয়ে বৈরাগ্য করি প্রেম আস্বাদিল।
তারিতে কলির জীব শক্তি প্রকাশিল॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে যার সতত বিহার।
মহিমা গাহিতে তাঁর শক্তি আছে কার॥
নিজগুণে কৃপা করি যাহা স্ফুরাইল।
আত্মশুদ্ধি লাগি তাহা যতনে গাহিল।
ব্রজের গোপাল ওহে পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
কাতরে করহ দয়া হইয়া সদয়॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে তোমার সতত বিহার।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা করুণা তোমার॥

শ্রীপরমেশ্বর দাস

জয় নদীয়ার নাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র শেষ নাম ধর॥
জয় প্রভু কমলাক্ষ সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ॥
পরমেশ্বর দাস নাম নিত্যানন্দ দাস।
পরম অদ্ভুত যাঁর মহিমা প্রকাশ॥
সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে তেঁহ ত্রিকাল সময়ে।
শৃগালে লওয়াল নাম শক্তি প্রকাশিয়ে॥
গণ্ডাদশ শৃগালেরে কৈল আকর্ষণ।
একে একে গোল নাম করাল কীর্ত্তন॥
শৃগালে বলায়া নাম করিল মোচন।
পরমেশ্বরের গুণগাথা অদ্ভুত কথন॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৩২ শ্লোকঃ॥
"নাম্নার্জ্জুনঃ সখাপ্রাগ্ যো দাস পরমেশ্বরঃ॥"

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশে
"অর্জ্জুন সখা [illegible]মেশ্বর দাস মহাশয়॥"

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্য[illegible]নে—
"সাঁচড়া পরমেশ্বর দাসের [illegible]সতি।
পরমেশ্বর অর্জ্জুন সখা পূর্ব্বে [illegible] খ্যাতি॥
মাধবের সখা এই পাণ্ডব নহে।
হিরণগাঁ সাঁচড়া পাঁচড়া সর্ব্বজনে কহে॥"
ব্রজের অর্জ্জুনসখা পরমেশ্বর দাস।
যাঁর দেহে নিত্যানন্দ সতত বিলাস॥
ব্রজের গোপাল ভাবে মত্ত অনুক্ষণ।
নিত্যানন্দ সহ রহে প্রেমেতে মগন॥

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—বৃন্দাবন দাস
"পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবহিতে।
যে কৈল আপন বাক্য কীর্ত্তনে নাচিতে॥
গণ্ডাদশ শৃগাল ডাকিয়া একে একে।
ষোল নাম বোলাইল সভাকার মুখে॥

তথাহি—চৈতন্য গণোদ্দেশে—
"পূর্ব্বের বিলাস সুবাহু বলি যারে।
শ্রীপরমেশ্বর দাস ঠাকুর বলিয়া তাহারে॥
কীর্ত্তন আবেশে পথে ত্রিকাল সময়ে।
নাম দিয়া তারিলেন পরম্ কৌতুকে॥"

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১১ পরিঃ—
"পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তারে যে করে স্মরণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ পরমেশ্বর দাস।
অদ্ভুত মহিমা যার ভুবনে প্রকাশ॥
প্রভু নিত্যানন্দ করে প্রেম প্রবর্ত্তন।
পরমেশ্বর দাস তাঁর সঙ্গে অনুক্ষণ॥

নিত্যানন্দ সঙ্গে রহি করয়ে কীর্ত্তন।
পূর্ব্বভাবাবেগে সেবে নিতাই চরণ॥
গোপাল ভাবেতে সদা [illegible] করে।
প্রেমাবেশে ভ্রমে সদা আনন্দ অন্তরে॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী তাঁরে বহু কৃপা কৈল।
শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করি ব্রজে পাঠাইল॥
গোপীনাথের বামে সেই মূর্ত্তির শোভন।
পরম অদ্ভুত লীলা হেরিল নয়ন॥
সে সব বারতা লয়া গৌড়দেশে এল।
জাহ্নবার পাদপদ্মে সব নিবেদিল॥
পরম সন্তুষ্ট হয়া জাহ্নবা ঈশ্বরী।
পরমেশ্বর দাস প্রতি কহে ধীরি ধীরি॥
তড়া আটপুর গ্রামে করহ গমন।
তথা গোপীনাথ সেবা কর প্রকটন॥
তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১৩ তরঙ্গে
"ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
শ্রীপরমেশ্বরী দাসে কহে ধীরে ধীরে॥
[1]তড়া আটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথা রাধা গোপীনাথ সেবা প্রতিষ্ঠাহ॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
রাধা গোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ॥"
জাহ্নবার আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ।
প্রেমে পরমেশ্বর দাস করিল গমন॥
রাধা গোপীনাথ সেবা স্থাপন করিল।
স্বয়ং জাহ্নবা গিয়া মহোৎসব কৈল॥
পরম অদ্ভুত তথা হৈল মহোৎসব।
ভাগ্যবান জন হেরে তাঁহার বৈভব॥

নিত্যান[illegible]রিষদ পরমেশ্বর দাস।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা প্রকাশ॥
ব্রজের গোপালভাবে বিভাবিত মন।
তাঁহার শরণে মিলে নিতাই চরণ॥
ওহে পরমেশ্বর দাস কৃপা কর মোরে।
নিতাই চরণে দাস করহ আমারে॥
নিতাই জাহ্নবা পদে রহে মোর মন।
এই কৃপা কিশোরীরে কর সমর্পণ॥

শ্রীপুরুষোত্তম দাস

জয় নদীয়ার চাঁদ প্রভু গৌরহরি।
জয় পদ্মাবতী সুত শেষ নামধারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর॥
নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম দাস।
নিত্যানন্দ পারিষদ অদ্ভুত প্রকাশ॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি—১১৩
"নবদ্বীপ পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥
তথাহি শ্রীচৈঃ ভাঃ—অন্তে—
পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রিয়ভৃত্য মর্ম্ম॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৩০ শ্লোকঃ—
"স্তোককৃষ্ণ সখা প্রাগ্‌ যো দাস শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥"

[1]তড়া আটপুর—হাওড়া—তারকেশ্বর রেলপথে হরিপাল ষ্টেশন নামিয়া ১০নং বাসে আটপুর সাইকেল দোকান ষ্টপেজে নামিবেন।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সখা নাম স্তোককৃষ্ণ
সদা কৃষ্ণসেবা করে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
তেঁহ এবে ধরাধামে করি আগমন।
নিতাই গৌরাঙ্গ সনে করে বিচরণ ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ আবেশ।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর কহি যে বিশেষ ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—২য় দর্শন—
"প্রেমে পরিপূর্ণ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর।
যাঁহার অভিষেক হইল সাক্ষাত প্রভুর ॥
সপ্ত বৎসরের কালে কৃষ্ণরূপ ধরে।
নাচিয়া সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্ব চিত্ত হরে ॥
স্তোক কৃষ্ণ স্বরূপ তাহা অনুভবে জানি।
সাধুগণ স্নিগ্ধ হয় যাঁহার গুণ শুনি ॥"
শ্রীপুরুষোত্তম শিষ্য দৈবকীনন্দন।
গীতচ্ছলে তাঁর গুণ করিল বর্ণন ॥
বৈষ্ণব বন্দনা মাঝে মহিমা গাহিল।
শুনিয়া তাঁহার গুণ জগত মোহিল ॥

তথাহি—পদম্—
"প্রভু মোর নাচত শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
অবিরত গাওত, পুরব চরিত যত,
তনুখানি অতি অনুপাম।
স্তোককৃষ্ণ নিজ, রূপ সুগোপন,
আত্মনাম কৃত দাস।
মহদনুভব ভয় তারণ কারণ,
বদন চাঁদ মৃদু হাস ॥
সাত্ত্বিক ভাব, সতত পরকাশিত,
মহি মহি কহন না যায়।
আচার্য্য মাধব, শ্রীমুখ যাদব,
নিজগুণে পাছু পাছু ধায় ॥
নিরবধি কলিযুগে, [illegible]ভজন পাবন,
[illegible]নজনে পরকাশ ॥
তছু পদ পঙ্কজ, রজ নিজ ভূষণ,
দৈবকীনন্দ[illegible] দাস ॥"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—
"ইষ্টদেব বন্দ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম ॥
সর্ব্বগুণ হীন যে তাদের দয়া করে।
আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ।
ভুবন মোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া ॥
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ ॥
যাঁহার অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক সর্ব্বজ্ঞাতা হন শিশুকালে ॥
করবী মঞ্জরী আছিল যাঁর কানে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সবা বিদ্যমানে ॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব মণ্ডল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥"
হেনমতে পুরুষোত্তম দাসের মহিমা।
প্রভু নিত্যানন্দ শিষ্য এইত গরিমা ॥
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে যাহার গণন।
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজসখা নদে আগমন ॥
প্রভু নিত্যানন্দ সহ সতত বিহার।
গাহিতে তাঁহার গুণ সাধ্য আছে কার ॥
শ্রীপুরুষোত্তম দাস হন পতিত পাবন।
কিশোরী করয়ে তাঁর চরণ বন্দন ॥

শ্রীকালিয়া কৃষ্ণদা[illegible]

জয় জয় গৌরচন্দ্র ন[illegible]বা বিহারী।
জয় জয় নিত্যান[illegible] প্রেমদানকারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ কালা কৃষ্ণদাস।
আকাইহাট বাসী তেঁহ শুদ্ধ গৌরদাস॥
নিতাই প্রসাদে প্রাপ্ত গৌরাঙ্গ চরণ।
দক্ষিণ ভ্রমণে কৈল বহুত সেবন॥
মহানিরীহ বিপ্র তেঁহ পরম উদার।
গৌর প্রেমভক্তি দ্বারে যাঁর অধিকার॥
গৌর সেবা পরায়ণ রসিক সুজন।
নিতাই গৌরাঙ্গ যাঁর হৃদয়ের ধন॥
ব্রজের গোপাল ভাবে তাঁহার বিলাস।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ভুবনে প্রকাশ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৩২ শ্লোকঃ—
কালা শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে॥
তথাহি শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশে—(কৃষ্ণদাস)
"লবঙ্গ নাম কালিয়া কৃষ্ণদাস কহয়॥"
তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—
[1]"আকাই হাটে কালা কৃষ্ণদাসের বতি।
পূর্ব্বেতে লবঙ্গসখা যাঁর নাম খ্যাতি॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১১শ পর্ব।
রাঢ়ে যার জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিঙ্কর॥

কালা[illegible] বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ[illegible] বিনা নাহি জানে আন॥
লবঙ্গ নামে[illegible] সখা ব্রজে যেই জন।
আবির্ভূত ধরামাঝে লীলার কারণ॥
আকাই হাটেতে আসি লভিল জনম।
কালা কৃষ্ণদাস নামে বিদিত ভুবন॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর নীলাচলে গেল।
কতদিন রহি প্রভু দক্ষিণে চলিল॥
দক্ষিণ যাইতে যবে কৈল প্রভু মন।
ভক্তগণ বারে বারে করে নিবারণ॥
দক্ষিণে যাইতে প্রভুর উৎকণ্ঠিত মন।
একাকী যাইবে সঙ্গে নহে কোন জন॥
নিত্যানন্দ প্রভু তবে বলেন বচন।
সেবক একসঙ্গে প্রভু করুন গ্রহণ॥
নিজ নামানন্দে তুমি মত্ত অনুক্ষণ।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহে কোনজন॥
প্রেমাবেশে যবে তুমি হবে অচেতন।
এসব জিনিষ কেবা করিবে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নামে এক বিপ্রের কুমার।
তাহারে সেবক জ্ঞানে কর অঙ্গীকার॥
বহির্ব্বাস জলপাত্র লয়া সঙ্গে রবে।
সময়োপযোগী তোমা সেবন করিবে॥
পরম করুণাময় নিত্যানন্দ রায়।
যাঁহার কৃপায় সবে গৌরপদ পায়॥
তাঁহার প্রতীক এই বিপ্রের কুমার।
নিতাই কৃপায় প্রাপ্ত সেবা অধিকার॥
নিতাই বচনে গৌর কৈল অঙ্গীকার।
কৃষ্ণদাস সেবা করে সকল প্রকার॥

[1]আকাইহাট—হাওড়া—কাটোয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেল—কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী দাঁইহাট ষ্টেশনে নামিয়া এক মাইল পূর্ব্বদিকে মাধাইতলা। তথা হইতে অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে শ্রীপাট বিরাজিত।

স্বানুভবানন্দে প্রভু করয়ে ভ্রমণ।
কৃষ্ণদাস প্রভু সঙ্গে রহে অনুক্ষণ॥
জলপাত্র বহির্ব্বাস লইয়া যতনে।
প্রভুর সহিত চলে সেবানন্দ মনে॥
পরম যতনে বিপ্র করয়ে সেবন।
তাঁহার সেবায় তুষ্ট মহাপ্রভু মন॥
প্রেমসুখে করে প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ।
মল্লার তীর্থেতে তবে কৈল আগমন॥
ভট্টমারি সহ তথা হৈল দরশন।
প্রভুর সেবকে তারা ফিরাইল মন॥
সরল বিপ্রের তথা বুদ্ধিনাশ হৈল।
স্ত্রীধন দেখায়া তাঁরে মোহিত করিল।
তবে মোহে বিপ্র প্রভু সঙ্গ ত্যাগ কৈল।
কৃপা করি প্রভু তারে উদ্ধার করিল॥
ভকত বৎসল প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
তারে উদ্ধারিতে গেল ভট্টমারি ঘর॥
ভট্টমারী গণে প্রভু বলেন বচন।
তোমরা আমার বিপ্রে রাখ কি কারণ॥
উভয়ে সন্ন্যাসী মোরা দুঃখ দাও মোরে।
এমত অন্যায় কর কিমত প্রকারে॥
শুনি মারিবারে ধায় ভট্টমারিগণ।
প্রভু কৃষ্ণদাসে লয়া করিল গমন॥
কেশে ধরি প্রভু তারে করিল উদ্ধার॥
তাঁর দ্বারে শিক্ষা দিল অখিল সংসার॥
প্রেমাবতার গৌরচন্দ্র পতিত পাবন।
লীলারঙ্গে শিক্ষা দেন করিয়া যতন॥
প্রভুর সেবক কৃষ্ণদাস মহামতি।
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর সদা রতি মতি॥
যৈছে ভট্টমারী গৃহে করিল গমন।
একমাত্র মূঢ় জীব শিক্ষার কারণ॥

এতেকে গৌরাঙ্গের মহিমা বুঝাইল।
ভকত বৎসল গৌর জগত জানিল॥
কুত্রাপি সেবক যদি বিপথেতে ধায়।
দয়াল প্রভু কেশে ধরি আনয় তাহায়॥
তবেত দক্ষিণ ভ্রমণ করি সমাপন।
নীলাচলে মহাপ্রভু কৈল আগমন॥
নিত্যানন্দ আদি মিলি সকলি কহিল।
প্রভু নিত্যানন্দ তাঁরে গৌড়ে পাঠাইল॥
দক্ষিণ হইতে প্রভু কৈল আগমন।
বারতা জানাতে তারে করিল প্রেরণ॥
গৌড়ে আসি শচীমায়ে বার্ত্তা জানাইল।
এতেক গৌরাঙ্গগণ ক্রমেতে শুনিল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে ১০ পরিঃ।
"তবে গৌড়দেশে আইলা কৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপে গেল তিঁহ শচী আই পাশ॥
এইত করিল কৃষ্ণদাসের গুণগান।
যাহার শ্রবণে লভ্য গৌর গুণধাম॥
প্রভু যারে কেশে ধরি করিল উদ্ধার।
গাহিতে তাহার গুণ সাধ্য কি আমার॥
নিজগুণে কৃপা করি যাহা স্ফুরাইল।
সন্দেহে বর্ণিয়া তাহা আপনা শোধিল॥
কৃষ্ণদাস পাদপদ্মে লইয়া স্মরণ।
কিশোরী করয়ে সদা কৃপা নিরীক্ষণ॥

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর

জয় লক্ষ্মী প্রাণনাথ জয় বিশ্বম্ভর।
জয় পদ্মাবতী সুত শেষ নাম ধর॥

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ ঠাকুর সুন্দর।
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে [illegible]সে নিরন্তর ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ [illegible]ঃ—১২৭ শ্লোকঃ—
"পুরা সুদামনামা[illegible]দ্য ঠাকুর সুন্দরঃ ॥"
তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—
"[1]হলদা মহেশপুরে সুন্দরানন্দের বাস।
সুন্দরানন্দ পূর্ব্বে সুদাম জানিবা নিশ্চয় ॥"
তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—
"শ্রীসুন্দরানন্দ বন্দ সুদাম আখ্যান।
হালদা মহেশপুরে যার অবস্থান ॥"
তথাহি—শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়ে—২য় দর্শন।
"সুদাম স্বরূপে হয় শ্রীসুন্দরানন্দ।
মহা অনুভব রসে হয় ভবানন্দ ॥
জাম্বিরের গাছ হইতে কদম্বের ফুল।
দুই কানে পরিয়া রূপ দেখাইলা নিস্তুল ॥"
তথাহি—শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব—
ঠাকুর সুন্দর পূর্ব্বে সুদাম গোপাল।
রামকৃষ্ণ প্রিয়সখা রঙ্গিয়া রাখাল ॥
এবেহ শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্যপ্রিয় অতি।
কলিযুগে তার নাম সুন্দর খেয়াতি ॥
ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয় সখা শ্রীসুদাম নাম।
বেশভূষায় কৃষ্ণে সুখ দেন অবিরাম ॥
কৃষ্ণ বলরামে সুখ দিতে সদা মন।
সুন্দর নামেতে তেঁহ কৈল আগমন ॥
হলদা মহেশপুরে হৈল আবির্ভাব।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে দেখায় প্রভাব ॥

জা[illegible] কদম্ব পুষ্প ফুটাইল।
অপূর্ব্ব [illegible]মা হেরি জগত মোহিল ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি সতত বিহার।
জীবে কৃষ্ণ প্রেম দিয়া করিল উদ্ধার ॥
পানুয়া গোপালে যৈছে করিল উদ্ধার।
শ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থে বর্ণন যাহার ॥

তথাহি—

ঠাকুর সুন্দর, মোরে কৃপা করে,
তাহার বিবরণ শুন।
পুরুয়া নামেতে, একটি পুষ্করিণী,
গ্রামের পূবেতে বন।
তাহার ঘাটেতে, কদম্ব খণ্ডিতে,
বৈসা শ্রীসুন্দরানন্দ।
কৃপা করি প্রভু, সেখানে বসিয়া,
আমাকে দিলেন মন্ত্র ॥
সঙ্গেতে তাহার, অনেক বৈষ্ণব,
আসিয়া আমার ঘরে।
দ্বাদশ দিবস, করে মহোৎসব,
আমান্যা সকলে করে ॥

শ্রীপাট মঙ্গলদিহিতে সুন্দরানন্দ গেল।
পানুয়া গোপালে তথা করুণা করিল ॥
পুরুয়া পুষ্করিণী ঘাটে বসি মন্ত্র দিল।
দ্বাদশ দিবস রহি মহোৎসব কৈল।
অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি তথা বিরাজয়।
ভাগ্যবান জন গিয়া দর্শন করয় ॥
সুন্দরানন্দের গুণ মহিমা অপার।
করুণা কটাক্ষে যার জগত উদ্ধার ॥

[1]হলদা মহেশপুর—মহেশপুর বর্ত্তমান বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলায় অবস্থিত। এখনও শ্রীপাটের সেবা বর্ত্তমান।

করহ করুণা মোরে ঠাকুর সুন্দর।
কিশোরীরে ত্রাণ কর করি অনুচর॥

নাগর পুরুষোত্তম

জয় সর্ব্বারাধ্য সার প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র গৌর সহোদর॥
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় মাধব নন্দন।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর ভক্তগণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ নাগর পুরুষোত্তম।
পরম অদ্ভুত যার গুণের কথন॥
সদাশিব কবিরাজ সুত মহাশয়।
সখ্যভাবে নিত্যানন্দ সহ বিলসয়॥
বৈদ্যকুলে সমুৎপন্ন প্রেমানন্দ ধাম।
ব্রজের গোপাল বলি যাহার আখ্যান॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৩১ শ্লোকঃ—
সদাশিব সুতোনাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ।
বৈদ্য বংশোদ্ভবো দামা যো বল্লবো ব্রজে॥
ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সখা দাম মহামতি।
নাগর পুরুষোত্তম হইল সম্প্রতি॥
বৈদ্যকুলে [1]বোধখানায় করি আগমন।
সদাশিব সুতরূপে লভিল জনম॥

তথাহি—শ্রীপাঃ পঃ—
"বোধখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল।
বোধখানাতে হলদা পরগণা জানিবা সর্ব্বজনে॥"

* * *

বোধখানায় স[illegible]শিব কবিরাজের বাস।
সদাশিবের পুত্র নাগ[illegible] পুরুষোত্তম দাস॥
হলদা পরগণায় বোধখা[illegible] স্থান।
নাগর পুরুষোত্তম নামে হৈল[illegible]বিদ্যমান॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ডে ৫ম [illegible]ঃ—
"সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান।
যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥"
সুখসাগরে পূর্ব্বেতে করিল নিবাস।
পরে বোধখানায় করিল আবাস॥
পুরুষোত্তম সুত শ্রীকানু ঠাকুর হন।
যাঁহার মহিমায় বোধখানায় গমন॥
শ্রীজাহ্নবাসহ কানু ঠাকুর ব্রজে গেল।
সঙ্কীর্ত্তনানন্দে তাঁর নূপুর খসিল॥
চরণ নূপুর যাঁহা হইল পতন।
তাহাই শ্রীপাট তেঁহ করয়ে স্থাপন॥

তথাহি—কানু তত্ত্ব নির্ণয়ে—
কীর্ত্তনের অবসানে বাহ্য স্ফূর্ত্তি পেয়ে।
দেখেন নূপুর নাহি দক্ষিণের পায়ে॥
তখন কহেন যথা নূপুর পড়িল।
তথায় করিব বাস প্রতিজ্ঞা রহিল॥
অন্তরে জানিল বঙ্গভূমে অবস্থিত।
বোধখানা নামে গ্রাম আছয়ে বিদিত॥
সেই গ্রামে ছুটি গিয়া নূপুর পড়িল।
সেই হেতু প্রভু তথা বসতি করিল॥"

---

[1]বোধখানা—বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যশোহর জেলায় অবস্থিত।

এইভাবে বোধখানা পাটের সৃষ্টি।
সুখ সাগরের লীলা করুন শ্রবণ ॥
তথাহি—কানুতত্ত্ব নির্ণয়ে—
ত্রিলোক তারিণী, সুর তরঙ্গিণী
সমীপে বিরাজমান।
ধন্য পঞ্চগ্রাম, অতি সুখধাম,
সুখসাগরাভিমান ॥
উজ্জ্বল গোপাল জানি যোগ্যকাল,
হইয়া অপূর্ব্ব যতি।
সে সুখসাগরে, মৃত্তিকা গহ্বরে,
করিলেন নিবসতি ॥
যে যোগী সে বেশে, একদা প্রবেশে,
পুরুষোত্তমের ঘরে।
ডাকে মা মা বলি, শুনি কুতূহলী,
আসে দেবী বেগভরে ॥
ঠাকুর জায়ায়, ছলিয়া মায়ায়,
যোগী কহে তাঁর প্রতি।
দেহ মা আমায়, আহার ত্বরায়,
ক্ষুধায় কাতর অতি ॥
যোগীবর বাণী, শুনি ঠাকুরাণী,
অতি সমাদরে তাঁরে।
মনের মতন, করায় ভোজন,
নানাবিধ উপহারে ॥
হেনমতে যোগীবর কৈল আগমন।
পুরুষোত্তম পত্নী তারে করাল ভোজন ॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত নিঃসন্তান ছিল।
পত্নী (সেই) যোগীবরে পুত্র কহিল ॥
যোগী... কহে পুত্ররূপে আগমন।
অবশ্য ...রিব মাতা কহিল বচন ॥
একথা কাহারে তুমি কভুনা বলিবে।
বলিলেই তোমার দেহ অবসান হবে ॥
কুম্ভকার খোদাতেই আমার উত্থান।
স্কন্ধদেশে কোদালির আঘাত বিদ্যমান ॥
এ চিহ্ন দেখিয়া তুমি প্রতীতি হইবে।
কাহার নিকটে কভু ইহা না কহিবে ॥
তারপর কতকাল অতীত হইল ॥
পুরুষোত্তম পত্নী এক পুত্র প্রসবিল ॥
পুত্রমুখ হেরি মাতার উপজিল হাস।
ধাত্রীর বাক্যেতে তাহা করিল প্রকাশ ॥
যোগীবর সহ সত্য হৈল বিস্মরণ।
কহিবা মাত্রেতে মাতার দেহের পতন ॥
পত্নী বিয়োগে পুরুষোত্তম বিচলিত।
সদ্যজাত শিশু লাগি হইল চিন্তিত ॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ অন্তরে জানিল।
ভক্ত দুঃখ নিবারিতে উপনীত হৈল ॥
তথাহি—শ্রীকানু তত্ত্ব নির্ণয়ে—
"দেবীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি সমাপন।
পুত্র লাগি ঠাকুরের ব্যাকুলিত মন।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দ থাকি নিজ ঘরে।
ঠাকুরের দুঃখ বার্ত্তা জানিয়া অন্তরে ॥
সুখসাগরেতে আসি হয়ে উপনীত।
মুচকুন্দ তলে রহে হইয়া দুঃখীত।
ঠাকুর প্রভুরে তথা করি দরশন।
দুঃখ ত্যজি হইলেন পুলকিত মন ॥

*সুখসাগর—শিয়ালদহ—রাণাঘাট রেলপথে শিমুরালি ষ্টেশনে নামিয়া কালিগঞ্জ হইতে শিকারপুর হইতে সুখসাগর তিনপোয়া রাস্তা বসতি নাই।

সাদরে প্রভুকে গৃহান্তরে লয়া গে[illegible]
শিশু সুত আনি তাঁর সমীপে অ[illegible]॥”
দ্বাদশ দিনের শিশু নিত্যানন্দ নিল।
খড়দহে আনি তারে পালন করিল॥
হেনমতে কৈল ভক্ত দুঃখ নিবারণ।
প্রভু নিত্যানন্দ প্রিয় পুরুষোত্তম হন॥
নিত্যানন্দ পার্ষদ হেন প্রেমিক প্রধান।
করুণা কটাক্ষে যার হয় শুদ্ধ জ্ঞান॥
নিত্যানন্দ প্রিয়পাত্র অগতির গতি।
কিশোরীরে কর কৃপা ঘুচুক দুর্গতি॥

শ্রীমহেশ পণ্ডিত

জয় জয় শচীসুত লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ রেবতী রমন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
মহেশ পণ্ডিত নাম পরম উদার।
ঢক্কাবাদে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়ার॥
নিত্যানন্দ পারিষদে যাহার গণন।
পরম অদ্ভুত তার মহিমা কথন॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১২৯ শ্লোকঃ।
“মহেশ পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহু ব্রজে সখা॥”
তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশে—
“মহাবাহু নাম মহেশ পণ্ডিত ঠাকুর॥”
ব্রজেতে শ্রীকৃষ্ণ সখা মহাবাহু নাম।
তেঁহ আসি ধরামাঝে হৈল বিদ্যমান॥
মহেশ পণ্ডিত নাম করিল ধারণ।
নিত্যানন্দ [illegible] রহে প্রেমানন্দ মন॥

তথাহি—শ্রীপাট [illegible]নে:—
“সাগুনা সরডাঙ্গা সুখ[illegible]র নিকটে।
মহেশ পণ্ডিত বাস কহি কর[illegible]টে॥
মহেশ মহাবাহু পূর্ব্বে জানিবা [illegible]খ্যান॥”

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—
“সরডাঙ্গা সুলতানপুর মহেশ পণ্ডিতের ঘর।
পূর্বদেশে কমলাক্ষ নামেতে ব্রাহ্মণ।
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর ভক্তি পরায়ণ॥
তাঁর দুই পুত্র হন গৌর পরিজন।
জগদীশ মহেশ নাম খ্যাত সর্ব্বজন॥
কতদিনে পিতামাতা পরলোকে গেল।
ভ্রাতা সহ নবদ্বীপে আবাস গড়িল॥

তথাহি—জগদীশ পণ্ডিত সূচকে—
গোঘাট নিবাস ছাড়ি, জগন্নাথ মিশ্র বাড়ী,
যেঁহ আসি করিল আশ্রয়।
অনুজ মহেশ লৈয়া, সঙ্গেতে দুঃখিনী জায়া,
মিশ্রের সহিত সখ্য ভাব॥
হেনমতে ভ্রাতাসহ নবদ্বীপে এল।
জগন্নাথ মিশ্র বাসে আবাস গড়িল॥
গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা করিল দর্শন।
গৌরাঙ্গের ধাত্রীমাতা জগদীশ পত্নী হন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর যদি করিল সন্ন্যাস।
নীলাচল ধামে গিয়া করিলেন বাস॥
জগদীশ মহেশ স্থানে পত্নীরে রাখিল।
গৌরাঙ্গ দর্শন লাগি নীলাচলে গেল॥
জগন্নাথ কলেবর কৈল আনয়ন।
যশোড়ায় আনি তাহা করিল স্থাপন॥

মহেশ বিবাহ করি শ্বশুর গৃহে রৈল।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা বহুত করিল ॥
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে তাঁহার গণন।
নিত্যানন্দ পারিষদ খ্যাত সর্ব্বজন ॥
মহেশ পণ্ডিত হন পরম উদার।
কিশোরী বাঞ্ছয় তাঁর করুণা সঞ্চার ॥

শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই

জয় গদাধরনাথ জয় বিশ্বম্ভর।
জয় হাড়ো ওঝা সুত জয় মহীধর ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ ॥
কমলাকর পিপ্পলাই নাম প্রেমধাম।
ব্রজের গোপাল ভাবে খেলা অবিরাম ॥
বালক ভাবেতে ভোলা তনু-প্রাণ মন।
কহে বেত্র লয়া বংশী করুন অর্পণ ॥

সে[illegible] হন নিত্যানন্দ শাখা।
সর্ব্বত্র ঘোষয় তাঁর নাম গুণ লেখা ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১২৮ শ্লোকঃ—
"কমলাকরঃ পিপ্পলাই নাম্নাসীদেয় মহাবলঃ ॥"

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশে—
"মহাবল নাম কমলাকর পিপ্পলাই ॥"

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে :
"আকনা মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপ্পলাই এই সে লিখিত ॥
কমলাকর পূর্ব্বনাম মহাবল হয় ॥"
মহাবল নামে সখা ছিল ব্রজধামে।
খেলিত বিবিধ খেলা শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥
তেঁহ আসি অবতীর্ণ হইল ধরায়।
কমলাকর পিপ্পলাই বলি যারে গায় ॥
আকনা মাহেশে আসি লভিল জনম।
ভাব হেরি বুঝিলেন গৌরাঙ্গের গণ ॥
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর কে করে বর্ণন।
কিশোরী করয়ে মাত্র চরণ বন্দন ॥

—•—

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে চতুর্থ খণ্ডে
দ্বাদশ গোপাল চরিত্র কথনে শ্রীউদ্ধারণ
দত্তাদিমহিমা বর্ণনং নাম চতুর্থ
লহরী সমাপ্ত।

পঞ্চম লহরী

শ্রীশ্রীজগাই মাধাই

জয় জয় গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জগত রঞ্জন ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর ॥
নাটুয়ার শিরোমণি শ্রীগৌর সুন্দর।
গণসহ প্রেমনাট্য করে নিরন্তর ॥
এক ভক্ত দ্বারে এক লীলা প্রকাশিয়া।
প্রেম লীলা করে প্রভু করুণা করিয়া ॥
জগাই মাধাই দুই ভক্ত শিরোমণি।
মদ্যপ করিয়া যাঁরে বোলান আপনি ॥
পুনরায় করি তাঁদের অনুগত দাস।
পতিত পাবনত্ব ভবে করিল প্রকাশ ॥
প্রভু যবে করিলেন তাঁদের উদ্ধার।
জগত জানিল গৌর প্রেম অবতার ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৩১৫ শ্লোকঃ—

বৈকুণ্ঠে দ্বার পালৌ যৌ জয়াদ্য বিজয়াস্তকৌ।
তাবাদ্য জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথ মাধবৌ ॥

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়।
স্বেচ্ছাবশে ধরামাঝে হইল উদয় ॥
মুনি শাপে ধরামাঝে করি আগমন।
তিন জন্মে শত্রুভাবে হইল মোচন ॥
হৃদয়ে চিন্তয়ে আত্মশোধন কারণ।
কলি অবতার স্মরি পুলকিত মন ॥
সুনির্ম্মল প্রেমরস আস্বাদ কারণ।
কলি গোরা [illegible]তারে দিল দরশন ॥
জগন্নাথ মাধব নাম [illegible]রিয়া ধারণ।
নবদ্বীপে বিপ্রকুলে ল[illegible] জনম ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২[illegible] বিলাস।

“নবদ্বীপবাসী শুভানন্দ রায়।
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম কুলীন যে হয় ॥
নবদ্বীপের জমিদার রাজা তাঁর খ্যাতি।
দেশ বিদেশে যাঁর ঘোষয়ে সুকীর্ত্তি ॥
পাৎসাহের সঙ্গে অতিশয় প্রীত হয়।
পরম সুন্দর তাঁর দুইত কুমার ॥
জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ, কনিষ্ঠ জনার্দ্দন দাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের নিবাস ॥
রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ হয়।
জনার্দ্দনের পুত্রকে মাধব বলি কয় ॥
জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ তারে জগাই বলি কয়।
কনিষ্ঠ মাধব তারে মাধাই ডাকয় ॥
নদীয়ার রাজা এই দুই মহাশয়।
যৌবনেতে ছিল তারা দস্যু অতিশয় ॥”
নদীয়া নিবাসী দুই বিপ্রের কুমার।
জগাই মাধাই খ্যাত অবনী মাঝার ॥
দুষ্ট সঙ্গে পড়ি দোঁহে মদ্যপ হইল।
চুরি ডাকাতি করি দিন গোঙাতে লাগিল ॥
যথা তথা রহে নাহি দেয় রাজকর।
মদ্য পানে বিভোর রহয়ে নিরন্তর ॥
স্ত্রী হত্যা ব্রহ্মহত্যা যত পাপের গণন।
হেন পাপ নাহি যাহা করে দুইজন ॥
দৈবে বৈষ্ণব অপরাধ না কৈল স্পর্শন।
মদ্যপে বিভোর সদা না জানে নিন্দন ॥

আপনা প্রকাশে যবে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নিতাই হরিদাসে প্রভু করেন উ[illegible]॥

দ্বারে দ্বারে গিয়া কর নাম [illegible]বিতরণ।
দীনহীন পতিত জীব [illegible]াছে যতজন॥

অবিচারে সর্ব্বজ[illegible] কর প্রেমদান।
প্রেমযোগে [illegible]র্ব্বজীব করুক কৃষ্ণনাম॥

প্রভুর আদেশে নিতাই হরিদাস সঙ্গে।
দ্বারে দ্বারে প্রেম যাচে গৌর প্রেমরঙ্গে॥

ভজ গৌর জপ গৌর লহ গৌর নাম।
দয়াল নিতাই ইহা বলে অবিরাম॥

সর্ব্ব নবদ্বীপে নিতাই করেন ভ্রমণ।
দৈবে দুই ভাই সহ পথেতে মিলন॥

মদ্যের বিক্ষেপে দোঁহে কিলাকিলি করে।
হেরিয়া নিতাই কহে কারুণ্য অন্তরে॥

প্রভুর আদেশে করি নাম বিতরণ।
পরম সুযোগ্য এদের করিতে তারণ॥

সহজেই নাম কহে যত ভাগ্যবান।
পতিত তারয়ে যেবা করুণা নিদান॥

এ দুয়েরে প্রভু যদি না করে মোচন।
তবে ত কেবল মোদের বৃথা আস্ফালন॥

পতিত পাবন মোর প্রভু বিশ্বম্ভর।
চল হরিদাস কহি তাঁহার গোচর॥

এ দুই থাকিতে মোরা কোথাও না যাব।
এই দুয়ে লয়া মোরা কীর্ত্তনে নাচিব॥

তবেত জানিবে সবে প্রভুর মহিমা।
যাঁর ভৃত্য বলি মুই করি যে গরিমা॥

পরম দয়াল প্রভু নিতাই সুন্দর।
উচ্চ করি নাম কহে দোঁহার গোচর॥

নাম শুনি মদমত্ত ভাই দুইজন।
মহাক্রোধে কহে তোমা হও কোনজন॥

[illegible]বালে করিল তাড়ণ।
আথে [illegible]থে দুইজন করে পলায়ন॥

নিতাই হ[illegible]দাস দোঁহে হয়া ভীত মন।
রক্ষ কৃষ্ণ [illegible]ক্ষ কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ॥

দুই দস্যু পাছে পাছে চলয়ে গর্জ্জিয়া।
প্রেমেতে বিহ্বল দোঁহে চলেন হাসিয়া॥

ভক্তগণ সহ বসিয়াছে বিশ্বম্ভর।
নিতাই হরিদাস এল তাঁহার গোচর॥

আদ্যপ্রান্ত প্রভু পদে করি নিবেদন।
নিতাই কহে দোঁহা প্রভু করহ তারণ॥

এ দুই থাকিতে মুই কোথাও না যাব।
এদের উদ্ধারে তব মহিমা দেখাব॥

প্রভু কহে যবে তোমা করিল দর্শন।
ও দোঁহার সর্ব্ব পাপ হইল মোচন॥

বিশেষে দোঁহার মঙ্গল চিন্ত তুমি মন।
অবশ্য করিবে কৃষ্ণ দোঁহার তারণ॥

একদা দয়াল নিতাই নগর ভ্রমিয়া।
নিশাভাগে আইসেন প্রেমযুক্ত হয়া॥

সেইকালে দুইভাই ধরিলেন তাঁরে।
কেরে কেরে বলিয়া ডাকয়ে উচ্চৈঃস্বরে॥

কিবা নাম হয় তোর কোথায় গমন।
মহাক্রোধে মদ্যপ দোঁহে বলয়ে বচন॥

নিত্যানন্দ প্রভু কহে প্রভু বাড়ী যাই।
অবধূত নাম মোর গৌর গুণ গাই॥

দোঁহা উদ্ধারিবে নিতাই করি নিজ মন।
নিশাভাগে মদ্যপ পাশে কৈল আগমন॥

প্রেমরঙ্গে মদ্যপসহ করে আলাপন।
শুনিয়া মদ্যপ দোঁহে হৈল ক্রোধ মন॥

মহাক্রোধে মাধাই তবে মুটকী তুলিয়া।
নিতাই মস্তকোপরে মারে আছাড়িয়া॥

মুটক্যাঘাতে নিতাইর শিরে রক্ত [illegible]
গৌরাঙ্গ স্মরিয়া নিতাই হাসে প্রেম[illegible] ॥
রক্ত দেখি জগাই চিত্তে দয়া উপজিল[illegible]
আর বার মারিতে তাঁর হস্ত যে ধরি[illegible] ॥
দেশান্তরী মার কেন হইয়া নির্দ্দয় ।
অবধূতে মারি তব কিবা লাভ হয় ॥
আর না মারিও বলি জগাই ধরিল ।
বার্ত্তা পায়া গৌরচন্দ্র তথায় আসিল ॥
সপরিকরেতে প্রভু কৈল আগমন ।
নিতাই অঙ্গে রক্ত হেরি হৈল ক্রোধ মন ॥
ক্রোধযুক্ত হয়া প্রভু করয়ে গর্জ্জন ।
চক্র, চক্র, চক্র বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
প্রভুর আদেশে চক্র কৈল আগমন ।
হেরিয়া প্রমাদ গণে ভাগবতগণ ॥
গৌরপ্রেমে মত্ত সদা নিত্যানন্দ রায় ।
রক্ত শিরে লয়া প্রভু হাসিয়া বেড়ায় ॥
ভাগবতগণে যবে করে নিবেদন ।
চক্র নিবারিয়া নিতাই বলেন বচন ॥
ক্রোধ না করিও প্রভু শুনহ বচন ।
মাধাই মারিতে জগাই রাখিল তখন ॥
শিরে রক্ত পড়ে বেশী দুঃখ নাহি পাই ।
এই দুই দেহ তব পাশে ভিক্ষা চাই ॥
প্রতিজ্ঞা করেছ প্রভু জীবের কারণ ।
করে অস্ত্র নাহি ধরি করিবে তারণ ॥
এবে কেন কর প্রভু তার ব্যতিক্রম ।
কৃপা করি দোঁহাকারে করহ মোচন ॥
জগাই রাখিল শুনি প্রভু সুখ মন ।
মহানন্দে প্রভু তাঁরে দিল আলিঙ্গন ॥
কহয়ে রক্ষিয়া নিতাই কিনিলে আমারে ।
যাহা বর চাহ আজি মুই দিব তোরে ॥

কৃষ্ণ[illegible]পা করুক তোমারে অনুক্ষণ ।
আজি হৈ[illegible] লভ্য তব কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
মোর দেহ হৈতে[illegible]নিত্যানন্দ দেহ বড় ।
পরম সুসত্য ইহ কহি[illegible]ম দৃঢ় ॥
জগাইরে প্রভুর কৃপা হেরি[illegible] ভক্তগণ ।
প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করে ঘনে ঘন ॥
প্রেম ভক্তি হউক ইহা বলিল যখন ।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত জগাই পড়িল তখন ॥
প্রভু কহে, উঠি জগাই কর দরশন ।
সত্যই দিলাম তোরে প্রেমভক্তি ধন ॥
এত কহি প্রভু চতুর্ভুজ দেখাইল ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম জগাই হেরিল ॥
রূপ হেরি জগাই প্রেমেতে মূর্চ্ছা গেল ।
শ্রীচরণ প্রভু তাঁর বক্ষেতে অর্পিল ॥
যাঁহার অভয় পদ লক্ষ্মীর জীবন ।
সে পদ জগাই হৃদে করিল ধারণ ॥
প্রভুর অভয় পদ করিয়া ধারণ ।
সদৈন্তে জগাই করে প্রেমেতে ক্রন্দন ॥
জগাইরে প্রভুর কৃপা করি দরশন ।
মাধাইর দুর্ব্বুদ্ধি দূরে কৈল পলায়ন ॥
গৌর পাদপদ্মে মাধাই পড়িয়া তখন ।
দৈন্য স্তুতি করি করে কাতর নিবেদন ॥
জগাই মাধাই মোরা ভাই দুইজন ।
একসঙ্গে পাপ-পুণ্য একত্র ভ্রমণ ॥
একে অনুগ্রহ কর অন্যে কেব বাম ।
কৃপা করি কর মোরে করুণা প্রদান ॥
এবে অনুগ্রহ মোরে কর দয়াময় ।
তব নাম গুণে যেন মোর মন রয় ॥
তব নাম গান যে করি অনুক্ষণ ।
তুমি বিনা কে উদ্ধারে মো হেন দুর্জ্জন ॥

প্রভু কহে, তব ত্রাণ নাহিক কখন।
নিত্যানন্দ অঙ্গে আঘাত করিলে [illegible]ন॥
সদৈন্যে মাধাই তবে বলে[illegible] বচন।
স্বধর্ম ছাড়হ কেন প[illegible] পাবন॥
বাণেতে বিন্ধিল [illegible] অসুরের গণ।
তাদের অভয় পদ দিলে কি কারণ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দে কৈলে নির্য্যাতন।
হেন অপরাধ মোর না হয় সহন॥
আমা নির্য্যাতিলে মুই কিছুই না কই।
নিত্যানন্দ নির্য্যাতনে তার গতি নাই॥
আমার অধিক প্রিয় নিত্যানন্দ দেহ।
তাঁরে দুঃখ দিয়া তুমি মোর কৃপা চাহ॥
হেনবাক্য শুনি মাধাই বলেন বচন।
কেমনে হইবে কহ আমার মোচন॥
সর্বরোগ নাশক তুমি বৈদ্য চূড়ামণি।
মম রোগ নাশ প্রভু ওহে গুণমণি॥
প্রকাশ হইলে এবে লুকাতে নারিবে।
অন্যথা না করি প্রভু ত্রাণ কর এবে॥
প্রভু কহে চাহ যদি আপন মোচন।
নিতাই অভয় পদে লহরে স্মরণ॥
নিতাই চরণে তুমি কৈলে অপরাধ।
নিতাই করুণা বিনা প্রেমভক্তি বাধ॥
হেন বাক্য প্রভু মুখে শুনিল যখন।
নিতাই চরণে মাধাই পড়িল তখন॥
যে পদ বাঞ্ছয়ে সদা দেব ঋষিগণ।
রেবতী সেবয়ে যেই অভয় চরণ॥
সে পদ মাধাই যদি করিল ধারণ।
কৃপাময় গৌরচন্দ্র বলয়ে তখন॥
মাধাই পড়িল পদে ক্ষমহ এখন।
তোমার করুণা বিনা না পাবে মোচন॥

ত[illegible]না কেহ প্রেম নাহি পায়।
বশেষে [illegible]াই অপরাধী যে তোমায়॥
যার স্থানে অপরাধ করে যেইজন।
তাহার করু[illegible] বিনা না পায় মোচন॥
মাধাই করিল তোমা অঙ্গে রক্তপাত।
তুমি না ক্ষমিলে তার অবশ্য নিপাত॥
নিতাই কহে বৃক্ষ দ্বারে কর কৃপাদান।
কি কহিব মুই তুমি সর্ব্ব শক্তিমান॥
যদ্যপি সুকৃতি এবে কিছু থাকে মোর।
মাধাইরে দিলাম সব তোমার গোচর॥
এত কহি নিতাই তারে কৈল আলিঙ্গন।
মাধাইর হইল সব বন্ধ বিমোচন॥
মাধাই শরীরে নিতাই প্রবিষ্ট হইল।
এবে মহা শক্তিমান মাধাই হইল॥
নিতাই প্রসাদে দোঁহে পাইল মোচন।
দুইজন করে তবে দোঁহার স্তবন॥
প্রভু কহে আর কভু না করিহ পাপ।
জগাই মাধাই কহে আর নারে বাপ॥
প্রভু কহে সত্য দোঁহার করিল মোহন।
কোটী জন্মের পাপ যত করিল গ্রহণ॥
আর যদি নাহি কর সব দায় মোর।
শুন এবে দুই ভাই আমার উত্তর॥
দোঁহার দেহেতে মোর হবে অবতার।
দোঁহার মুখেতে মুই করিব আহার॥
প্রভুর হেন কৃপাবাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত দোঁহে পড়িল তখন॥
প্রভু কহে দোঁহা লয়া চল মোর ঘরে।
ব্রহ্মার দুর্লভ ধন দিব দোঁহাকারে॥
নিতাই বাসনা সব করিব পূরণ।
দোঁহারে করিব আজি সবার উত্তম॥

দোঁহার পরশে হইবেক গঙ্গাস্নান।
দোঁহার মহিমা হবে গঙ্গার সমান॥
দোঁহারে ধরিয়া সবে প্রভুগৃহে নিল
দোঁহা বেড়ি সবে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
প্রেমানন্দে উঠি তবে জগাই মাধাই।
প্রেমে নৃত্যগীত করে বাহ্য স্মৃতি নাই॥
প্রেমানন্দে দুইজন ভূমে গড়ি যায়।
অষ্ট সাত্বিক প্রেমভাব প্রকট দোঁহায়॥
দৈন্য স্তুতি করি দোঁহে করয়ে স্তবন।
তুষ্ট হয়া প্রভু তবে বলেন বচন॥
এই দুই এবে মদ্যপ নহেক আর।
আজি হৈতে দুইজন সেবক আমার॥
সবে মিলি আশীর্ব্বাদ করহ দোঁহারে।
জন্মে জন্মে মোরে যেন আর না পাসরে॥
সবাস্থানে থাকে যদি কিছু অপরাধ।
ক্ষমা করি কর এবে সকলে প্রসাদ॥
জগাই মাধাই সবার চরণে পড়িল।
ভাগবতগণ সবে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
তবে প্রভু দোঁহাকারে বলেন বচন।
আজি হৈতে দাস হৈলে ছাড় অন্যমন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২১ বিলাস।

"মহাপ্রভু দুঁহে করিয়া আলিঙ্গন।
বোলে আজি হৈতে মোর সেবক দুইজন॥
নিতাই আলিঙ্গিয়া দুঁহে বলয়ে বচন।
প্রিয় শিষ্য হৈলে মোর তোমরা দুইজন॥
জগাই মাধাই হৈলা ভক্ত অতিশয়।
দুই প্রভুর দুই শাখা মধ্যে গণনা যে হয়॥
শাপভ্রষ্ট বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়।
শত্রুভাবে তিন জন্মে মুক্ত শাস্ত্রে ইহা কয়॥
কলিযুগে নিজ ইচ্ছায় জনম লভিল।
মহাপাপী হইয়া প্রভুর কৃপা পাইল॥"
হেনমতে দুর্লভ কৃপা কেহ নাহি পায়।
নিতাই প্রসাদে আজি পাইল দোঁহায়॥
প্রভু কহে মোরে দেখ কালিয়া বরণ।
এ দোঁহার পাপ দুই করিল গ্রহণ॥
গৌরপ্রেম লীলা সবে করি দরশন।
মহানন্দে জয়ধ্বনি করে অনুক্ষণ॥
সপরিকরেতে প্রভু করেন কীর্ত্তন।
প্রেমাবেশে দুই ভাই করয়ে নর্ত্তন॥
তবে প্রভুর দেহ পূর্ব্ববত হইল।
হেরিয়া ভকতগণ প্রেমেতে ভাসিল॥
তবে প্রেমাবেশে প্রভু বলেন বচন।
পরম সুসত্য এই আমার বচন॥

তথাহি শ্রীচৈঃ ভাঃ ১৩শ অধ্যায়।

"এতেকে যতেক কৈল এই দুইজনে।
করিলাম আমি ঘুচাইলাম আপনে॥
ইহা জানি এ দুইয়ে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবা অভেদ দৃষ্ট্যে যেন তুমি সব॥
শুন এই আজ্ঞা মোর যে হও আমার।
এ দুইয়ে শ্রদ্ধা করি যে দিব আহার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু আছে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দুইরে বট মাত্র দিবে যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু সমর্পণ॥
এ দুই জনেরে যে করিবে উপহাস।
এ দুইর অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥
তবে গলার মালা দোঁহার গলে দিল।
প্রভু কৃপা পাই দোঁহে প্রেমেতে ভাসিল॥

ধন্য জগাই মাধাই মহা ভাগ্যবান।
দয়াল গৌরাঙ্গ কৈল হেন কৃপাদান॥
প্রভু কৃপা পাই তবে ভাই দুইজন।
দিবানিশি প্রেমজলে ঝুরে দুনয়ন॥
নিত্য দুই লক্ষ নাম করয়ে গ্রহণ।
উষাকালে গঙ্গাস্নানে চলে প্রেম মন॥
আপনা ধিক্কারে সদা ভাই দুইজন।
কৃষ্ণ বলি নিরবধি করেন ক্রন্দন॥
কৃষ্ণ প্রেমরসে মত্ত রহে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণময় জগত সদা করে নিরীক্ষণ॥
পূর্ব্ব নিজ হিংসা কর্ম্ম করিয়া চিন্তন।
ভূমিতে পড়িয়া সদা করেন ক্রন্দন॥
পতিত পাবন প্রভু গৌর সুন্দর।
তাঁর কৃপা গুণ স্মরি কান্দে নিরন্তর॥
বিশেষে নিতাই যত কৃপা প্রকাশিল।
স্মরিয়া সেসব লীলা বিহ্বল হইল॥
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে দোঁহে না করে ভোজন।
প্রভু আশ্বাসিয়া নিত্য করায় ভোজন॥
পূর্ব্ব কর্ম্ম স্মরি দোঁহে সোয়াস্তি না পায়।
নিতাই লঙ্ঘিয়া মাধাই কান্দয়ে সদায়॥
গৌরাঙ্গ অভিন্ন নিত্যানন্দ কলেবর।
তাঁর দেহে রক্তপাত মো বড় পামর॥
যদ্যপি অপরাধ সব নিতাই ক্ষমিল।
তথাপি মাধাই চিত্তে সে দুঃখ রহিল॥
নিরন্তর তাহা স্মরি করেন ক্রন্দন।
কায়মনে নিতাই পদ করিয়া স্মরণ॥
একদা নিভৃতে পাই নিতাই দরশন।
মাধাই তাঁহার পদে পড়িল তখন॥
দন্তে তৃণ ধরি তবে করয়ে স্তবন।
আঁখি নীরে ধোয়াইল অভয় চরণ॥
নানা মতে মাধাই যবে করিল স্তবন।
স্তবে সুখী হয়া নিতাই বলেন তখন॥

[illegible]রিহর মাধাই তুমি মোর দাস।
তোমা[illegible] শরীরে হৈল আমার প্রকাশ॥
শিশুপু[illegible] অপরাধ বাপে নাহি লয়।
তুমি মোর প্রিয়পাত্র নাহিক সংশয়॥
বিশেষে চৈতন্যে যেবা করয়ে ভজন।
জন্মে জন্মে প্রিয় মোর সেই সুখীজন॥
চৈতন্যে লঙ্ঘিয়া মোরে করয়ে ভাজন।
সেই মূঢ় নহে মোর কৃপার ভজন॥
এত বলি নিতাই তাঁরে দিল আলিঙ্গন।
মাধাইর হইল যত দুঃখ বিমোচন॥
পুনঃ মাধাই নিতাই পদে নিবেদয়।
কৃপা করি কহ মোরে হইয়া সদয়॥
পূর্ব্বে বহু জীবে মুই করিল হিংসন।
কেমনে হইবে বল অপরাধ মোচন।
কাহারে হিংসিল তাহা কেমনে চিনিব।
চিনিলেই তাঁর পাশে ক্ষমা যে চাহিব॥
সর্ব্বদেহে বৈস তুমি করুণা নিদান।
আমার মোচন এবে করুন বিধান॥
নিতাই কহে, শুন এবে আমার বচন।
গঙ্গাঘাট সজ্জা কর দিয়া প্রাণমন।
সুখে যবে সর্ব্বলোক করিবে গঙ্গাস্নান।
তখনই চাহিবে সবে তোমার কল্যাণ॥
অপরাধ ভঞ্জনী গঙ্গা পতিত পাবনী।
মহাভাগ্য জানি সেবা করহ আপনি॥
সদৈন্য বচনে সবা করিও নমস্কার।
অপরাধ ক্ষমা চাহ পাশে সবাকার॥
অপরাধ ক্ষমিবে সবে হয়া সুখ মন।
তবেত হইবে তোমার দুঃখ বিমোচন॥
নিতাইর শ্রীমুখে শুনি এহেন বচন।
ত্বরিতে মাধাই করে আজ্ঞার পালন॥

যারে দেখে তারে কহে ক্ষম অপ[illegible]।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈল অপ[illegible]ধ ॥
সবার চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন।
তাঁহার ক্রন্দনে কান্দে যত জীবগ[illegible] ॥
নিরবধি করে প্রেমে কঠোর ভ[illegible]ন।
ব্রহ্মচারী বলি খ্যাত হৈল সর্ব্বজন ॥
গঙ্গা দেখি গঙ্গাঘাটে রহে অনুক্ষণ।
ঘাট উপস্করে কদাল করিয়া ধারণ ॥
অদ্যাপিও সেই ঘাট দেখে সর্ব্বজন।
মাধাইর ঘাট বলি খ্যাত ত্রিভুবন ॥
চৈতন্য কৃপার চিহ্ন আছয়ে জগতে।
ভাগ্যবান জন হেরে প্রেমানন্দ চিতে ॥
নিতাই প্রসাদে দোঁহে চৈতন্য পাইল।
গৌরাঙ্গ প্রেমধন পায়া কৃতার্থ হইল ॥
দয়াল নিতাই মোর পতিত পাবন।
যাঁর কৃপায় মদ্যপ পাইল প্রেমধন ॥
নিতাই করুণার এই দোঁহে নিদর্শন।
দোঁহার করুণা বিনা বিফল জীবন ॥
ধন্য ধন্য জগাই মাধাই ভাই দুইজন।
কৃপা করি মোর শিরে ধর শ্রীচরণ ॥
নিতাই কৃপা পাত্র দোঁহে মহাভাগ্যবান।
নিতাই পদ দেহ মোরে করি কৃপাদান ॥
নিতাই শ্রীমুখে ইহা বলিল বচন।
দোঁহাতে রহিয়া বিহরয়ে অনুক্ষণ ॥
তেকারণে দোঁহা পদে করিয়ে বিনয়।
প্রভু নিত্যানন্দ পদে যেন মন রয় ॥
নিরবধি চিন্তি যেন নিতাই চরণ।
কৃপা কর কিশোরীরে জানি নিজ জন ॥

শ্রীগ[illegible]ধর দাস

জয় নদীয়ার চাঁদ [illegible] বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ করু[illegible] সাগর ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার [illegible]বন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ গদাধর দাস।
গৌর প্রেমমূর্ত্তি অদ্ভুত প্রকাশ ॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটন।
"আড়িয়াদহে[1] গদাধর দাসের বসতি ॥"
আড়িয়াদহে গদাধর করে অবস্থান।
আস্বাদিয়া গৌরপ্রেম জীবে করে দান ॥
দানখণ্ড লীলা নিতাই যাঁর ঘরে হৈল।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ভুবনে ব্যাপিল ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৫৪।১৫৫ শ্লোকঃ
রাধা বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুর স্থিতা।
সদ্য গৌরাঙ্গ নিকটে দাসংশ গদাধরঃ ॥
পূর্ণানন্দা ব্রজেযাসীদ্বলদেব প্রিয়াগ্রণীঃ।
সাপি কার্য্যবশাদেবপ্রাবিশত্তং গদাধরং ॥

রাধিকা বিভূতিরূপা চন্দ্রকান্তি নাম।
তেঁহ আসি গৌর পাশে করে অবস্থান ॥
বলদেব প্রিয়াগ্রণী নাম পূর্ণানন্দা।
তাহাতে মিলিল আসি হইয়া সানন্দা ॥
কার্য্যবশে দুহুঁতনু একত্রে মিলিল।
দাসবংশ গদাধর রূপে প্রকটিল ॥
ব্রজ গোপীভাবে ভাবিত সদা প্রাণমন।
প্রেমেতে বিহ্বল সদা রহে অনুক্ষণ ॥

---

[1] আড়িয়াদহ—শ্যামবাজার—বারাকপুর বাসপথে কামারহাটী মিউনিসিপ্যালিটি নেমে শ্রীপাটে যাইতে হয়।

গঙ্গার কলস শিরে করিয়া ধারণ।
"কে কিনিবে রে গো-রস" বলি [illegible]ক অনুক্ষণ॥
শ্রীবাল-গোপাল মূর্ত্তি করি[illegible] স্থাপন।
ভাবাবেশে প্রেমানন্দে [illegible]রয়ে পূজন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ [illegible]মে মত্ত অনুক্ষণ।
ভাবেতে বি[illegible]র সদা নহে বাহ্য মন॥
প্রেম প্রচা[illegible]তে নিতাই গৌড়দেশে এল।
সেকালে পার্যদ যত সঙ্গেতে আসিল॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে গদাধর আগমন।
আড়িয়াদহে বিরাজয়ে প্রেমাকুল মন॥
নিত্যানন্দসহ রঙ্গে করয়ে বিহার।
নিত্যানন্দ প্রকাশ হেরি আনন্দ অপার॥
রাঘব ভবনে নিতাইর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
গদাধর ঘরে এল পুরাইতে আশ॥
একদা গদাধর ঘরে আগমন।
নিতাই করিল প্রেমলীলা প্রকটন॥
দানখণ্ড লীলা প্রভু তাঁর ঘরে কৈল।
প্রকাশি অদ্ভুত লীলা ভুবন মোহিল॥
শ্রীবাল-গোপাল মূর্ত্তি করি দরশন।
প্রেমে নিত্যানন্দ বক্ষে করয়ে ধারণ।
প্রেমেতে হুঙ্কার করে নিত্যানন্দ রায়।
শ্রীমাধবানন্দাদি সবে প্রভুগুণ গায়॥
গদাধর সঙ্গে করি প্রভু নিত্যানন্দ।
দানখণ্ড নৃত্য করে হইয়া আনন্দ॥
দানখণ্ড গান করে শ্রীমাধব ঘোষ।
যাঁহার কীর্ত্তনে সর্ব্বভক্তের সন্তোষ॥
গোপীভাবে মত্ত সদা দাস গদাধর।
প্রভুসহ নৃত্য করে নাহিক সম্বর॥
প্রেমাবেশে নিত্যানন্দ করয়ে নর্ত্তন।
ভুবন মোহন নৃত্য অতি অনুপম॥

কৈ[illegible]শ নাচে প্রভু নিত্যানন্দ।
নয়নে [illegible]য় যেবা পায় প্রেমানন্দ॥
দুই পদ [illegible] করি করয়ে লম্ফন।
অত্যদ্ভুত নৃত্য সেই অপূর্ব্ব কথন॥
সে নৃত্য হে[illegible]তে বাঞ্ছা না হয় কাহার।
পরম অদ্ভুত নিত্যানন্দের বিহার॥
নৃত্যের ভঙ্গিমা কিবা ভূজের দোলন।
নয়ন ভঙ্গিমা হেরি হরে প্রাণমন॥
হেন কৃপাদৃষ্টি প্রভু করে সর্ব্বজনে।
হরি বলি গড়ি যায় সম্বর না মানে॥
প্রেমেতে বিহ্বল সবে নাহিক স্মরণ।
নিতাই প্রসাদে সবে পায় প্রেমধন॥
হেনমতে কতদিন করি প্রেম লীলা।
গদাধর দাসে নিতাই কৃতার্থ করিলা॥
গৌরপ্রেমে মত্ত সদা গদাধর দাস।
নিতাই চরণ বিনা নহে অন্য আশ॥
বৃন্দাবন যাত্রাছলে গৌর গৌড়ে এল।
নাটশালা গিয়া পুনঃ ফিরিয়া আসিল॥
শান্তিপুর হয়া পানিহাটী আগমন।
গদাধর গিয়া তথা বন্দিল চরণ॥
বহুত করিল কৃপা প্রভু গৌরহরি।
শ্রীচরণ অর্পিলেন তাঁর শিরোপরি॥
গৌরাঙ্গ প্রসাদে গদাধর প্রেমমন।
স্তুতি নতি করি বহু করিল স্তবন॥
গদাধরের মহিমা অপূর্ব্ব কথন।
পরম অদ্ভুত তাহা শুন সর্ব্বজন॥
ভাবাবেশে গদাধর করয়ে যাপন।
করিল অদ্ভুত এক লীলা প্রকটন॥
সেই গ্রামে মাঝে বৈসে কাজী একজন।
কীর্ত্তন বিদ্বেষী সেই পরম দুর্জ্জন॥

তাঁরে উদ্ধারিতে হৃদে করিয়া চি[illegible]।
একদা নিশাতে গেল তাহার ভবন॥
হুঙ্কার করিয়া বলে কাজী বেটা কেবা।
কৃষ্ণ কহ নহে আজি ছিণ্ডি তোর মাথা॥
ক্রোধাবিষ্ট হয়া কাজী হইল বাহির।
নয়নে হেরিয়া তাঁরে হইলেন স্থির॥
সবিনয়ে কাজী তবে বলেন বচন।
কি কারণে গদাধর তব আগমন॥
আবেশেতে গদাধর বলেন তখন।
তব স্থানে আছে মোর কিছু প্রয়োজন॥
নিতাই চৈতন্য দুই প্রভু অবতরি।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড জীবে বলাইল হরি॥
একমাত্র তব মুখে নাহি হরিনাম।
তোমারে বলাব মুই আজি সেই নাম॥
পরম মঙ্গল সেই মধুর হরিনাম।
যাহার স্মরণে জীবের পূর্ণ মনস্কাম॥
একবার নিজমুখে বল সেই নাম।
কোন দুঃখ নাহি রবে পাবে প্রেমধাম॥
তোমার সকল পাপ করিয়া গ্রহণ।
তোমা উদ্ধারিব মুই সুসত্য বচন॥
গদাধর মুখে শুনি এমত বচন।
স্তম্ভিত হইয়া কাজী বলয়ে তখন॥
আজি গৃহে গদাধর করহ গমন।
কল্য হরিনাম মুই করিব গ্রহণ॥
কাজী মুখে হরিনাম করিয়া শ্রবণ।
গদাধর হৈল তবে আনন্দে মগন॥
কহে কালি হেন তুমি এখনি কহিলে।
অমঙ্গল দূরে গেল কৃতার্থ হইলে॥
যখনি করিলে হরিনামের গ্রহণ।
সর্ব্ব অমঙ্গল তব কৈল পলায়ন॥

তবে গদাধর নাচে হস্তে দিয়া তালি।
আপন মন্দিরে এল হয়া কুতূহলী॥
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে মত্ত গদাধর।
তাহার মহিমা নহে ভবের গোচর॥
দেব হিন্দুদ্বেষী সেই যবন দুর্জ্জন।
তারে লওয়াইল নাম এহেন সুজন॥
তাহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে।
নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাহার শরীরে॥
শ্রীপাট এড়িয়াদহে যাহার বিহার।
গৌরপ্রেম দিয়া কৈল জগত নিস্তার॥
আজিও এড়িয়াদহে তাঁর প্রেমসেবা।
নয়নে হেরয়ে সবে ভাগ্যবান যেবা॥
ভাবেতে বিভোর সদা দাস গদাধর।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল কাটোয়া নগর॥
কাটোয়াতে গদাধর করে অবস্থান।
গৌরাঙ্গ বিরহানলে দগ্ধ মনপ্রাণ॥
গৌরাঙ্গ বিরহে গদাধরের যেভাব।
মনোহর দাস গ্রন্থে জানাল প্রভাব॥

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—৩য় মঞ্জরী।

"শ্রীগদাধর দাসের কিছু বুঝন না যায়।
বাহিরে না দেখি হিয়া পোড়য়ে সদায়॥
কখনো বসিয়া থাকে কিছুই না বোলে।
কভু ইত্তি উত্তি-গতি হাসে খলখলে॥
কহিতে চৈতন্য কথা উপকথা তোলে।
কখন কি বোলে করে অতি উত্তরোলে॥
ক্ষণে অতি সূক্ষ্মস্বরে মনে মনে কথা।
উত্তর ও প্রত্যুত্তরে যেন বুঝিয়ে সর্ব্বথা॥
পুলকিত অশ্রুপূর্ণ মন্দ মন্দ হাসে।
ধরণে না যাব অঙ্গ অধিক উল্লাসে॥

দশনে রসনা চাপি নেত্র চালাইলা।
ক্রোধ করি উঠে যেন হুঙ্কার ক[illegible]রা ॥
বদনে অধর খণ্ডি ভ্রূ তর[illegible]ত।
কাতর হইয়া কহে গ[illegible]গদ ভাষিত ॥
ক্ষণেক অন্তরে [illegible]ঃ উন্মত্তের প্রায়।
ঘুর্ণিত অরু[illegible] নেত্রে চতুর্দিকে চায় ॥
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে কাহারে না কহে।
অন্তরের দুখে বুক বিদারিতে চাহে ॥
অশ্রু আদি কিছুই না দেখি সেইক্ষণে।
এ ভাবের বিকার জানিব কোন জনে ॥”
গদাধরের হেন ভাব করিয়া দর্শন।
কোন একজন তাহে হৈল ভ্রান্ত মন ॥
গদাধরের চরিত্র বুঝিতে নারিল।
তবে তার মনে কিছু অন্তরায় হৈল ॥
একদা পরীক্ষিতে তেঁহ কৈল আগমন।
প্রকারে গদাধর কৈল সংশয় ছেদন ॥
গদাধর শ্বাস তাঁর অঙ্গেতে লাগিল।
সে স্থান পুড়িল তাঁর হেরি মূর্চ্ছা গেল ॥
সংজ্ঞা পায়া গদাধর চরণে পড়িল।
নিজ মনভাব কহি ক্ষমা চাহি নিল ॥
দয়াল গদাধর তারে করিল অভয়।
মহিমা হেরিয়া তাঁর জগত মোহয় ॥
পণ্ডিত গদাধর সহ তাঁর সখ্যভাব।
দুই জনের আন্তরিক ছিল গাঢ় ভাব ॥
দোঁহার মাঝারে যেই এক যুক্তি ছিল।
দাস মনোহর নিজ গ্রন্থেতে গাহিল ॥

তথাহি—অত্রৈব—২য় মঞ্জরী—
“তাহার আমার এই সুসত্য বচন।
শেষকালে অবশ্য পাঠাব বিবরণ ॥
[illegible]বা[illegible]াসি হইবা বিদিত।
কতদি[illegible] অপেক্ষা করিব সুনিশ্চিত ॥”
দোঁহার [illegible]াঝারে ছিল এ সত্য বচন।
তাহাতে ঘটিল যাহা শুন সর্ব্বজন ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য যবে নীলাচলে গেল।
পণ্ডিত গোঁসাই এক প্রহেলী কহিল ॥
গদাধর দাসে গিয়া কহিবে এ বচন।
শুনিয়া আচার্য্য গৌড়ে কৈল আগমন ॥
দৈবেতে আচার্য্য তাহা কৈল বিস্মরণ।
কতদিনে গদাধরে কহে সে বচন ॥
শুনি দাস গদাধর করয়ে রোদন।
পূর্ব্বে কেন না কহিলে এতেক বচন ॥
চারিদিন হৈল তেঁহ অপ্রকট হৈল।
মর্ম্মবাক্য তেঁহ মোরে কহিতে নারিল ॥
দুঃখে রোষাবীষ্ট হৈল গদাধর মন
আচার্য্যে কহয়ে নাহি হেরিব বদন ॥
গদাধর বর্জ্জনে আচার্য্য দুঃখ মন।
বিষ্ণুপ্রিয়া বাক্যে শেষে কৃপার ভজন ॥
হেনমতে গদাধরের অপূর্ব্ব মহিমা।
গাহয়ে গৌরাঙ্গগণ করিয়া গরিমা ॥
কাটোয়াতে প্রেমসেবা করিয়া স্থাপন।
নিভৃতে বসিয়া করে গৌরাঙ্গ স্মরণ ॥
গৌর গদাধর বিচ্ছেদে ব্যাকুলিত মন।
বিরহ বিক্ষেপে দিন করয়ে যাপন ॥
সেকালে তাহা ভাব কে করে বর্ণন।
ঠাকুর নরোত্তম হেরি পুলকিত মন ॥
ক্ষেত্র ভ্রমি নরোত্তম গৌড়দেশে এল।
কাটোয়ায় গদাধর দাসেরে মিলিল ॥
গদাধর শিষ্য চক্রবর্ত্তী যদুনন্দন।
নরোত্তমে সঙ্গে লয়া করাল মিলন ॥

সেকালে যদুনন্দন যতেক[illegible]
নরোত্তম বিলাস দ্বারে জগত জানি[illegible]

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে—৫[illegible] বিলাস।

"তোমার লাগিয়া মোর প্রভু গদা[illegible]র।
হইলা ব্যাকুল যৈছে যে বুঝে [illegible]ন্তর॥
ক্ষণে আত্ম বিস্মৃত কহেন বারে বারে।
দেখ দেখ নরোত্তম আইলা কতদূরে॥
ওহে ভাই যে হইল কহিতে কি আর।
দিনে দিনে বাড়ে দুঃখ সমুদ্র পাথার॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঈশ্বরী জিউর অদর্শনে।
নবদ্বীপ হৈতে আসি আছেন নির্জ্জনে॥
নাভায় ভোজন পান খেদ নিরন্তর।
হইল মলিন ক্ষীণ হেম কলেবর॥
নরোত্তম প্রতি ঐছে কহি কত কথা।
লইয়া গেলেন দাস গদাধর যথা॥
বসি আছে তেঁহো ধূলি ধূসরিত হৈয়া।
মুদিত নয়নে ধারা বহে বুক বাঞা॥
শ্রীগৌর চন্দ্রের চারু চরিত্র সঙরি।
ছাড়ি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বলয়ে হরি হরি॥
সময় পাইয়া যদুনন্দন কহয়।
ক্ষেত্র হইতে নরোত্তম আইলা এথায়॥
শুনি নরোত্তম নাম নেত্র প্রকাশিয়া।
দেখে নরোত্তম কান্দে অধৈর্য্য হইয়া॥
বাহু পসারিয়া নরোত্তমে করি কোলে।
নরোত্তম অঙ্গ ধৌত কৈলা নেত্রজলে॥
বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধ তথাপিহ হর্ষ হৈয়া।
ছাড়িতে না পারে নরোত্তমে কোলে লৈয়া॥
নরোত্তম পড়ি গদাধর পদতলে।
ধুইলা দুখানি পদ নয়নের জলে॥"

[illegible]মতে নরোত্তম সহিত মিলন।
জিজ্ঞাসি[illegible] যত তেঁহ কৈল নিবেদন॥
তবে নরোত্ত[illegible] তেঁহ বহু কৃপা কৈল।
মনোরথ সিদ্ধি হবে আশীষ করিল॥
কহে খেতুরীতে শীঘ্র ক[illegible] গমন।
গৌরপ্রেম ব[illegible]ষিয়া তারহ ভুবন॥
এত কহি নরোত্তমে বিদায় করিল।
একদিনে গদাধর অদর্শন হৈল॥
গৌরাঙ্গ বিরহানলে জর্জরিত মন।
কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমীতে হৈল অদর্শন॥
যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী সেবক সুজন।
তিরোভাব মহোৎসব কৈল আয়োজন॥
যতেক মহান্তগণ আগমন কৈল।
কন্টক নগরে মহা মহোৎসব হৈল॥
মা জাহ্নবা বীরভদ্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
সজন সহিত গেল হইয়া আনন্দ॥
অসংখ্য বৈষ্ণব তথা কৈল আগমন।
গদাধর গুণ স্মরি প্রেমেতে মগন॥
বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব তিথি।
পালনে লভয়ে সবে গৌর প্রেমনিধি॥
বৈষ্ণব সেবন আর বৈষ্ণব স্মরণে।
নিতাই গৌরাঙ্গ সুখী রহে অনুক্ষণে॥
তাহা শিক্ষা দিতে যত গৌরাঙ্গের গণ।
গদাধর তিথি জানি শিখাল ভুবন॥
সকল বৈষ্ণব প্রিয় দাস গদাধর।
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র গৌর প্রেমধর॥
পণ্ডিত গদাধর সহ সখ্য আচরণ।
দোঁহার প্রেমের মর্ম্ম বুঝে দুইজন॥
অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বে বার্ত্তা পণ্ডিত পাঠাল।
দাস গদাধর গুণ ভুবনে ব্যাপিল॥

পতিত পাবনকারী দাস গদাধর।
কাজী উদ্ধারণে খ্যাতি ভুবন ভিতর॥
পরম করুণাময় গদাধর দাস।
যাহার প্রসাদে পূর্ণ জীব সর্ব্ব আশ॥
ওহে দাস গদাধর করুণা নিদান।
মোরে কি করিবে কৃপা জানিয়া অজ্ঞান॥
নাহি শ্রদ্ধাভক্তি গুণ নাহি প্রেম লেশ।
নিবেদন করি পদে শুনহ বিশেষ॥
পরম পাতকী মুই পতিত দুর্জ্জন।
কৃপা কর কিশোরীরে লইল স্মরণ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর

জয় জয় বিশ্বম্ভর ত্রিভুবন নাথ।
জয় জয় নিত্যানন্দ সদা গৌর সাথ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নাম নারায়ণী।
তাঁর সুত বৃন্দাবন ঠাকুর বাখানি॥
বেদব্যাস বলি যারে বলে সর্ব্বজন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর করহ শ্রবণ॥
নিত্যানন্দ কৃপা পাত্র দাস বৃন্দাবন।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর খ্যাত সর্ব্বজন॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১০৯ শ্লোকঃ—
বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসোবৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥
পূর্ব্বে সত্যবতী সুত ব্যাস দ্বৈপায়ন।
বেদ চারি ভাগ করি কৈল প্রবর্ত্তন॥
[illegible] দেশে ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তিল।
বাখানি[illegible] কৃষ্ণতত্ত্ব জীব উদ্ধারিল॥
তাহার [কৃ]পায় ধন্য এ তিন ভুবন।
সেই বেদব্যাস এবে কৈল আগমন॥
বৃন্দাবন দাস নামে বিদিত হইল।
চৈতন্য ভাগবত রচি মহিমা রাখিল॥
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
গৌর গুণ লিখি কৈল মহিমা প্রকাশ॥
ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র সখা কুসুমাপীড় নাম।
পরমাগ্রহেতে সেবে কৃষ্ণে অবিরাম॥
তেঁহ আসি বেদব্যাসে হইল মিলন।
গৌরপ্রেমে সেবা কার্য্যে জানি প্রয়োজন॥
শ্রীবাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নলিনী পণ্ডিত।
তার কন্যা নারায়ণী ভবনে বিদিত॥
যার দ্বারে গৌর নিজ প্রকাশ দেখাল।
পঞ্চম বর্ষীয় কন্যা প্রেমাবিষ্ট হৈল॥
আলবাটী প্রভু যারে কহিলা আপনে।
নিরবধি গৌরপ্রেমে ঝুরে দু'নয়নে॥
তাঁর সুত বৃন্দাবন জগত জীবন।
গৌরাঙ্গ চরিত যেবা জানাল ভুবন॥
কুমারহট্টে অবতীর্ণ প্রেমানন্দ মনে।
তাহার মহিমা বুঝে আছে কোনজনে॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৩ বিলাস
"কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠদাস যেঁহো।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ॥
তার গর্ভে জন্মিলা বৃন্দাবন দাস।
তিঁহো হন শ্রীল বেদব্যাসের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেলা স্বর্গে॥

ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পতিহীনা ...
আনিয়া শ্রীবাস নিজ গৃহে দিল রাখি ॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস ।
মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস ॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন ।
মাতাসহ বৃন্দাবনের করে ভরণ-পোষণ ॥
বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল ।
নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল ॥
নানা শাস্ত্র পড়ি হৈল পরম পণ্ডিত ।
চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ যাহার রচিত ॥
ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্য মঙ্গল ।
দেখিয়া বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণব সকল ॥
চৈতন্য ভাগবত নাম দিল তার ।
যাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ অপার ॥
তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধান করিবার পরে ।
দেনুড় গ্রামে বৃন্দাবন বসতি করে ॥”
পিতা শ্রীবৈকুণ্ঠ বিপ্র কুমারহট্টে বাস ।
জনম লভিল মাতামহের আবাস ॥
মাতৃগর্ভে ছিল যবে দাস বৃন্দাবন ।
পরলোকে বৈকুণ্ঠ বিপ্র করিল গমন ॥
মাতামহ শ্রীনিবাস ভ্রাতৃকন্যা আনি ।
স্বীয় কুমারহট্টাবাসে রাখেন আপনি ॥
তথা ঠাকুর বৃন্দাবন লভিল জনম ।
বাল্যাবধি গৌরপ্রেমোমত্ত অনুক্ষণ ॥
কায়মনে আশ্রিলেন নিতাই চরণ ।
নিতাই মহিমা গানে বিহ্বল তনুমন ॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—
“হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী সুত ।
ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন বিখ্যাত ॥
নতি...মে জন্মস্থান, স্থিতি দেনুড়াতে ।
শ্রীচৈতন্য ...বত কৈল প্রচারিতে ॥
কুমারহট্টের নাম ...লিসহর হৈল ।
তার মধ্যে নতিগ্রাম ... এক ছিল ॥
তাহে ঠাকুর বৃন্দাবন লভি... জনম ।
গাহিয়া গৌরাঙ্গ গুণ তারিল ভুবন ॥
এই ত কহিল বৃন্দাবনের পরিচয় ।
শুনিলে যাহার গুণ জীব ধন্য হয় ॥
যাহার প্রসাদে জানি চৈতন্য মহিমা ।
গৌরপ্রিয় বৃন্দাবন এই গুণ সীমা ॥
চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ কৃষ্ণদাস ।
করিল বৃন্দাবন দাসের মহিমা প্রকাশ ॥

তথাহি —শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে ৮ম পরিঃ—
“ওরেমূঢ় লোক শুন চৈতন্য মঙ্গল ।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল ।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা ।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার ।
লিখিয়াছে ইহা জানি করিয়া উদ্ধার ॥
চৈতন্য মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন ।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার ।
ঐছে গ্রন্থ করি তিহোঁ তারিলা সংসার ॥

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তার গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
এইত দৈতন্য ভাগবতের ম[illegible]।
যেকালে রচিল তাহা শুন তার সীমা॥

তথাহি—শ্রীপ্রেম[illegible]লাসে—২৪ বিলাসে—
"চৌদ্দশত প[illegible]নব্বই শকাব্দ যখন।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥
দেন্দুড়া বসিয়া এই গ্রন্থ বিরচিল।
যেমতে দেন্দুড়া বাস আপনে গাহিল॥

তথাহি—
"এবে কহি মুই কিছু শুন পরিচয়।
কহিবার ইচ্ছা নহে তবু সে কহয়॥
মোদদ্রুম দ্বীপে বাসুদেব দত্তের শ্রীপাটে।
বাল্যকাল কেটেছিল জননী নিকটে॥
তারপর নিত্যানন্দ কৃপা করি মোরে।
টানিলেন নিজস্থানে বহু কৃপা করে॥
রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নাম প্রচারিয়া।
উপনীত হইলা শেষে দেন্দুড়া আসিয়া॥
কেশব ভারতী যথা করি বাল্যলীলা।
শৃঙ্গেরী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী।
যার পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী॥
এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন যখন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে মোরা আইলা তখন॥
গোপীনাথ আর ভক্ত রামহরি দাস।
অনেক ভক্তের সঙ্গে আইলা প্রভুপাশ॥
ভক্তি করি প্রভুরে সবে প্রণাম করিল।
হরিনাম গাহি তবে নাচিতে লাগিল॥
[illegible] করি মুখশুদ্ধি তরে।
[illegible] মাগলেন নিত্যানন্দ মোরে॥
পূ[illegible]র সঞ্চিত এক হরিতকী লৈয়া।
প্রভু[illegible] শ্রীকরে মুঞি দিলাম ভাঙ্গিয়া॥
হাসি [illegible]ভু বলে তুমি রহ এই স্থান।
এথা রা[illegible] গাও তুমি চৈতন্য গুণগান॥
প্রভুরে দেখিবে হেথা না হইও চঞ্চল।
এথা থাকি কর সব জীবের মঙ্গল॥
প্রভুর বিগ্রহ ইহা করহ স্থাপন।
বিগ্রহে প্রভুরে সদা পাবে দরশন॥
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি মুঞি অল্প জ্ঞান।
লিখিলা এ গ্রন্থ তাঁর পদ করি ধ্যান॥
চৌদ্দশত সাতান্ন শকেতে গণন।
নিত্যানন্দ ধ্যানে গ্রন্থ কৈলা সমাপন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥"

হেনমতে [1]দেন্দুড়ায় কৈল আগমন।
স্থাপিয়া গৌরাঙ্গ সেবা পুলকে মগন॥
অনুরাগে করে সদা গৌরাঙ্গ সেবন।
রচিল গৌরাঙ্গ লীলা করিয়া যতন॥
চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চন্দ্রোদয়।
নিত্যানন্দ চরিতামৃত এই গ্রন্থত্রয়॥
নিত্যানন্দ বংশবিস্তার ভজন নির্ণয়।
এইমত কত গ্রন্থ তেঁহ প্রকাশয়॥
চৈতন্য চন্দ্রোদয় যৈছে করিল রচন।
স্বীয় গ্রন্থে প্রেম সুখে করিল বর্ণন॥

---

[1] দেনুড়—দেনুড় বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—বর্দ্ধমান রেলপথে মেমারী ষ্টেশন নামিয়া মন্ত্রেশ্বর। মন্ত্রেশ্বর হইতে ৩ মাইল দূরে শ্রীপাট বিরাজিত।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ—[illegible]

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার প্রিয়[illegible]ম জানি।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় বলি যাঁহার আজ্ঞা মানি॥
সংস্কৃত করিয়া জীব বলিলা ক[illegible]তে।
মুরারী গুপ্তের কবিত্ব দেখি না লইল চিত্তে॥
পরম আনন্দে জীব আমারে কহিলা।
শ্রীরূপের বচন তাহে প্রকাশিতে দিলা॥
হেনমতে রচিলেন চৈতন্য চন্দ্রোদয়।
শুন যৈছে বংশ বিস্তার গ্রন্থ প্রকাশয়॥

তথাহি—শ্রীনিঃ বঃ বিঃ—আদ্য—৩য় স্তবক—

"এই গ্রন্থ লিখি শুনাইনু প্রভু স্থানে॥
প্রভু মোরে কহিয়াছেন রাখিয়া গোপনে॥
ঘরের সেবক যেন করয়ে শ্রবণ।
অন্য জনে নাহি শুনে এ অতি গোপন॥
এই [illegible]ন্থ শুনি প্রভু বড় প্রীতি পাইল।
মোরে [illegible]ন করি হাসিতে লাগিল॥
শ্রীমৎ বীরচন্দ্র প্র[illegible]র পদ করি আশ।
বংশ বিস্তার কহেন শ্রীবৃ[illegible]াবন দাস॥"

বৃন্দাবনের প্রেমগুণ কে করে বর্ণন।
বর্ণিতে গৌরাঙ্গ গুণ যাঁর আগমন॥
প্রভুর কৃপার প্রকাশ বৃন্দাবন দাস।
গাহিলে তাঁহার গুণ পূর্ণ অভিলাষ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ পদে রহে তার মন।
অন্তে লভয়ে তেঁহ গৌরাঙ্গ চরণ॥
বৃন্দাবন দাস পদে লইয়া স্মরণ।
কিশোরী করয়ে তাঁর চরিত্র বর্ণন॥

—•—

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে চতুর্থ খণ্ডে
শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার মহিমা বর্ণনে শ্রীপাদ
জগাই মাধাই আদি মহিমা কথনং নাম
পঞ্চম লহরী সমাপ্ত।

ষষ্ঠ লহরী

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় গৌরচন্দ্র।
জয় পদ্মাবতী সুত নিত্যানন্দ চন্দ্র॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
নিত্যানন্দ পার্ষদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
গৌরপ্রেম রাজ্যে সদা করয়ে বিরাজ॥
নিরবধি ভজে নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ।
বিশেষ নিতাই পদে অনন্য শরণ॥
নিতাই কৃপায় প্রাপ্ত গৌরাঙ্গ চরণ।
চৈতন্য চরিত রচি তারিল ভুবন॥
কস্তুরী মঞ্জরী ব্রজে যুগল সেবা পরা।
আবির্ভূত ধরা মাঝে হয়া তৎপরা॥
নর্ম্ম সহচরী বলি শ্রীমতি কহিল।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী স্বপনে জানিল॥
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর বিদিত ভুবন।
নিত্যানন্দ করুণার দেখাল নিদর্শন॥
নিতাই কৃপায় যৈছে ব্রজধামে গেল।
চৈতন্য চরিত যৈছে প্রেমেতে রচিল॥
নিজ গ্রন্থে সেই তত্ত্ব করিল লিখন।
জানাইল নিত্যানন্দ পতিত পাবন॥

...ফটে [১]শ্রীঝামটপুর গ্রাম।
কবিরাজ গোঁসাই বাস করে অবিরাম॥
দৈবে রা...াস তথা কৈল আগমন।
ভ্রাতা তাঁ... সম্মান নাহি কৈল প্রদর্শন॥
হেরি ভ্রাতা প্রতি বহু করিল ভৎর্সন।
সেই রাত্রে নিত্যানন্দ দিল দরশন॥
স্বপ্নে প্রভু নিত্যানন্দ তাঁরে দেখা দিল।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু মস্তকে ধরিল॥
উঠ উঠ বলি যবে বলিল বচন।
উঠি কৃষ্ণদাস তাঁর বন্দিল চরণ॥
ভুবন মোহন রূপ তাঁরে দেখাইল।
হেরি কৃষ্ণদাস প্রেমে বিহ্বল হইল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে ৫ম পরিঃ।
"শ্যামচিক্কন কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্লবীর॥
সুবলিত হস্তপদ কমল লোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দন লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম।
মত্ত গজ জিনি মদ মন্থর পয়ান॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব বীজ সম দন্ত তাম্বূল চর্ব্বন॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে॥
রাঙ্গা যষ্ঠি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি আছে চরণের ভৃঙ্গ॥

[১] ঝামটপুর—ব্যাণ্ডেল—কাটোয়া রেলপথে কাটোয়ার পরবর্ত্তী ষ্টেশন ঝামটপুর বহরান ষ্টেশন। হইতে দেড় মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত।
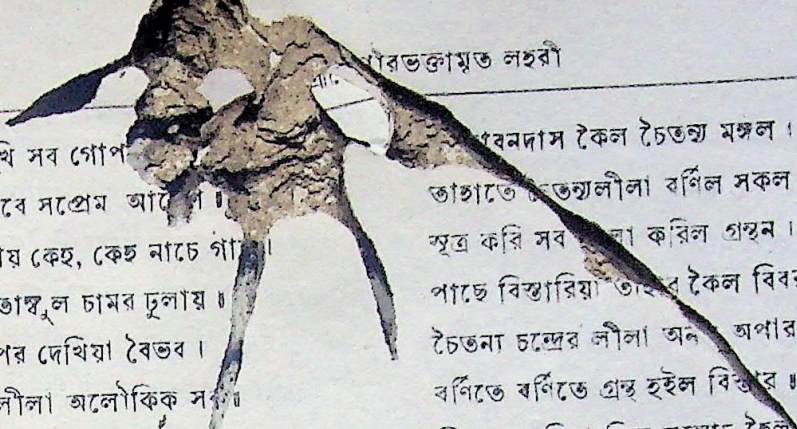
পারিষদগণে দেখি সব গোপ[illegible]
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহেঁ সবে সপ্রেম আ[illegible]শ ॥
শিঙ্গা বংশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গা[illegible]।
সেবক যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায় ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক স[illegible]॥
আনন্দ বিহ্বল আমি কিছু নাহি জা[illegible]নি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥
আরে আরে কৃষ্ণদাস না করত ভয়।
বৃন্দাবন যাহ তাহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজজন লঞা ॥
স্বপ্ন ভঙ্গে কৃষ্ণদাস জাগিয়া বসিল।
প্রভাত হেরিয়া মনে বিচার করিল ॥
স্মরিয়া নিতাই কৃপা প্রেমানন্দ মন।
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিল গমন ॥
ভাবাবেশে নির্ব্বিঘ্নেতে ব্রজেতে আসিল।
হেরিয়া গোস্বামীগণে বিহ্বল হইল ॥
নিতাই করুণা স্মরি ঝুরে দু'নয়ন।
বৃন্দাবনেশ্বরে হেরি জুড়ায় নয়ন ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
হেরি প্রেমানন্দ মনে নহে বাহ্য মন ॥
নিতাই কৃপায় তাঁর সর্ব্বসিদ্ধি হৈল।
চৈতন্য চরিত লিখি মহিমা রাখিল ॥
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা জানি যার হৈতে।
যাহার কৃপায় বুঝি গৌরপ্রেম রীতে ॥
চৈতন্য চরিত যৈছে করিল লিখন।
নিজ গ্রন্থে কৃপা করি করিল বর্ণন ॥

তথাহি—তত্রৈব—৮ম পরিঃ—

[illegible]বনদাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
তাহাতে [illegible]তন্যলীলা বর্ণিল সকল ॥
সূত্র করি সব [illegible]লা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তা[illegible] কৈল বিবরণ ॥
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অন[illegible] অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বি[illegible]র ॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্র ধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যেও শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥"
গোবিন্দ সেবক শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
নিতাই গৌরাঙ্গ গুণে সদাই উল্লাস ॥
তেঁহ আজ্ঞা কৈল লিখ গৌরাঙ্গ চরিত।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা করহ বিদিত ॥
আর যত বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ।
একবাক্যে আজ্ঞা দিল করহ লিখন ॥
হেনমতে বৈষ্ণবগণ কৈল আজ্ঞা দান।
মদন গোপাল পাছে কৈল কৃপাদান ॥

তথাপি—তত্রৈব—

"আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার কৈল মন ॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদন গোপাল গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥
দরশন করি কৈলু চরণ বন্দন।
গোসাঞি দাস পূজারী করে চরণ সেবন ॥

প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু কণ্ঠ হৈতে মালা খসি[illegible]ড়িল॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্ব[illegible]দিল।
গোসাঞি দাস অ[illegible]নি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥"
হেনমতে আজ্ঞা পায়া করয়ে লিখন।
লিখিল অপূর্ব্ব গ্রন্থ চৈতন্য কথন॥
সূত্ররূপে লিখে যাহা বৃন্দাবন দাস।
বিস্তার করয়ে তাহা কবিরাজ কৃষ্ণদাস॥
বৃন্দাবন দাস যাহা বিস্তার করিল।
কবিরাজ গোস্বামী তাহা সংক্ষেপে লিখিল॥
স্বরূপের কড়চা রঘুনাথের মুখামৃত।
তিনেয় মিলনে লিখে চৈতন্য চরিতামৃত॥
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা করিল বর্ণন।
যাহার শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
গৌর অবতারের যত মুখ্য প্রয়োজন।
গম্ভীরায় গৌর তাহা করিল সাধন॥
ব্রজ রসতত্ত্বের যত অপূর্ব্ব নির্য্যাস।
প্রেমেতে করিল সেই রসের বিন্যাস॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ মহা সুর।
আস্বাদি রসিক ভক্ত প্রেমরসপুর॥
রাগানুগা সাধকের কণ্ঠ মণিহার।
আস্বাদনে কত সুখ বর্ণে শক্তি কার॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২৪ বিলাস—
"কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন।
পনর শত তিন শকাব্দে যখন॥
জ্যৈষ্ঠমাসের রবিবারে কৃষ্ণ পঞ্চমীতে।
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে॥

[illegible]চঃ চরিতামৃতে—
শাকে[illegible]গ্নিবিন্দু বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে
সূর্যে[illegible]হ্যাসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গ
চৈতন[illegible] চরিতামৃত, গোবিন্দ লীলামৃত।
গৌরগ[illegible]াদ্দেশ আদি বিরচিত কত॥
জ্ঞান-গু[illegible] মহিমা পাণ্ডিত্য প্রচুর।
গৌরকৃষ্ণ লীলা রস বর্ণনে তৎপর॥
পরম অদ্ভুত তাঁর ভক্তির মহিমা।
প্রভু নিত্যানন্দ প্রিয় এই তাঁর সীমা॥
রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ গোস্বামীর স্থানে।
রহিয়া ভজয়ে সদা গৌরাঙ্গ চরণে॥
দাস গোস্বামীর গিরিধারী সেবা পাইল।
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ গেল॥
সবে রাধাকুণ্ডে গিয়া পাইল দর্শন।
অকথ্য ভজন রত খ্যাত সর্ব্বজন॥
তাঁহার প্রেমের কথা অদ্ভুত কথন।
বিভিন্ন গ্রন্থদ্বারে তাহা ব্যক্ত ত্রিভুবন॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম, শ্যামানন্দ যবে।
ভক্তিগ্রন্থ লয়া গৌড়ে আসিলেন সবে॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সঙ্গেতে আনিল।
বিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীর গ্রন্থ হরি নিল॥
সংবাদ পাইয়া কবিরাজ দুঃখ মন।
তারপর যা ঘটিল করুন শ্রবণ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস ১৩ বিলাস—
"রঘুনাথ, কবিরাজ শুনি দুই জনে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভূমে॥
কবিরাজ কহে, প্রভু না বুঝি কারণ।
কি করিল কিবা হইল ভাবে মনে মন॥

জরাকালে কবিরাজ না প[illegible]র চ[illegible]
অন্তর্দ্ধান কৈল সেই দুঃখের সহি[illegible] ॥
কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতা[illegible] ।
উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া [illegible]ক ঝাঁপ ॥

*　　*　　*

নিজ নেত্র কৃষ্ণদাস, রঘুনাথের মুখে ।
চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে ॥
অহে রাধাকুণ্ডতীর বাস দেহ স্থান ।
রাধাপ্রিয় রঘুনাথ হয়েন কৃপাবান ॥
সেইগণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন ।
মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিক্রমণ ॥
রঘুনাথ দাস কান্দে বুকে দিয়া হাত ।
ছাড়ি গেলা রাখি মোরে করিয়া অনাথ ॥"
হেনমতে কৃষ্ণদাস কৈল অন্তর্দ্ধান ।
প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দ দাসের বর্ণন ॥
কিন্তু রঘুনাথসূচক অন্য রূপ হয় ।
রঘুনাথের পরে তেঁহ অপ্রকট হয় ॥
ইহার বিচার কর্ণানন্দের বর্ণন ।
যদুনন্দন প্রতি হেমলতার কথন ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য রামচন্দ্রে যা কহিল ।
সেই মত হেমলতা বর্ণন করিল ॥
কবিরাজের অন্তর্দ্ধানে দুঃখী সর্ব্বজন ।
তারপর যা ঘটিল গ্রন্থের বর্ণন ॥

তথাহি—শ্রীকর্ণানন্দ—৭ম নির্য্যাস—
এইমতে যত রাধাকুণ্ডবাসী লোকে ।
সবাকার চিত্তে অতি বাড়ি গেল শোকে ॥
তবে রূপ সনাতন দুই সহোদর ।
চিন্তিত হইল বড় মনের ভিতর ॥
রঘুনা[illegible]র প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় জানিয়া ।
দুই গো[illegible] কহেন কবিরাজেরে ডাকিয়া ॥

*　　*　　*

বৃথা শোকে দেহত্যাগ কেন কর তুমি ।
গ্রন্থ প্রাপ্তি হবে ইহা কহিলাম আমি ॥
রঘুনাথের সেবা তুমি কথোদিন কর ।
পুনশ্চ আসিবে মোর যূথের ভিতর ॥
দুই সহোদরের আজ্ঞামৃত করি পান ।
পুনঃ কবিরাজ দেহে হইল চেতন ॥
আজ্ঞা দিলা গগনেতে যত দেবগণ ।
কবিরাজের প্রাপ্তি দেখি ভাবে ঘনে ঘন ॥
রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা ইহা লঙ্ঘন করিতে ।

*　　*　　*

দুই সহোদর আর দেবের বচনে ।
শুনিলেন কবিরাজ আপন শ্রবণে ॥
সিদ্ধ সাধক দেহ দুই এক যোগে ।
সাধক দেহে পুনঃ প্রাপ্তি হইলা মহাভাগে ॥

*　　*　　*

অন্তর্দশা বাহ্যদশা তাহার প্রমাণ ।
এইমত কবিরাজের জানিবা বিধান ॥
সিদ্ধ হইয়া সাধক যিঁহো কি ইহার বিস্ময় ।
প্রাকৃতে এসব কার্য্য কভু নাহি হয় ॥
অতএব সব কথা বড়ই দুর্গম ।
যথার্থ সুদৃঢ় এই রঘুনাথের নিয়ম ॥
প্রেমবিলাস ইহা না কৈল প্রকাশে ।
প্রথমে লিখিলা কিছু না লিখিলা শেষে ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজের মহিমা বর্ণন ।
পরম অদ্ভুত তাহা বুঝে বিজ্ঞজন ॥

নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের তত্ত্বের বিচার।
যে বুঝয়ে সেই জ্ঞাত মহিমা তা...
নিত্যসিদ্ধ পরিকর কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
যাহার প্রসাদে বাস গৌরভক্ত মাঝ॥
যাহার প্রসাদে মিলে গৌরাঙ্গ চরণ।
কিশোরী করয়ে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন॥

শ্রীমাধব আচার্য্য

জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমদানকারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
নিত্যানন্দ জামাতা শ্রীমাধব আচার্য্য।
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র সর্ব্বগুণ বর্য্য॥
ভক্তি বলে হইলেন গঙ্গার বল্লভ।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর জগত দুর্লভ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৬৯ শ্লোকঃ—
"মাধবী মাধবাচার্য্য॥"

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—
"মাধবের স্বরূপ কহি শুন শ্রোতাগণ।
শান্তনু রাজ্যতে মধুস্পন্দার মিলন॥
মাধবী সখীর প্রকাশ তাহাতে মিলিল।
তিনে মিলি মাধব পণ্ডিত এবে হৈল॥
মাধবী প্রকাশ ভেদে অন্য মাধব পণ্ডিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গীত যাহার রচিত॥"
গঙ্গার বল্লভ পূর্ব্বে শান্তনু রাজন।
যাঁর সুত ভীষ্মদেব খ্যাত সর্ব্বজন॥

তেঁ... ...কৈল আগমন।
...াহে ব্রজ সখী দোঁহে হইল মিলন॥
চতুঃষষ্ঠী সখী মধ্যে যাঁহার গণন।
একত্র মিলন তিনে লীলার কারণ॥
পরম বিচিত্র গৌর লীলার বিস্তার।
লীলারস আস্বাদিতে অদ্ভুত বিহার॥
লীলার সহায় আর প্রেম আস্বাদনে।
দুই তিন ভক্ত শক্তি একত্র মিলনে॥
মধুস্পন্দা মাধবী আর শান্তনু রাজন।
তিনে মিলি মাধব নামে দিল দরশন॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে লভিল জনম।
নন্দাপুরে আবির্ভাব খ্যাত সর্ব্বজন॥
পিতা বিশ্বেশ্বর মাতা মহালক্ষ্মী খ্যাতি।
পালক পিতা ভগীরথ জগতে প্রসিদ্ধি॥
পালক পিতা ভগীরথ যেমতে হইল।
নিত্যানন্দ দাস তাহা যতনে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২১ বিলাস—
"কাশ্যপ গোত্র মৈত্র গাঁই বিশ্বেশ্বরাচার্য্য।
পরম পণ্ডিত ইহোঁ সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
কাশ্যপ গোত্র চট্টগাঁই ভগীরথাচার্য্য।
যাঁর যশ পৃথ্বী ব্যাপী সর্ব্বত্র সুকার্য্য॥
পণ্ডিত প্রধান হয় এই মহাশয়।
পরোপকারী সর্ব্ব গুণের আশয়॥
বিশ্বেশ্বর ভগীরথের জন্ম এক গ্রাম।
বাল্যসখা একত্রেতে দোঁহার অধ্যয়ন॥
দুই সখার এক প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায়।
এ দোঁহার যে সখীভাব বর্ণন না যায়॥
বিশ্বেশ্বরের পত্নী নাম মহালক্ষ্মী হয়।
ভগীরথের পত্নীকে শ্রীজয় দুর্গা বলয়॥
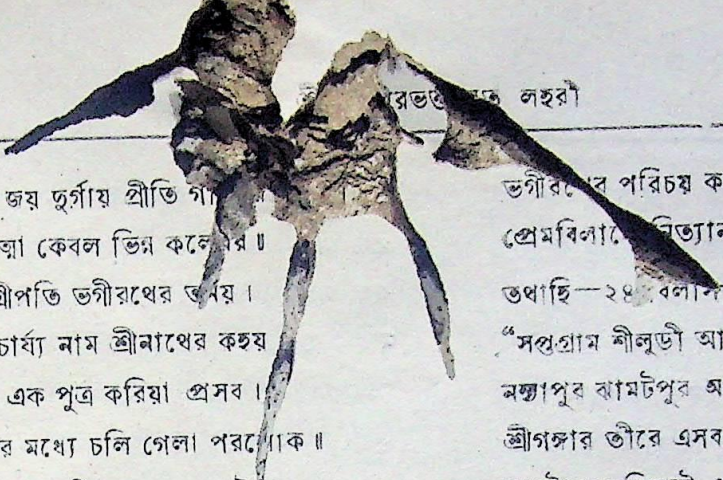
মহালক্ষ্মী জয় দুর্গায় প্রীতি গা...
একই আত্মা কেবল ভিন্ন কলেবর ॥
শ্রীনাথ শ্রীপতি ভগীরথের তনয় ।
ঘটক আচার্য্য নাম শ্রীনাথের কহয় ॥
মহালক্ষ্মী এক পুত্র করিয়া প্রসব ।
অল্পদিনের মধ্যে চলি গেলা পরলোক ॥
যেইদিন মহালক্ষ্মী পরলোক পাইলা ।
জয়দুর্গা মহালক্ষ্মীর নিকটে আছিলা ॥
মহালক্ষ্মী বোলে ভগিনী এই পুত্র মোর ।
তোমারে করিল দান পুত্র হৈল তোর ॥
এত বোলি তিঁহো পরলোকে চলি গেলা ।
সখী শোকে জয়দুর্গা বহুত কান্দিলা ॥
জয়দুর্গা এই নবপুত্র কোলে করি ।
চলিয়া আইলা তিঁহো আপনার বাড়ী ॥
এই পুত্রের নাম মাধব রাখিলা ।
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র যেন চন্দ্রকলা ॥”
হেনমতে মাধবের হইল প্রকাশ ।
পত্নী শোকে পিতা তার বিষয়ে উদাস ॥
ভগীরথ স্থানে মনোবৃত্তি জানাইল ।
সন্ন্যাসী হইল বলি তাহাকে কহিল ॥
মম পুত্রে তব করে কৈল সমর্পণ ।
তৃতীয় নন্দন রূপে করিহ পালন ॥
যত্নাধিক্যে ভগীরথ বহু বুঝাইল ।
তথাপি তাহার মন নিরস্ত নহিল ॥
বিশ্বেশ্বর বিদায় হয়া সন্ন্যাসে চলিল ।
ভগীরথ মাধবেরে পালন করিল ॥
পরম আদরে তারে করয়ে পালন ।
যথাকালে যজ্ঞোপবীতাদি করিল অর্পণ ॥
নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি পণ্ডিত হইল ।
আচার্য্য উপাধিতে তেঁহ প্রসিদ্ধ হইল ॥

ভগীরথের পরিচয় করহ শ্রবণ ।
প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দ দাসের বর্ণন ॥
তথাহি—২৪ বিলাস—
“সপ্তগ্রাম শীলুড়ী আর ...তাহাটী ॥
নন্যাপুর রামটপুর আর নৈহাটী ॥
শ্রীগঙ্গার তীরে এসব গ্রাম হয় ।
কাটোয়ার নিকটে এসব গ্রাম রয় ॥
নন্যাপুরবাসী চট্ট ভগীরথ আচার্য্য ।
তাঁর পরিচয় এবে শুন ভক্ত বর্য্য ॥
অরবিন্দ সুত আহিত তাঁর পুত্র দ্বাকর হয় ।
দ্বাকর পুত্র চট্ট মনু মহাশয় ॥
চট্ট মনুর পুত্র হয় দুর্যোধন ।
তাঁর পুত্র চাঁদচট্ট তার পুত্র তপন ॥
তাঁর পুত্র হরিদাস চট্ট মহাশয় ।
তাঁহার পুত্রের নাম গৌরীদাস রায় ॥
গৌরীদাসের নামান্তর ভগীরথ হয় ।
বহু পত্নীতে তাঁর বহু সন্তান জন্ময় ॥
রামচন্দ্র, মহেশ, কৃষ্ণ এক পত্নীর সন্তান ।
শিব, বিশ্বেশ্বর অন্য দুই পত্নী পান ॥
শ্রীনাথ, শ্রীপতি, অন্য পত্নীতে জন্ময় ।
ঘটকাচার্য্য উপাধি শ্রীনাথের হয় ॥
মাধব চট্টের কথা করেছি বর্ণন ।
মাধব ভগীরথের পালক পুত্র হন ॥
শ্রীনাথের মাতা তারে করয়ে পালন ।
মাধব তৃতীয় ভাই শ্রীনাথের হন ॥
ভগীরথের প্রিয় পুত্র মাধব হইল ।
নিত্যানন্দ গঙ্গা কন্যা তাহারে অর্পিল ॥
তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—১৯ বিলাস—
“বৃন্দাবন হৈতে আইলা জাহ্নবা ঈশ্বরী ।
রহিলেন কতদিন আসি শ্রীখেতুরী ॥

তার সনে থাকে সদা মাধব আচার্য্য।
গান বাদ্যে তিঁহ হরে সবাকার [illegible]।।
মাধব আচার্য্য হয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
নিত্যানন্দ প্রিয়ভক্ত পরম কুলীন।।
নিত্যানন্দ শিষ্য নিতাই বিনে নাহি জানে।
সবাই রহয়ে তিঁহ নিতাই পদ ধ্যানে।।
নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যাদান।।
বিবাহ করিলা মাধব গুরুর আজ্ঞাতে।
গুরু আজ্ঞা বলবতী কহয়ে শাস্ত্রেতে।।

তথাহি—শ্রীপ্রেম বিলাস—২৪ বিলাস—
নস্যাপুরেতে মাধব করিলা বসতি।
মধ্যে মধ্যে খড়দহে করে অবস্থিতি।।
নস্যাপুরে আছে বহু কুলীনের বাস।
অতি মনোরম স্থান পণ্ডিতের আবাস।।
জিরাট বলাগড়ে মাধব করে অবস্থান।
কখন কখন কাটোয়ায় করয়ে বিশ্রাম।।

তথাহি—শ্রীনিঃ বংশবিস্তার - ৩য় স্তবক—
"বাড়ীর ব্যবহারের যত সমস্তের কর্ত্তা।
মাধব আচার্য্য নাম গঙ্গাদেবীর ভর্ত্তা।।"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা :
"প্রেমানন্দময় বন্দ আচার্য্য মাধব।
ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ।।"
মাধব আচার্য্য হৈল নিত্যানন্দ ভক্ত।
নিত্যানন্দ গুণগানে সদা অনুরক্ত।।
নিত্যানন্দ নিজ কন্যা তারে কৈল দান।
কতকাল খড়দহে কৈল অবস্থান।
জীরাট বলাগড়ে শেষে শ্রীপাট স্থাপিল।
গোপীনাথ সেবা তথা স্থাপন করিল।।

[illegible] আচার্য্য মহিমা।
প্রভু নি[illegible]ানন্দ প্রিয় এইত গরিমা।।
স্বয়ং গ[illegible] গঙ্গাদেবী যাঁর পত্নী হৈল।
মহিমা শু[illegible]য়া তাঁর চরণ বন্দিল।।
কিশোরী [illegible]স্মৃতি বড় নহে ভক্তিমন।
কৃপা কর মাধবাচার্য্য লইল স্মরণ।।

শ্রীপুরন্দর পণ্ডিত

জয় প্রেম পারাবার নিমাই পণ্ডিত।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত।।
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর।।
নিত্যানন্দ পারিষদ পণ্ডিত পুরন্দর।
আস্বাদয়ে গৌরপ্রেম আনন্দ অন্তর।।
প্রেমেতে উদ্দাম সদা ভাবাবিষ্ট মন।
তাঁহার মহিমা বুঝে নাহি হেন জন।।

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৯১ শ্লোকঃ
"অঙ্গদঃ শ্রীপুরন্দরঃ।।"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায় :—
"বন্দো মূর্ত্তি মনোহর, ঠাকুর পুরন্দর
যেন সেই অঙ্গদ ঠাকুর।
এক বিপ্র লঞা তারে, অতিথি করিল ঘরে
গোষ্ঠী সহ দেখিল লেঙ্গুড়।।"
পূর্ব্বে রাম অবতারে অঙ্গদ যে জন।
পুরন্দর পণ্ডিত এবে সেই মহাজন।।
কপিকুলে জনমিয়া শ্রীরামে সেবিল।
এবে নিত্যানন্দ সেবায় অবতীর্ণ হৈল।।

গঙ্গার পূর্ব্বতীরে খড়দহ ন[illegible]
তথা জনমিল পুরন্দর মতিম[illegible]॥
পণ্ডিতের মহিমা অনন্ত অপার।
যাহার গৃহেতে নিত্যানন্দের বিহার॥
শ্রীগৌর আদেশে তবে নিত্যানন্দ রায়।
ক্ষেত্র হোতে সপার্ষদে আইল তথায়॥
তার দেবালয়ে নাচে প্রভু নিত্যানন্দ।
যে নৃত্য হেরিয়া জীব পেল প্রেমানন্দ॥
প্রেম প্রচারিতে নিত্যানন্দ আগমন।
নিজ পারিষদ যত সঙ্গে অনুক্ষণ॥
প্রভুর প্রভাবে সবে ভাবাবিষ্ট মন।
কেবা কোথা রহে তাহা নাহিক স্মরণ॥
পুরন্দর পণ্ডিত সদা প্রেমাবিষ্ট মন।
লম্ফ দিয়া বৃক্ষে চড়ি বলেন বচন॥
মুইরে অঙ্গদ বলি করে আস্ফালন।
অদ্ভুত প্রেমের তেজ কৈল প্রদর্শন॥
পণ্ডিতের ভাবাবেশ অকথ্য কথন।
ভাগবত দ্বারে ব্যক্ত এ তিন ভুবন॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়—
"তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে॥
খড়দহ[1] গ্রামে আসি নিত্যানন্দ রায়।
যত নৃত্য করিলেন কহনে না যায়॥
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ॥"
এ হেন মহিমাধারী পণ্ডিত পুরন্দর।
যার ঘরে নিত্যানন্দ রহে নিরন্তর॥
বিবাহ করিয়া নিতাই খড়দহে এল।
পণ্ডিতের দেবালয়ে নিবাস গড়িল॥

বসুধা [illegible]হ্নবা সহ করে অবস্থান।
নিত্যানন্দ [illegible] তেঁহ মহা ভাগ্যবান॥
প্রভু নিত্যা[illegible]ন্দ প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর।
নিতাই মহিমা যত তাঁহা[illegible]র গোচর॥
নিত্যানন্দ পরিকর পণ্ডিত পুরন্দর।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে তাঁর হইতে কিঙ্কর॥

শ্রীনন্দন আচার্য্য

জয় জয় গোরাচাঁদ নদীয়া বিহারী।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভব ভয়হারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ নন্দন আচার্য্য।
নদীয়া নিবাসী বিপ্র সর্ব্বগুণে বর্য্য॥
প্রেমযুক্ত কলেবর পরম উদার।
নিতাই গৌরাঙ্গে যাঁর ভকতি অপার॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশে—
"হরিণী বলিয়া পূর্ব্বকালে নাম ছিল যার।
নন্দন আচার্য্য বলি নাম হৈল তার॥"
ব্রজেতে চতুঃষষ্ঠী সখীর গণন।
হরিণী রহিয়া তথা সেবায় মগন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে ১১ পরিঃ—
"বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা ঠাকুর নিতাই॥"

[1] খড়দহ—শিয়ালদা—রাণাঘাট রেলপথে খড়দহ ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়—

"চতুর্ভুজ পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদা...
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥"

নদীয়া নিবাসী বিপ্র চতুর্ভুজ পণ্ডিত।
তিনজন পুত্র তাঁর সদা ভক্তি রীত ॥
তাঁর মধ্যে নন্দন আচার্য্য একজন।
নিত্যানন্দ পদে তাঁর একান্ত স্মরণ ॥
প্রথমে শ্রীনিত্যানন্দ নদীয়া আসিয়া।
যাঁর ঘরে রহিলেন করুণা করিয়া ॥
গোপনে নিতাই চাঁদ রহিল যাঁর ঘরে।
অনন্ত মহিমা তাঁর কে কহিতে পারে ॥
গৌরাঙ্গ প্রকাশ হৃদে করিয়া চিন্তন।
প্রেমযোগে নিত্যানন্দ কৈল আগমন ॥
নবদ্বীপে আসি রহে আচার্য্য নিবাসে।
আচার্য্য সেবয়ে তাঁরে পরম হরিষে ॥
পাছে মহাপ্রভু সহ করিল মিলন।
আচার্য্যের ভাগ্যসীমা কে করে বর্ণন ॥
নিতাই গৌর সীতানাথ প্রভু তিন জন।
লীলারঙ্গে লুকাইল তাঁহার ভবন ॥
আপনা প্রকাশে যবে প্রভু গৌরহরি।
শান্তিপুরনাথে আনাইল ত্বরা করি ॥
সীতানাথ আসি নন্দন ঘরে লুকাইল।
পাছে লীলারঙ্গে গৌর চরণ বন্দিল ॥
একদা প্রেমলীলা রঙ্গে শ্রীশচীনন্দন।
গঙ্গা সাঁতারিয়া এল আচার্য্য ভবন ॥
আসিয়া বসিল বিষ্ণু খট্টার উপরে।
প্রভু হেরি বিপ্রবর আনন্দ অন্তরে ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড নাথে করি দরশন।
দণ্ডবত করি বিপ্র প্রেমেতে মগন ॥
নব্যবস্ত্র আনি আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইল।
পরম যতনে গৌরচন্দ্রে বসাইল ॥

...প সুগন্ধি চন্দন।
দিবা প্রস... মাল...দি করিল অর্পণ ॥
কর্পূর তাম্বুল বিপ্র দেয় প্রভু মুখে।
ভক্তদ্রব্য খা... প্রভু নিজ প্রেম সুখে ॥
প্রেমানন্দে ...প্র করে প্রভুর সেবন।
তাহার সেবায় তুষ্ট শ্রীশচীনন্দন ॥
পরম হরিষে প্রভু বলেন বচন।
মোর এক বাক্য শুন আচার্য্য নন্দন ॥
যে কারণে তব গৃহে মোর আগমন।
অবশ্য করিবে আজি মোরে সঙ্গোপন ॥
নন্দন বলয়ে, প্রভু কি বলিব আর।
এমত দুস্কর কার্য্য নাহি শুনি আর ॥
যে জন নারিল জীব হৃদে লুকাইতে।
বিদিত করিল ভক্ত তথায় হইতে ॥
ক্ষিরোদ সাগরে যেবা নারিল লুকাইতে।
বাহির সমাজে তাঁরে লুকাব কি মতে ॥
তাঁর বাক্য শুনি হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রেমরঙ্গে সারা নিশি রহে তাঁর ঘর ॥
কৃষ্ণ কথা প্রেমরঙ্গে নিশি পোহাইল।
নন্দন আচার্য্যে বহু করুণা করিল ॥
প্রভাতে তাঁহারে প্রভু করিয়া প্রেরণ।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণে কৈল আনয়ন ॥
সপরিকরে তাঁর ঘরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
করয়ে বিচিত্র লীলা আনন্দ অন্তর ॥
নিত্যানন্দ প্রভু যবে নবদ্বীপে এল।
নন্দন আচার্য্য গৃহে আপনে রহিল ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যে ৩য় অধ্যায়—

"নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস ॥

জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বী[illegible]
আসিয়া রহিলা নন্দন আচার্য্যে[illegible]

*   *   *

সবা লঞা প্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘরে
জানিয়া উঠিলা গিয়া শ্রীগৌর সুন্দরে
নন্দন আচার্য্য ঘরে প্রভু নিত্যানন্দ
অন্তরে জানিয়া গৌর পাইল আনন্দ ॥
সপার্ষদে নন্দন আচার্য্য ঘরে এল ।
মিলন করিয়া তাঁর গুণ প্রকাশিল ॥
গৌর নিত্যানন্দ মিলন আচার্য্যের ঘরে ।
সে লীলা দেখিতে দেবগণ বাঞ্ছা করে ॥
নিতাই গৌর সীতানাথ প্রভু তিনজন ।
[illegible]া কৈল প্রভু লীলা প্রকটন ॥

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ লাগি গৌর অবতার ।
ভক্ত কৃপা ছলে[illegible] লীলার বিস্তার ॥
আচার্য্যের কৃপা লাগি করি আগমন ।
জানাইল আচার্য্যেরে নিজ পরিজন ॥

জয় জয় নন্দন আচার্য্য মহামতি ।
গৌর পরিজন জানি করি যে মিনতি ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ ।
কৃপা করি একবার করাহ দর্শন ॥

পরম অযোগ্য আমি কহিতে বাসি ভয় ।
কিশোরীরে কৃপা কর হইয়া সদয় ॥

—০—

শ্রীগঙ্গাদাস

জয় সর্ব্বারাধ্য সার প্রভু বিশ্বম্ভর ।
জয় পদ্মাবতী সুত গৌর সহোদর ॥

জয় জয় সীতাপতি কুবের নন্দন ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ।

নিত্যানন্দ পারিষদ বিপ্র গঙ্গাদাস ।
চতুর্ভূজ পণ্ডিত সুত ভুবনে প্রকাশ ॥

গৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত গৌরগত মন ।
লুকাইল দুই প্রভু যাহার ভবন ॥

বিষ্ণুদাস নন্দন তাঁর ভাই দুই জন ।
নদীয়া নিবাসী তিনে নিতাই স্মরণ ॥

পূর্ব্বেতে গৌরাঙ্গ তাঁরে করিল রক্ষণ ।
ব্রজের পার্ষদ এবে ধরা আগমন ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১১১ শ্লোকঃ—
আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাদাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ ।
আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥
পূর্ব্বেতে গোপিকাপ্রিয় ছিল নিধুবনে ।
দুর্ব্বাসা তাঁহার নাম খ্যাত সর্ব্বজনে ॥
তেঁহ এবে অবতীর্ণ সেবার কারণ ।
জগন্নাথ গঙ্গাদাস নাম করিল ধারণ ॥
গৌরাঙ্গের লীলাস্থলী নবদ্বীপ ধামে ।
গৌর আবির্ভাব পূর্ব্বে হৈল বিদ্যমানে ॥

যথন না ছিল প্রভূর লীলার প্রকাশ।
সেকালে রক্ষিল তারে জানি [illegible] দাস ॥
সে সব বারতা হয় অদ্ভুত কথন।
চৈতন্ত ভাগবত বাক্য শুন সর্ব্বজন ॥
শ্রীবাস ভবনে বসি ত্রিদশের রায়।
নিজ প্রিয় ভক্তগণে আকর্ষে সদায় ॥
কেহ আসি প্রভু করে কোন দ্রব্য দেয়।
সাগ্রহে লইয়া প্রভু ভুঞ্জয়ে সদায় ॥
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে গৌর অবতার।
আকর্ষয়ে ভক্তগণে আনন্দ অপার ॥
গঙ্গাদাসে হেরি প্রভু বলেন বচন।
তব পূর্ব্ব কথা কহি শুন দিয়া মন ॥
তুমি যবে ম্লেচ্ছ ভয়ে কর পলায়ন।
নিশাভাগে খেয়াঘাটে কৈলে আগমন ॥
খেয়া না হেরিয়া তুমি সঙ্কটে পড়িলে ॥
দুঃখেতে কাতর হয়া কান্দিতে লাগিলে ॥
নিশা অবসান প্রায় শোকাকুল মন।
উপায় নাহিক হেরি করিলে চিন্তন ॥
মোর অগ্রে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গঙ্গা প্রবেশিতে হয় উচিত আমার ॥
হেনকালে আমি তবে খেয়ারি সাজিয়া।
তোমার সমীপে আসি নৌকা যে বাহিয়া ॥
হেরিয়া সন্তোষে তুমি বলিলে বচন।
এস ভাই রক্ষা কর, মোর পরিজন ॥
তুমি বিনা এ বিপদে রক্ষা নাহি আর।
জাতি ধন প্রাণ মোর সকলি তোমার ॥
এবে পার কর তুমি মোর পরিজন।
দিব মুই এক তঙ্কা এক জোড় বসন ॥
তবে তোমা সহ যত তব পরিজন।
পর পারে রাখি কৈল বৈকুণ্ঠে গমন ॥

[illegible] তুমি কর নিজ মনে।
পরম [illegible]ত্য [illegible] কহিল এখনে ॥
প্রভুর [illegible]মুখে শুনি সুসত্য বচন।
গঙ্গাদাস প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে ক্রন্দন।
গঙ্গাদাস গৌরপ্রিয় বিদিত ভূবন ॥
সর্ব্বকাল গৌরভক্ত হয় গঙ্গাদাস।
তেকারণে হেন কৃপা করিল প্রকাশ ॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্ত দুঃখ বিনাশিতে কারুণ্য অন্তর ॥
গীতা ভাগবত শাস্ত্রে ঘোষে অনুক্ষণ।
ভক্ত রক্ষা লাগি রহে চক্র সুদর্শন ॥
গৌরভক্ত গঙ্গাদাস পরম সুজন।
যাহার স্মরণে ঘুচে অবিদ্যা বন্ধন ॥
যাহারে রক্ষয়ে সদা গৌর ভগবান।
তাহার করুণা বিনা নাহি মোর ত্রাণ ॥
গঙ্গাদাস পাদপদ্মে লইয়া স্মরণ
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা আপন রক্ষণ ॥

শ্রীচন্দন মণ্ডল

জয় জয় পতিত পাবন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমদানকারী ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ শিষ্য চন্দন মণ্ডল।
নিতাই প্রসাদে ধরে গৌর প্রেমবল ॥

মঙ্গলকোট[1] বাসী বণিক [illegible]
জাহ্নবা প্রসাদে তাঁর ঘুচি[illegible]
অন্তর্দ্ধান লাগি যবে ব্রজে[illegible] চলি[illegible]
কাঞ্চন নগর হঞা রাঢ়ে [illegible]বেশিল[illegible]
পথে মঙ্গলকোটে দেবী কৈল প[illegible]র্পণ।
সন্দেশ পাইয়া চন্দন বন্দিল চর[illegible]॥

কি [illegible]নন্দ হৈল তার কে করে বর্ণন।
সৌভাগ্য[illegible]নিল শুনি দেবী আগমন॥
তবেত জ[illegible] দেবী কৈল পদার্পণ।
রহিল কতেক দিবস তাহার ভবন॥
মহা মহোৎসব রঙ্গে করিল যাপন।
গমনে উদ্যোগ হৈলে করে নিবেদন॥

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে—
মধ্য লীলায়—৪র্থ স্তবক—

"পথিমধ্যে আছয়ে মঙ্গলকোট নামে।
চন্দন মণ্ডল বণিক বৈসে সেই গ্রামে॥
সধনী বৈষ্ণব পরমার্থ নিষ্ঠমনে॥
এক রথ নির্ম্মাইল অনেক যতনে॥
শুনিল যে প্রভু জান বৃন্দাবন ধাম।
কৃতার্থ কইনু বলে পুর্ণ হইল কাম॥
সগোষ্ঠি সহিত আগে গলে বস্ত্র দিয়া।
পড়িয়া রহিল প্রভুর পথ আগুলিয়া॥
প্রভু কহে একি হয় পথে পড়ি কেনে।
ঠাকুর রামাই তবে কহে শ্রীচরণে॥
বিষরি বণিক জাতি চন্দন ইহার নাম।
ঘরের সেবক নিবেদয়ে তব স্থান॥"
হেনমতে শ্রীজাহ্নবার পেল দরয়ান।
দেবী কহে উঠ কৃষ্ণ বলহ বচন॥
তোমার অভীষ্ট যত হইবে পূরণ।
শুনিয়া চন্দন নাচে প্রেমেতে মগন॥
আজ্ঞা হইল ঘরে তুমি করহ গমন।
তব গৃহে বিজয় মোর হইবে এথন॥
শুনিয়া পুলকে চন্দন স্বগৃহে চলিল।
বিবিধ বিধানে নিজ গৃহ সাজাইল॥

তথাহি—তত্রৈব—

"মণ্ডল আসিয়া বলে গলে বস্ত্র দিয়া।
আর তিনদিন প্রভু না দিব ছাড়িয়া॥
তুমার কৃপায় এক রথ নির্ম্মাইনু।
অদ্যাপিহ বিষ্ণুপ্রীতে উদ্দেশে না দিনু॥
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ কৃপা করে এ পামরে।
ঘৃণা ত্যাগ করি চড় রথের উপরে॥
এবে মোর মনোভীষ্ট সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।
পতিত পাবন নাম ঘুষিবারে রয়॥
মণ্ডলের পত্নী পুত্র পড়ে শ্রীচরণে।
দন্তে তৃণধরি করে আত্ম নিবেদনে॥
তুমি জগন্মাতা সব তুমার বালক।
ছোট বড় নিচানিচ সবার পালক॥
হা হা জগন্মাতা তুমার লইনু স্মরণ।
এ নফরে কৃপা করি পূর্ণ কর মন॥
তার স্তুতি ভক্তি শুনি প্রভু হাস্য কৈলা।
গোসাঞি গোপীজন বল্লভেরে প্রভু আজ্ঞা দিলা॥
রথে চড়ি মণ্ডলেরে করহ উদ্ধার।
সবংশে উত্তম গতি হউক উহার॥
বিশেষ আমার প্রাণনাথের কৃপা পাত্র॥
সে সম্বন্ধ জানি বাপু করহ কৃতার্থ॥

[1] মঙ্গলকোট—বর্দ্ধমান—কাটোয়া রেলপথে কৈচর ষ্টেশন হইতে উত্তরপূর্ব্ব কোণে।

যে আজ্ঞা বলিয়া গোসাঞি আজ্ঞা শিরে ধরি।
সেবক জানিয়ে তার বাঞ্ছা পূর্ণ করি॥
লীলায়ে চড়িলা প্রভু রথের উপর।
চারিদিকে লোক সব হরিধ্বনি করে॥
আজ্ঞায় গোসাঞি জীউ রথেতে চড়িল।
নিজ শক্তি প্রকাশিয়া কৃতার্থ করিল॥
রথেতে চড়িয়া পথ করিল ভ্রমণ।
তৃতীয় প্রহরকালে কৈল অবতরণ॥
সেকালে চন্দন মণ্ডল করে নিবেদন।
তীর্থক্ষেত্র হৈল যাহা করিলে ভ্রমণ॥
যেই যেই স্থান দিয়া করিলে ভ্রমণ।
সেই সেই স্থান তব অধিকার এখন॥
অদ্য হৈতে তাহে মোর নাহি অধিকার।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল অঙ্গীকার॥
গোপীজন বল্লভ প্রভু বহু কৃপা কৈল।
শ্রীজাহ্নবা দেবী একচাক্রাতে চলিল॥
সেকালে মণ্ডল যাহা কৈল আচরণ।
বৃন্দাবন দাস বাক্যে ঘোষে ত্রিভুবন॥
তথাহি—তত্রৈব —৫ম স্তবকে—
"মণ্ডল আপন বৃত্তি সন্তানেরে দিয়া।
চলিল প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব হইয়া॥
তাঁর সঙ্গে গোড়াইল তাহার রমণী।
উঠিল আনন্দময় হরি হরি ধ্বনি॥"
এমত চন্দন মণ্ডলের মহিমা কথন।
চন্দনের ভাগ্যসীমা কে করে বর্ণন॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী যত করুণা করিল।
গোপীজনবল্লভ প্রভু বৈভব দেখাল॥
তাঁর স্থানে নিত্যানন্দ গদীর স্থাপন।
চন্দনের মহিমা যত কে করে বর্ণন॥
নিত্যানন্দ প্রিয়পাত্র চন্দন মহামতি।
তেকারণে কিশোরী করে তাহারে মিনতি॥

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ

জয় বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ জয় বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র জয় মহীধর॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জীবের জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ॥
গৌরাঙ্গের কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
শুনিতে যাহার গুণ পরম সন্তোষ॥
নিত্যানন্দ শাখা মধ্যে তাহার গণন।
অগ্রদ্বীপে[1] সেবা যার ভুবন মোহন॥
শ্রীগোপীনাথ দেব যার প্রেমবশ হৈল।
পুত্র রূপ পরিগ্রহী পিণ্ডকার্য্য কৈল॥
অদ্যাবধি সেই কার্য্য করে আচরণ।
গোবিন্দের গুণগাথা অদ্ভুত কথন॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ১৮৮ শ্লোকঃ—
"কলাবতী রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা ব্রজেস্থিতা।
শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাদ্যতামতাঃ॥
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব যথাক্রমং॥"
বিশাখার তিন সখী প্রেমরসবতী।
রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা আর কলাবতী॥
বিশাখা রচিত গীত করিত কীর্ত্তন।
শুনি রাধা কৃষ্ণ সুখে হইত মগন॥
সেই তিন সখী এবে করি আগমন।
সঙ্কীর্ত্তনে গৌরে সুখ দেন অনুক্ষণ॥
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব নাম।
এই তিন নামে তাঁরা হৈল বিদ্যমান॥

[1] অগ্রদ্বীপ—হাওড়া হইতে ব্যাণ্ডেল—কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী অগ্রদ্বীপ রেলষ্টেশন। একক্রোশ উত্তরে শ্রীপাট।

গোবি[illegible] মাধব বাসু ঘো[illegible]
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে বিহ্ব[illegible]
গৌরাঙ্গ সহিত করে কীর্ত্ত[illegible] বিহার
গৌরাঙ্গের কীর্ত্তনীয়া বলি [illegible]তি [illegible]র ॥
রসোল্লাসা সখী গোবিন্দ ঘোষ মহ[illegible]য় ।
মহাপাট অগ্রদ্বীপে যেবা বিলসয়

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—
"মহাপাট অগ্রদ্বীপ জানিবা ভক্তগণ ॥
দুই তিন ভক্তবাসে মহাপাটাখ্যান ॥
অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম ।
এই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ ॥"

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—
"গঙ্গাপার গ্রাম শ্রীঅগ্রদ্বীপ নাম ।
গোপীনাথ প্রকাশ যাহা স্বয়ং ভগবান ॥
গোবিন্দ ঘোষ বাসু ঘোষ আর মাধব ঘোষ ।
যে স্থান দেখিতে হয় পরম সন্তোষ ॥"
শ্রীখণ্ডের গঙ্গাপার অগ্রদ্বীপ গ্রাম ।
আবির্ভূত তিন ঘোষ হেরি দিব্য স্থান ॥
অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষ সেবা প্রকাশিল ।
গোপীনাথ নামে তেঁহ জগত মোহিল ॥
গোপীনাথ প্রকাশের অদ্ভুত কথন ।
লোকশ্রুতি বাক্যে কহি শুন সর্ব্বজন ॥
একদা আহার অন্তে প্রভু গৌরহরি ।
মুখবাস চাহে ঘোষে কৃপা দৃষ্টি করি ॥
আজ্ঞা মাত্র ঘোষ হরিতকী সমর্পিল ।
ঘোষের সঞ্চয় হেরি প্রভু রুষ্ট হৈল ।

[illegible] তাহার প্রেমে বদ্ধ প্রভু মন ।
তথাপি [illegible]ক্রোধে করিল বর্জ্জন ॥
গৌরাঙ্গ [illegible]খী গোবিন্দের মন ।
সকাতরে [illegible]ভুপাদ করয়ে ক্রন্দন ॥
তবে প্রভু কৃপা করি তাঁরে আজ্ঞা দিল ।
গোপীনাথ সেবা স্থাপি সেবিতে লাগিল ॥
প্রেমানন্দে নিরবধি করয়ে সেবন ।
পরম বাৎসল্যভাবে সেবায় মগন ॥
সহসা ঘোষের পুত্র পরলোকে গেল ।
পুত্রের বিয়োগে ঘোষ অধীর হইল ॥

ভক্ত বৎসল গোপীনাথ বলেন বচন ।
কেন দুঃখ কর মুই তোমার নন্দন ॥
নিরবধি পুত্রভাবে করিছ সেবন ।
পুত্রের কর্ত্তব্য মুই করিব পালন ॥
শ্রীবিগ্রহ রূপে তব শ্রাদ্ধাদি করিব ।
সর্ব্বকাল এই রীতি জগত হেরিব ॥
চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশী তিথি আগমনে ।
শ্রাদ্ধবাস গোপীনাথ পড়য়ে যতনে ॥
কুশাঙ্গুলী পরি করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ।
প্রতি বর্ষ হেরি আজি ভাগ্যবান জন ॥
ভক্তাধীন গোপীনাথ ভক্তের কারণ ।
বেদ অগোচর লীলা করে অনুক্ষণ ॥
প্রভুর গায়ক গোবিন্দ ঘোষ মহামতি ।
তাঁহার মহিমা গাহে কাহার শকতি ॥

গোবিন্দ ঘোষের পদে লইয়া স্মরণ ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে গৌরাঙ্গ সেবন ।

শ্রীমাধব ঘোষ

জয় প্রেম অবতার প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় প্রেমদানকারী নিতাই সুন্দর॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর পরিকর॥
নিত্যানন্দ পারিষদ শ্রীমাধব ঘোষ।
শ্রবণে যাহার গীত প্রভুর সন্তোষ॥
প্রভু যারে করিল অভ্যাঙ্গ স্বরদান।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা আখ্যান॥

তথাহি—(গোবিন্দ ঘোষ দ্রষ্টব্য)—

ব্রজের গুণতুঙ্গা এবে শ্রীমাধব ঘোষ।
শ্রবণে যাহার গীত ঘুচে দুঃখ শোক॥
গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনে সদা করয়ে বিহার।
নিত্যানন্দ প্রসাদে যত মহিমা তাহার॥
নিত্যানন্দ প্রভু যবে গৌড়ে আগমন।
সেইকালে সঙ্গে গৌর দিল তিনজন॥
গোবিন্দ বাসুদেব আর শ্রীমাধব।
বিহরয়ে গৌরপ্রেমে পায় অনুভব॥
পানিহাটী গ্রামে নাচে প্রভু নিত্যানন্দ।
গাহয়ে গায়ক যত পায় মহানন্দ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অঃ—

"সুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা-প্রিয়তম॥"
পরম অদ্ভুত মাধব ঘোষের গায়ন।
"বৃন্দাবনের গায়ন" বলি যাহার কথন॥
তমলুকে যেবা প্রেম সেবা প্রকাশিল।
রাম গোপাল দাস তাহা গ্রন্থেতে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়েঃ—

"তমোলোকে[1] মাধব ঘোষের দেবালয়।
হরিবিষ্ণু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥"
প্রভু নিত্যানন্দ যবে গৌড়দেশে এল।
গায়ক মাধব প্রভুর সঙ্গেতে আসিল॥
এড়িয়াদহে গদাধর দাসের ভবনে।
নিত্যানন্দ নাচে মাধব রহয়ে কীর্ত্তনে॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যে ৫ম অধ্যায়—

"হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ মল্লরায়।
করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল লীলায়॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্যধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মণি॥
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া শ্রীমাধব ঘোষ।
যাহার কীর্ত্তনে সদা প্রভুর সন্তোষ॥
প্রভু নিত্যানন্দ সহ সতত বিহার।
কিশোরী সতত কৃপা বাঞ্ছয়ে তাহার॥

[1] তমলুক—হাওড়া—খড়্গপুরের মধ্যবর্ত্তী মেছেদা ষ্টেশন হইতে বাসে তমলুক যাওয়া যায়।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ

জয় জয় শচীসুত ভক্তগণ প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
প্রভু নিত্যানন্দগণ বাসুদেব ঘোষ।
শ্রবণে যাহার গীত পরম সন্তোষ॥
গৌর গুণ বিনা যেবা অন্য নাহি জানে।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর ঘোষে সর্ব্বস্থানে॥

তথাহি—(শ্রীগোবিন্দ ঘোষ দ্রষ্টব্য)—
ব্রজের রসোল্লাসা সখীর আগমন।
বাসু ঘোষ নামে করে গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন॥
পূর্ব্বেতে শুনায়া গীত মোহিত কৃষ্ণ মন।
এবে তুষ্ট করে গৌরে করিয়া কীর্ত্তন॥
গৌরাঙ্গ[1] পুরেতে যার সেবার প্রকাশ।
নিতাই সঙ্গে রহি করে কীর্ত্তন বিলাস॥

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে ঃ—
"বাসুদেব ঘোষের তাহা গৌরাঙ্গপুর হয়।
যাদব সিংহের নবরত্ন দেখিতে বিস্ময়॥"
গৌরাঙ্গপুরে তেঁহ সেবা প্রকাশয়।
গৌর গুণ কীর্ত্তনেতে সদা মতি রয়॥

ত[illegible]হি বৈষ্ণব বন্দনা—
"শ্রী[illegible] ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌ[illegible]ণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥"
গৌরাঙ্গ মহিমা পদ করিয়া রচন।
জগতে জানাল গৌর পতিত পাবন॥
পদকর্ত্তা বাসু ঘোষ জ্ঞাত সর্ব্বজন।
কিশোরী করয়ে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন॥

শ্রীকৃষ্ণ দাস

জয় জয় নদীয়ার ইন্দু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় পদ্মাবতী সুত মহীধর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
বড় গাছি বাসী হরি হোড়ের নন্দন।
কৃষ্ণদাস নাম তাঁর অতি বিচক্ষণ॥
নিত্যানন্দ প্রিয়পাত্র অতি ভাগ্যবান॥
নিতাইর মহিমা গানে নহে বাহ্য মন॥
নিতাই চরণে তার সমর্পিত মন।
যাঁর আর্ত্তি নিত্যানন্দ বিবাহ কারণ॥

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১২ তরঙ্গে—
"বড়গাছি[2] গ্রামে হরি হোড়ের সন্তান।
কৃষ্ণদাস নাম তাঁর তেঁহো ভাগ্যবান॥

---

[1] গৌরাঙ্গপুর—হাওড়া—তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর নামিয়া ২০-এ বাসে গৌরাঙ্গপুর যাওয়া যায়।
[2] বড়গাছি—শিয়ালদা—লালগোলা রেলপথে মুড়াগাছা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পথ।

নিত্যানন্দ পদে তাঁর সুদৃঢ় ভকতি।
করাইতে বিবাহ তাহার আর্ত্তি অতি॥”
তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—
“বড়গাছি সালিগ্রামে কৃষ্ণদা[illegible]বাস।
বড়গাছির রাজা হরি হোড়ের নন্দ[illegible]।
নিত্যানন্দ বিবাহে যার চেষ্টা বিলক্ষণ॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর করে ক্ষেত্র বা[illegible]।
কতদিন নিত্যানন্দে রাখে নিজ পাশ॥
পাছে নিত্যানন্দে গৌড়দেশে পাঠাইল।
বিবাহ করিতে তবে আজ্ঞা সমর্পিল॥
গৌড়ে আসি নিত্যানন্দ করয়ে ভ্রমণ।
পানিহাটী হয়া সপ্তগ্রামে আগমন॥
তথা হইতে শান্তিপুরে উপনীত হৈল।
নবদ্বীপ গিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে নাচিল॥
নিতাইর বিবাহে সবার বাঞ্ছা হৈল।
কৃষ্ণদাস ভাগ্যবান মহাগ্রহ কৈল॥
উদ্ধারণ সহ নিতাই শালিগ্রাম গেল।
বৈভব প্রকাশি সূর্য্যদাসে মতি কৈল॥
সূর্য্যদাস শ্রীবাস পাশে বিপ্র পাঠাইল।
সূর্য্যদাস অভিপ্রায় বিপ্র জানাইল॥
শুনি সুখে সবে কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
কৃষ্ণদাস মহানন্দে বড়গাছি গেল॥
বিবাহের দ্রব্য যত কৈল আয়োজন।
প্রাতে কর লয়া চলে শ্রীবাসাদিগণ॥
বড়গাছি গ্রামে সবে উপনীত হৈল।
কৃষ্ণদাস সবা লয়া নিজ ঘরে গেল॥
যথাযোগ[illegible]ল বাসস্থান।
[illegible]তাযে সবাকার মন॥
প্রভুর [illegible]হ ব[illegible] সর্ব্বত্র ঘোষিল।
কৃষ্ণদাস [illegible]র সবে প্রভুকে হেরিল॥
অধিবাস [illegible]া লয়া [illegible]ল সূর্য্যদাস।
কৃষ্ণদাস ঘ[illegible] মহানন্দের প্রকাশ॥
তথা হৈতে [illegible]বাহে প্রভু শালিগ্রামে গেল।
সূর্য্যদাস ভাগ্যবান কন্যা সমর্পিল॥
বিবাহ করিয়া প্রভু কৈল আগমন।
বড়গাছি গ্রামে কৃষ্ণদাসের ভবন॥
কৃষ্ণদাস বাঞ্ছা মতে নিত্যানন্দ রায়।
বসুধা জাহ্নবা সহ বিলসে তথায়॥
কতদিন রহি নিত্যানন্দের গমন।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এসব বর্ণন॥
আত্মশুদ্ধি লাগি করি কিঞ্চিৎ বর্ণন।
পরম অদ্ভুত কৃষ্ণদাসের কথন॥
নিত্যানন্দ প্রিয়পাত্র কৃষ্ণদাস মহামতি।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করিয়া মিনতি॥

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে চতুর্থ
খণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ পরিকর মহিমা বর্ণনে
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি পার্ষদ
মহিমা কথনং নাম ষষ্ঠ লহরী
সমাপ্ত।

। চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

॥ শ্রীশ্রী... চৈতন্য...দায় নমঃ ॥

শ্রীশ্রী...গৌরভক্তামৃত ...রী

পঞ্চম খণ্ড
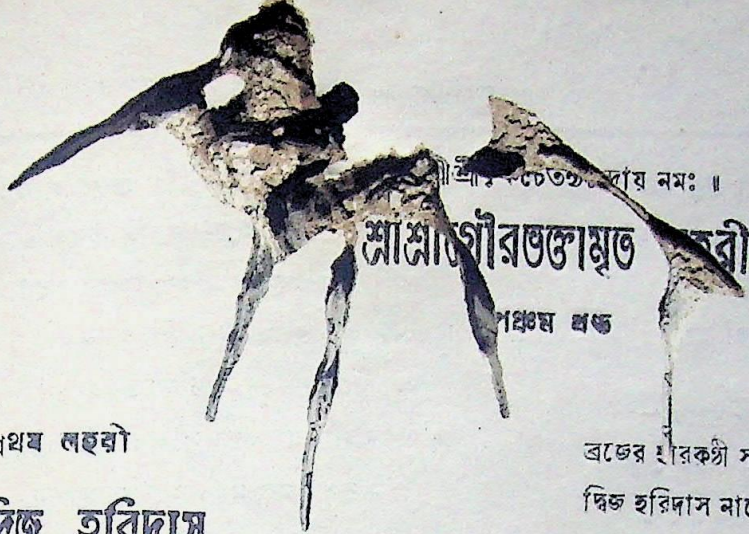
প্রথম লহরী

দ্বিজ হরিদাস

জয় দীন দয়াময় প্রভু গৌরচন্দ্র।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র ধরণীধরেন্দ্র ॥
জয় জয় সীতাপতি কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
কাঞ্চন গড়িয়াবাসী দ্বিজ হরিদাস।
যাঁর গীত শুনি গৌর অধিক উল্লাস ॥
নিত্যানন্দ পরিষদে তাঁহার গণন।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন ॥
সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে মুকুন্দ দাসের বর্ণন।
দ্বিজ হরিদাস নিত্যানন্দ শিষ্য হন ॥

তথাহি—
"জ্ঞানদাস ঠাকুর আর দ্বিজ হরিদাস।"
দ্বিজ হরিদাসের পূর্ব্ব অবতার কথন।
গৌরগণোদ্দেশে রামাই পণ্ডিত বর্ণন ॥

তথাহি—
"হারকণ্ঠী নাম সখী ব্রজের বিলাস।
এবে সে জানিবে তিঁহো বিপ্র হরিদাস ॥"
হারকণ্ঠী নামে সখী ব্রজের ভূষণ।
চতুষষ্ঠী সখী মধ্যে যাহার গণন ॥
ব্রজের হারকণ্ঠী সখী ধরা আগমন।
দ্বিজ হরিদাস নামে বিদিত ভুবন ॥
কাঞ্চনগড়িয়া[1] মাঝে সতত বিলাস।
গৌরলীলা মাঝে ফিরে হইয়া উল্লাস ॥
রহিয়া গৌরাঙ্গসহ করে সঙ্কীর্ত্তন।
সেবানন্দে দিবানিশি রহয়ে মগন ॥

তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা—
দ্বিজ হরিদাস বন্দ দৈত্য বিষ্ণুদাস।
যাঁর গীত শুনি প্রভু অধিক উল্লাস ॥
নবদ্বীপে দ্বিজ হরিদাস গৃহ ছিল।
চৈতন্য চরিতে কর্ণপুর যে গাহিল ॥
মুরারী গুপ্ত গৃহ সমীপেতে স্থান।
সপ্তম সর্গ পঁচানব্বই শ্লোক প্রমাণ ॥

তথাহি—
সমুরারী গুপ্ত নিলয়ং সহ তৈ,
রূপগত্য ভূরি করুণঃ প্রভবৌ।
পুরনপ্যগাদ্দ্বিজগেহমধ্যো,
রজনীঞ্চ তত্র করুণোঽগময়ৎ ॥
শ্রীগৌরসুন্দর যদি করিল সন্ন্যাস।
ক্ষেত্রে গিয়া রহিলেন তাঁহার সকাশ ॥
গৌরাঙ্গের ক্ষেত্রলীলা করিল দর্শন।
প্রভু অন্তর্ধানে হৈল ব্যাকুলিত মন ॥

---

[1] কাঞ্চনগড়িয়া—কাটোয়া—আজিমগঞ্জ রেলপথে বাজারসাহু ষ্টেশন হইতে এক মাইল।

বিরহ বিক্ষেপেতে অধৈর্য্য তনু-মন।
প্রাণ ত্যজিবারে তবে কৈল [illegible] মন॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌ[illegible]।
সান্ত্বনা করিল কত জানিয়া অ[illegible]॥

তথাহি—শ্রীভঃ রত্নাঃ ৬ষ্ঠ তরঙ্গে—
"দ্বিজ হরিদাসাচায্য প্রভু অদর্শনে॥
দেহত্যাগ করিবেন—করিলেন মনে॥
তিলার্দ্ধেক ধৈরয ধরিতে নাহি পারে।
নিরন্তর নয়নের জলেই সাঁতারে॥
কিছুই না ভায়—হিয়া জ্বলে অগ্নি প্রায়।
কোথা গেলা প্রভু বলি—অবনী লোটায়॥
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিব রজনী বিহানে।
না রাখিব প্রাণ প্রভু গৌরচন্দ্র বিনে॥
ঐছে বিচারিতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগৌরসুন্দর দেখা দিল॥"
পরম দয়াল প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভক্ত দুঃখ বিনাশিতে হইল গোচর॥
নানামতে হরিদাসে কৈল প্রবোধন।
কহিলেন শ্রীনিবাসাচায্য বিবরণ॥
সবে মিলি শ্রীনিবাসে কৃপা প্রদর্শিবে।
ভক্তিগ্রন্থ প্রচারিতে গৌড়ে পাঠাইবে॥
তাঁর স্থানে নিজ পুত্রদ্বয়ে দীক্ষা দিবে।
বিলম্ব না করি ব্রজে ত্বরিতে চলিবে॥
তোমার সমীপে মুই রহি অনুক্ষণ।
মধ্যে মধ্যে পাবে তুমি মোর দরশন॥
এত কহি আলিঙ্গিয়া হৈল অদর্শন।
স্বপ্নভঙ্গে হরিদাস ব্যাকুলিত মন॥
[illegible] ত্যজি স্বগৃহে আসিল।
পুত্রদ্বয়ে [illegible] আজ্ঞা সকলি কহিল॥
আচা[illegible]র স্থা[illegible]ন দীক্ষা করিবে গ্রহণ।
এত ক[illegible]হি ব্রজধামে করিল গমন॥
কতদি[illegible] ব্রজধামে উপনীত হৈল।
ব্রজবাসী গৌরগণে সদৈন্যে বন্দিল॥
শুনি রূপ [illegible]নাতন গোঁসাই সঙ্গোপন।
ভূমে পড়ি অধৈর্য্যেতে করয়ে ক্রন্দন॥
নির্জ্জন কুঞ্জে বৃক্ষতলে রহে অনুক্ষণ।
দৈবে শ্রীনিবাস সহ হইল মিলন॥
প্রভু আজ্ঞা স্মরি তাঁরে বহু কৃপা কৈল।
প্রভু আজ্ঞা কহি পুত্রে দীক্ষা দিতে কৈল॥
হেনমতে হরিদাস করে ব্রজবাস।
নিরবধি রহে গৌরগণের সকাশ॥
প্রেমযোগে করে সদা গৌরাঙ্গ স্মরণ।
কতদিনে ব্রজভূমে হৈল অদর্শন।
মাঘ মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে।
স্মরিয়া গৌরাঙ্গ পদ হৈল সঙ্গোপনে॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ পুত্র দুইজন।
মহোৎসব করিলেন করিয়া যতন॥
কাঞ্চন গড়িয়া ধামে মহোৎসব হইল।
যতেক গৌরাঙ্গগণ তথায় পৌঁছিল॥
সপার্ষদে আচার্য্য তথা হৈল বিদ্যমান।
হৈল অপূর্ব্বোৎসব হেরে ভাগ্যবান॥
দ্বিজ হরিদাস গুণ অপূর্ব্ব কথন।
যাঁর সঙ্গে গৌরচন্দ্র রহে অনুক্ষণ॥
গৌরপ্রেম পারিষদ দ্বিজ হরিদাস।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে হইয়া উল্লাস॥

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত

জয় জয় পূর্ণবতার নদীয়াবিহারী।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাবতারী।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ।
নিত্যানন্দ পারিষদ জগদীশ পণ্ডিত।
পরম অদ্ভুত যত তাঁহার ভক্তি রীত॥
শ্রীপাট যশোড়াতে[1] সেবার স্থাপন।
স্থাপি জগন্নাথ সেবা তারিল ভুবন॥
নৃত্য বিনোদী বলিয়া যাহার আখ্যাতি।
সেবিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে দেখাল পীরিতি॥
একাদশী দিনে যাঁর নৈবেদ্য খাইল।
জগদীশের প্রেমগুণ জগতে ব্যাপিল॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৪৩ শ্লোঃ—
আসীদ্ ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকোরসকোবিদঃ।
সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য পণ্ডিতঃ॥
রসজ্ঞ নর্ত্তক ব্রজে চন্দ্রহাস নাম।
নৃত্য-গীতে কৃষ্ণে সুখ দেন অবিরাম॥
তেঁহ এবে গৌরসহ করি আগমন।
নৃত্য-গীতে গৌরে সুখ দেন অনুক্ষণ॥
গৌরসহ সঙ্কীর্ত্তনে করয়ে বিহার।
প্রেমানন্দে সঙ্কীর্ত্তনে নাচে অনিবার॥
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধনপ্রাণ।
নিতাই চরণ বিনা নাহি অন্য জ্ঞান।
ক্ষেত্র হোতে নিতাই যবে গৌড়দেশে এল।
রহিয়া নিতাই সহ প্রেম প্রচারিল॥

পণ্ডিতের পরিচয় অপূর্ব্ব কাহিনী।
গদাধর [illegible] করে সূচকে বাখানি॥

তথাহি—শ্রীজগদীশ পণ্ডিত সূচকে—
জগদীশ পণ্ডিত জয় জয়
গোঘাট নিবাস ছাড়ি, জগন্নাথ মিশ্র বাড়ী
যেঁহ আসি করিলা আশ্রয়॥
অনুজ মহেশ লৈয়া, সঙ্গেতে দুখিনী জায়া,
মিশ্রের সহিত সখ্যভাব॥
শচী মা দুখিনী সনে, সখ্যতা আনন্দ মনে,
সদা ভক্তিরসের আলাপ॥
কতেক দিবস পরে, জগন্নাথ মিশ্র ঘরে,
মহাপ্রভু হৈলা অবতীর্ণ।
একদশী ব্রত জানি, খাইলা নৈবেদ্য আনি,
তাহাতে জন্মিলা ভক্তিচিহ্ন॥
ঈশ্বর লক্ষণ দেখি, পণ্ডিত হইলা মহাসুখী,
সেবা করে বাৎসল্যের রসে।
দুখিনী পিয়ায় স্তন, ক্রোড়ে করি সর্ব্বক্ষণ,
মুখ দেখি আনন্দেতে ভাসে॥
তবে কতদিন গেল, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস কৈল,
জগদীশ দুঃখিত হৃদয়।
গৌরাঙ্গের মন জানি, মনে মনে অনুমানি,
নীলাচলে করিলা বিজয়॥
নাচি জগন্নাথ আগে, ভক্তি কৈল অনুরাগে,
জগন্নাথ স্বপনে কহিল।
বর লেহ মোর ঠাঁই, যাহা চাহ দিব তাই,
পণ্ডিত বর মাগিয়া লইল॥

[1] যশোড়া—শিয়ালদহ—রাণাঘাট রেলপথে চাকদহ ষ্টেশনে নামিয়া এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

তব পূর্ব্ব কলেবর, মোরে দে[illegible]
শুনি প্রভু প্রসন্ন হইলা।
রাজ-স্থানে দেখাইল, কা[illegible] করি লৈয়া আইল,
যশোড়ায় প্রকট [illegible]য়া॥
মহাপ্রভু জগন্নাথে, [illegible]খিয়া বিস্ময় চি[illegible],
পণ্ডিতেরে কহে মৃদু[illegible]ষ।
তুমি এই স্থানে রহ, মো[illegible] তুমি আজ্ঞা দেহ
আমি করি নীলাচলে বাস॥
শুনিয়া দুখিনী কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
যেন ক্ষেপা পাগলিনী প্রায়।
তবে প্রভু বাল্যরসে, জানিয়া ভকতি বশে,
সেই তনু হৈল দুই কায়॥
তবে এক তনু নিল, গৌর গোপাল নাম থুইল,
সেবা করে বাৎসল্যের ভাবে।
এই মত দিবানিশি, কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ভাসি,
নিস্তারিল আপন প্রভাবে॥
পণ্ডিত গোঁসাইর গুণে, কে করিবে ব্যাখ্যানে,
যার শাখা রঘুনাথাচার্য্য।
যাঁর পিতা ভগবান, খঞ্জন আচার্য্য নাম,
মালিপাড়ায় প্রকাশিল আর্য্য॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সঙ্গে লৈয়া ভক্তবৃন্দ,
যশোড়া আলয়ে সদা বাস।
বৈষ্ণবের আদেশে, পাইয়া কিছু সবিশেষে,
বিরচিল গদাধর দাস॥”

পূর্ব্বদেশে কমলাক্ষ নামেতে ব্রাহ্মণ।
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর ভক্তি পরায়ণ॥
নারায়ণ বরে ভীম একাদশী দিনে।
পুত্ররূপে জগদীশ লভিল জনমে॥
বাল্য[illegible] জন্মিল আ[illegible]।
[illegible]য়ন করিলেন শেষ॥
বিদ্যা[illegible]ধি [illegible] সহ শাস্ত্র বিচারণ।
কৃষ্ণ [illegible]দেশ [illegible]ল করিয়া যতন॥
তপন [illegible]হিতা দুঃখিনী ভাগ্যবতী।
বিবাহ [illegible]ল জগদীশের সংহতি॥
কতদিনে পিতামাতা স্বধাম গমন।
সমাধিল শ্রাদ্ধাদিক তুলসী কানন॥
গঙ্গাবাস অভিলাষ হৃদয়ে জন্মিল।
ভ্রাতা পত্নী সহ নবদ্বীপেতে আসিল॥
কনিষ্ঠ মহেশ নাম প্রেমিক প্রধান।
দ্বাদশ গোপালমধ্যে হয় তার স্থান॥
হিরণ্য পণ্ডিত সহ নদীয়া মিলন।
কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণ চিন্তায় একত্র দুজন॥
একাদশী দিনে গৌর করি আগমন।
স্বরূপ দেখাল করি নৈবেদ্য ভক্ষণ॥
তবে ভ্রাতা স্থানে নিজ পত্নীরে রাখিয়া।
জগদীশ নীলাদ্রী চলে আনন্দিত হয়া॥
জগন্নাথ পাদপদ্মে আত্ম সমর্পিল।
আজ্ঞায় বৈকুণ্ঠ স্থলের প্রতিমূর্ত্তি লইল॥
যশোড়ায় আনি জগন্নাথ কলেবর।
তথায় স্থাপিয়া সেবে আনন্দ অন্তর॥
কতদিনে নিতাই গৌরের আগমন।
দুঃখিনীরে মাতৃজ্ঞানে করিল যতন॥
কহে মাতা পরমান্ন করাহ ভোজন।
শুনি আনন্দেতে রান্ধে দুঃখিনী তখন॥
দুঃখিনী আনন্দে রান্ধে নাহি বাহ্যলেশ।
হস্তেতে নাড়য়ে ব্যথা পাইল বিশেষ।
সেই ব্যথা গৌরহরি কৈল অঙ্গীকার।
ধাত্রীমাতা দুঃখিনীর মহিমা অপার॥

গৌরাঙ্গ বহির্ম্মুখ আছিল [illegible]
জগদীপ কোপে শ্রীগৌরাঙ্গে [illegible]শয়॥
শ্রীগৌর গোপাল মূর্ত্তি গৌ[illegible]ঙ্গ হইল॥
পরম যতনে দুঃখিনী সেবি[illegible]ে লাগিল॥
প্রভু আজ্ঞায় জগদীশের নীলাদ্রী [illegible]মন।
পথে নৃত্যে—নৃত্য বিনোদী নাম প্রকাশন॥
গৌড়দেশে প্রেম দিতে নিতাই আগমন।
ভগবান আচার্য্যে পুত্রবর করিল অর্পণ॥
তৎপুত্র রঘুনাথের দীক্ষাদি কারণ।
স্বমুখে গৌরাঙ্গ তাঁরে কৈল আজ্ঞার্পণ॥
কালক্রমে আচার্য্যের পুত্র জন্মিল।
সেই পুত্রে জগদীশ করে সমর্পিল॥
আপনে করিলা পুন নীলাদ্রী গমন।
মালীপাড়ায় রঘুনাথের শ্রীপাট স্থাপন॥
জগদীশের এক পুত্র এক কন্যা হয়।
রামভদ্র রসমঞ্জরী নাম যে কহয়॥
প্রভু নিত্যানন্দ সুতা গঙ্গা ঠাকুরাণী।
তাঁর পুত্র শ্রীগোপাল বল্লভ বাখানি॥
শ্রীপাট জিরাটেতে তাঁর অবস্থান।
রসমঞ্জরী কন্যা তাঁরে কৈল সম্প্রদান॥
পৌষী শুক্লা তৃতীয়ায় কৈল অদর্শন।
জগদীশ পণ্ডিতের এই লীলার ঘটন॥
গৌরলীলা সহায় লাগি কৈল অবতার।
স্বকার্য্য সাধিয়া গেল লীলার মাঝার॥
নিত্যসিদ্ধ পরিকর জগদীশ পণ্ডিত।
কিশোরী গাহয়ে তাঁর অদ্ভুত চরিত॥

—•—

শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জগত বরেণ্য॥
জয় জয় সীতাপতি লাভার নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ পরমানন্দ গুপ্ত।
পরম অদ্ভুত তাঁর যতেক মহত্ব॥
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়।
পরমানন্দের প্রেম সীমা ভুবনে ঘোষয়॥
গণোদ্দেশে কর্ণপুর বলয়ে বচন।
ব্রজের মঞ্জুমেধা এবে কৈল আগমন॥
বঙ্গশালা অধিষ্ঠাত্রী ব্রজ দূতীগণ।
তাঁর মধ্যে মঞ্জুমেধা নাম একজন॥
নৃত্য গীত বাদ্যে মোহে যুগল কিশোর।
সুনির্ম্মল প্রেমার্ণবে রহয়ে বিভোর॥
তেঁহ এবে ধরা মাঝে করি আগমন।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে সেবাতে মগন॥
পরমানন্দ গুপ্ত নাম করিয়া ধারণ।
নিত্যানন্দগণ মাঝে করে বিচরণ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৯৯ শ্লোকঃ
"পরমানন্দ গুপ্তো যৎ কৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী।"
তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ (জয়ানন্দ) নদীয়া খণ্ড—
"সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥"
পরমানন্দ গুপ্ত হন পরম মহান।
শ্রীগৌরাঙ্গ গুণগানে সদা তাঁর মন॥

প্রভু নিত্যানন্দ সহ সতত বিহার।
চৈতন্য ভাগবত দ্বারে জগতে প্রচার॥

তথাহি—

প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥
নিত্যানন্দ পরিকর গুপ্ত পরমানন্দ।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁর পাইয়া আনন্দ॥

—০—

শ্রীসদাশিব কবিরাজ

জয় প্রেমপুরন্দর প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব গুণধর॥
জয় লাভাদেবী সুত জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর অনুচর॥
নিত্যানন্দ পারিষদ সদাশিব কবিরাজ।
কংসারি সেন সুত গৌরভক্ত রাজ॥
বোধখানা শ্রীপাটেতে সদা বিরাজিত।
নিত্যানন্দ প্রেমগুণে সদা বিমোহিত॥

ত[illegible]ঃ গঃ দীঃ—১[illegible] শ্লোকঃ
পূ[illegible]ণী যাসীদ্ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা।
অধু[illegible] গো[illegible]দেশে সা কবিরাজ সদাশিব॥

তথাহি—[illegible]চৈতন্য চন্দ্রোদয়েঃ—

“চন্দ্রা[illegible]লী সদা[illegible]ব কবিরাজ মহাশয়।
চৈতন্যের প্রিয়শ্রেষ্ঠ সদা প্রেমময়॥
একদিন চৈতন্য প্রভু চন্দ্রাবলী নাম।
স্মরণে শ্রীকবিরাজ করিল প্রণাম॥
প্রণতি করিয়া তখন গেলা দক্ষিণ পাশে।
চন্দ্রাবলী রূপ দেখাইলা ভাবাবেশে॥”
হেনমতে একবাক্যে কহে সর্ব্বজন।
ব্রজের চন্দ্রাবলী এবে ধরা আগমন॥
পূর্ব্বভাব অনুরাগে সেবার কারণ।
সদাশিব কবিরাজ নামে দিল দরশন॥
তাঁর পুত্র হন শ্রীপুরুষোত্তম দাস।
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে তাঁহার প্রকাশ॥
পুরুষোত্তম সুত শ্রীকানু ঠাকুর।
সবে গৌরাঙ্গের গণ মহিমা প্রচুর॥
সবংশে করয়ে সুখে গৌরাঙ্গ সেবন।
সদাশিব কবিরাজ গৌর পরিজন॥
সদাশিব কবিরাজ চরণে শরণ।
কিশোরী করয়ে বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ চরণ॥

—০—

শ্রীকানু ঠাকুর

জয় জয় শচীসুত লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ পুরুষোত্তম দাস।
সদাশিব কবিরাজ সুত অদ্ভুত প্রকাশ॥
তাঁর পতিব্রতা শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী।
নিত্যানন্দ পত্নীসহ সখীত্ব বাখানি॥
তাঁর গর্ভে জনমিল শ্রীকানু ঠাকুর।
ব্রজের উজ্জ্বল বলি মহিমা প্রচুর॥
নিত্যানন্দ পালনে শিশু কৃষ্ণদাস নাম।
'কানু ঠাকুর' নাম করেন শ্রীজীব প্রধান॥
মহিমা হেরিয়া শ্রীজীব গোঁসাই দিল নাম।
শ্রীকানু ঠাকুর গুণ অপূর্ব্ব আখ্যান॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে—১১ পরিঃ

"সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃত পূর॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ

"পুরুষোত্তম সুত শিশু কৃষ্ণদাস গোস্বামী।
উজ্জ্বল স্বরূপ অনুভবে জানি আমি॥

ব্রজের উজ্জ্বল সখা প্রেমানন্দ ধাম।
কলি [illegible] অবতারে হৈল বিদ্যমান॥
গঙ্গা[illegible] [illegible]সুখসাগর মহা পুণ্যধাম॥
আসি[illegible] প্রকট হৈল উজ্জ্বল ধীমান॥
শ্রীকা[illegible] ঠাকুর নামে বিদিত হইল।
অপ্রা[illegible]ত লীলা করি জীব ধন্য কৈল॥
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন।
শুনহ রসিক ভক্ত করিয়া যতন॥

তথাহি—শ্রীকানু তত্ত্ব নির্ণয়ে—

"সুচারু-সুখসাগরে সুরতরঙ্গিনী সান্নিধ্যে।
যা আবির্ভবৎ সুধা-কিরণ-নিন্দি যস্যাননম্।
জগাম কিল জাহ্নবী-তনয়তা মহোলায়য়া॥

ত্রিলোক তারিণী সুর তরঙ্গিনী,
সমীপে বিরাজমান।
অতি গণ্য গ্রাম, অতি সুখ ধাম,
সুখসাগরাভিধান॥
উজ্জ্বল গোপাল, জানি যোগ্যকাল,
হইয়া অপূর্ব্ব জ্যোতি।
সে সুখ সাগরে, মৃত্তিকা গহ্বরে,
করিলেন নিবসতি॥
যে যোগী সে বেশে, একদা প্রবেশে,
পুরুষোত্তমের ঘরে।
ডাকে "মা-মা" বলি, শুনি কুতূহলী,
আসে দেবী বেগ ভরে॥
ঠাকুর জায়ায়, ছলিয়া মায়ায়,
যোগী কহে তাঁর প্রতি।
দেহ মা আমায়, আহার ত্বরায়,
ক্ষুধায় কাতর অতি॥

যোগীবর বাণী, শুনি ঠাকুরাণী,
অতি সমাদরে তাঁ[illegible]

মনের মতন, [illegible]ায় ভোজন,
নানাবিধ উপহারে।

খেদিতা হইয়ে, কান্দিতে কান্দিতে,
কহে দেবী যোগীবরে।

ওরে বাছাধন, কহি মা বচন,
জুড়াইলে মমান্তরে॥

না হ'ল সন্তান, দুখে দহে প্রাণ,
বৃথা এ জীবন রাখা।

বৃথা বাড়ী ঘর, বিভব বিস্তর,
বৃথা এ সংসারে থাকা॥

কহে যোগীবর, রোদন সম্বর,
কাতরা না হও দুখে।

জানিহ নিশ্চয়, তোমার তনয়,
হইব, রহি যে সুখে॥

শুনি এ বচন, পুলকিত মন,
ঠাকুরাণী কহে তাঁরে।

তুমি বাপধন, হইবে নন্দন,
জানা যাবে কি প্রকারে॥

কহে যোগীবর, মৃত্তিকা গহ্বর,
মাঝে থাকি ধ্যান ভরে।

কোন কুম্ভকার, আসি তথাকার,
মৃত্তিকা খনন করে।

অস্ত্রাঘাত তার, লাগিল আমার,
স্কন্ধের উপরি ভাগে।

কহি মা তোমায়, চিনিবে আমায়,
নিরখিয়া সেই দাগে॥

গূঢ়[illegible] না কহ এখন,
[illegible]ল হারাবে প্রাণ।

দেখিতে দেখি[illegible], করে আচম্বিতে,
যো[illegible]বর অন্তর্দ্ধান॥

বিস্ময়ে [illegible]গন, জাহ্নবীর মন,
সতত ভাবনা করে।

এত যোগী নয়, দেবতা নিশ্চয়,
ছলনা করিল মোরে॥

কালে ঠাকুরাণী, হইল গর্ভিনী,
কালে প্রসবিলা সুত।

করি নিরীক্ষণ, সুত সুলক্ষণ,
হইল পুলক যুত॥

হয়ে সে নন্দন, করিয়া শ্রবণ,
নিরখিতে সবে আসে।

বান্ধব স্বজন, সবাকার মন,
আনন্দ সাগরে ভাসে॥

অতি সুকুমার, সে নবকুমার,
উপমার নাহি স্থান।

তাহে করি কোলে, মাতা কুতূহলে,
করিছেন স্তন দান॥

প্রত্যক্ষ হেরিতে, মাতা আচম্বিতে,
সে চিহ্ন দেখিয়া হাসে।

ধাত্রী কহে মাতা, হাসির বারতা,
কহগো আমার পাশে॥

ধাত্রীর সে বাণী, শুনি ঠাকুরাণী,
কহিবারে নাহি চায়।

তাহার আগ্রহে, যেই মাত্র কহে,
অমনি চেতনা যায়॥

ভূমিতলে পড়ে, [illegible]হি [illegible]
প্রাণবায়ু বাহিরায়
তাহে সবাকার, হ'ল হাহাকার
ঘটিল বিষম দায় ॥

—০—

॥ শ্রীগোস্বামীপাদোক্ত পদ্য ॥

তদাতদানুপূর্ব্ববৎ সা সর্ব্বং বৃত্তমবর্ণয়ৎ ।
বর্ণনানন্তবং সদ্যঃ কালগ্রাসেপপাত চ ॥
দেবীর অন্তে্যষ্ঠি ক্রিয়া করি সমাপন ।
পুত্র লাগি ঠাকুরের ব্যাকুলিত মন ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দ থাকি নিজ ঘরে ।
ঠাকুরের দুঃখ বার্ত্তা জানিয়া অন্তরে ॥
সুখ সাগরেতে আসি হয়ে উপনীত ।
মুকুন্দ তলে রহে হইয়া দুঃখিত ॥
ঠাকুর প্রভুরে তথা করি দরশন ।
দুঃখ ত্যজি হইলেন পুলকিত মন ॥
সাদরে প্রভুকে গৃহান্তরে লয়া গেলা ।
শিশু সুত আনি তাঁর সমীপে অর্পিলা ॥

তথাহি—
মুনীষুবেদোড়ুপ সংখ্য শাকে
সুতোহভিজাতঃ পুরুষোত্তমস্য ।
অপালয়ৎ স্বাত্মজনির্বিশেষং
তং জাহ্নবা মাতৃবিহীনবালম্ ॥
চৌদ্দশত সাতান্ন শকে রথযাত্রা দিনে ।
আষাঢ়ী দ্বিতীয়া তিথি হৈল আগমনে ॥
বৃহস্পতি ব[illegible] দিন অতি শুভক্ষণ ।
শ্রীকানু ঠাকু[illegible] লভিল জনম ॥
মাতৃ অন্তর্দ্ধা[illegible] পিতা বিচলিত মন ।
নিত্যানন্দ অ[illegible]গমনে কৈল সমর্পণ ॥
দ্বাদশ দিনের শিশু লয়া খড়দহে এল ।
যতনে জাহ্নবা দেবী পালন করিল ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ—২য় দর্শন :—
"দ্বাদশ দিনের যবে প্রভু লয়ে গেলা ।
যত্ন করি পুত্রভাবে পালন করিলা ॥"

তথাহি—

"তদালয়েহসৌব বৃধেহনুবাসরং
দ্বয়োপ্রযত্নাৎ সিতপক্ষ চন্দ্রবৎ ।
চকার তস্যৈ বহিনামধেয়ং
প্রভুঃ স্বয়ং শ্রীশিশু কৃষ্ণদাসম্ ॥"
খড়দহে শিশু রহে জাহ্নবা সমীপে ।
শুক্লপক্ষের চন্দ্র ন্যায় বর্দ্ধিই প্রতাপে ॥
শিশু হৈতে হেরি কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ ।
যতনে রাখয়ে নাম শিশু কৃষ্ণদাস ॥
শ্রীজাহ্নবা ব্রজে যবে করিল গমন ।
কৃষ্ণদাস মাতাসহ করয়ে গমন ॥
তথায় করিল বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
সকলে মোহিল হেরি সে সব বিলাস ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চন্দ্রোঃ—২য় দর্শন—
"কিশোর বয়স যখন তখন বৃন্দাবনে ।
মহা অনুভব তাঁহার দেখিয়াছি নয়নে ॥
সঙ্কীর্ত্তনে অদ্বিতীয় মদন গোপাল ।
মণিহার কণ্ঠে শোভে দোলে বনমাল ॥

মুরলীর রবে সভার হরিলেন চিত।
ব্রজবাসী বলে কানাই হইল [illegible]তীত॥
শ্রীজীব গোস্বামী আদি [illegible]সী গণ।
দেখিয়া তাঁহার রূপ করিলা [illegible]বন॥
সেই হইতে নাম হইল শ্রীকানু ঠাকুর।
আর কি বলিব তাঁহার মহিমা প্রচুর॥"
হেনমতে বৃন্দাবনে করয়ে বিলাস।
অন্তরে চিন্তয়ে লীলা করিতে প্রকাশ॥
কীর্ত্তন বিলাসে এক রঙ্গ প্রকাশিল।
শ্রীপাট বোধখানায় লীলাস্থলী কৈল॥
বিচিত্র সে সব লীলা করুন শ্রবণ।
কানুতত্ত্ব নির্ণয় বাক্যে বিদিত ভুবন॥

তথাহি—

"একদা জাহ্নবা দেবী সহ বৃন্দাবন।
ঠাকুর কানাই প্রভু করেন গমন॥
তথায় কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইলা।
পুনঃ পুনঃ নানারঙ্গে নাচিতে লাগিলা॥
পদের নূপুর খসি কোথায় পড়িল।
প্রেমোন্মাদ ভাবে তাহা জানিতে নারিল॥
কীর্ত্তনের অবসানে বাহ্যস্ফূর্ত্তি পেয়ে।
দেখেন নূপুর নাই দক্ষিণের পায়ে॥
তখন কহেন যথা নূপুর পড়িল।
তথায় করিব বাস প্রতিজ্ঞা রহিল॥
অন্তরে জানিল বঙ্গভূমে অবস্থিত।
বোধখানা নামে গ্রামে আছয়ে বিদিত॥
সেই গ্রামে ছুটি গিয়া নূপুর পড়িল।
সেই হেতু প্রভু তথা বসতি করিল॥"
তবে আসি বোধখানায় করিল নিবাস।
করয়ে বিচিত্র লীলা আশ্চর্য্য প্রকাশ॥

সুনিশ্[illegible]য় করে বিতরণ।
ক্রমে [illegible]সুত পঞ্চ লভিল জনম॥

তথাহি—

তস্য [illegible]ঞ্চসুতাস্তেনাং নামানি শৃণুত ক্রমাৎ।
সদ্ বৈষ্ণবা সাধুশীলা নানাগুণ সমন্বিতাঃ॥
তস্য জ্যেষ্ঠো রামভদ্রো রামভদ্র ইব শ্রুতঃ।
শচিনন্দন সেতোঽন্যো যাদবেন্দ্রাভিধঃ পরঃ।
বংশীবদন সেনোঽন্যঃ পরঃ মদনমোহনঃ॥
ঠাকুর কানাই সুত হন পঞ্চজন।
অদ্ভুত প্রকাশ সবে গৌরাঙ্গ শরণ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেম করয়ে প্রচার।
ক্রমে ক্রমে নাম কহি এবে তা সবার॥
জ্যেষ্ঠ রামভদ্র শচিনন্দন পরে তার।
যাদবেন্দ্র শচিনন্দন ক্রমে পরে আর॥
সর্ব্ব কনিষ্ঠ হন শ্রীমদন মোহন।
শ্রীকানু ঠাকুর সুত এই পঞ্চজন॥
কতকাল বোধখানায় করিয়া বিলাস।
অন্তরে চিন্তিয়া হইল সংসারে উদাস॥
সবার অজ্ঞাতে ছাড়ি আপন ভবন।
গড়বেতা গ্রামে প্রেমে করিল গমন॥
নির্জ্জনে কুটীর করি করয়ে ভজন।
পাঁচ সাত শিলামূর্ত্তি সঙ্গে অনুক্ষণ॥
শীলাবতী নদীতীরে হয় সেই স্থান।
সেবানন্দে কানু ঠাকুর করে অবস্থান॥
একদা নদীতে স্নান করয়ে যখন।
কি যেন পদার্থ এক স্পর্শয়ে চরণ॥
তুলিতে হেরয়ে এক প্রাণহীন দেহ।
হেরিয়া ঠাকুর দেহে উপজিল স্নেহ॥

ইচ্ছার প্রকাশে কা... দান।
ব্রাহ্মণ কুমার তেঁহ অতি ...বান॥
ঠাকুর সমীপে তেঁহ কা... অবস্থ...।
কতদিনে পিতামাতা ...লে তাঁর স্থান॥
স্বগৃহে লইতে বহু করিল য...।
তেঁহ কহে না ছাড়িব প্রভুর ...রণ॥
মৃতদেহে যেবা করিলেন প্রাণদান।
তাঁহার চরণ সেবি ত্যজিব পরাণ॥
প্রেমরঙ্গে করে তেঁহ ঠাকুরে সেবন।
দীক্ষাদানে ঠাকুর তাঁরে কৈল নিজজন॥
'রামচন্দ্র' বলি নাম করিল স্থাপন।
পূর্ব্ব পারিষদ তেঁহ হইল মিলন॥
শ্রীপাট গড়বেতা তারে করিল অর্পণ।
আজ্ঞায় দার পরিগ্রহ করিল তখন॥
তাঁহার সন্তান আজি শ্রীপাট গোঁসাই।
তাঁহার মহিমা বর্ণিবারে শক্তি নাই॥
হেন রঙ্গে কানু ঠাকুর শ্রীপাট স্থাপিল।
শ্রীরাস পূর্ণিমা দিনে অন্তর্দ্ধান কৈল॥
রাস মহোৎসবে করি বৈষ্ণব সেবন।
কহে, কিবা ভক্ষ্য বাঞ্ছা কর সর্ব্বজন॥
শুনিয়া কয়েকজন বলেন তখন।
আম্র পনস সবা করাহ ভোজন॥
যদ্যপি তখন আম্র পনসের কাল নয়।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি ঠাকুর বাসনা পুরায়॥
শ্রীরামে করিয়া সঙ্গে নদীতীরে এল।
শীলাবতী উচ্ছ্বাসেতে দুকুল ছাপিল॥
নদীর প্রবল বেগ করিয়া দর্শন।
উত্তরী নিক্ষেপি তাহে কৈল আরোহণ॥
তাহাতে দাঁড়ায়া দোঁহে নদী পারে গেল।
আম্র পনস বাগান তথায় আছিল॥

রামচন্দ্র সহ ঠাকুর করিল গমন।
হেরয়ে ...িত ফলে বৃক্ষ সুশোভন॥
বহুত... ...নিয়া দোঁহে বৈষ্ণব সেবা কৈল।
ঠাকুরে... অলৌকিক গুণে সকলেই মোহিল॥
সারিয়া বৈষ্ণব সেবা আসনে বসিল।
সমাধি অবস্থায় তেঁহ দিবস যাপিল॥
পরদিন প্রাতে সবে করে নিরীক্ষণ।
স্পন্দহীন দেহ নিমিলিত শ্রীনয়ন॥
সেইদিন শীলাবতী নদী পরপারে।
ধানকিয়া গ্রামে এক গোপ হেরে তাঁরে॥
বটবৃক্ষ মূলে বসি গোপেরে ডাকিল।
দধি দুগ্ধ পান করি তাহাকে কহিল॥
আমার কুটীরে তুমি করিবে গমন।
শিষ্যস্থানে কহি মূল্য করিবে গ্রহণ॥
সবাকে কহিও তুমি মোর বিবরণ।
সমাধি হইয়া ব্রজে করিল গমন॥
মোর লাগি শোক নাহি করে কোনজন।
যথা দেহ সমাধি তথা করিবে স্থাপন॥
এ বাক্য কহিয়া ঠাকুর অদৃশ্য হইল।
গোপ আসি শিষ্যস্থানে সকলি কহিল॥
আশ্চর্য্য মানিয়া যদি শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিল।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু সকলে জানিল॥
তথায় সমাধি তাঁর করিল স্থাপন।
অদ্যাপি হেরয়ে গিয়া ভাগ্যবান জন॥
চারি হস্ত "আউশাবাড়ী" শিলামূর্ত্তিগণ।
অদ্যাপি সমাধি স্থানে করিছে শোভন॥
যথা হইতে আম্র পনস কৈল আনয়ন।
অদ্যাপিও সেই স্থান করিছে শোভন॥
কীর্ত্তন মেলার বাগান এক নাম হয়।
ঠাকুর কানাইর বাগান অন্য যে কহয়॥

ব্রজের উজ্জ্বল সখা প্রেমরস ভূপ।
প্রকাশি অদ্ভুত লীলা জানাল স্বরূপ[illegible]
সুনির্ম্মল গৌরপ্রেম কৈল বিত[illegible]
আস্বাদিয়া প্রেমরস তারিল ভুবন॥
জগতে করিল বহু করুণা প্রকাশ।
শুনিতে এসব বার্ত্তা নহে কার আশ॥
নিত্যসিদ্ধ পারিষদ নিত্য বিলাস।
তাঁহার করুণা বিনা ব্যর্থ সব আশ॥
নিতাই পার্ষদ তেঁহ প্রেমরস পুর।
করুণা করিয়া হৃদে করাও প্রেমাঙ্কুর॥
সুনির্ম্মল গৌর সেবা করহ অর্পণ।
কিশোরীর হেন ভাগ্য হবে কি কখন॥

—০—

শ্রীযদুনাথ কবিচন্দ্র

জয় জয় লক্ষ্মীপতি প্রভু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ কন্দ॥
জয় জয় সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি বৃন্দ॥
নদীয়া নিবাসী যদুনাথ কবিচন্দ্র।
ব্যবহারে পরমার্থে প্রিয় গৌরচন্দ্র॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র নিত্যানন্দ দাস।
যাঁর হৃদে নিত্যানন্দ সতত বিলাস॥
নিরবধি গৌরপ্রেমে রহয়ে মগন।
প্রভু নিত্যানন্দ তাঁর হৃদয়ের ধন॥
যদুনাথের পরিচয় শুন সর্ব্বজন
চৈতন্য ভাগবতে কহে দাস বৃন্দাবন॥

তথাহি—শ্রী[illegible]ধ্য ১ম অধ্যায়—
রত্নগর্ভ আচা[illegible]খ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পি[illegible]র স[illegible] জন্ম এক গ্রাম॥
তিন পুত্র [illegible]র কৃষ্ণা[illegible]দ মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ—[illegible]ব—যদু[illegible]থ কবিচন্দ্র॥
গৌরাঙ্গের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
গৌরাঙ্গের ভবিষ্য কহি রাখিলেন কীর্ত্তি॥
তাঁর সুত হন শ্রীরত্নগর্ভ আচার্য্য।
গৌরাঙ্গ সেবনে যাঁর সবংশের কার্য্য॥
জগন্নাথ মিশ্রসহ শ্রীহট্টে প্রকাশ।
শেষেতে নদীয়া আসি করিল নিবাস॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র তাঁর সুত হন।
আস্বাদয়ে গৌরপ্রেম ত্যজি অন্য মন॥
কবিচন্দ্র অনুজ শ্রীজীব কৃষ্ণানন্দ।
নিতাই গৌরাঙ্গ সেবে পায়া প্রেমানন্দ॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র চরণে শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে নিতাই গৌরাঙ্গ সেবন॥

—০—

শ্রীমীনকেতন রামদাস

জয় সর্ব্বারাধ্য সার শ্রীশচীনন্দন।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র জাহ্নবাজীবন॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর॥
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর॥
মীনকেতন রামদাস নিত্যানন্দ শক্তি।
নিতাই প্রভাব জানায় প্রকাশিয়া শক্তি॥
সখ্যভাবে বংশী করে করিয়া ধারণ।
জগজ্জীবে বিতরিল গৌর প্রেমধন॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ [illegible] শ্লোকঃ—

অমুং প্রাবিশতাং কার্য্যাৎ সঙ্ক[illegible] নিশঠোলমুকৌ।
মীনকেতন রামাদি ব্যূহঃ সঙ্ক[illegible]ণোহপ্যভূঃ।

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ

"নিত্যানন্দ অংশ এবে কহিল গুণধাই।
তাঁর অংশে মীনকেতন—রামদাস ঠাকুর।
জলের জলজন্তু নিস্তারিলেন প্রচুর॥"
পূর্ব্বে বলরাম সুত ছিল দুইজন।
নিশঠ, উলমুখ নাম খ্যাত সর্ব্বজন॥
সেই দুই ভাই এবে করি আগমন।
নিত্যানন্দ ব্যূহ মধ্যে কৈল প্রবেশন॥
মীনকেতন-রামদাস নামে খ্যাত হৈল।
নিত্যানন্দ গণ বলি জগতে ঘোষিল॥
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ।
নিতাই চরণ বিনা নহে অন্য মন॥
প্রভু নিত্যানন্দ যবে গৌড়দেশে এল।
মীনকেতন রামদাস সঙ্গেতে আসিল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তে ৫ম অধ্যায়—

"পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বর ভাবে সে কথা কয়॥
যাঁর বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যার হৃদয়েতে॥
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস॥
মীনকেতন রামদাসের মহিমা অপার।
কবিরাজ গোস্বামী তাহা করিল প্রচার॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৫ম পরিঃ—

"অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আ[illegible] তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মহাপ্রেমময় [illegible]হো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে কার উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহাকে চাপড়ে॥
যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্গে কম্প॥
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিঁহো করে সেবা কার্য্য॥
অঙ্গনে বসিয়া তিঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রোধ হঞা বলে রামদাস॥
এই ত দ্বিতীয় সুত রোমহরষণ।
বলদেবে দেখি যেবা না কৈল প্রত্যুদ্গম॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।"

বলরাম ভাবাবিষ্ট—সদা রামদাস।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা প্রকাশ॥
কৃষ্ণদাস ভ্রাতা তাহে অবিশ্বাস কৈল।
বংশী ভাঙ্গি রামদাস ক্রোধেতে চলিল॥
তাহে কৃষ্ণদাস ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হৈল।
রামদাস প্রভাব হেরি সকলে মোহিল॥
আর এক প্রভাব তাঁর শুন সর্ব্বজন।
বংশ বিস্তারে বৃন্দাবন দাসের বর্ণন॥
প্রভু নিত্যানন্দ সুত বীরচন্দ্র রায়।
আপন দীক্ষার লাগি শান্তিপুরে যায়॥

চন্দ্রশেখরে জাহ্নবা মাতা ডাকাইল।
বীরচন্দ্রে ফিরাইতে আজ্ঞা সমর্পিল॥
দৈবে মীনকেতন সহ তাহার [illegible]ন।
সে মিলন হৈল এক বিচিত্র ঘট[illegible]॥

তথাহি—শ্রীনিঃ বংশ বিঃ—

"হেনই সময়ে মীনকেতন রামদাস।
কায়মনোবাক্যে মনে নিত্যানন্দেতে বিশ্বাস॥
তিঁহ কহে পণ্ডিত অতি উদ্বিগ্ন হইয়া।
কোথা যাহ কোন বার্ত্তা কহ বুঝাইয়া॥
তিঁহ কহেন প্রভুর নন্দন বীর রায়।
অদ্বৈতের স্থানে উপাসনা হৈতে যায়॥
হায় হায় করি ডাকি পাড়ে উচ্চৈঃস্বরে।
না শুনয়ে প্রভু উচ্চ হরিধ্বনি করে॥
ক্রোধ করি রামদাস বার্দ্ধয়া ফেলিল।
নির্ভরে বাজিল নৌকা দুইখান হইল॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রভু গঙ্গার মধ্য জলে।
কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে জলের উপরে চলে॥
অর্দ্ধগঙ্গা গিয়ে পুন ফিরিলেন কুলে।
সম্বরণ করি তীর পাইল হিল্লোলে॥
স্তুতি করে রামদাস পরম প্রবীণ।
তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামী আমি দীন হীন॥
তুমি জগতের গুরু শিক্ষা-দীক্ষা মূর্ত্তি।
ত্রিভুবনে ঘুষিবেক তোমার গুণোৎকীর্ত্তি॥
তুষ্ট হইলা তার প্রভু শুনিয়া স্তবন।
মহা প্রেমময় জানি দিল আলিঙ্গন॥"
কতদিনে শ্রীজাহ্নবা বৃন্দাবনে গেল।
রামাই পণ্ডিত তাঁর সঙ্গেতে চলিল॥
শ্রীজাহ্নবা গোপীনাথে কৈল অন্তর্দ্ধান।
রামাই পণ্ডিত হৈল ব্যাকুলিত মন॥

প্রস্কন্দন[illegible] কানাই পাইল।
জাহ্নবা অ[illegible]শ বাঘ্নাপাড়ায় আসিল॥
রামক[illegible]াই স্ব[illegible] তথা করয়ে সেবন।
রেবতী রাধিকা [illegible]াগি চিন্তান্বিত মন॥
তৃতীয় [illegible]বসে ব্র[illegible] হোতে আগমন।
মীনকেত[illegible]-রামদাস আসিয়া মিলন॥

তথাহি—শ্রীমুঃ বিঃ—২০ পরিঃ—

গৌড়ের বৈষ্ণব গিয়াছিলা ব্রজভূম।
প্রিয়বংশোদ্ভব নিত্যানন্দগত প্রেম॥
মীনকেতন নাম আছিল যাঁহার।
পূর্ব্বে যে করিলা সেবা দেবী জাহ্নবার॥
দ্বিতীয় মাধব দাস কায়স্তেতে জন্ম।
সাধু সেবি কৃষ্ণ বৈষ্ণবের জানে ধর্ম্ম॥
জাহ্নবা রামাই যবে বৃন্দাবন গেলা।
কতদিন পরে দোঁহে ধাইয়া চলিলা॥
তাঁহা গিয়া শুনিলেন সব সমাচার।
পরিক্রমা করি কাম্যবন কৈলা সার॥
মীনকেতনের সঙ্গে তাঁহাই মিলন।
নিত্যানন্দ সম তিঁহ মহাপ্রেমধন॥
গোপীনাথে দুই মূর্ত্তি অপূর্ব্ব দেখিয়া।
দুইজনে আর্ত্তি করি লইলা মাগিয়া॥
তাঁহাই শুনিলা গৌড়ভুবনে রামাই।
ব্রজ হতে লয়ে গেলা কানাই বলাই॥
দোঁহে মিলাইব লঞা দুই ঠাকুরাণী।
এই প্রেমানন্দে দোঁহে আইলা আপনি॥
এইভাবে মীনকেতন কৃষ্ণদাস সহ।
উপনীত বাঘ্নাপাড়ায় করিয়া আগ্রহ॥
শ্রীরাম কানাই দেখি ভাবাবীষ্ট মন।
প্রেমে নৃত্যগীত করিলেন কতক্ষণ॥

যমুনার স্নান করি বিগ্রহ পূ[illegible]।
রামাই বিগ্রহ হেরি প্রেমে মূর্চ্ছা গেল ॥
মীনকেতন আদি তাঁরে [illegible]রিয়া তুলিল।
দোঁহে গলাগলি করি কান্দিতে লাগিল ॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সেই বিগ্রহ স্থাপন।
মীনকেতনের গুণ অপূর্ব্ব কথন।
সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দ হৃদয়ে যাঁহার।
গাহিতে তাঁহার গুণ সাধ্য আছে কার ॥
যাঁরে ল[illegible]কৃষ্ণদাস ভ্রাতা দুর্গতি লাগিল।
আত্মশুদ্ধি লাগি তাঁর চরিত্র গাহিল ॥
ওহে নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীমীনকেতন।
বারেক করুণা কর লইল শরণ ॥
নিত্যানন্দ পদে যেন সদা রহে মতি।
কিশোরীরে দাস কর ঘুচায়া দুর্গতি ॥

—০—

ইতি—শ্রীগৌর ভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে পঞ্চম খণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ পরিকর মহিমা বর্ণনে দ্বিজ হরিদাসাদি মহিমা কথন নাম প্রথম লহরী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় লহরী

শ্রীজাহ্নবা শাখা

শ্রীরামাই পণ্ডিত

জয় ত্রিভুবন নাথ শচীর নন্দন।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ জাহ্নবা জীবন ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর অনুচর ॥
গৌরপ্রেম পারিষদ শ্রীবংশীবদন।
তাঁর সুত চৈতন্যদাস খ্যাত ত্রিভুবন ॥
তাঁর ঘরে জন্মে পুনঃ শ্রীবংশীবদন।
রামাই পণ্ডিত নাম করিয়া ধারণ ॥
গৌরাঙ্গের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ কারণ।
শ্রীবংশী রামাই নামে লভয়ে জনম ॥

তথাহি—শ্রীগৌর গণ নিরূপণে—
শ্রীবংশীবদনানন্দঃ শ্রীচৈতন্য সমাজ্ঞয়া।
আবির্ভূতঃ পুনঃ গৌড়ে কথয়ামি ন সংশয়ঃ ॥

একদা জাহ্নবা মাতা চৈতন্য ঘরে এল।
চৈতন্য পাইয়া তাঁরে সমাদর কৈল ॥
চৈতন্য গৃহিনী যবে কৈল আগমন।
জাহ্নবা আলিঙ্গিয়া কৈল কৃপা প্রদর্শন ॥
ব্যবহার কথা বহু করি আলাপন।
চৈতন্য পত্নীর প্রতি বলেন বচন ॥
তব জ্যেষ্ঠ পুত্রে মোরে করিবে অর্পণ।
পুত্র স্নেহে তারে সদা করিব পালন ॥
এই ভিক্ষা তব পাশে করিয়ে প্রার্থন।
শুনি তেঁহ কহে আজ্ঞা করিব পালন ॥
জাহ্নবা আশীষ করি করিল গমন।
ফাল্গুনী শুক্লা সপ্তমী এল শুভক্ষণ ॥

সেকালেতে চৈতন্যের দিব্য প্রেমোদয়।
রাস পঞ্চধ্যায় পড়ে আনন্দ হৃদয় ॥
সেইকালেতে রামাই লভিল জনম।
চতুর্দিকে সুমঙ্গল হেরে সর্ব্বজন ॥
এই শিশু সর্ব্বচিত্ত করিবে রমন।
তে কারণে রামাই নাম করিল ধারণ ॥

তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—৪র্থ উল্লাস—

“শ্রীবংশীর পুত্র চৈতন্যের পত্নী স[illegible]
গোবিন্দ সেবায় রত অতি বুদ্ধিমতী ॥
গোসাঞি বংশীর শিষ্য মহাভাগ্যবতী ।
যাঁর গর্ভে জনমিলা রাম প্রাণপতি ॥
রামাই আবির্ভাব বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ ।
মধ্যে মধ্যে জাহ্নবা আসে চৈতন্য ভবন ॥
দেখি দেখি যান আসি রামাই বদন ।
জাহ্নবার প্রীতি তাঁর প্রতি অনুক্ষণ ॥
কৈশোর বয়েস যবে রামাই হইল ।
শ্রীশচীনন্দন তবে জনম লভিল ॥
শচীনন্দন জনমিলে জাহ্নবা ঈশ্বরী ।
রামাইরে চাহিলেন মহানন্দ করি ॥
পূর্ব্বে ব্রজে ছিল যেই অনঙ্গ মঞ্জরী ।
এবে ক্ষিতি তলে মুই জাহ্নবা নাম ধরি ॥
নিত্যানন্দ শক্তি মুই না কর সন্দেহ ।
নিতাই গৌরাঙ্গ দোঁহে হন এক দেহ ॥
শুনিয়া চৈতন্য অতি হয়া হৃষ্ট মন ।
জাহ্নবার করে দিল দুইটি নন্দন ॥
রামাই পড়িল জাহ্নবার পদতলে ।
সস্নেহে জাহ্নবা তারে লইলেন কোলে ॥
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ রামাই পণ্ডিত ।
নয়নেতে বারি ঝরে নাহিক সম্বিত ॥
সস্নেহে জাহ্নবা তাঁরে বলেন তখন ।
বীরভদ্র সম তুমি আমার নন্দন ॥
দুই ভাই এক তনু ভিন্ন কভু নয় ।
এত কহি নামমন্ত্র তারে সমর্পয় ॥
রামচন্দ্রে [illegible] করি শক্তি সঞ্চারণ ।
সঙ্গেতে লইয়া চলে আপন ভবন ॥
পিতামাতা স্[illegible]ম বিদায় লইল ।
জাহ্নবা স[illegible]ত [illegible] শান্তিপুরে এল ॥
অদ্বৈত বি[illegible]হ রাম [illegible]রে আর্ত্তনাদ ।
অদ্বৈত দর্শ[illegible] দিল ক[illegible]রিয়া প্রসাদ ॥

তথাহি—তত্রৈব—৪র্থ উল্লাস—

“সেই বংশী [illegible]মি এবে হৈলে অবতার ।
রসরাজ উপাসনা করিতে প্রচার ॥
কৃষ্ণবলরাম রূপে গৌরাঙ্গ নিতাই ।
তুয়া সহ বিহরিবে কোন গুপ্ত ঠাঁই ।
মুঞি সেইকালে তথা শঙ্কর রূপেতে ।
রহিব প্রভুর আলয়ের দুয়ারেতে ॥
প্রভুর প্রসাদ নিত্য করিব ভক্ষণ ।
তোমারে কহিনু বাপ এই বিবরণ ॥”
অদ্বৈত করুণা পায়া রামাই পণ্ডিত ।
জাহ্নবা সহিত চলে প্রেমানন্দ চিত ॥
যশোড়া সুখসাগর-কাঁচরাপাড়া দিয়া ।
খড়দহে আসিলেন আনন্দিত হয়া ॥
সবা সহ মিলন করি খড়দহে এল ।
জাহ্নবা শ্রীরামে বীরভদ্রে সমর্পিল ॥
রামের মহিমা যত বীরেরে কহিল ।
শুনি প্রভু বীরচন্দ্র বড় স্নেহ হৈল ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানে রাম তাঁরে প্রণমিল ।
কনিষ্ঠ ভাবেতে বীর রামে কোল দিল ॥
রামাই বীর দুই ভাই সঙ্গে অনুক্ষণ ।
জাহ্নবা সমীপে করে তত্ত্বের শিক্ষণ ॥
শচীর বিবাহ অন্তে রামাই পণ্ডিত ।
জন্মস্থান দেখিতে চলে জাহ্নবা সহিত ॥
তথা হতে খড়দহে করি আগমন ।
জাহ্নবা সহ বোরাকুলি উৎসবে গমন ॥

পাছে চলে রাঢ়দেশ কা[illegible]।
সহস্র বৈষ্ণব সঙ্গে পাচক বি[illegible]ন ॥
তিন মাস ভ্রমি বহু করিল [illegible]দ্ধার।
তবে চলে পূর্ব্বদেশে আ[illegible]ন্দ অপার ॥
পাঁচ মাস ভ্রমি খড়দহে আগমন।
সর্ব্বত্র করিল গৌর প্রেম বিতরণ ॥
পরে ক্ষেত্রে গিয়া চতুর্ম্মাস্য যে রহিল।
গৌড়ে আসি মাতা লয়া ব্রজধামে গেল ॥
একাদশ মাস ভ্রমি পঞ্চ বর্ষ রৈল।
কাম্যবনে মাতা তবে অন্তর্দ্ধান কৈল ॥
গোপীনাথে গিয়া মাতা হৈল অদর্শন।
দিবানিশি কান্দে রাম হয়া অচেতন ॥
একদা রামকৃষ্ণ স্বপ্নে বলয়ে বচন।
কেন অবিরাম রাম কান্দ অকারণ ॥
যে লাগি হইল তব পুন আগমন।
সে কার্য্য করহ এবে ত্যজ দুঃখ মন ॥
সকল বৃত্তান্ত কহি অন্তর্দ্ধান কৈল।
স্বপ্ন হেরি প্রাতে উঠি রাম স্নানে গেল ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"অরুণ উদয় কালে তীর্থ প্রস্কন্দনে।
স্নান করিবারে প্রভু করয়ে গমনে ॥
স্নানকালে রামকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি যুগল।
প্রভু রামচন্দ্র কোলে ভাসিয়া লাগল ॥"
সে মূর্ত্তি লইয়া রাম কৈল আগমন।
মদনমোহনে স্থাপি প্রেমাকুল মন ॥
মহামহোৎসব করি বিগ্রহ স্থাপিল।
ব্রজবাসীগণে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥
তথা হতে বিদায় লয়া কাম্য বনে এল।
গোপীনাথে মাতা পাশে কান্দিতে লাগিল ॥
মাতা কহে গৌড়ে বাছা করহ গমন ॥
অপ্রকটে তব গৃহে রব অনুক্ষণ।
বিদায় হই[illegible] এল মদন মোহন।
রামকৃষ্ণে গৌড়ে লয়া করয়ে গমন ॥
শুভক্ষণে রামচন্দ্র বিদায় হইল।
ব্রজবাসী শিষ্যগণ কান্দিতে লাগিল ॥
ছয় মাসে গৌড়দেশে কৈল আগমন।
হেরিয়া নির্জ্জন স্থান বসিলা তখন ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"অম্বিকার পশ্চিমেতে দুই ক্রোশ পরে।
এক মহারণ্য যাহে ব্যাঘ্র বাস করে ॥
নদীর দক্ষিণ তীরে সেই বন হয়।
সে নদীর নাম শ্রীবালকাময়ী কয় ॥
সে মহারণ্যে প্রভু রামাই গোসাঞি।
উত্তরিলা সঙ্গে লয়া কানাই বলাই ॥"
পবিত্র নদীতে রাম স্নানাহ্নিক সারি।
সজন সহিত উঠে ত্বরান্বিত করি ॥
সেকালেতে রামকৃষ্ণ বলয়ে বচন।
এ স্থানে রহিব নাহি করিব গমন ॥
নিতাই গৌর অবতারে লইয়া স্বজন।
হেথা বসি কুলীন গ্রামে করিল গমন ॥
এবে হেথা রহি মোরা করিব বিহার।
শুনিয়া রামাই চিত্তে আনন্দ অপার ॥
রাধানগরে গিয়া তবে কহে সঙ্গীগণ।
শুনি আসে গ্রামবাসী কায়স্থের গণ ॥
কাঠুরিয়া ডাকাইয়া বন কাটাইল।
পঞ্চবটী বকুলারণ্য মাঝে স্থান কৈল ॥
পত্রের কুটীরে রামকৃষ্ণের স্থাপন।
রাধানগর বাসী যোগায় যত প্রয়োজন ॥

একদা বিশাল এক এল ব্যাঘ্রবর।
কুটীর সমীপে রহি গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
ভীত চিত্তে সেবকগণ রামে জানাইল।
শুনি প্রভু রামচন্দ্র ব্যাঘ্র পাশে এল॥
গায়ে হস্ত দিয়া প্রভু বলেন বচন।
বৃথা কেন কর তুমি জীবের হিংসন॥
হিংসা ছাড়ি কর তুমি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তাঁর কর স্পর্শে ব্যাঘ্র করয়ে নর্ত্তন॥
তবে ব্যাঘ্র স্তুতি করি বলেন বচন।
শুন প্রভু রামচন্দ্র মোর নিবেদন॥
করুণা করিলে যদি মো সম দুর্জ্জনে।
দুই ভিক্ষা চাহি আমি তোমার সদনে॥
প্রত্যহ প্রসাদ মোরে করিবে অর্পণ।
মোর নামে কর এই গ্রামের পত্তন॥
পরম সুকীর্ত্তি তব রহিবে সংসারে।
ব্যাঘ্রেরে করিল কৃপা রাম প্রভুবরে॥
ব্যাঘ্রের বচনে রামচন্দ্র হৃষ্ট হৈল।
করুণার মূর্ত্তি রাম কৃপা প্রকাশিল॥
তথাস্তু বলিয়া রাম করিল স্বীকার।
বাঘ্নাপাড়া[১] নামে গ্রাম হইল প্রচার॥
তবে ব্যাঘ্র তাঁর অগ্রে করিয়া নর্ত্তন।
প্রাণ তাজি নিত্যলোকে করিল গমন॥
হেনমতে রাম তথা কৈল অবস্থান।
করয়ে বিচিত্র লীলা হেরে ভাগ্যবান॥
একদা স্বপ্নেতে কহে দেব দিগম্বর।
মম বাক্য স্মর রাম আপন অন্তর॥
প্রাতে উঠি রাম ডাকি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
দ্বারেতে বিল্ববনে করে শিবার্চন॥
পূজিতে পূ[illegible]ত প্রকট হইল।
শিবা সহ শঙ্ক[illegible]র সকলে হেরিল॥
হেরি রাম বিপ্রস[illegible] করয়ে স্তবন।
মধ্যাহ্ন প্রসাদ আ[illegible] করিল অর্পণ॥
শঙ্করের নাম রাম রাখে গোপেশ্বর।
মন্দির গড়িল আসি এক ক্ষত্রিয় বর॥
ভক্ত কায়স্থ এক করিয়া আগমন।
মন্দির পশ্চিমে করে পুষ্করিণী খনন॥
তথাহি— শ্রীমৃঃ বিঃ—১৯ পরিঃ—
"এতেক শুনিয়া সবা বাড়িল আনন্দ।
কোঁড়া আনিয়া পুকুর করিলা আরম্ভ॥
মন্দির পশ্চিম ভাগে করিলা পত্তন।
দুই মাস মধ্যে শেষ হইল খনন॥
যমুনা বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
তার জলে হয় নিত্য সেবা ব্যবহার॥

* * *

একদিন ক্ষত্রিয় এক করি দরশন।
দেখিয়া হইল প্রেমানন্দে নিমগন॥
মন্দির করিয়া দিল অর্থ ব্যয় করি।
উৎসব করিয়া বহু সামগ্রী আহরি॥
বৈসে সুখে রামকৃষ্ণ মন্দির ভিতর।
দেখিয়া ঠাকুরে হৈল আনন্দ বিস্তর॥
সেবার নির্বন্ধ বহু করিয়া সে দিল।
রাজসেবা দেখি মহানন্দে ঘরে গেল॥"

তথাহি —তত্রৈব—৩য় উল্লাস—
"প্রতিষ্ঠার কালে প্রভু দেবী যমুনায়।
আনয়ন করিলেন স্তবের দ্বারায়॥

[১] বাঘ্নাপাড়া—ব্যাণ্ডেল - কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন বাঘ্নাপাড়া, শ্রীমন্দিরে এখান হইতে যাইতে হয়।

দেখিয়া আশ্চর্য্য হৈল যতে[illegible]র ।
যমুনা রাখিল নাম সেই পুষ্প[illegible] ॥”
একদা শ্রীরামদাস খড়দহে এল ।
রামাই মহিমা যত বীরেশে কহিল ॥
শুনি প্রভু বীরচন্দ্র আনন্দিত মন ।
পরীক্ষিতে শিষ্যগণে করিল প্রেরণ ॥
অসময়ে বার শত শিষ্যে পাঠাইল ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উপনীত হল ॥
শিঙ্গা শব্দ হুলুঙ্কারে কম্পিত হইয়া ।
বাহিরে আসিয়া রাম হেরে হৃষ্ট হয়া ॥
সকলে কহয়ে ক্ষুধায় আকুল তনু-মন ।
আম্র ব্যঞ্জন প্রসাদ করহ অর্পণ ॥
পৌষ মাসে আম্রফল পাওয়া নাহি যায় ।
পরম বিপাকে আজি ঠেকে রাম রায় ॥
কাতর হইয়া রাম করয়ে চিন্তন ।
কোথা মাতা রামকৃষ্ণ করহ রক্ষণ ॥
দুর্ব্বাসার হটে যৈছে যুধিষ্ঠির পড়িল ।
সেই মত মোর আজি সঙ্কট ঘটিল ॥
ভকত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ।
জাহ্নবা সহিত আসি বলেন বচন ।
কিসের অভাব রাম চিন্ত কি কারণ ।
তোমার ভাণ্ডারে অভাব আছে কোন ধন ॥
তুচ্ছ বার শত যদি আসে লক্ষ লক্ষ ।
কটাক্ষে অর্পিবে তুমি সবাকার ভক্ষ্য ॥
তবে রাম পূজারীরে ডাকিয়া তখন ।
আজ্ঞা কৈল ভাত ডাল করিতে রন্ধন ॥
আপনি বকুলারণ্যে প্রবেশ করিল ।
বকুল বৃক্ষপাশে আম্রএল ভিক্ষা কৈল ॥
রামকৃষ্ণ ইচ্ছা আর রামের প্রার্থন ।
বকুল বৃক্ষ হতে আম্র পড়য়ে তখন ॥
রাশীকৃত আম্র পড়ে কুড়ায় দাসগণ ।
পূজারী করয় সব কটাক্ষে রন্ধন ॥
বার শত [illegible] শিষ্য করিল ভোজন ।
দুই দিন রহি করে খড়দহ গমন ।
প্রভু রামচন্দ্র বীরে পত্রী পাঠাইল ।
পত্র পায়া বীরভদ্র তার পাশে এল ॥
দুই ভাই মিলনেতে মহানন্দ হৈল ।
মহোৎসব করি গৌড়রাজ বশ কৈল ॥

তথাহি—তৈন্ত্রে—
“রামের প্রভাবে হেরি গৌড়ের ঈশ্বর ।
তুষ্ট হয়া ঘড়ি পাঙ্খা দেন মনোহর ॥
আর এক কালে নিত্য সে ঘড়ি বাজায় ।
যাহার শব্দ তিন ক্রোশাবধি যায় ॥”
বীরভদ্র বিদায় হয়া করিল গমন ।
যুগল দর্শনে রাম ব্যাকুলিত মন ॥
রেবতী রাধিকা লাগি করয়ে চিন্তন ।
আনিতে পাঠাতে ব্রজে চাহে লোকজন ॥
সেকালে স্বপ্নেতে রামকৃষ্ণ দেখা দিল ।
প্রবোধ করিয়া তারে কহিতে লাগিল ॥
বৃথা খেদ ছাড় ধর মোদের বচন ।
প্রভাতে হইবে তব অভীষ্ট পূরণ ॥
প্রাতে ব্রজ হতে দুই বৈষ্ণব আসিল ।
রেবতী—রাধিকা আনি রামে সমর্পিল ॥
তবে হৃষ্ট হয়া রাম করিল স্থাপন ।
রামকৃষ্ণ রামে হইল অপূর্ব্ব দর্শন ॥

তথাহি—শ্রীমঃ বিঃ—২০ পরিচ্ছেদ—
“মীনকেতনের সঙ্গে তাঁহাই মিলন ।
নিত্যানন্দ সম তিঁহ মহা প্রেমধন ॥
গোপীনাথে দুই মূর্ত্তি অপূর্ব্ব দেখিয়া ।
দুইজনে আর্ত্তি করি লইলা মাগিয়া ॥

তাঁহাই শুনিলা গৌর ভুবনে রামাই।
ব্রজ হৈতে লয়ে গেলা কানাই বলাই॥
দোঁহে মিলাইব লয়া এই ঠাকুরাণী।
সেই প্রেমানন্দে দোঁহে আইলা আপনি॥"
কৃষ্ণদাস কায়স্থ আর শ্রীমীনকেতন।
রেবতী রাধিকা লয়া গৌড়ে আগমন॥
বাঘ্নাপাড়াতে আসি উপনীত হৈল।
রামাই পণ্ডিত করে সুখেতে অর্পিল॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে অভিষেক কৈল।
রাম-কানাইর বামে রেবতী রাধিকা বসিল॥
বীরচন্দ্র আদি এল মহান্তের গণ।
কৈল মহামহোৎসব করিয়া যতন॥
তবে রাম খড়দহে কৈল আগমন।
বীরচন্দ্র আজ্ঞায় লোক করিল প্রেরণ॥
ভ্রাতারে আনিতে লোক কুলিয়ায় গেল।
পত্রী পায়া শচীনন্দন বাঘ্নাপাড়ায় এল॥
বহুদিনে ভ্রাতাসহ করিয়া মিলন।
কহে অন্তর্দ্ধান পিতামাতা তুর্হুজন॥
অচ্যুত অধ্যক্ষ হয়া মহোৎসব কৈল।
শুনি রাম ভ্রাতা প্রতি কহিতে লাগিল॥
কুলিয়া ত্যজিয়া হেথা কর আগমন।
সপরিবারে বাঘ্নাপাড়া রহ অনুক্ষণ॥
আজ্ঞা পায়া শচীনন্দন কৈল আগমন।
রামচন্দ্র কৈল তারে সেবা সমর্পণ॥

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—৪র্থ উল্লাস—

"শচীর হস্তেতে সেবা করিয়া অর্পণ।
তিন গ্রন্থ বর্ণিলেন চৈতন্য নন্দন।
কড়চানন্দ মঞ্জরী সম্পুটিকা নাম।
পাষণ্ড দলন আর অতি অনুপাম॥"

প্রেমযোগে [illegible] করিলা রচন।
সেবি রামকৃ[illegible]দ ভাবাবীষ্ট মন॥
সপ্তদশ [illegible]র্ষ রহি[illegible]ভ্রাতাদি সহিতে।
এ দেহ ছাড়িতে রাম ভাবিলেন চিতে॥
শচীরে ডাকিয়া রাম বলয়ে বচন।
রামকৃষ্ণে কর যুগল বারাম অর্পণ॥
তবে রামকৃষ্ণ যুগল বারামে বসাল।
বসন্ত কালেতে চন্দ্র উদয় হইল॥
সম্মুখে প্রাঙ্গণে রাম আসি দাঁড়াইল।
কর্ণামৃত শ্লোক পড়ি স্তবন করিল॥
অবিরত ধারা বহে যুগল নয়ন।
গৌরসহ বন্দে যত তাঁর পরিজন॥
কৃষ্ণসহ পরিকরে আর্ত্তি জানাইয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল রাম শুভক্ষণ পায়া॥

তথাহি—তত্রৈব—

"মাঘ মাস কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া তিথিতে।
অপ্রকট হৈলা প্রভু অর্দ্ধ যামিনীতে॥
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নতে জনম লভিলা।
পঞ্চদশ পঞ্চে প্রভু লীলা সম্বরিলা।"
হেনমতে বংশী পুনঃ করি আগমন।
সাধিয়া গৌরাঙ্গ কার্য্য করিল গমন॥
রামকৃষ্ণ সহ কৈল বহুত বিহার।
বাঘ্নাপাড়া মাঝে লীলা হৈল চমৎকার॥
পরম মহিমাধারী রামাই ঠাকুর।
রামকৃষ্ণ সহ লীলা করিল প্রচুর॥
দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেশ ভমি প্রেম প্রচারিল।
অধম পতিত জনে গৌরপ্রেম দিল॥
ওহে শ্রীজাহ্নবা প্রিয় রামাই পণ্ডিত।
অধমে করহ ত্রাণ করিয়া বিহিত॥

নিতাই জাহ্নবা পদে দেহ পদ[illegible]ান ॥
সবা সঙ্গে সেবি যেন গৌর [illegible]বান ॥
গৌরভক্তি শিখাইতে তব [illegible]গমন ।
মো পতিতে ত্রাণ কর দেখুক ভুবন ॥
কিশোরী অতি মূঢ়মতি না জানে ভজন ।
পতিত হেরিয়া তারে করহ মোচন ॥

—০—

শ্রীরামাই পণ্ডিত শাখা

শ্রীরাজ বল্লভ

জয় জয় শচীসুত ভুবন পাবন ।
জয় নিত্যানন্দ গৌর প্রিয়জন ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর ॥
রামাই পণ্ডিত শাখা শ্রীরাজ বল্লভ ।
শ্রীশচীনন্দন সুত অপূর্ব্ব বৈভব ॥
রামাই শাখা মধ্যে যেঁহ মুখ্যতম ।
শ্লোক ছন্দে কবীন্দ্র তাহা করিল বর্ণন ।

তথাহি—শ্রীকবীন্দ্রস্য বাক্যে—
শ্রীরাজ বল্লভো দেব ঠকুরো হরিরেব চ ।
বড়ু শ্রীগোকুলানন্দো বৈরাগী চ তথা মতঃ ॥
ঠকুরো হরিদাসশ্চ কৃষ্ণদাসস্তথৈব চ ।
রামচন্দ্রশ্চ রামস্য শাখাহষ্টৌ শ্রীকীর্ত্তিতাঃ ॥
রাজবল্লভ ভ্রাতাত্রয় শ্রীহরি ঠাকুর ।
বড়ু শ্রীগোকুলানন্দ বৈরাগী মহাসুর ॥
ঠাকুর হরিদাস রামচন্দ্র কৃষ্ণদাস ।
এই অষ্ট রামচন্দ্র শাখাতে প্রকাশ ॥
মুখ্যশাখা মধ্যে রাজবল্লভ গণন ।
অচিন্ত্য মহিমা তার খ্যাত ত্রিভুবন ॥

তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—৪র্থ উল্লাস—
"শচীর তিন পুত্র প্রভুর কিঙ্কর ।
তিনের মহিমা জানি বিজ্ঞের গোচর ।
শ্রীরাজবল্লভ শ্রীবল্লভ শ্রীকেশব ।
তিন প্রভু যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মাবিষ্ণু ভব ॥"
গৌরাঙ্গের পারিষদ শ্রীবংশীবদন ।
তাঁর পুত্র চৈতন্যদাস পরম সুজন ॥
তাঁর দুই পুত্র রামাই শ্রীশচীনন্দন ।
শচীসুত রাজবল্লভ সদা প্রেমমন ॥
বংশীর পুনঃ প্রকাশ রামাই পণ্ডিত ।
লীলারঙ্গে বাঘ্নাপাড়ায় সেবার বিদিত ॥
রামাই প্রকাশ শুনি প্রভু বীরচন্দ্র ।
আসিয়া মিলন করি পাইল আনন্দ ॥
তবে ত' রামাই পণ্ডিত ভায়ে ডাকাইল ।
বাঘ্নাপাড়ার সেবা দিতে মনস্থ করিল ॥
নবদ্বীপ হৈতে এল শ্রীশচীনন্দন ।
তাঁর সঙ্গে রাজবল্লভ কৈল আগমন ॥
পিতাসহ রাজবল্লভ বাঘ্নাপাড়া এল ।
বন্দিয়া রামাই পদ কৃতার্থ হইল ॥
যেরূপে রামাই সহ প্রথম মিলন ।
স্বীয় গ্রন্থে বর্ণে তেঁহ করিয়া যতন ॥

তথাহি—শ্রীমুঃ বিঃ—২° পরিঃ—
শুনিয়া ঠাকুর শচী আনন্দিত মন ।
প্রভাতে করিলা যাত্রা লয়ে নিজ জন ।
গঙ্গাপাড় হঞা শ্রীপাটে চলি আইলা ।
শুনি প্রভু রামচন্দ্র বাহিরে মিলিলা ॥

আমারে লঞা ফেলি দিলা প্রভু পায়।
ভূমিতে পড়িয়া পদ ধরিনু মাথায়॥
*　　*　　*
বহু ভাগ্যে তব পাদপদ্ম দরশন।
অনাথ বালক তোমা লইল শরণ॥
ঠাকুর কহেন তুমি রহ এই স্থানে।
কৃষ্ণ বলরাম সেবা কর কায়মনে॥
তব জ্যেষ্ঠপুত্র মোরে দেহ অকাতরে।
সেবা সমর্পণ আমি করিব তাহারে॥
শ্রীশচীনন্দন কহে সকলি তোমার।
ছোট বড় আমি কিবা ধনাদি ভাণ্ডার॥
*　　*　　*
পুন রাত্রে বসি দোঁহে কথা কন কত।
দশ পাঁচ দিনে তাঁর যায় এই মত॥
একদিন কহে তিঁহ ঠাকুরের কাছে।
অপগণ্ড শিশু এক নবদ্বীপে আছে॥
কিবা আজ্ঞা হয়? তারা রহিবে কোথায়?
প্রভু কহে যাহ প্রাতে হইয়া বিদায়॥
সর্ব্ব সমাধান করি আনহ এথানে।
এ পুত্র রহিল হেথা না ভাবিহ মনে॥
পিতা কহে কোন্ রূপে সমাধান হয়।
কহেন করিবে, যাতে যেবা ভাল হয়॥
প্রভাতে উঠিয়া পিতা আমারে লইয়া।
প্রভুর চরণপদ্মে দিল সমর্পিয়া॥
দণ্ডবত কৈলা পিতা তাঁর পদতলে।
দুই ভাই-এ কোলাকুলি মহা কুতূহলে॥
সজল নয়নে পিতা হইলা বিদায়।
বিরহ ব্যাকুল যাত্রা কৈলা নদীয়ায়॥
মোরে প্রভু শিষ্য কৈলা করিয়া করুণা।
সদাচার শিখাইল করিয়া তাড়না॥
সেবা শিখাই[illegible]রে হাতে হাত ধরি।
শাস্ত্র ভক্তি শি[illegible]ইলা বহু কৃপা করি॥
এক মুখে তাঁর গু[illegible] কহনে না যায়।
যাহা কিছু তত্ত্বজ্ঞান তাঁহারি কৃপায়॥
প্রভুসঙ্গে রহে যেই বৈষ্ণব সুজন।
তিঁহ করিলেন বহু কৃপার সেচন॥
তাঁর মুখে যে শুনিনু প্রভুর চরিত।
তার অল্পমাত্র গ্রন্থে হইল লিখিত॥"
হেনমতে রামাই সহ হইল মিলন।
রামাইর করুণা পেয়ে প্রেমানন্দ মন॥
বল্লভ কেশবে লয়ে শচীনন্দন এল।
রামাই প্রসাদে তিনে কৃতার্থ হইল॥
তিন ভায়ে রামকৃষ্ণে করয়ে সেবন।
শেষে তিন ভায়ে গ্রন্থ করিল রচন॥
তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা ৪র্থ উঃ—
শ্রীরাজবল্লভ কৈলা শ্রীবংশী বিলাস॥
বংশীর মহিমা যাহে বিস্তার প্রকাশ॥
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভ লীলা বিরচিল।
শ্রীকেশব শ্রীকেশব সঙ্গীত রচিল॥
হেনমতে রাজবল্লভ মহিমা কথন।
যাহার স্মরণে মিলে চৈতন্য চরণ॥
রাজবল্লভ পাদপদ্মে একান্ত শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে নিতাই গৌরাঙ্গ সেবন॥

শ্রীগোকুলানন্দ ঠাকুর

জয় জয় বিশ্বম্ভর জগতের প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণানিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥

জাহ্নবার কৃপাপাত্র ঠাকুর [illegible]
যার প্রেমে বদ্ধ সদা গৌরাঙ্গ [illegible] ভাই ॥
তাঁহার সেবক শ্রীগোকুলানন্দ ঠাকুর।
কাঁটাবনি বাসী তেঁহ প্রেমানন্দপুর ॥
আকুমার ব্রহ্মচারী প্রেমনিষ্ঠ মন।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর শাস্ত্রের বর্ণন ॥
তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—৪র্থ উল্লাস।
"ঠাকুর শ্রীগোকুলানন্দ বাস কাঁটাবনি ॥"
তথাহি—শ্রীমূঃ বিঃ—২১ পরিঃ
"ষষ্ঠেতে গোকুলানন্দ সর্ব্ব গুণধাম ॥
আকুমার ব্রতাচারী মহিমা অপার।
আশ্চর্য্য ভজনে অলৌকিক ব্যবহার ॥
প্রভুর সঙ্গেতে রহি কৈল বহু সেবা।
প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে ব্রজেতে যাইবা ॥
একদিন পরিক্রমা করিতে আপনি।
প্রত্যাদেশ কৈলা শ্রীবিনোদ বিনোদিনী ॥
সে শ্রীবিগ্রহ লই আইলা প্রভু পাশ ॥
পুনঃ আজ্ঞা হৈল করসেবা পরকাশ ॥
ভ্রমিয়া বেড়ায় তিঁহ মূর্ত্তি লয়ে সাথে।
মল্লভূমে কাঁটাবনি, নিবাসে তাহাতে ॥
সদা কৃষ্ণ সেবারত লীলাদি চিন্তন।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া তারিল ভুবন ॥
সংক্ষেপে কহিনু গোকুলানন্দ মহত্ত্ব ॥
গোকুলানন্দের গুণ অপূর্ব্ব কথন।
ঠাকুর রামাই প্রিয় গৌরপরিজন ॥
গোকুলানন্দের পদে লইয়া স্মরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা শুদ্ধ ভক্তিধন ॥

—০—

শ্রীরামচন্দ্র

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ শেষ নামধারী ॥
জয় জয় সীতাপতি কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
জয় জয় চৈতন্য নন্দন শ্রীরামাই।
তাঁর শিষ্য রামচন্দ্রের গুণের অন্ত নাই ॥
ধামাশের[১] তপোবনে সতত নিবাস।
প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণ সেবা করিল প্রকাশ ॥
বিপ্রকুলে অবতীর্ণ অতি শুদ্ধাচার।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা প্রচার ॥
তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—৪র্থ উল্লাস।
"ধামাশের রামচন্দ্র তপোবনে বাস ॥"
তথাহি—শ্রী মূঃ বিঃ—২১ পরিঃ
"সপ্তম শাখার এবে শুন কহি তত্ত্ব
ধামাশে নিবাস বিপ্রকুলে জন্ম তাঁর।
রামচন্দ্র নামে খ্যাত অতি সুকুমার ॥
গঙ্গাস্নানে আসি কৈলা প্রভুকে দর্শন।
দোঁহারে হেরিয়ে দুহুঁ হরিলেক মন ॥
দীক্ষামন্ত্র দিলা প্রভু তাঁরে সমাদরি।
ঠাকুরের সঙ্গে আইলা সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি ॥
ধর্ম্মশিক্ষা সেবাকার্য্য কৈল কতদিন।
প্রভু আজ্ঞা দিলা নাহি হও উদাসীন ॥
তব পিতামাতা তোমা লয়ে যেতে চায়।
ঘরে গিয়া বিভাকর ভজ কৃষ্ণপায় ॥
রামচন্দ্র কহে মায়া বান্ধিলে গলাতে।
ভজন যজন সব যাক অধঃপাতে ॥

[১] ধামাশ—হাওড়া—বর্দ্ধমান রেলপথে শক্তিগড় ষ্টেশনে নামিয়া বর্দ্ধমান-বড়শুল বাসে বড়শুল নামিয়া দামোদর নদী পার।

ঠাকুর কহেন হেন কহ কি বলিয়া।
ইহার প্রমাণ কহি শুন মন দিয়া॥"

তথাপি—

পুঙ্খানুপুঙ্খ-বিষয়েষ্বনু তৎ পরোঽপি।
ধীরো নমুহ্যতি মুকুন্দপদারবিন্দং॥
সঙ্গীত নৃত্য কতি তালবাসঙ্গতাপি।
মৌলিস্থ কুম্ভ পরিরক্ষণ ধীনটীব॥

নানাবিধ বিষয়েতে করিয়া মনন।
মুকুন্দ পদারবিন্দে বুদ্ধিমন্ত মন।
নটী যেন কুম্ভশিরে করয়ে নর্ত্তন।
বাদ্য তালে নাচে কিন্তু কুম্ভে তার মন॥
শ্লোক শুনি রামচন্দ্র চরণে ধরিয়া।
রোদন করিল বহু ধরণী লোটাঞা॥
ঠাকুর কহেন বাপু না কর রোদন।
প্রসন্ন হউন সদা শ্রীনন্দ নন্দন॥
অতি যত্ন করি কৃষ্ণে কর আরাধন।
জন্মিবে তোমার বংশে কৃষ্ণ ভক্তগণ॥
বর শুনি রামচন্দ্র করিয়া প্রণাম।
নিজালয়ে যাত্রা কৈল পিতা আগুয়ান॥
সদাই বিষণ্ণ মতি অভীষ্ট বিয়োগ।
কতদিনে পিতামাতা গত পরলোকে॥
কৃতকর্ম্ম করি পরে হৈল উদাসীন।
ভাবিতে ভাবিতে যাত্রা করিল পশ্চিম॥
দামোদর পার হইয়া আইল মল্লভূমে।
ক্রমে ক্রমে আসি উত্তরিলা তপোবনে॥
সেই বনে ছিল পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।
রামের মাতুল সবে বলি আদরি॥
পূর্ণানন্দ রামচন্দ্রে করাইলা বিভা।
তথা প্রকাশিলা কত শক্তির প্রতিভা॥
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ[illegible] তথা আরম্ভিলা।
শাখা সূত্র ক[illegible]কৃত জীব নিস্তারিলা॥"
হেনমতে রামচন্দ্রের চরিত্র কথন।
আত্মশুদ্ধি লাগি করি কিঞ্চিৎ বর্ণন॥
শ্রীরামচন্দ্র হন করুণার সিন্ধু।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে তাঁর কৃপা এক বিন্দু॥

—০—

শ্রীহরিদাস ঠাকুর

জয় জয় বিশ্বম্ভর পতিতের বন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
রামাই পণ্ডিত শাখা ঠাকুর হরিদাস।
বিপ্রকুলোদ্ভব তেঁহ [1]পানাকর বাস॥
ভৃত্যরূপে কৈল বহু রামাই সেবন।
গুরু আজ্ঞায় কৈল অর্দ্ধ তিলক ধারণ॥
ঠাকুরের কুটুম্ব ও পড়ুয়া তেঁহ হন।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন॥
তথাহি—শ্রী মুঃ বিঃ—২১ পরিঃ
"ঠাকুর রামের শাখা করিয়ে গণন।
সংক্ষেপে লিখি যে তাহা শুন সর্ব্বজন॥
পুরী হৈতে যবে খড়দহে আইলা।
সঙ্গে দুই ভৃত্য আইলা সেবার লাগিয়া॥
সেই দুই শিষ্য করি সঙ্গেতে রাখিলা।
প্রভু সঙ্গে সেই দুই বৃন্দাবনে গেলা॥
বিপ্রকুলে জন্ম এক নাম হরিদাস।
ঠাকুরের কুটুম্ব পড়ুয়া সঙ্গে বাস॥"

[1] পানাকর—বর্দ্ধমান—দুর্গাপুরের মধ্যবর্ত্তী পানাগড় ষ্টেশন।

ঠাকুর রামাই যবে ছাড়ি[illegible]।
জাহ্নবা সহিত খড়দহে আগ[illegible] ॥
কতদিন খড়দহে করিয়া নি[illegible]স।
ক্ষেত্রধামে গৌরগণে দেখিবারে আশ ॥
প্রেমরঙ্গে ক্ষেত্রমাঝে করিয়া গমন।
চতুর্ম্মাস্য সমাপিয়া গৌড়ে আগমন ॥
সেইকালে পিতামাতার হেরিতে চরণ।
সপার্ষদে নবদ্বীপে কৈল আগমন ॥
তথা হৈতে খড়দহে কৈল আগমন।
সেইকালে সঙ্গে এল ভৃত্য দুইজন ॥
ব্রাহ্মণ কুমার হন নাম হরিদাস।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম ঠাকুর কৃষ্ণদাস ॥
দোঁহা লয়া খড়দহে কৈল আগমন।
ঠাকুর রামায়ে দোঁহে করয়ে সেবন ॥
যেকালে জাহ্নবা ব্রজে হৈল অন্তর্দ্ধান।
সেকালে রামাই চলে সঙ্গেতে তাহান ॥
হরিদাস কৃষ্ণদাস সঙ্গেতে চলিল।
বৃন্দাবন ধাম ভ্রমি বহুত সেবিল ॥
শ্রীরাম কানাই লয়া গৌড়দেশে এল।
সেইকালে দুইজন সঙ্গেতে আসিল ॥
বাঘ্নাপাড়া শ্রীপাটেতে করয়ে বিলাস।
তারপর পানাকরে বৈসে হরিদাস ॥
তথাহি—বংশীশিক্ষা—৪র্থ উল্লাস
"ঠাকুর হরিদাস বাস পানাকরে।
প্রভুর আজ্ঞায় যিঁহো তিলকার্দ্ধ ধরে।"
যেকালে করিল অর্দ্ধ তিলক ধারণ।
অদ্ভুত বারতা তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
তথাহি—শ্রী মুঃ বিঃ—২১ পরিঃ
"চতুর্থে ঠাকুর হরি মহাভাগ্যবান।
বিপ্র বংশোদ্ভব যিঁহ পরম বিদ্বান ॥

যিঁহ দীক্ষাকালে বসি তিলক করিতে।
গুরু আজ্ঞা উঠি আইলা অর্দ্ধ তিলকেতে ॥
উপাসনা করি শেষে নিবেদন কৈল।
আজ্ঞাবলে সে তিলক অমনি রহিল ॥
বহুদিন সেবা করি রহি প্রভু পাশ।
প্রভু আজ্ঞা মতে শেষে পানিগড়ে বাস ॥
তাঁর শাখা প্রশাখার কত লব নাম ॥"
রামাই পণ্ডিত প্রিয় ঠাকুর হরিদাস।
পানাগড়ে বাস তাঁর অদ্ভুত প্রকাশ ॥
মহিমা হেরিয়া অতি লোভাকৃষ্ট মন।
কিশোরী করয়ে তাঁর কৃপা নিরীক্ষণ ॥

— ॰ —

শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুর

জয় জয় শচীসুত প্রভু গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বতাপহারি ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরনাথ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি সাথ ॥
রামাই পণ্ডিত শাখা ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুদ্ধ গৌরদাস ॥
অন্তরঙ্গ সেবক মধ্যে যাহার গণন।
পরম অদ্ভুত তাঁর চরিত্র কথন ॥
তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—৪র্থ উল্লাস
"ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস মহাভাগ্যবান।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম ভক্তের প্রধান।"
তথাহি—শ্রী মুঃ বিঃ—২১ পরিঃ
"আর এক সুত্র কায়স্থ কুলেতে জন্ম।
কৃষ্ণদাস নাম তার জানে প্রভু মর্ম্ম।

এই দুই শাখা বড় প্রভু অন্তরঙ্গ।
যাহার প্রসাদে জানি এ সব প্রসঙ্গ॥
যাঁরে সমর্পিয়া প্রভু দিলেন আমারে।
যাঁর আজ্ঞাবলে গ্রন্থ লিখি যে বিচারে॥

* * *

সঙ্গেতে রহেন সদা দুই উদাসীন।
সদা সেবা কার্য্যে রত মায়াগন্ধহীন।
রামাই প্রিয় পার্ষদ ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
রামাইর সেবনে যার নিরন্তর আশ॥
যার আজ্ঞায় রামাইর চরিত্র কথন।
শ্রীরাজবল্লভ যাহা করিল লিখন॥
তাঁহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে।
কিশোরী বর্ণনে অল্প আত্মশুদ্ধি তরে॥

—০—

শ্রীবৈরাগী ঠাকুর

জয় জয় বিশ্বম্ভর জগতের প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণানিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
ঠাকুর রামাই শাখা বৈরাগী ঠাকুর॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ প্রেমামৃত পুর॥
উজানী নিবাসী তেঁহ প্রেমানন্দ ধাম।
তারিল বহুত জীব দিয়া কৃষ্ণনাম॥
পরম অদ্ভুত তাঁর চরিত্র কথন।
শ্রীরাজবল্লভ গাহে করিয়া যতন॥
তথাহি—শ্রী মুঃ বিঃ—২১ পরিঃ
"অষ্টম শাখার এবে কহিব লক্ষণ॥
ঠাকুর বৈরা[illegible] ভক্তি পরায়ণ।
পরম উদার [illegible] শাস্ত্র বিচক্ষণ॥
প্রভুর আজ্ঞায় [illegible]হ কৃষ্ণনাম দিয়া।
তারিল অনেক জীব ভক্তি আচরিয়া॥"
তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—
"ঠাকুর বৈরাগী তার নিবাস উজানী।"
উজানী নিবাসী শ্রীবৈরাগী ঠাকুর।
ঠাকুর রামাই প্রিয় করুণা প্রচুর॥
বৈরাগী ঠাকুর হন করুণার মূর্ত্তি।
কিশোরী তাঁহার পদে নিবেদয়ে আর্ত্তি॥

—০—

শ্রীবড়ু ঠাকুর

জয় জয় শচীসুত নদীয়ার প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ রসিক প্রধান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
রামাই পণ্ডিত শাখা শ্রীবড়ু ঠাকুর।
বিপ্রকুলে আবির্ভূত চরিত্র মধুর॥
গোপাল সেবায় তাঁর দৃঢ় মতি রয়।
শুনিলে যাঁহার গুণ সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥
শালডাঙ্গা মনসুরপুরে সতত বিলাস।
শ্রীবড়ু ঠাকুর গুণ অদ্ভুত প্রকাশ॥
তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—৪র্থ
"বিপ্রকুলে জন্মধীর শ্রীবড়ু ঠাকুর।
নিবাস শ্রীশালডাঙ্গা মনসুর পুর॥

তথাহি—শ্রী মুঃ বিঃ—
"পঞ্চমে ঠাকুর বড়ু মহাভাগ্যবান॥
বিপ্রকুলে জন্ম সদাশয় মহাবীর।
গোপালের সেবাতে নিষ্ঠা, বুদ্ধি সুগভীর॥
শিষ্য হৈয়া ঠাকুরের বহু সেবা কৈলা।
আজ্ঞাক্রমে মুনসুবপুরে নিবসিলা॥
বহু শাখা শিষ্য তাঁর কত লব নাম।"
রামাই পার্ষদ হন শ্রীবড়ু ঠাকুর।
মুনসুবপুরবাসী তেঁহ ভক্তি শূর॥
শ্রীবড়ু ঠাকুর পদ করিয়া বন্দন।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা শুদ্ধ ভক্তিধন॥

—০—

শ্রীপ্রেমদাস

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
শ্রীজাহ্নবা কৃপাধন্য রামাই পণ্ডিত।
তার শাখা প্রেমদাস জগতে বিদিত॥
বংশীশিক্ষা তেঁহ করিল বর্ণন।
প্রেমদাসের গুরু পরিচয়ের কথন।
তথাহি—১ম উল্লাস
শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রসহ প্রভু রামে।
ভূমিতে পড়িয়া করি সাষ্টাঙ্গ প্রণামে॥
মোর পরাপর গুরু প্রভু রামচন্দ্র।
যাঁহা হৈতে পায় লোক নিগূঢ় আনন্দ॥
ঊর্দ্ধবাহু হয়া বন্দ শ্রীহরি গোঁসাই।
গুরু পাদপদ্ম নিষ্ঠ যাঁর সম নাই॥

জাহ্নবার কৃপাপাত্র রামাই পণ্ডিত।
তাঁর শাখা প্রেমদাস ভুবনে বিদিত॥
শ্রীহরি গোঁসাই শিষ্য খ্যাত সর্ব্বজন।
প্রেমদাসের প্রেমগুণ অপূর্ব্ব কথন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ গুণে ঝুরে দুনয়ন॥
গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা যতনে বর্ণিল।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর সর্ব্বত্র ঘোষিল॥
শিবানন্দ সেন সুত কবি কর্ণপুর।
রচিলা গৌরাঙ্গলীলা অতি সুমধুর॥
সংস্কৃত ছন্দে তেঁহ করিল রচন।
বঙ্গভাষায় প্রেমদাস করিল বর্ণন॥
অজ্ঞ মূর্খ জনে বহু করুণা করিল।
সহজে সকল জীব বুঝিতে পারিল॥
গ্রন্থ শেষে কহিলেন আত্ম পরিচয়।
যাহাতে জগত জীব তাহাকে জানয়॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ নাটকের বঙ্গানুবাদে

প্রভু যবে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধ প্রপিতামহ, কুলনগর গ্রামে সেহ,
গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা।
কাশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস,
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁরে ছয় পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ,
তাঁর পুত্র শ্রীল গঙ্গাদাস॥
তাঁর পুত্র ছিলা, তিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা,
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম, রাধাচরণ মধ্যম,
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম নিষ্ঠ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র পুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।

সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিল। বিষ্ণুকলি,
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ ॥
বিপ্র গঙ্গাদাস সুত শ্রীপুরুষোত্তম।
সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর খ্যাতি সর্ব্বোত্তম ॥
ষোড়শ বয়সে তেঁহ ব্রজভূমে গেল।
সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া সুখে কাম্যবনে এল ॥
শ্রীগোবিন্দদেবের তথা কৈল দরশন।
সেবার অধ্যক্ষ গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥
পূজক গোবিন্দ তাঁরে বহু কৃপা কৈল।
দোঁহে প্রীতি করি পাক সেবা সমর্পিল ॥
প্রেমদাস পাকক্রিয়া করে অনুক্ষণ।
তাঁহার রন্ধনে তুষ্ট গোবিন্দের মন।
সেবা পায়া প্রেমদাস পুলকিত মন ॥
কয়েক বৎসর করে গোবিন্দ সেবন ॥
দৈবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁর উপনীত হৈল।
স্নেহবশে সঙ্গে করি গৌড়েতে আনিল ॥
যদ্যপি তাঁহার মন গোবিন্দ সেবন।
ভ্রাতার স্নেহ আকর্ষণে কৈল আগমন ॥
সহসা অদ্বৈত প্রভু স্বপ্নে দেখা দিল।
করুণা করিয়া যত আপনে বর্ণিল ॥

তথাহি—তত্রৈব—

একদিন স্বপ্নান্তরে, গেঁলু আমি শান্তিপুরে,
শ্রীঅদ্বৈত গোঁসাইর মন্দিরে।
পূর্ব্বে দ্বারী চতুঃসাল, কৃষ্ণের মন্দির ভাল,
কাল বারো স্তম্ভ শোভা করে ॥
অগ্নিকোণ স্তম্ভমূলে, পবিত্র আসন পরে,
আছেন পশ্চিম মুখে বসি।
দেখিল অদ্বৈত চন্দ্রে, পুঁথি হাতে পরানন্দে,
চিক্কন শ্যামল রূপরাশি ॥
পীতবর্ণ [illegible] পরিধান মনোহর,
[illegible] দীর্ঘ পত্র ভাগবত ॥
দেখেন প্রসন্ন মুখে, হেনকালে আমি সুখে,
অষ্টাঙ্গ করিয়া হৈলু নত।
আমা দেখি তুষ্ট হৈলা, ব্রজ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলা,
কহিলাম সকল সাক্ষাতে।
শুনি অতি প্রীত হয়া, ভাগবত মোরে দিয়া,
পীতাম্বর ফোতা দিলা মাথে ॥
এই দেখি নিদ্রাভঙ্গ, দেখিতে না পাইনু রঙ্গ,
মনে মনে কান্দিয়া বিস্তর।
অদ্বৈতের কৃপা বলে, ভাগবত অর্থ মোরে,
কিছু কিছু স্ফুরয়ে অন্তর ॥”
হেনমতে শ্রীঅদ্বৈত তাঁরে কৃপা কৈল।
স্বপ্নদ্বারে ভাগবত শক্তি সঞ্চারিল ॥
অদ্বৈত প্রসাদে তার সৌভাগ্য ঘটিল।
স্বপ্নে প্রভু নিত্যানন্দ তাঁরে দেখা দিল ॥
স্বপ্নযোগে প্রেমদাস নবদ্বীপে গেল।
শ্রীবাস ভবনে নিত্যানন্দে নেহারিল ॥
সকল মহান্ত সহ পূর্ণ শশধর।
হেরি প্রেমদাস হৈল আনন্দ অন্তর ॥
প্রেমোল্লাসে ষষ্ঠাঙ্গেতে দণ্ডবৎ কৈল।
সেবিতে অভয় পদ ব্যাকুল হইল ॥
ধীরে ধীরে প্রভু পাশে করয়ে গমন।
অভিলাষ বুঝি প্রভু বলেন তখন ॥
সহাস্যে নিতাইচাঁদ বলেন বচন।
দক্ষিণ পার্শ্বেতে মোর কর নিরীক্ষণ ॥
আজ্ঞা পায়া প্রেমদাস করে নিরীক্ষণ।
ভুবন মোহন গোরার শ্রীচাঁদ বদন ॥
শ্রীপাদ প্রসারি বসিয়াছে গোরা রায়।
কিশোর বয়স রূপ কৃষ্ণনাম গায় ॥

ভক্ত অঙ্গে ঠেস দিয়া আছে [illegible]ত।
হেরিয়া অপূর্ব্ব রূপ চিত্ত বিচলি[illegible]॥
নিত্যানন্দ আজ্ঞা কৈল করিতে সেবন।
প্রেমদাস সুখে কয়ে পাদ সম্বাহন॥
নিত্যানন্দ কৃপা বিনা গৌর নাহি পায়।
প্রেমদাসের ভাগ্যোদয় নিতাই কৃপায়॥
দয়াল নিতাই তাঁরে বহু কৃপা কৈল।
প্রেমদাস মনসুখে সেবিতে লাগিল॥
সেবয়ে অভয় পদ করে দরশন।
শ্রীরূপ মাধুরী হেরি জুড়ায় নয়ন॥
এই মত স্বপ্নে তেঁহ করি দরশন।
দিব্য ভাবোদয় তার হইল ঘটন॥

তথাহি—তত্রৈব—

"স্বপ্ন হেরি এইমত, চৈতন্য আবিষ্ট চিত,
চৈতন্য চরিত বর্ণি সুখে।
নাহি ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, তভু মনসুখ পান,
শ্রীচৈতন্য নাম বলে মুখে॥"

নিতাই প্রসাদে তাঁর চৈতন্যে রতি হৈল।
বর্ণিয়া গৌরাঙ্গলীলা জীব ধন্য কৈল॥
কবি কর্ণপুর কৈল নাটক রচন।
চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাম বিচিত্র গ্রন্থন॥
বঙ্গানুবাদ করি তার মহিমা রাখিল।
গৌরলীলা বুঝি সবে সৌভাগ্য মানিল॥
মনঃশিক্ষা রচি তেঁহ বহু কৃপা কৈল।
গীতছলে উপদেশ জগতে অর্পিল॥
তাহার পঠনে সবার চিত্ত শুদ্ধ হয়।
গৌরাঙ্গ ভজনে সবার হয় ভাগ্যোদয়॥
বংশী শিক্ষা গ্রন্থ যৈছে করিল রচন।
গ্রন্থ মাঝে আপনে তা করিল লিখন॥

তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—৪র্থ উল্লাস

"শ্রীবংশী বিলাস শ্রীশ্রীবংশী লীলামৃত।
রামের কড়চা আর কেশব সঙ্গীত॥
গৌরাঙ্গ বিজয় আদি গ্রন্থ অনুসার।
পদাবলী সাধুবাক্য করিয়া বিচার॥
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিয়া বর্ণন।
রসরাজ ভক্তে ভেট করিনু অর্পণ॥"

হেনমতে বংশীশিক্ষা করিল রচন।
ইহার মহিমা তবে করহ শ্রবণ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"একাদশী কৃষ্ণাষ্টমী পূর্ণিমা তিথিতে।
বংশীশিক্ষা পড়ে যেই ভক্তের সহিতে॥
রসরাজ কৃষ্ণকৃপা হবে তার প্রতি।
অতএব পড় গ্রন্থ করিয়া ভকতি॥
গ্রন্থ বরণিয়া দিনু শ্রীগুরুর করে।
গ্রন্থ পড়ি প্রভু মোরে কন ক্রোধভরে॥
অরে অরে প্রেমা তুই কৈলি সর্ব্বনাশ।
নিগূঢ় ভজন তত্ত্ব করিলি প্রকাশ॥
তবে আমি কহিলাম দিয়া আচ্ছাদন।
লিখিয়াছি বংশীশিক্ষা করুন দর্শন॥
একথা শুনিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
শ্রীচরণ মোর মাথে দিলেন তুলিয়া॥
শুকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক সুখেতে॥
লৌকিক ভাষাতে মুদ্রি করিনু লিখনে।
ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে॥
শ্রীশ্রীবংশী শিক্ষা করিনু বর্ণনে॥"

এই মতে বংশীশিক্ষা করিল রচন।
প্রেমদাসের প্রেমগুণ কে করে লিখন॥

ভক্তিশাস্ত্র প্রচারিয়া জগত তারিল।
গাহিয়া গৌরাঙ্গ গুণ জীব নিস্তারিল॥
প্রেমদাসের মনঃশিক্ষা অপূর্ব্ব গ্রন্থন।
শ্রবণ পঠনে যার ঘুচয়ে বন্ধন॥
হৃদয়ে জন্ময়ে সবা শুদ্ধ ভক্তিজ্ঞান।
প্রেমদাসের প্রেমগুণ অদ্ভুত আখ্যান॥
প্রেমদাসের পাদপদ্মে লইয়া শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে হৃদে শুদ্ধ ভক্তিধন॥

ইনি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে পঞ্চম খণ্ডে শ্রীজাহ্নবা শাখা বর্ণনে সপার্ষদ শ্রীরামাই পণ্ডিত মহিমা কথনং নাম দ্বিতীয় লহরী সমাপ্ত॥

তৃতীয় লহরী

শ্রীশচীনন্দন

জয় জয় নদীয়া পুরন্দর গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমদানকারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর প্রেমধর॥
শ্রীবংশীবদন সুত শ্রীচৈতন্য দাস।
দুই সুত হৈল তার শুদ্ধ গৌরদাস॥
কনিষ্ঠ সুতের নাম শ্রীশচীনন্দন।
জাহ্নবার পাদপদ্মে একান্ত স্মরণ॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী তারে বহু কৃপা হৈল।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ভুবনে ব্যাপিল॥
তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষায়—৪র্থ উল্লাস
"কৈশোর বয়েস যবে গোঁসাই রামাই।
শ্রীশচীনন্দন নামে হৈল এক ভাই।
সাক্ষাৎ শচী[illegible]চীনন্দন।
অদ্যাপি মহিম[illegible]র গায় সাধুগণ॥"
কৈশোর বয়স য[illegible] রামাই হইল।
শ্রীশচীনন্দন আসি জনম লভিল॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী এবে কৈল আগমন।
চৈতন্য দাস পুত্রদ্বয়ে কৈল সমর্পণ॥
রামাই সহিত তাঁরে জাহ্নবায় দিল।
জাহ্নবার প্রিয় দোঁহে জগতে ঘোষিল॥
রামাই জাহ্নবা সহ করিল গমন।
পিতামাতা সেবে সদা শ্রীশচীনন্দন॥
উপবীত বিবাহাদি হৈল সমাধান।
ততদিনে রামাই এল পিতৃ সন্নিধান॥
জাহ্নবা সহিত রামাই কৈল আগমন।
সেকালে জাহ্নবা কৈল কৃপা প্রদর্শন॥

তথাহি—তত্রৈব—
"তবে মাতা রামানুজ শ্রীশচীনন্দনে।
শুভদিনে মন্ত্র দিল পরসন্ন মনে।"
একদা শচীনন্দনে সমাধ্যায়ীগণ।
পরিহাস কৈল বৈষ্ণব করিয়া কথন॥
শুনি শচী এক শ্লোক করিয়া পঠন।
হরি সঙ্কীর্ত্তন তত্ত্ব করাল শিক্ষণ॥
সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব করিয়া শ্রবণ।
পরিহাস ত্যজি সবে করে সঙ্কীর্ত্তন॥
বাল্যকাল হৈতে শচী গৌরনিষ্ঠ মন।
গৌরাঙ্গ স্মরণ ধ্যান গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন॥
বাঘ্নাপাড়া শ্রীপাট যবে রামাই স্থাপিল।
বীরচন্দ্র আজ্ঞাক্রমে লোক পাঠাইল॥
সেইকালে শচী এল ভ্রাতার সদন।
বান্দয়া রামাই পদ করয়ে ক্রন্দন॥

পিতৃমাতৃ অন্তর্দ্ধান বাক্য [illegible]।
অচ্যুতদ্বারে মহোৎসব প্রসঙ্গে [illegible]হিল ॥
তবেত রামাই তাঁরে বলেন বচন
এথা বাস কর লয়া নিজ পরিজন ॥
আজ্ঞা পায়া শচীনন্দন কুলিয়া আসিল।
পত্নী পুত্রাদিক লয়া গমন করিল ॥
প্রাণবল্লভ গোপীনাথে সঙ্গেতে লইল।
তিন পুত্রসহ বাঘ্নাপাড়ায় পৌঁছিল ॥
অপরাহ্ণে আসি তথা উপনীত হৈল।
শ্রীপাটের সেবা রাম তাঁরে সমর্পিল ॥
শচীনন্দন কৈল যৈছে গ্রন্থের বর্ণন।
প্রেমদাস বাক্য সবে শুন সুধীজন ॥

তথাহি—তত্রৈব—
"শ্রীরাজবল্লভ কৈলা বংশী বিলাস।
বংশীর মহিমা যাতে বিস্তার প্রকাশ ॥
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভ লীলা বিরচিল।
শ্রীকেশব শ্রীকেশব সঙ্গীত রচিল ॥
তিন পুত্র কৃত তিন সন্দর্ভ দেখিয়া।
গৌরাঙ্গ বিজয় শচী বর্ণে হৃষ্ট হয়া ॥"
হেনমতে গৌরাঙ্গ বিজয় বিরচিল।
অতুল মহিমা তার ভুবনে ব্যাপিল ॥
শ্রীজাহ্নবাদেবী প্রিয় শ্রীশচীনন্দন।
পরম অদ্ভুত তাঁর চরিত্র কথন ॥
নিতাই জাহ্নবা পদ পাইবারে আশ।
শ্রীশচীনন্দনে বন্দে দীন কিশোরী দাস ॥

—০—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দাস

জয় জয় শচীসুত প্রভু গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাবতরী ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
জাহ্নবার কৃপাপাত্র নিত্যানন্দ দাস।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ভুবনে প্রকাশ ॥
বলরাম দাস তাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল।
জাহ্নবা প্রসাদে নিত্যানন্দ দাস হৈল ॥
জাহ্নবা আজ্ঞায় প্রেমবিলাস রচিল।
শ্রীনিবাস নরোত্তমের চরিত্র গাহিল ॥
শ্যামানন্দের চরিত্র কিছু করিল বর্ণন।
তিন প্রভুর শাখা সূত্র করিল গ্রন্থন ॥
গৌরাঙ্গের প্রেমশক্তি পুনঃ প্রবর্ত্তন।
গাহিল নিগূঢ় বার্ত্তা জীবের কারণ ॥
গৌরাঙ্গ পার্ষদ গুণ শেষেতে গাহিল।
আত্ম পরিচয় কিছু গ্রন্থমাঝে দিল ॥
তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২০ বিলাস।
"মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি ॥
বীরভদ্র প্রভু মোর শিক্ষাগুরু হয়।
আমারে করুণা তিঁহ কৈলা অতিশয় ॥
মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
পিতামাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক ॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার।
রাত্রিতে স্বপন এক দেখিল চমৎকার ॥

জাহ্নবা ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই।
খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন।
ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা।
এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা॥"
হেনমতে নিত্যানন্দ জাহ্নবা কৃপা পেল।
জাহ্নবা চরণ সেবি প্রেমেতে মাতিল॥
মাধব আচার্য্য স্থানে বাদ্যশিক্ষা কৈল।
যোগী গুরুরূপে রূপনারায়ণে মানিল॥
নিত্যানন্দ জাহ্নবার সঙ্গে অনুক্ষণ।
কায়মনে করে সেবা করিয়া যতন॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী যবে ব্রজযাত্রা কৈল।
দাস নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রেমেতে চলিল॥
সেবানন্দে নিত্যানন্দ করয়ে গমন।
তত্ত্ব কহি জাহ্নবা তাঁরে করাল দর্শন॥
ব্রজতত্ত্ব বুঝাইল করিয়া যতন।
নিত্যানন্দ জাহ্নবার প্রিয় অনুক্ষণ॥
ব্রজ হোতে গৌড়পথে চলয়ে যখন।
জাহ্নবার স্থানে তেঁহ জিজ্ঞাসে তখন॥

বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট [illegible] পাদোদক পান।
গৌরপ্রেম লভি [illegible]রে করে শক্তি দান॥
কিরূপেতে সেই দুই বস্তু লভ্য হয়।
কৃপা করি [illegible]হ মোরে হইয়া সদয়॥
কৃপা করি শ্রীজাহ্নবা বলেন তখন।
কৃপা করি শিষ্যে গুরু দেন অনুক্ষণ॥
অন্য স্থানে লভিবারে যতেক বিধান।
শ্রীজাহ্নবা কহিলেন তাহার প্রমাণ॥
গৌরাঙ্গের পাদোদক কালিদাস পেল।
সেই লীলারঙ্গ কহি তারে শিখাইল॥
এইভাবে চলিতে পথে শ্রীখণ্ডে আসিল।
নরহরি ঠাকুর সহ মিলন করিল॥
শ্রীরূপ গোস্বামী আজ্ঞা করিল জ্ঞাপন।
ওহে, শীঘ্র শ্রীনিবাসে করহ প্রেরণ॥
তারপর নিত্যানন্দে যে বাক্য কহিল।
নিত্যানন্দ দাস তাহা গ্রন্থেতে বর্ণিল॥
তথাহি—

একদিন আজ্ঞা মোরে করেন ঠাকুরাণী।
বিবাহ না করিহ বাপ মোর বাক্য মানি॥

* * *

মোরে আজ্ঞা হৈল বাপু যা[illegible]ঘর।
যে আজ্ঞা করিল তাহা পালিহ[illegible]ন্তর॥
এই সব সঙ্গ সুখে রহ সর্ব্বদায়।
সেই সে করিবে যাতে আমার সহায়॥
যখন যাইবা কোথা লোক লয়া যাবে।
কখন আমার সঙ্গে আনন্দে থাকিবে॥
ঠাকুরাণী গেলা আমি রহি এই স্থানে॥
জাহ্নবা আদেশে তেঁহ শ্রীখণ্ডে রহিল।
কতদিনে শ্রীনিবাসে নয়নে হেরিল॥
স্নান ছলে শ্রীনিবাসের হইল আগমন।
হেরি তাঁর রূপগুণ আনন্দে মগন॥
কতদিন জাহ্নবাদেশ করিতে পালন।
শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থ করিলা রচন॥
যেমতে পাইল আজ্ঞা শুন বিবরণ।
গ্রন্থমাঝে নিত্যানন্দ দাসের বর্ণন॥

তথাহি— তত্রৈব —২৪ বিলাস—

"পনরশ' বাইশ যখন শকাব্দের আসিল॥
ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল॥
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস।
পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেম বিলাস॥
প্রথম হৈতে আঠার অধ্যায় লিখিল খণ্ডকে বসিয়া।
উনিশ বিশ দুই বিলাস লিখিল খড়দহে গিয়া॥
একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ এই চারি বিলাস।
কাটোয়ায় বসিয়া লিখিনু পাইয়া উল্লাস॥
অর্দ্ধ বিলাসে গ্রন্থের সূচী বর্ণন কৈল।
শ্রীজীব গোঁসাই শ্রীনিবাস নরোত্তমের পত্র থুইল॥
গ্রন্থ শেষ হৈল হৈল পত্রের প্রাপন।
অর্দ্ধ বিলাসে তাহা করিনু স্থাপন॥
বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থ করি সমাপণ।
বীরচন্দ্রের পদমূলে করিনু অর্পণ॥
বৃদ্ধ বয়সে লিখি ভুল অনুক্ষণ।
যে সময়ে যা মনে আসে করিনু লিখন॥
আগের কথা পাছে লিখি পাছের কথা আগে।
ভাবিয়া লিখিনু গ্রন্থ যাহা মনে জাগে॥
এক কথাও বার বার করেছি লিখন।
সব ঘটনা সব সময় না ছিল স্মরণ॥
একজনার কথা লিখিতে আরম্ভিল।
যতেক মনে আসে এক অধ্যায়ে লিখিল॥
কিছুদিন পরে তার আরো এক ঘটনা।
মনোমধ্যে আসিয়া হইল যোজনা॥
অন্য এক অধ্যায়ে তাহা করিনু বর্ণন।
পুনরুক্তি দোষ মোর হৈল সে কারণ॥
রচনা করিয়া গ্রন্থ শোধিতে নারিল।
তেকারণে বহু দোষ গ্রন্থেতে রহিল॥
বৃদ্ধ বয়স মোর রোগগ্রস্থ তনু।
তেকারণে গ্রন্থ আর শোধিতে নারিনু॥"
হেনমতে প্রেমবিলাস করিল রচন।
বীরচন্দ্র চরিত অন্য গ্রন্থের লিখন॥
প্রভু বীরচন্দ্র গুণ তাহাতে বর্ণন।
নিত্যানন্দের প্রেমসীমা অপূর্ব্ব কথন॥
বিশেষ শ্রীজাহ্নবার প্রিয় মহামতি।
গাহিতে তাঁহার গুণ চিত্তে হৈল আর্ত্তি॥
আত্মশুদ্ধি লাগি কহি কিঞ্চিৎ বর্ণন।
কৃপা কর কিশোরীরে লইল শরণ॥

—•—

শ্রীমনোহর দাস

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুলমণি।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌরপ্রেমখনি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরপরিকর॥
শ্রীজাহ্নবা মাতার শাখা মনোহর দাস।
বাণীনাথ বংশোদ্ভব শুদ্ধ গৌরদাস॥
দীনমণি চন্দ্রোদয় যাঁহার লিখন।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন॥
গ্রন্থমাঝে লিখিলেন নিজ পরিচয়।
পরম যতনে শুন যত মহাশয়॥

তথাহি—শ্রীদীনমণি চন্দ্রোদয়ে ২১ সূত্রে—

"জগন্নাথ নাটক দেখি আনন্দ চরণ।
পর পিতামহ রামানন্দ যেহ হন॥
বাণীনাথ পট্টনায়েক মহাশয়
রামানন্দ ভ্রাতা তিঁহ মোর জ্ঞান হয়॥
বাণীনাথের হইল দুইটি তনয়।
গোকুলানন্দ হরিহর রায় মহাশয়॥
তাহার তনয় এক গোবিন্দানন্দ হৈল।
মহাবিদ্যাবান তিঁহ এইত কহিল॥
তার দুই পুত্র হইল নিত্যানন্দ মনোহর।
নিজগ্রাম ছাড়ি পিতা আইল কটকনগর॥
কটকে করিলা তিঁহ এক রাজধানী।
অল্পকাল কিছু নয় জুয়ারের পানি॥
দুই পুত্র রাখি পিতা হইল অন্তর্ধান
সকল লইল উড়িয়া রাজা করিয়া শাসন॥
কিঞ্চিত রাখি[illegible] গ্রাম সাতখানি।
আর সব লইল রাজা করিয়া সনামি॥
দুঃখিত হইয়া ভ্রাতা সব ছাড়িয়া আসিল।
বিদ্যানগর গ্রামে পরিজন রাখিল॥
মাতার চরণে ভ্রাতা বিদায় মাগিয়া।
আইল উত্তর দেশে বিষয় লাগিয়া॥
আমিও বালক ভালমন্দ নাহি জানি।
কতদিনে সমাচার পাঠাল আপনি॥
বর্দ্ধমান পরগণা কহিল লিখনে।
আনাইল ভ্রাতা মোরে করিয়া যতনে॥
সেই হৈতে রহি দূরে আনন্দ হরিষে।
মাতার অন্তর্দ্ধান শুনিনু বিশেষে॥
উদ্বেগ হইয়া ভ্রাতা বিষয় ছাড়িয়া।
রহিলা বিমুখে তিঁহ মন দুঃখ পায়া॥
হেনমতে বর্দ্ধমানে আইলা মনোহর।
ভ্রাতার সমীপে রহে আনন্দ অন্তর॥
তথায় ঘটিল এক বিচিত্র ঘটন।
গ্রন্থ মাঝে আপনি তাহা করিল লিখন।

তথাহি—

"পূর্ব্বে মুঞি ছিনু অতি অজ্ঞান বালক।
আপনি আইলা কৃপা করিতে একক॥
অকস্মাৎ মোরে তিঁহ দিলা দরশন।
প্রেমময় অঙ্গ দেখি আনন্দিত মন॥
বিষয়ী আমার চিত্ত উচ্চ আত্মা হয়।
সদাকাল বিষয় মোর সাবকাশ হয়॥
ভ্রাতা মোর জ্যেষ্ঠ শ্রীনিত্যানন্দ দাস।
তাহার কনিষ্ঠ মুঞি মনোহর দাস॥
পিতৃহীন দুই ভাই থাকি যে বিষয়ে।
কেহ নাহি আর মোদের এ ভব সংসারে॥

পূর্ব্বে ছিলা দক্ষিণ দেশে [illegible]র গ্রাম ।
রামাই আনন্দ বোলেতে জন্ম[illegible] ধাম ॥
দক্ষিণ নিবাস হয় আইনু গৌড়দেশে ।
বর্দ্ধমানে রহি দুইজনে বিষয় কর্ম্মরঙ্গে ॥
হেনকালে গৌরহরি আইল বর্দ্ধমান ।
বৃক্ষতলে দাঁড়াইল দিতে দরশন ॥
বিষয় করিয়া বান্দে স্নানেতে চলিলা ।
হেনকালে বৃক্ষতলে তাহারে দেখিলা ॥
তিঁহ কহে, কেবা তুমি করহ প্রণাম ।
কহিলাম আমি তাঁরে বিষয়ী অজ্ঞান ॥
সদাই বিষয় বিষে মোর মন ফিরে ।
কৃপা করি দরশন দিলেন আমারে ॥
অষ্টম বৎসর মোর বয়স কেবল ।
কি জানিব তোমারে আমি দেহ কৃপাবল ॥
তিঁহ বলে ভাল ভাল যাও নিজ ঘরে ।
পুনরপি যাবে মোর নিকটে একেবারে ॥
পুছিলাম কোথা যাব পাব দরশন ।
কহিলেন গোলক দাস ভবনে আসন ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া মুঞি প্রণাম করিয়া ।
আইলাম নিজ ঘরে আজ্ঞা সে লইয়া ॥
ভ্রাতা নাহি জানে ইহা আমার বারতা ।
বদ্ধ বিষয় তিঁহ সদাই সে মত্তা ॥
স্নান ভোজন করি গেলাম প্রভু স্থানে ।
প্রণাম করিতে তিঁহ দিলা শ্রীচরণে ॥
কহিলেন নিজতত্ত্ব লইয়া নির্জ্জনে ।
আপনার নিজরূপ দিলা দরশনে ॥
চমৎকার হইল চিত্ত দেখি তাঁর রূপ ।
ঘরে নাহি রহে মন বিষয়ের কূপ ॥
আরবার কহিল মোরে করিব গমন ।
কেন্দবেল্বী যাব বলি আছে মোর মন ॥
আমি কহিলাম তবে যাব তোমার সঙ্গে ।
তিঁহ বলে, যাবে যদি আইস মোর সঙ্গে ॥
ভ্রাতা কহে যাউক তোমার সঙ্গে ।
ভালই কহিল মুই কহিনু ভ্রাতারে ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে ভোজন করিয়া ।
শয়ন করিতে যাই ভ্রাতারে কহিয়া ॥
নিজ মন বিচারিয়া না করিনু শয়ন ।
যথা প্রভু ছিল তথা করিনু গমন ॥
তিঁহ নাহি সেই স্থান রাত্রে চলি গেলা ॥
আমি চলিল রাত্রে হইয়া একলা ।
চলি চলি আইলাম মুঞি খটুনগরে ।
শয়ন করিনু এক বৃক্ষের আবরে ॥
প্রাতে উঠি গেলাম পৌষমাস শীতকাল ।
অজয়ের ধারে ধারে অজয়ের মিশাল ॥
বিপথে নাহিক যাই পথ ছাড়িয়া ।
বহুলোক যায় সব চারিদিক দিয়া ॥
পার হইয়া স্থান দেখিনু নয়নে ।
শ্রীজয়দেব পথা কৈলাঙ দরশনে ॥
পরিক্রমা করি দেখি আম্রের বাগান ।
বসিয়াছেন গৌরহরি করিলাম প্রণাম ॥
জিজ্ঞাসিলেন কেহ সঙ্গে আইল তোমার ।
কহিলাম একা আমি সঙ্গে নাহি আর ॥
কহিলাম এবেশ মোর নাহি লাগে মনে ।
কৃপা কর প্রভু মোরে দিয়া শ্রীচরণে ॥
হেনকালে এক চর আইল অন্বেষণে ।
গোঁসাই আমারে তবে কৈলা সাবধানে ॥
যে ছিল মনে মোর তাহাই করিয়া ।
চলিতে মন হৈল মোর আজ্ঞা পায়া ॥
রাত্রিদিন চলি পথ বৃন্দাবন যাঁহা ।
কিছু বিঘ্ন নাহি পথে এক মাস তাঁহা ॥

কতদিন চলি আইলাম মথুরা।
দেখিলাম রাজস্থান মন হৈল ভোরা॥
মথুরার লোক সবের বন্দিয়া চরণ।
যমুনার রেণু অঙ্গে করিল ভূষণ॥
যমুনা প্রণাম করি রাজপথ দিয়া।
গোবর্দ্ধন প্রণাম কৈল প্রেমানন্দ হইয়া॥
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের দরশন।
গোবর্দ্ধনের দুই নেত্র রাধাশ্যাম কুণ্ড হন॥
অবশেষে চলিলু যথা রাসস্থলী স্থান।
আনন্দ হইল চিত্তে জুড়াইল প্রাণ॥
কতক্ষণ রহি তথা প্রণাম করিয়া।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দেখিনু আসিয়া॥
দুই কুণ্ড এক করি প্রণাম করিলু।
শ্রীরাধিকার নিত্যস্থান প্রভু যে কহিল॥
সেই আজ্ঞামত আমি অষ্টাঙ্গ পড়িয়া।
গড়াগড়ি দিয়া কাঁদি প্রভু স্মরণীয়া॥
কোথা প্রভু গৌরহরি কোথা নিত্যানন্দ।
কাঁহা মোর জাহ্নবীজিউ নিত্যানন্দের আনন্দ॥
কাঁহা রাধাশ্যাম আমার কাঁহা গোপীগণ।
কাঁহা মোর শ্রীরূপাদি গোঁসাই সনাতন॥
কতক্ষণ এইরূপে আবেশ হইয়া।
শ্রীরাধাকুণ্ডেতে পুনঃ আইনু ফিরিয়া॥
চতুর্ম্মাস্য রহি তথা ব্রজবাসীর ঘরে।
প্রেমদাস ব্রজবাসী রাখিলা আমারে॥
তার ঘরে চতুর্ম্মাস্য রহিলাম সুখে।
গৌড়দেশে যাব বলি চলিলাম পূর্ব্বমুখে॥
গৌড়দেশে আইনু পুনঃ প্রভু যথা রহে।
পুছিলাম লোকে আমি তারা সবে কহে॥
এখানে নাহিক তিঁহ গেলা নবদ্বীপে।
আনন্দে আছেন তিনি গঙ্গার সমীপে॥

চলিলাম তথা [illegible]কাটোয়া হইয়া।
নবদ্বীপ আসি [illegible] গোঁসাই বসিয়া॥
নবদ্বীপ প্রণাম করি বন্দিনু চরণ।
কহেন তিনি কোথা হইতে আসিলে এখন॥
কহিলাম আপনার আজ্ঞা পালিবারে।
শ্রীবৃন্দাবনে একবর্ষ রাখিনু আমারে॥
প্রভু কহে রহ এই গৌড়ে কিছুদিন।
করহ সেবাদি কার্য্য যে সব লক্ষণ॥
আমি যে যাইব এখন তীর্থ করিবারে।
রহ তুমি গৌড়ে কৃষ্ণ সেবাদি প্রচারে॥
তোমার গৃহেতে আছে গোপীনাথ রায়।
তোমার ভ্রাতা গোপীনাথের সেবাতে সহায়॥
তুমিও থাকহ সেবা আচরণ লইয়া।
কৃষ্ণভক্তি মাত্র দেখ দীন প্রায় হইয়া॥
যে আজ্ঞা করিলে মোরে সেই শিরে ধরি।
গোপীনাথ সেবার প্রচার সেই হইতে করি॥
হেনমতে কহিলেন নিজ বিবরণ।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন॥
দিনমণি চন্দ্রোদয় করিল লিখন।
তাহাতে বর্ণিলা যাহা শুন বিবরণ॥

তথাহি—

"প্রথম সূত্রেতে কৈনু সামান্য বিশেষ।
দ্বিতীয় সূত্রেতে কৈনু কতক নির্দেশ॥
তৃতীয় সূত্রেতে কৈনু নিত্য বিবরণ।
চতুর্থ সূত্রেতে রাসলীলা অনুক্ষণ॥
পঞ্চমে জীবতত্ত্ব কহিনু আভাষ।
ষষ্ঠমে কহিনু রাগবিধির প্রকাশ॥
সপ্তমেতে যোগতত্ত্ব করিনু বিচার।
অষ্টমেতে বর্ণাশ্রম তাহাতে প্রচার॥

নবমেতে নামামৃত সূত্র ভে[illegible]।
দশমেতে বিবর্ত্ত বিলাস হয় সা[illegible]
একাদশে আদি তত্ত্ব রসের বিচার ॥
দ্বাদশে ব্রহ্ম নিরূপণ কৈনু।
ত্রয়োদশে শাস্ত্র আদিতত্ত্ব বিচারিনু ॥
চতুর্দশে সাধনতত্ত্ব কিঞ্চিৎ কহিনু।
পঞ্চদশে বৃন্দাবনে শরীর কথা কৈনু ॥
ষোড়শে নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য কহিনু।
সপ্তদশে প্রেম প্রয়োজন কিছু কৈনু ॥
অষ্টাদশে সুরত লালা তত্ত্বের বিচার।
ঊনবিংশতি সূত্রে কৈনু উদগার প্রচার ॥
বিংশতিতে নিজ কার্য্য আপন প্রাবল্য।
একবিংশে নিজ গোষ্ঠী বিচার করিনু ॥
শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরীর পদে আশ।
দিনমণি চন্দ্রোদয় কহে মনোহর দাস ॥
এইত মনোহরের চরিত্র কথন।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁর লইয়া শরণ ॥

—০—

শ্রীসুধাময়

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজ কুলমণি।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর প্রেমখনি ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত গুণের সাগর।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি অনুচর ॥
প্রভু বীরচন্দ্র হন নিত্যানন্দ সুত।
সুধাময় শ্বশুর তাঁর সর্ব্বগুণযুত ॥
যাঁর কন্যা নারায়ণী লক্ষ্মী স্বরূপিণী।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর শাস্ত্রেতে বাখানি ॥

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে—

তৃতীয় স্তবক :—

মহেশ নিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধ চিত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পূজা তার নিত্য কৃত্য ॥
সুধাময় নাম পিপিলাইর জামাতা।
বিদ্যুন্মালা নামে হয় তাহার বনিতা ॥
বিষ্ণু পরায়ণী শুদ্ধা পতিব্রতা নারী।
স্বামীর নিকটে নিত্য রহে করযুড়ি ॥
কন্যা পুত্র হীন মুঞি বৃথা জন্ম যায়।
কি সুখ সংসারে থাকি কিসের মায়ায় ॥
মুখুটি কহয়ে সতি মোর মন এই।
নির্বিঘ্ন হইয়াছি ঘরে তোরে সত্য কই ॥
প্রভুর চন্দন যাত্রার যাত্রিক সহিতে।
চল যাই জগন্নাথের শ্রীমুখ দেখিতে ॥
তার কৃপা তোর চিত্তে হইল স্ফুরণ।
চল গিয়ে করি জগন্নাথ দরশন ॥
এত বলি বিপ্রবর হরিধ্বনি করে।
ভাসে যেন সুধাময় আনন্দ সাগরে ॥
তার পরদিনে গ্রামী বিপ্রে নিমন্ত্রিল।
চতুর্বিদ করি ভক্ষ্য ভোজ্য কয়াইল ॥
ঘরে যত দ্রব্য ছিল বিপ্রে কৈল দান।
মাল্য গন্ধ দিয়া সবার করিল সম্মান ॥
হেনকালে আইল যত যাত্রিকের গণ।
মহামহোৎসবে তারা করিল ভোজন ॥

প্রাতে উঠি বিপ্রবর পত্নী করি সঙ্গে।
চলিল বৈষ্ণব সহ কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
অবশেষ বিষয় আদি যে বাঁধন ছিল।
জগন্নাথের ভোগ লাগি সঙ্গে করি নিল॥”
হেনমতে সুধাময় বিষয় ত্যজিল।
জগন্নাথ মুখ হেরি আনন্দে মাতিল॥
চতুর্ম্মাস্য সুখে কর তীর্থ পর্য্যটন।
রথযাত্রাদি লীলা হেরি পুলকে মগন॥
একদা পত্নীরে কহে সস্নেহ বচন।
সমুদ্রের তীরে চল রহিব নির্জন॥
যত্নবীরে প্রাপ্তি লাগি করিল সাধন।
এত কহি সুখে দোঁহে করিল গমন॥
সমুদ্রের তীরে এক পত্রাশ্রয় কৈল।
দুহুজন অনুরাগে সাধনে মাতিল॥
রামকৃষ্ণে স্মরি হরি বলে অনুক্ষণ।
বহুকালে তুষ্ট হয়া সমুদ্র আগমন॥
কতদিনে সাধন তার পরিপক্ক হইল।
সাধন ফল লয়া সমুদ্র প্রকটিল॥

তথাহি—তত্রৈব—

“হেনমতে সমুদ্রের তীরে বাস করি।
অহর্নিশ রামকৃষ্ণ স্মরি হরি হরি॥
বহুকাল ব্যতিতে সমুদ্র তুষ্ট হইয়া।
বিপ্রবেশে আইলেন হর্ষযুক্ত হইয়া॥
এক কন্যা সঙ্গে করি মিলিলা আসিয়া।
সুধাময় বিপ্র আগে দাঁড়াইলা গিয়া॥
মূর্ত্তিমন্ত জলনিধি হইয়া সদয়।
কন্যা অগ্রে ধরি বিপ্রে মৃদুভাষা কয়॥
এই কন্যাখানি তুমি পালহ যতনে।
ইহা হৈতে পাবে তুমি পুরুষ রতনে॥
এই কন্যা হইতে [illegible]রে কুলের উদ্ধার।
এই কন্যা হৈতে [illegible]ব সংসারের পার॥
[illegible]াক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা এই কন্যা গুণবতী।
অপ্রাকৃত কন্যা এই পূর্ব্ব কৃষ্ণশক্তি॥
ন[illegible]ায়ণী নামে এই কন্যা লক্ষ্মীরূপা।
গঙ্গা সমর্পিল এই তোরে করি কৃপা॥
এই কন্যার বর তিন লোকে যোগ্য নয়॥
ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরের যোগ্য হয়॥”
এত কহি বিপ্রবরে বলেন বচন
সাবধানে কন্যারত্নে করিবে রক্ষণ॥
তেঁহ কহে মুই হই দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কেমনে করিব মুই লক্ষ্মীর পালন॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য কহে জলনিধি।
ভয় কিবা বিপ্র শুন মোর বাক্যনিধি॥

তথাহি - তত্রৈব—

“জলনিধি কহে বিপ্র না করিহ ভয়।
দর্শন অদর্শন এই দুই রূপে হয়॥
অদর্শন রূপা তব স্নেহ বশ হইয়া।
থাকিবেন নিরন্তর প্রভুরে ভাবিয়া॥
গৌরাঙ্গ স্বরূপ তেঁহ বিষ্ণুবিশ্বধাম।
নিত্যানন্দ তনুজ শ্রীবীরচন্দ্র নাম॥
অল্পদিনে তীর্থ করে এথাতে আসিবে।
কন্যা পরিগ্রহ করি কৃতার্থ করিবে॥
এত কহি জলনিধি অন্তর্দ্ধান হৈল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোঁহে দৃঢ়ব্রত হইল॥
কবে বীরচন্দ্র প্রভু দিবেন দরশন
রাত্রিদিন দোঁহাকার এই উপাসন।”
হেনমতে বিপ্র করে দিবস যাপন।
কতদিনে বীরচন্দ্র দিল দরশন॥

মাতাস্থানে মন্ত্র লয়া প্রভু [illegible]
তীর্থছলে নীলাচলে চলিল ত্বরা[illegible]
কতদিন নীলাদ্রিতে করিয়া ভ্রমণ।
তীর্থ করিবারে কর দক্ষিণে গমন॥
দক্ষিণ ভ্রমিয়া সুখে নীলাদ্রী আসিল।
দৈবে সুধাময় ঘরে উপনীত হৈল॥

তথাহি—তত্রৈব—
"পুনরপি নীলাচলে করিল গমন।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে নিস্তারিল ত্রিভুবন॥
ভাগ্যতরু ফলিত হইল বিপ্রবর।
পথশ্রমে আইলা প্রভু সুধাময় ঘর॥
তারে দেখি বিপ্রবর পত্নীর সহিতে।
দর্শন প্রভাবে ধায় চরণ ধরিতে॥
আস্তে ব্যস্তে প্রভু তারে সান্ত্বনা করিল।
কিবা রাখিয়াছ বিপ্র তাহা দেহ বৈল॥
বিপ্র কহে আমি অতি দরিদ্র পামর।
কিবা ধন দিব আছে দেখ মোর ঘর॥
এত কহি হস্ত ধরি তারে ঘরে নিল।
ছায়া রূপা নারায়নী তাহাই দেখিল॥"
প্রভু দরশনে বিপ্র পুলকিত মন।
কন্যা দেখাইয়া করে বহুত স্তবন॥
স্বগণে প্রভুরে বিপ্র নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করাইয়া প্রভু গণেরে কহিল॥
গলবস্ত্রে সবা প্রতি করে নিবেদন।
জলোদ্ভবা কন্যা এক ঘরে অনুক্ষণ॥
জলের আজ্ঞায় সদা করি যে পালন।
কহিয়াছে মহাপুরুষে করিতে অর্পণ॥
এই মহাপুরুষের কিবা পরিচয়
অকপটে কহি মোরে করাহ নির্ভয়॥

শাণ্ডিল্য গোত্র নিত্যানন্দ নন্দন।
পরিচয় কহে যত তার পরিজন॥
পরিচয় পায়া বিপ্র আনন্দিত মন।
আমার বাঞ্ছিত ধন হইল মিলন॥
শুভদিনে বিবাহ দিন নির্ণয় হইল।
হেনকালে জলনিধি বিপ্র পাশে এল॥

তথাহি তত্রৈব—
"হেনকালে জলনিধি আইলা বিপ্রস্থানে।
মনুষ্যের বেশ ধরি বসিলা নির্জ্জনে॥
কহ বিপ্র কিবা চাহি করি পুরস্কার।
তোমার ভাগ্যের সীমা কি কহিব আর॥
মো অতি সচ্ছ্রু আজি নির্মচ্ছ্রু হৈনু।
লক্ষ্মী নারায়ণ যুগল নয়নে হেরিনু॥
জলনিধি কহে বিপ্র দেখ বিদ্যমান।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ সাক্ষাৎ ভগবান॥
জগন্নাথ যেই বস্তু সেই এই রূপ।
কেবল পরমানন্দ আনন্দ স্বরূপ॥
বহুমূল্য রত্ন বিপ্রে কৈল সমর্পণে।
ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্রব্য স্তূপ কৈল সেইক্ষণে॥
গন্ধর্ব কিন্নর আর নারদ তম্বুরে।
নরবেশ কর সিবা হইলা বিপ্রপুরে॥
বেদধ্বনি করে কেহ কেহ গায় কয়।
দেবরূপে নররূপে কেহ আয় যায়॥
নারায়ণী অঙ্গবেশ করিল মোহিনী।
বরবেশ কৈল আসি সমুদ্র আপনি॥
গর্বপূর্ণ হই আইল সময় গোধূলী।
তুজনায় দেখা দেখি ফেলা ফেলি॥
মহাবাক্য দ্বিজবর করে উচ্চারণ।
কন্যাদান কৈল শুভলগ্ন শুভক্ষণ॥

সমুদ্র আপনে কোষালয় দিব্যাগারে।
কুসুম শয্যায় শুতাইল দোঁহাকারে॥
চিরদিন বিয়োগে বিষাদ দুইজন।
চিনি নিরখয়ে দুঁহে দোঁহার বদন॥
সুপ্রভাতে উঠি প্রভু মুখ প্রক্ষালিলা॥
সঙ্গীগণ মধ্যে আসি শুভ প্রশ্ন কৈলা॥"
হেনমতে কন্যাদান সুসম্পন্ন কৈল।
বিপ্রের সৌভাগ্য গুণ ভুবনে ব্যাপিল॥
প্রভু বীরচন্দ্র হেন জামাতা পাইল।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা তারে সম্প্রদান কৈল॥
বিষয় ত্যজিয়া বিপ্র করিল সাধন।
সাধনের ফলপ্রাপ্ত লক্ষ্মীনারায়ণ॥
বীরচন্দ্রে কন্যা দিয়া কৃতার্থ হইল।
পাইয়া আরাধ্য ধন সৌভাগ্য মানিল॥
সুধাময় সম নাহি পরম সুজন।
কিশোরী করয়ে তাঁর কৃপা নিরীক্ষণ॥

—০—

শ্রীদুর্লভ ছত্রী

জয় জয় গোরাচাঁদ ত্রিভুবন পতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
গৌরাঙ্গ পার্ষদ কেশব ছত্রী মহাশয়।
তার সুত দুর্লভ ছত্রী সুদৃঢ় আশয়॥

প্রভু বীরচন্দ্র [illegible] কৃপা কৈল।
তাহার প্রসাদে [illegible]ার প্রেমেতে ভাসিল॥
প্রভু বীরচন্দ্র যবে বঙ্গদেশে গেল।
ঢাকার নবাবে তারি গৌড়েতে পৌঁছিল॥
[illegible]াধামে মালদহ দিব্য গ্রাম।
কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে করিল বিশ্রাম॥
গৌড়েশ্বর রাজার তাহা অধিকার হয়।
তথা প্রভু বীরচন্দ্র আপনা প্রকাশয়॥
রামকেলি হতে কেশব ছত্রীর নন্দন।
প্রভুর দর্শনে তথা করিল গমন॥
প্রভুকে আনিতে ঘরে উৎকণ্ঠিত মন।
সপার্ষদে প্রভু পাশে কৈল আগমন॥
ছত্রীরে দেখিয়া প্রভু সমীপে ডাকিল।
আজ্ঞা পায়া ত্রাস্তমনে চরণে পড়িল॥
আত্ম-পরিচয় যাহা প্রভুকে কহিল।
বৃন্দাবন দাস তাহা যতনে গাহিল॥
তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে—
অষ্টম স্তবক—
"পূর্ব্বে প্রভু আগমন করিলা রামকেলি।
শ্রীরূপ সনাতন আর মোর পিতা মেলি॥
কৃতার্থ হইল তারা করি দরশন।
পঞ্চত্ব পর্য্যন্ত পিতা করিল স্মরণ॥
পিতা স্থানে শুনি মোর মন লুব্ধ ছিল।
গত নিশির শেষে এক সুস্বপ্ন দেখিল॥
কমল নয়ন দীর্ঘ বাহু ভুজ স্কন্ধ।
পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া সে হাস্য মন্দ মন্দ॥
আমারে কহিলা অতি মধুর বচন।
আজন্ম বাঞ্ছিত তোর করিব পূরণ॥
আমার দর্শন লাগি ভাবহ অন্তরে।
তোমা কৃপা করিয়া আইনু তোর ঘরে॥

স্বচ্ছন্দ করহ তুমি আমার দর্শন।
শ্রবণ পুরিয়া শুন আমার কীর্ত্তন॥
এত কহি মোরে প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধান।
তদবধি আমার বিকল হয় প্রাণ॥
বিষয়ী পামর মুই এত কৃপা করি।
নিকটে আনিলে মোরে কৃপা রজ্জু ধরি॥"
তবে শ্রীদুর্ল্লভ ছত্রী করিয়া বিনয়।
বীরচন্দ্রে স্তব করে ব্যাকুল হৃদয়॥
নানামতে বীরচন্দ্রের করিয়া স্তবন।
কহে শ্রীচৈতন্য তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
অধম পতিত যত করিতে তারণ।
আবির্ভূত হৈলে প্রভু জীবের কারণ॥
এত কহি শ্রীচরণে লোটায়া পড়িল।
প্রভু আত্মসাৎ করি শিরে পদ দিল॥
সবিনয়ে ছত্রী তবে করে নিবেদন।
আজ্ঞা কর করি মহোৎসব আয়োজন॥
হাসি প্রভু বীরচন্দ্র বলয়ে বচন।
সবে মিলি উচ্চ করি কর সঙ্কীর্ত্তন॥
মহানন্দা তীরে মহোৎসব আয়োজন।
মালদহ পথে চলে অগণিত জন॥
বিরাট সঙ্কীর্ত্তনোৎসব আয়োজন হৈল।
কাঙ্গাল আতুর কত প্রসাদ পাইল॥
যত আসে তত খায় কে করে গণন।
সবে কহে ধন্য ধন্য দুর্ল্লভ সুজন॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠীর যৈছে যজ্ঞ আয়োজিল।
কত বিপ্র ন্যাসী কাঙ্গাল ভক্ষণ করিল॥
সেমত দুর্ল্লভ এবে আয়োজন কৈল।
যুধিষ্ঠীর যজ্ঞসম এই যজ্ঞ হৈল॥
হেনমতে প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
আশীষ করিয়া যায় পুলকে মগন॥
বীরচন্দ্র প্রভু বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশিল।
দুর্ল্লভের ভাগ্যসীমা ভুবনে ঘোষিল॥
আয়োজন হেরি প্রভু হৈলে তুষ্ট মন।
কৃষ্ণে সমর্পিয় সুখে করয়ে ভোজন॥
দেশ দেশান্তরে সেই প্রসাদ যাইল।
যার যত ইচ্ছা বসি ভক্ষণ করিল॥
প্রভু অবশেষ পাত্র দুর্ল্লভ পাইল।
পাইয়া দুর্ল্লভ বস্তু আনন্দে ভক্ষিল॥
তারপর দুর্ল্লভ ছত্রী যে কার্য্য করিল।
বৃন্দাবন দাস তাহা গ্রন্থেতে বর্ণিল॥

তথাহি তত্রৈব—
"দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ অবশেষ পাত্র পাইল।
সবংশের নিমিত্তে বসনে বান্ধি নিল॥
দুই সহস্র মুদ্রা সুবর্ণ সহস্র।
উত্তরের অশ্ব দুই বহুবিধ বস্ত্র॥
মহোৎসব স্থান দেবত্তর পাট্টা লিখি।
গলে বস্ত্র দিয়া পড়ে প্রভু পাশে রাখি॥
তারে কৃপা করি প্রভু অঙ্গীকার কৈলা।
এই স্থান প্রসিদ্ধ হইল বলি বইলা॥
সেই হইতে শ্রীপাট হইল মালদহ।
এমত করিল বীরভদ্র অনুগ্রহ॥"
হেনমতে বীরভদ্র দুর্ল্লভে কৃপা কৈল।
শ্রীপাট স্থাপন করি করুণা রাখিল॥
প্রভু বীরচন্দ্র কৃপা দুর্ল্লভে করিল।
হেরিয়া মহিমা তাঁর শরণ লইল॥
বীরচন্দ্র কৃপাধন্য দুর্ল্লভ মহামতি॥
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করিয়া মিনতি।

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে পঞ্চম খণ্ডে শ্রীজাহ্নবা শাখা বর্ণনে শ্রীশচীনন্দনাদি মহিমা কথনং নাম তৃতীয় লহরী সমাপ্ত।

শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়

জয় জয় শচীসুত প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ ঠাকুর অভিরাম।
ব্রজের শ্রীদাম সখা এইত আখ্যান॥
পরম অদ্ভুত তাঁর চরিত্র কথন।
ব্রজের গোপাল ভাবে সদা বিচরণ॥
দ্বাপরের দেহ লয়া গৌড়দেশে এল।
নিতাই-গৌরাঙ্গ প্রেমে জগত ভাসাল॥
প্রেম অনুরাগে কৈল ঐশ্চর্য্য প্রকাশ।
জগত মোহিল হেরি তাঁহার বিলাস॥
অনুরাগে দেশে দেশে করিল ভ্রমণ।
দেখয়ে কোন রূপে কোথা রহে প্রভুগণ॥
ব্রজলীলায় শ্রীদামেরে শ্রেষ্ঠ স্থান দিল।
এবে লীলা প্রকাশিলা তেঁহ না জানিল॥
প্রেম অভিমানে তেঁহ উন্মত্ত হইল।
দেখি কার প্রেমে গৌর অবতার হৈল॥
যথা যথা শ্রীমূর্ত্তি করয়ে দরশন।
প্রণাম করিলে দৃষ্টি বিদীর্ণ তখন॥
মদন মোহন শ্যামরায় আদি যে রহিল।
নিত্যানন্দের সপ্তপুত্র অন্তর্দ্ধান কৈল॥
বীরভদ্র গঙ্গাদেবী শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীগোপাল গুরু আদি হইল রক্ষণ॥
বাড়াইল গৌরগণের প্রগাঢ় মহিমা।
অভিরামের প্রেমগুণ কে পাইবে সীমা॥

এ সব লীলা [illegible] অনুরাগ প্রদর্শন।
কৈল অপ্রাকৃ[illegible] লীলা জীবের কারণ॥
গৌরলীলা পুষ্ট লাগি শক্তি প্রকাশিল।
[illegible]লিনী-রামদাস আদি সৃজন করিল॥
[illegible] সৃজিয়া কৈল খানাকুল ত্রাণ।
অভিরাম প্রেমগুণ অপূর্ব্ব আখ্যান॥
বহুদিন ভ্রমি শেষে খানাকুলে বাস।
মালিনী লইয়া করে সুখেতে বিলাস॥
ক্রমে ক্রমে নিজগণে কৈল আকর্ষণ।
যাদের লয়া গৌরপ্রেম কৈল বিতরণ॥
তাহার শাখার হয় অসংখ্য গণন।
তার মধ্যে মুখ্য হয় সার্দ্ধ চব্বিশ জন॥
অভিরাম দাস তাহা করিল বর্ণন।
অভিরাম শাখা নির্ণয় শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি শ্রীরভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"অভিরাম চন্দ্র স্থানে শিষ্য হইল যত।
তা সবার নাম গ্রাম লিখিয়ে নিশ্চিত॥
খানাকুলে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কেয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ॥
বৃচুন গ্রামেতে হরিদাসের বসতি।
হেলাগ্রামে পাখীয়া গোপাল দাসের স্থিতি॥
পাক মাল্যাটিতে বাস গুলফা নারায়ণ।
সীতানগরে বাস ঠাকুর মোহন॥
'দাড়িয়া মোহন' নাম বলে সর্বজনে।
কিবা হে শোভন দাড়ি অতি বিলক্ষণে॥
মহিনা মুড়িতে বাস সত্য রাঘব নাম।
সালিকাতে রজনীকর পণ্ডিত আখ্যান॥
ভঙ্গ মোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান॥

দ্বীপাগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ [illegible]বৃত।
সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গন কৃষ্ণদাস নিশ্চিত॥
মালদহে মুরারী দাস করেন বসতি।
পানীহাটীতে ঠাকুর মোহনের স্থিতি॥
রাধানগরেতে বাস যদু হালদার।
ছীরা মাধব দাস স্থিতি অনন্ত নগর॥
মহেশ গ্রামেতে বাস গোপাল দাস নাম।
কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান॥
পাটলা গ্রামেতে দ্বারী লক্ষ্মী নারায়ণ।
নীলাচলে স্থিতি গোপীনাথ দাস আখ্যান॥
চুনাখালী বাসী দাস নন্দকিশোর।
পাতাগ্রামে শ্যা বিতুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার॥
বিল্বপাড়া বাসী রামকৃষ্ণ দাস নাম।
গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকর দাস আখ্যান॥
গোপাল ভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস।
অঙ্গ শাখা আচার্য জানিবা নির্য্যাস॥
বিশ্বগ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম।
সাড়ে চব্বিশ শাখার কহি নাম গ্রাম॥
শ্রীরত্নেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম॥"
এইত অভিরাম শাখা করিল বর্ণন।
শুনিলে গৌরাঙ্গ প্রেম লভে সর্ব্বজন॥
চব্বিশ জন অভিরাম শিষ্যেতে গণন।
শ্রীনিবাস আচার্য্যে কৈল অর্দ্ধে নিরূপণ॥
গৌরাঙ্গের প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য।
গোপাল ভট্টের শিষ্য সদা প্রেমকার্য্য॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য যবে খানাকুলে এল।
জয়মঙ্গল চাবুক মারি প্রেম সঞ্চারিল॥
প্রেমসহ স্বীয় শক্তি তাহাতে অর্পিল।
যার দ্বারে গৌরপ্রেম জগত পাইল॥
প্রেম সঞ্চারণে অর্দ্ধ শাখাতে গণন।
তেকারণে অভিরাম করিল বর্ণন॥
অভিরাম গণ হন পতিত পাবন।
যাঁদের শরণে মিলে চৈতন্য চরণ॥
জয় জয় অভিরাম পতিত পাবন।
গণ সহ কর দয়া ঘুচুক বন্ধন॥
মায়ামোহ তমাচ্ছন্ন মত্ত অনুক্ষণ
করুণা কটাক্ষে কর বিঘ্ন বিনাশন॥
ওহে অভিরাম গণ করহ করুণা।
গণ মধ্যে স্থান দেহ না কর বঞ্চনা॥
দাসানুদাস করি রাখ গণ মাঝে।
অভিরামে সেবি যাব নিতাই সমাজে॥
সেবিয়া নিতাই পদ পাব গৌরহরি।
তোমা সবার কৃপা বলে হেন বাঞ্ছা করি॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে চাই।
কৃপা কর, কৃপা কর বলি যে সদাই॥
গণসহ অভিরাম চরণে শরণ।
কিশোরী করয়ে বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ চরণ॥

—•—

শ্রীঅভিরাম শাখা

শ্রীশ্রীমালিনী দেবী

জয় জয় শ্রীগৌর স্নন্দর দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর প্রেমসিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
ব্রজের শ্রীদাম সখা ঠাকুর অভিরাম।
মালিনী গৃহিণী তাঁর খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
মালিনীর আবির্ভাব অদ্ভুত কথন।
অভিরাম লীলামৃত রামদাস বচন॥
শ্রদ্ধা করি শুন সবে ভাগ্যবান জন।
শুনিলে খণ্ডিবে দুঃখ পাবে প্রেমধন॥
তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—৭ম পরিঃ—
"দিবা গোষ্ঠে চ গোপালঃ কামিনী রাসমণ্ডলে।
পূর্বে বৃন্দাবতী খ্যাতা ইদানীং মালিনী স্মৃতা॥
দিবসে গোপালভাবে গোষ্ঠেতে সেবন।
রাসেতে কামিনী রূপ করয়ে ধারণ॥
সেই বৃন্দাবতী এবে পূর্ব অনুরাগে।
অবতীর্ণ ধরামাঝে মালিনী নামেতে॥
গৌরাঙ্গ শ্রীদামে লয়া ব্রজধামে গেল।
পূর্ব লীলারসে দোঁহে আনন্দে মাতিল॥
শেষে রামদাসে স্থজি গৌর সঙ্গে দিল।
বহুত প্রবোধি গৌরে শ্রীদামে পাঠাল॥
আপনি করিল এক লীলার ঘটন।
যাহাতে মালিনী দেবী লভিল জনম॥

তথাহি—তত্রৈব ৩য় পরিচ্ছেদে—
[illegible]তে ভাবিতে পুনঃ করেন সৃজন।
শা[illegible]তে হইলা কন্যা অপূর্ব্ব কথন॥
যমুনার স্রোত বহে দক্ষিণ হইয়া।
সিন্ধুকে ভরিয়া কন্যা দিলেন ভাসাইয়া॥
সিন্ধুক সহিত কন্যা কাজীপুরে আইলা।
তটেতে লাগিয়া সিন্ধুক তথাই রহিলা॥
প্রবেশ হইবা মাত্র দেখে তাঁর শক্তি।
ভুবনে ঘোষয়ে সব যাঁহার খিয়াতি॥
মালির মালঞ্চ সেই তটেতে আছিলা।
পরশ করিবা মাত্র চমৎকার হৈলা॥
পুষ্পবৃক্ষ বলে সব আনন্দিত হইয়া।
দ্বাদশ বৎসর মোরা ছিলাম শুখাইয়া॥
সিন্ধুক পরশে মোরা পাইনু জীবন।
সিন্ধুক ভিতরে বুঝি আছে সাধুজন॥
বৃক্ষগণ বলে ভাই শুনহ বচন।
বহু পুণ্যফলে হৈল সবার তারণ॥"
সে মালঞ্চ হেরি লোকে মালীকে কহিল।
শীঘ্র মালী আসি তাহা দরশন কৈল॥
স্তব করি ভ্রমে মালী মালঞ্চ দেখিয়া।
কান্দি নদী তটে গিয়া পড়ে মূর্চ্ছা হয়া॥
মালীর বিলম্ব হেরি অন্য মালীগণ।
অন্বেষিতে নদীতটে কৈল আগমন॥
মালঞ্চে প্রণমি পুছে এমত কারণ।
মালঞ্চ কহয়ে সাধু পরশ কারণ॥
নদীতীরে গিয়া কর সাধু দরশন।
শুনি সুখে মালীগণ করিল গমন॥

মালীকে মূর্চ্ছিত হেরি করয়ে[illegible]ন।
এ সিন্ধুক দর্শনে বুঝি হারা[illegible]চে[illegible]ন॥
মালীকে চেতন করি পুছেন বচন।
কিসের কারণে মূর্চ্ছা হইলে এমন॥
মালী কহে সাধু লাগি করিয়া ভ্রমণ।
এই সিন্ধুকেরে হেরি হৈল অচেতন॥
তবে যুক্তি করি সবে সিন্ধুক উঠাইল।
ঘরে আনি সিন্ধুক খুলি চমকিত হৈল॥
অপরূপ কন্যা হেরি সবে সুখ মন।
স্থান উপস্করি তবে বসাল আসন॥
শ্রীচরণ ধৌত করি পাদোদক পিল।
তবে কন্যা মালীগণে কহিতে লাগিল॥
বহুদিন ভোজন নাহি দাও ত ভোজন।
শুনি পরিচয় লুছে যত মালীগণ॥
কন্যা কহে আগে ভক্ষ্য করহ অর্পণ।
শেষে বার্ত্তা তোমা সবা করিব বর্ণন॥
তবে মিষ্টান্নাদি আদি যত মালীগণ।
সযতনে কন্যারত্নে করাল ভোজন॥
তখন কন্যা হাসি হাসি বলেন বচন।
শুন শুন মালীগণ মোর বিবরণ॥
অভিরাম শক্তি বলি জানিবে আমারে।
বৃন্দাবন হোতে এলাম এই নদীতীরে॥
হেনরূপে অভিরাম করিল প্রেরণ।
এখানে ঠেকিলাম শুষ্ক মালঞ্চ কারণ॥
আমার পরশে বৃক্ষ নব জীবন পেল।
ক্রমে তোমা সবা সহ মিলন হইল॥
তারপর কন্যা যাহা বলিল বচন।
রামদাস গাহে তাহা করিয়া যতন॥

"আমার বচন ইবে শুন মালীগণ।
সবার আশ্রিত ইবে হইনু এখন॥
কন্যা সম স্নেহ সেবা কা[illegible] প্রচার।
মালিনী বলিয়া নাম রাখহ আমা[illegible]"
হেনমতে কন্যা রহে মালির ভবন।
কন্যার প্রকাশ তবে শুন সর্ব্বজন॥
কাজীর নিকটে গিয়া গ্রামবাসী জন।
মালীগণের কন্যা প্রাপ্তি কহে বিবরণ॥
শুনি কাজী দূতগণে করিল প্রেরণ।
সিন্ধুক সহ কন্যা হেথা কর আনয়ন॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যত মালীগণ।
দূতসহ কাজীগৃহে কৈল আগমন॥
কাজীরে জিজ্ঞাসে তারা যত বিবরণ।
কাজী কহে পেয়েছ সবে মূল্যবান ধন॥
অবিচারে নিজ গৃহে রাখ কি কারণ।
কি ধন পেয়েছ তাহা বলহ এখন॥
শুনি মালিগণ হৃদে করয়ে চিন্তন।
কন্যা নাহি দিব মোদের রহিতে জীবন॥
মালী কহে কেবল এক সিন্ধুক পাইল।
শীঘ্র করি আমি দিব তোমারে কহিল॥
শুনি ক্রোধে কাজী বহু তর্জগর্জ কৈল।
শেষে কন্যা বার্ত্তা তারা কাজীরে কহিল॥
কাজী কহে সিন্ধুক সহ কন্যা দেহ মোরে।
শুনি তাহা মালীগণ কহয়ে কাজীরে॥
দেব কন্যা বাঞ্ছ তুমি হইয়া যবন।
তব পাপে গ্রাম ধ্বংস হইবে এখন॥
মালীর বাক্যে কাজীর ফিরি গেল মন।
সবিনয়ে মালীগণে বলেন বচন॥
তোমা সবা পাশে কৈল বহু অপরাধ।
না বুঝি করিল কর্ম্ম ঘুচাহ বিষাদ॥

তথাহি—তত্রৈব ৩য় পরিচ্ছেদে—

অপরাধ ক্ষমি ধর আমার বচন।
কন্যারে আনহ হেথা করিয়া যতন॥
হিন্দু দেবতায় মুই করিব সেবন।
কন্যারূপে মোর ঘরে রবে অনুক্ষণ॥
কাজী দৈন্য হেরি কহে যত মালীগণ।
কন্যারে আনিতে মোরা করিব যতন॥
নিশ্চয় আনিব যদি করে আগমন।
এই প্রতিশ্রুতি দিয়া চলে মালীগণ॥
গৃহে আসি মালীগণ কন্যারে কহিল।
শুনি কন্যা মালি প্রতি কহিতে লাগিল॥
তথা গিয়া করিব আমি আপনা প্রকাশ।
আমার নিয়ম গিয়া কহ কাজী পাশ॥
মিষ্টান্ন ভোজন আর গোগৃহে নিবাস।
এ নিয়ম রক্ষিলে তার পুরাইব আশ॥
শুনি এক মালী গিয়া কাজীরে কহিল।
বার্ত্তা পাই কাজী মহা উল্লসিত হৈল॥
মালা আজ্ঞা অনুরূপ করে আয়োজন।
স্বহস্তে করয়ে কাজী গোগৃহ মার্জন॥
কাজীর চরিত্র হেরি তুষ্ট মালী মন।
কন্যাকে আনিতে সুখে করিল গমন॥
শুনি কন্যা লয়া চলে যত মালীগণ।
হেথা গ্রামবাসী এল কাজীর সদন॥
কহে শুন কাজী তব ভাগ্যের নাহি সীমা।
মালীপণ কন্যা আনে করিয়া গরিমা॥
আগুসরি গিয়া কন্যায় কর আনয়ন।
শুনি কাজী পুষ্পরথ করিল সাজন॥
সজন সহিত বেগে করিল গমন।
পথেতে মিলনে কাজী হারায় চেতন॥
সংজ্ঞা পায়া স্তুতি নতি করি কতক্ষণ।
স্বগৃহেতে কন্যারত্নে কৈল আনয়ন॥

পুষ্পরথ [illegible] কন্যা যে চলিল।
শূন্যপথে র[illegible] চ[illegible]ব চমকিল॥
কাজী চিন্তে কন্যা বুঝি কৈল অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ নিরখিয়া সুখে হয় ভাসমান॥
[illegible]তে রঙ্গে দেবী কাজী গৃহে এল।
[illegible]গৃহ মাঝারে গিয়া রঙ্গেতে বসিল॥
মালীগণ ধোয়াইল দেবীর চরণ।
কাজীরে ডাকিয়া আজ্ঞা করিল অর্পণ॥
গ্রামের পসারগণে কর আনয়ন।
দেবীরে মিষ্টান্ন দিয়া করহ সেবন॥
আজ্ঞা পায়া কাজী ডাকে পসারের গণ।
কহিল মিষ্টান্ন নিত্য করিতে অর্পণ॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে সাধু আগমন।
চল সবে হেরি কর সফল জীবন॥
পসারির সহ কাজী চরণে পড়িল।
নব্য বস্ত্র পরাই মালিনী দেবী ভুঞ্জাইল॥
দেবী আজ্ঞা পায়া সুখে যত মালিগণ।
প্রসাদ ভুঞ্জিয়া সবা কৈল বিতরণ॥
জয় জয় রবে সবে প্রসাদ ভুঞ্জিল।
দেবী পদে পড়ি কাজী কহিতে লাগিল॥
বহু অপরাধ কৈল তোমার চরণে।
ক্ষমা করি কৃপা কর মো সম অধমে॥
দেবী কহে মালীগণ পাশে অপরাধ।
তারা না ক্ষমিলে তোমা মম কৃপা বাধ॥
যার স্থানে অপরাধ করে যেই জন।
তেঁহ না ক্ষমিলে ক্ষমা না হয় কখন॥
শুনি কাজী মালীগণ চরণে পড়িল।
বহুত কাকুতি করি ক্ষমা চাহি নিল॥
মালীগণ কহে তব নাহি অপরাধ।
এবে তুমি মোরা এক—সাধ এক সাধ॥

দেবীর দর্শনে কর ধন্য [illegible]ন।
শুনি কাজী মালীগ[illegible] তখন ॥
পূজারী হইয়া দেবী সেব অনুক্ষণ।
সবার সংসার ব্যয় আমার এখন ॥
তদবধি মহানন্দে সেবে মালীগণ।
কাজীপুর বাসীগণের সৌভাগ্য জীবন ॥
এরূপেতে দেবী রহে কাজীর ভবন।
হেথা অভিরাম করে অভিষ্ট সাধন ॥
নিজভাব সিদ্ধ করি ভ্রমে গৌড়দেশে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে এল এই দেশে ॥
কাজীপুরে অভিরাম কৈল আগমন।
দৈবেতে মালিনী সহ হইল মিলন ॥
সখীগণ সহ দেবী করে অবগাহন।
পর পারে অভিরাম করে আবাহন ॥
নিজ নাথে হেরি দেবী বিচলিত মন।
যুকতি আঁটিল হৃদে মিলন কারণ ॥

তথাহি—তত্রৈব ৫ম পরিচ্ছেদে—

"মালিনী আসিয়া ছিলা স্নান করিবারে।
তখন গোঁসাই জীউ ডাকিলা তাহারে ॥
শীঘ্রগতি আইস তুমি নদী পার হৈয়া।
ভ্রমণ করি যে আমি তোমার লাগিয়া ॥"
এত বলি অভিরাম করিল আহ্বান।
হৃদয়ে চিন্তয়ে দেবী মিলন কারণ ॥
সখীগণে কহে তেঁহ সাঁতারিয়া যাই।
এ পারে আসিব পুনঃ চলহ সবাই ॥
সখীগণে কহে অগ্রে করহ গমন।
শুনি দেবী আনন্দেতে চলিল তখন ॥
ত্বরিতে হইয়া পার পরপারে গেল।
অভিরামে মিলি সুখে গমন করিল ॥
পারে রহি দাসী হেরি কাজীরে কহিল।
শুনিয়া ব্যাকুলে কাজী সৈন্য সাজাইল ॥
ধরিয়া আনিতে শীঘ্র করিল প্রেরণ।
অভিরাম আচরণ শুন সর্ব্বজন ॥

তথাহি—তত্রৈব—৬ষ্ঠ পরিঃ—

"এখানে বিল্লক গ্রামে মালিনী লইয়া।
নদীর তটেতে দুঁহে আছেন বসিয়া ॥
মুরলীর কাষ্ঠ তবে দেখেন সেখানে।
সে মর্ম গোঁসাই জীউ জানেন সন্ধানে ॥
সবার মুরলী পূর্বে একত্র করিয়া।
স্রোতেতে সকলে মিলি দিলা ভাসাইয়া ॥
যমুনার স্রোত যায় দক্ষিণ বহিয়া।
অতেব সে কাষ্ঠ হেথা আইল ভাসিয়া ॥"
হেনমতে অভিরাম আছয়ে বসিয়া।
কাজীগণ আসি কহে ক্রোধ প্রকাশিয়া ॥
বৈরাগী হইয়া কর যবনী হরণ।
তোমার উচিত শাস্তি করিব এখন ॥
গ্রামবাসী জন সবে এমত কহিল।
শুনি অভিরাম চিত্তে যুকতি করিল ॥
তবে গোঁসাই কাষ্ঠ বোঝা তুলিয়া আনিল।
এক হস্তে আনে কাষ্ঠ সকলে হেরিল ॥
তবে সৈন্যগণে ডাকি বলেন বচন।
সবা মিলি কাষ্ঠ তুলি করিহ যোজন ॥
কাজীগণ কহে, শক্ত নহে শত জন।
আমরা কেমনে ইহা তুলিব এখন ॥
শুনি তবে মালিনীর প্রতি আজ্ঞা কৈল।
আজ্ঞা পায়া একাঙ্গুলে মালিনী আনিল ॥
হেরি চমকিত হয়া চিত্তে সর্ব্বজন।
মনুষ্য নহেন এই সাধু মহাজন ॥

উদাসীন বেশে ভ্রমে জীবের কারণ।
বহু ভাগ্যে মো সবার হইল দর্শন॥
তাহাদের মনোভাব বুঝি[illegible] তখন।
অভিরাম কৈল [illegible]ক লীলার ঘটন॥

তথাহি—তত্রৈব—

"সবাকার মনোভাব গোঁসাই জানিয়া।
মালিনীর হাতের কাষ্ঠ তখন লইয়া॥
মুরলী বাজায়ে কত করেন গর্জন।
বকুলের বৃক্ষতলে করিলা আসন॥
মুরলী রাখিয়া তলে আসনে বসিলা।
হেনকালে কাজীগণ কহিতে লাগিলা॥"
এতদিন কন্যা মোর ঘরে কৈল বাস।
এবে অপরাধ ক্ষমি করহ প্রসাদ॥
শুনিয়া মালিনী দেবী বলেন বচন।
কাজীপুরের খানাকুল নাম যে এখন॥
শুনি সুখে কাজীগণ বিদায় হইল।
তবে অভিরাম হৃদে চিন্তিতে লাগিল॥
কিরূপে সখাগণ সহ হইবে মিলন।
মালিনীরে অপ্রকট করিব কেমন॥
এত চিন্তি মালিনীরে বলেন বচন।
এবে হও অন্তর্দ্ধান পাছেতে মিলন॥
কিরূপে অন্তর্দ্ধান হব মালিনী কহিল।
শুনি অভিরাম তবে তাহারে কহিল॥

তথাহি—তত্রৈব—

"তখনে গোঁসাইজীউ বলেন বচন।
মুরলী ভিতরে তুমি রহ যে এখন॥
এতেক শুনিয়া তিঁহো প্রবেশ করিলা।
গোপনে তাঁহারে রাখি গোঁসাই চলিলা॥"

হেনমতে মালি[illegible] গোপন।
প্রাণ[illegible] কহে [illegible]হ গমন॥
অভিরা[illegible] গৌ[illegible] সকলি কহিল।
[illegible]রে প্রবোধি তবে নদীস্নানে গেল॥
[illegible]লে নদী তাঁর কৌপীন হরিল।
প্রথমে শাপিয়া শেষে কৃপা প্রকাশিল॥
তথা হৈতে নদীয়ায় কৈল আগমন।
গৌরাঙ্গ সহিত জগন্নাথেতে গমন॥
কতদিনে গৌরচন্দ্রে নদীয়া পাঠাল।
আপনি বিল্লোকে আসি মালিনী মিলিল॥
পাছেতে মালিনী সহ খানাকুলে বাস।
মালিনী মহিমা যত করিল প্রকাশ॥
অভিরাম নিন্দে যত পাষণ্ডীর গণ।
কহে অভিরাম কৈল যবনী হরণ॥
মালিনী প্রকাশে তবে উপায় সৃজিল।
মহোৎসব আয়োজিয়া সবা আনাইল॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র কৈল আগমন।
আজ্ঞা কৈল মালিনীরে করিতে রন্ধন॥
অভিরাম যোগায় যত আনি প্রয়োজন।
আনন্দে মালিনী দেবী করয়ে রন্ধন॥
কূপ খোদাইতে হৈল গোপীনাথ প্রকট।
মূরতি দর্শনে দেবী আনন্দ উৎকট॥
মহানন্দে পাকশালে প্রভু বসাইল।
পূর্ব্বভাব উদ্দীপনে প্রসঙ্গ হইল॥
মালিনী করয়ে পাক হেরে গোপীনাথ।
মালিনী রন্ধনে সদা গোপীনাথ সাধ॥
রসালাপে মালিনী দেবী করিয়া রন্ধন।
সমাদরে গোপীনাথে করাল ভোজন॥
বকুল তলেতে বসে যত গৌরগণ।
গৌরচন্দ্র সবা গিয়া করে আবাহন॥

তখন নিতাই এক [illegible]।
যেই রঙ্গে মালিনীর [illegible]ল ॥
নিতাই করয়ে সদা লীলার ঘ[illegible]।
নিতাই বিনা গৌরলীলা না যায় [illegible]রণ ॥
তথাহি— তত্রৈব — ৭ম পরিচ্ছেদে
এত শুনি নিত্যানন্দ বলেন হাসিয়া।
ভোজনে যাইব আমি কেমন করিয়া॥
যবনের কন্যা বলি হইল অখ্যাতি।
কেমনে যাইতে বল মো সবারে তথি ॥
তখন চৈতন্য পুনঃ করেন বিনয়।
অভিরাম শক্তি কন্যা জানিহ নিশ্চয় ॥
মালিনীর অপমান করে যেই জন।
বৃন্দাবন প্রাপ্তি তার না হবে কখন॥"
এতেক শুনিয়া চিত্তে করেন চিন্তন।
মালিনী মহিমা কৈছে হবে প্রকটন॥
পবনে ডাকিয়া তবে বলেন বচন।
তুমি বিনা মম বাঞ্ছা না হবে পূরণ॥
অভিরাম হটে কারো নাহিক নিস্তার।
কর্ণে তালি লাগে যার শুনিয়া হুঙ্কার॥
আমার বচন এই করহ পালন।
বসন উড়াবে যবে করে পরিবেশন॥
স্বীকার করিলে সবে ভোজনে চলিল।
ভোজনে বসিলে সবে মালিনী আসিল॥
মালিনী দেবী সুখে করে পরিবেশন।
সেকালে পবন কৈল আজ্ঞার পালন॥
তথাহি—তত্রৈব—৭ম পরিচ্ছেদে :
সুবর্ণের থালে হস্ত হইল বন্ধন।
হেনকালে পবন উঠি করিলা গমন॥
স্বভাব আপন তবে পবন ধরিলা।
শীঘ্রগতি মস্তকের বস্ত্র খসাইলা॥
বস্ত্র সহিত কেশ উড়ায় তখন।
হেনকালে অভিরামে বলেন বচন॥
শুনহ গোঁসাই জীউ হইল লজ্জিত।
পবন আসিয়া দেখ কৈলা বিপরীত॥
দেখি অভিরাম তবে বলেন হাসিয়া।
বস্ত্র সম্বরণ কর চতুর্ভূজা হইয়া॥
দুই হস্তে থাল ধরি আছিলা তখন।
আর দুই হস্তে বস্ত্র কৈলা সম্বরণ॥
দেখিয়া সবার মনে হইল বিশ্বাস।
অভিরাম শক্তি কন্যা জানিলা নির্য্যাস॥"
হেনমতে মালিনীর প্রকাশ ঘটিল।
মহিমা হেরিয়া তাঁর জগত মোহিল॥
সুখেতে করিল সবে প্রসাদ গ্রহণ।
তখন অভিরামে দেবী বলেন বচন॥
পবনের প্রতি তার দয়া উপজিল।
সবার সহিত প্রসাদ ভুঞ্জিতে নারিল॥
দেবীর প্রকাশলীলার করিল সহায়।
তেকারণে দেবী চিত্তে দয়া উপজায়॥

তথাহি—তত্রৈব—৭ম পরিচ্ছেদ :
"সকলের সনে প্রসাদ না পাইল পবন।
শেষ প্রসাদ পাইবে সে শুনহ বচন॥
বৎসর বৎসর পবন আসি এইস্থানে॥
স্বভাব প্রকাশি প্রসাদ পাইবে তখনে॥
এই ত অভিশাপ আমি দিনু পবনে।
মিথ্যা না হইবে যেন আমার বচনে॥"
হেনমতে পবনে দণ্ডছলে কৃপা কৈল।
দেবীর অচিন্ত্য গুণ ভুবনে ব্যাপিল॥
যে প্রসাদ বাঞ্ছয়ে সদা দেব ঋষিগণ।
সে প্রসাদ পাইল তবে পবন এখন॥

অদ্যাপিও খানাকুলে করি আগমন।
পবন করয়ে সুখে প্রসাদ গ্রহণ॥
এইমত রঙ্গে লীলা করে অনুক্ষণ।
দেবীর মহিমা ব[illegible] নাহি হেন জন॥
একদা অভিরাম হয়া প্রেমাকুল মন।
মালিনী সহিত প্রেমে করিছে নর্ত্তন॥
গ্রামবাসী জন আসি করয়ে দর্শন।
সেকালে হইল এক বিচিত্র ঘটন॥
নৃত্যকালে মালিনীর আঁচল বাজিল।
বিপ্রগাত্র স্পর্শ হৈতে অমনি শাপিল॥
প্রকৃতি হইয়া আঁচল মারিলে আমারে।
এই পাপে অন্ধ হও কহিল তোমারে॥
শুনি অভিরাম বিপ্রে শাপিল তখন।
গুরু শিষ্যের অপঘাতে হইবে মরণ॥
মালিনীরে ক্ষুদ্র জ্ঞানে করিলে হেলন।
তাহার উচিত শাস্তি পাইবে এখন॥
শুনিয়া মালিনী দেবী দুঃখীত হইল।
কতদিনে অভিরাম শাপ যে ফলিল॥
যাদব সিংহের গুরু হয় সেইজন।
পাতসা ঘিরিল যাদব সিংহের ভবন॥
তেঁহ পলাইল গুরু পড়িল বন্ধন।
গুরু দশা শুনি কৈল আত্ম-সমর্পণ॥
সেকালে পাতসা দোঁহে হস্তীপদে দিল।
মত্তহস্তী পদাঘাতে পরাণ ত্যজিল॥
মালিনী হেলনে বিপ্রের হেন দশা হইল।
দেবীর মহিমা গুণ ভুবনে ব্যাপিল॥
খানাকুলে রহি দেবী করে কৃপা দান।
অধম পতিত কত তাহে পায় ত্রাণ॥
পরম কারুণ্যে কৈল সংসার মোচন।
যাহার মহিমা গানে ধন্য ত্রিভুবন॥

কত[illegible] খা[illegible] বিহার।
গে[illegible]নাম প্রে[illegible]ল সংসার॥
[illegible]ন্তর্[illegible]ল খানাকুল মাঝে।
[illegible]ভিরাম [illegible]খ্যাতে ত্রিভুবনে ঘোষে॥

—[illegible] পরিচ্ছেদে—

[illegible]তে মালিনী জীউ হৈলা সঙ্গোপন।
আশীর্ব্বা[illegible] করি কানুকৃষ্ণে বিলক্ষণ॥
কানুকৃষ্ণে গোসাঞে শক্তি সঞ্চারিয়া।
মালিনী আছেন দেখ স্বর্ণকান্তি হয়া॥

* * *

দোঁহার শ্রীপ্রতিমূর্ত্তি রহে কৃষ্ণনগরে।
অদ্যাবধি ভক্তগণ দরশন করে॥
অভিরাম অগ্রে দেবী কৈল অন্তর্দ্ধান।
কানুকৃষ্ণে কৃপাশক্তি করিয়া প্রদান॥
প্রতিমূর্ত্তি রূপে রহে শ্রীকৃষ্ণনগরে।
ভাগ্যবান জন গিয়া নয়নে নেহারে॥
প্রকট রূপেতে কৈল জীবের তারণ।
এবে প্রতিমূর্ত্তি রূপে তারয়ে ভুবন॥
দরশন দিয়া করে অধম তারণ।
কেবল বঞ্চিত হৈল মো সম দুর্জন॥
কবে দেবী মালিনী মোরে করুণা করিবে।
প্রতিমূর্ত্তি মাঝে নিজ স্বরূপ বুঝাবে॥
কতদিনে ভাগ্যে হবে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
মালিনী করিবে মোরে কৃপার ভাজন॥
জয় শ্রীমালিনী দেবী অভিরাম শক্তি।
কৃপা করি দেহ মোরে গৌরপ্রেম ভক্তি॥
দুষ্কৃতি বিনাশি কর শুভবুদ্ধি দান।
কিশোরীরে কৃপা কর জানিয়া অজ্ঞান॥

—•—

শ্রীকানুকৃষ্ণ ঠাকুর

জয় জগতের প্রাণ প্রভু গৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ ভব ভয় হারি॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ॥
ঠাকুর অভিরাম শিষ্য শ্রীকানুকৃষ্ণ।
শুনিতে যাহার গুণ জগৎ সতৃষ্ণ॥
পুত্ররূপে অভিরাম করিল পালন।
সর্ব্বশক্তি সমর্পিল করিয়া যতন॥ •
গোপীনাথ সেবা দিয়া ভবনে রাখিল।
অভিরাম সুতরূপে প্রসিদ্ধি হইল॥
আপনে অভিরাম তাঁর প্রকাশ কহিল।
শুনিয়া ভুবনবাসী কৃতার্থ হইল॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—
দ্বিজ কুলোদ্ভব তিঁহ হৈলা ব্রজধামে।
গৌড়মণ্ডলে তিঁহ আইলা মম সনে॥
এবে কানুকৃষ্ণ ঠাকুর নাম যে তাহার।
তাহারে সঁপিনু বস্তু সকল আমার॥
হেনম[illegible]কৃষ্ণ প্রকাশ গাহিল।
নি[illegible] চিন্তি তাহারে কহিল॥

তথাহি—তত্রৈব—
"শুনহ তোমারে শিষ্য কহি যে নি[illegible]াস।
এই কলিযুগে মুই না করিনু গর্ভবাস।
কানুকৃষ্ণ দ্বারে সব করিব প্রকাশ॥
কানুকৃষ্ণ বংশোদ্ভব হইবে আমার।
কানুকৃষ্ণ সিদ্ধ দেহ জানি যে নির্দ্ধার॥"
অন্তর্দ্ধান বাক্যে কানুকৃষ্ণ দুঃখ মম।
অভিরামে সম্বোধিয়া বলেন বচন॥
তোমা অদর্শনে মুই বাঁচিব কেমন।
তোমার বিহনে মোর বিফল জীবন॥
অভিরাম স্নেহে তারে বহু প্রবোধিল।
অভিরাম লীলামৃতে সকলি গাহিল॥

তথাহি—তত্রৈব—
"কানুকৃষ্ণে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
মায়িক হইয়া কেন করিছ রোদন॥
তোমা ছাড়ি আমি নহি জান কদাচন।
এই স্থান ছাড়া পুনঃ না হব কখন॥
নিরন্তর পরিবার রক্ষা যে করিব।
সহায় হইয়া তোমা সকলি সাধিব॥"

• শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থের দ্বাদশ দশায় বর্ণিত রহিয়াছে যে, গোপীনাথের পূজারী ভোগ সরাইয়া স্নানেতে গমন করিলে একটি বিড়াল সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পাশের ব্রাহ্মণ বাড়ীর গৃহবধূর অন্নে মুখ দিল। তাতে মুখের প্রসাদ ঐ অন্নে পতিত হইল। গৃহবধূ এই অন্নভক্ষণে প্রেমাবিষ্ট হইল। তাহা দূরীকরণের জন্য অভিরাম পাশে নিবেদন করিলে অভিরাম বলিল তোমার ঘরে শ্রাদ্ধের তণ্ডুল থাকিলে তাহা পাক করাইয়া ভক্ষণ করাও। তদনুরূপ করিলে গৃহবধূ পূর্ববৎ হইল। তখন ব্রাহ্মণ যাজকবৃত্তি ছাড়িয়া অভিরাম চরণাশ্রয় করিল। অভিরাম তাহাকে গোপীনাথের সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

এত কহি নিজ প্রতিমূর্ত্তি গড়াইল।
ভিতর বাহির হয়া একত্ব বুঝাল॥
অগ্রেতে মালিনী দেবী হৈল অন্তর্দ্ধান।
শক্তি সঞ্চারিয়া কৈল বহু কৃপাদান॥

তথাহি—তত্রৈব—

"কানুকৃষ্ণে পুনঃ সেই বলেন বচন।
আমি ত' এবে দেখ হৈনু সঙ্গোপন॥
তুমি ত' ব্রাহ্মণ ছাওয়াল গোস্বামীর পুত্র।
আমাদের পুত্র নাই তুমি হৈলে পাত্র॥"

হেনমতে কৃপা করি হৈল সঙ্গোপন।
কানুকৃষ্ণ খানাকুলে রহে অনুক্ষণ॥
অভিরাম মালিনী দোঁহে শক্তি সঞ্চারিল।
দোঁহা বলে বলী হইয়া প্রেমেতে মাতিল॥
খানাকুল নিত্যধামে গোপীনাথ সেবন।
স্মরিয়া দোঁহার কৃপা সধন্য জীবন॥
ব্রজভাব অনুরাগে ভাবিত তনু মন।
সেবে গোপীনাথ দেবে নহে অন্য মন॥
অভিরাম গুণকীর্ত্তি ঘোষে যাঁর দ্বারে।
বংশানুক্রমে সেবে আনন্দ অন্তরে॥
অদ্যাপিও গিয়া হেরে ভাগ্যবান জন।
অভিরাম কৃপাশক্তি কানুকৃষ্ণ হন॥
যার দ্বারে নিজ কৃষ্টি কয়িল রক্ষণ।
এতেকে জানিল অভিরাম প্রিয়জন॥
অভিরাম পারিষদ হন কানুকৃষ্ণ।
কিশোরী তাঁহার কৃপা লাভেতে সতৃষ্ণ॥

—•—

তথাহি—অভিরাম লীলামৃতে

"শুনি অভিরাম শিষ্য করিল তাহারে।
গ্রামযাজী ছাড়ি সেবা করে গোস্বামীরে॥

[illegible] কৃষ্ণদাস

জয় নদীয়া পুরন্দর শ্রীগৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ ভবের কাণ্ডারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জীবের জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ॥

শ্রীঅভিরাম শাখা বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস।
অচিন্ত্য মহিমা তার জগতে প্রকাশ॥
অভিরাম পাদপদ্মে লইয়া শরণ।
নিরন্তর গৌরপ্রেমে রহে নিমগন॥
একদা অভিরাম পথে করয়ে গমন।
দৈবে বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস সহিত মিলন॥
স্তুতি-নতি করি তেঁহ আত্ম-সমর্পিল।
অভিরাম দীক্ষা দিয়া শক্তি সঞ্চারিল॥
সস্নেহে তাহারে যাহা বলিল বচন।
অভিরাম লীলামৃতে অপূর্ব্ব বর্ণন॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—৯ম পরিঃ

"শুনহ বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস আমার বচন।
গোপীনাথ সেবা তুমি করহ স্থাপন॥

কিছু দিনান্তরে তারে পূজারী করিল।
এবে অধিকারী সেহ ব্রাহ্মণ হইল॥
এই ব্রাহ্মণ এবং কানুকৃষ্ণ ঠাকুর এক কিনা বিচার্য্য।

শ্রীপাট[১] খোভাল[illegible]
গোপীনাথ সেব তথা [illegible]
বাঙ্গাল দেশবাসী কৃষ্ণদাস [illegible]
অভিরাম করিল তারে হেন [illegible]
আজ্ঞা শুনি কৃষ্ণদাস প্রফুল্লিত ম[illegible]
সবিনয়ে অভিরামে বলেন বচন ॥
আপনি সঙ্গেতে লয়া করুন গমন।
স্থাপন করিয়া সেবা কর নিয়োজন ॥
তবে অভিরাম সঙ্গে করিল গমন।
গ্রামবাসী সমর্পিল যত প্রয়োজন ॥
মহামহোৎ সবে কৈল বিগ্রহ স্থাপন।
আপনি করিল তথা পুলিন ভোজন ॥
দোঁহা অভিন্নত্ব দেখাই সেবা নিয়োজিল।
কৃষ্ণদাস সেবা পায়া আনন্দে মাতিল ॥
বেশভূষা করি সদা সেবায় মগন।
গোপীনাথ সেবা বিনা নহে অন্য মন ॥
কৃষ্ণদাসের প্রেম সেবা অপূর্ব্ব কথন।
রঙ্গেতে বঝাল তারে যত জগজন ॥
একদিন কৃষ্ণদাস সেবাতে মগন।
দৈবে শজলয়া এক নারী আগমন ॥
এক পাশে দাঁড়াইলে তেঁহ তাকাইল।
নিজ সেবা ত্রুটি চিন্তি বিচার করিল ॥
তথাহি—তত্রৈব—৯ম পরিচ্ছেদ।
"সেবা ছাড়ি কেন চক্ষু যাহ অন্যস্থানে।
রতির চাঞ্চল্যে হয় বেশ্যার সমানে ॥
দেহ শুদ্ধ নহে তার শুদ্ধ নয় রতি।
আপনা না জানে সেই হয় কোন জাতি ॥
সেই[illegible] মোর হইল এখন।
[illegible]কৃতি আমি হেরিব কেমন ॥"
এত শুনি সেই নারী [illegible]রিল গমন।
পিছে পিছে কৃষ্ণদাস চলিল [illegible]।
নারী [illegible] অভ্যন্তরে করিল গমন।
কৃষ্ণদাসে হেরিয়া গৃহস্থ সুখ মন ॥
মহাস[illegible]দরে তারে দিলেন আসন ॥
কৃষ্ণদাস কহে তবে নিজ প্রয়োজন ॥
শজলয়া যেই নারী করিল গমন।
একবার দেখিব তারে হইয়া নির্জ্জন ॥
আজ্ঞা অনুরূপ তারে নিভৃতে পাঠাল।
উলঙ্গ হইতে তেঁহ নারীরে কহিল ॥
সবিনয়ে নারী তবে বলয়ে বচন।
কাঁপিছে আমার অঙ্গ শুনিয়া বচন ॥
কৃষ্ণদাস কহে নাহি কর ভীত মন।
দূর হোতে তোমা মুই করিব নিরীক্ষণ ॥
এত শুনি নারী তবে বিবস্ত্র হইল।
হেরিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস গৃহেতে চলিল ॥
তথাহি—তত্রৈব।
"গৃহে আসি কৈলা দুই চক্ষুর তাড়ন।
গোপীনাথ দেখি তাহা বলেন তখন ॥
কি কার্য্য করিলে তুমি কহত নির্ণয়।
বুঝিতে না পারি কিছু তোমার আশয় ॥
কেনবা অন্ধক হৈলে কহত নির্দ্ধারি।
কহনে না যায় কিছু তোমার চাতুরী ॥
মোর পরিচর্য্যা আর করিবে কেমনে।
তুমিত বসিয়া অন্ধ রহিলে এখানে ॥

[১]শ্রীপাট খোভালু—হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর নামিয়া বাসে চৌতারা হইয়া খোভালু যাওয়া যায়।

তোমার করিবে কেবা সেবা[illegible]।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার উ[illegible]॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রী[illegible]পীনাথ।
ভক্ত দুঃখে দুঃ[illegible] সদা সদা ভক্তনাথ॥
আপনি করিয়া রঙ্গ ভক্তেরে জানায়।
ভক্তদ্বারে ভক্তিশিক্ষা করায় [illegible]রায়॥
গোপীনাথ কহে যদি এমত বচন।
শুনি কৃষ্ণদাস মূর্চ্ছা হইল তখন॥
অনুরাগে কৃষ্ণদাস মূর্চ্ছিত হইল।
অন্তর্য্যামী অভিরাম অন্তরে জানিল॥
ভক্তের আকুল ডাকে ব্যাকুল হইল।
ভক্তজন রক্ষিবারে ত্বরায় আসিল।
কোলেতে তুলিয়া তারে জিজ্ঞাসে বচন।
কি কারণে মূর্চ্ছা বাছা হইলে এমন॥
কৃষ্ণদাস কহে প্রভু মো বড় দুর্জ্জন।
নিজ হস্তে নিজ চক্ষু নাশিল এখন॥
কিরূপে করিব গোপীনাথের সেবন।
তেঁহ কহে সেবা কালে পাবে দরশন॥
তথাহি—তত্রৈব—
"এতেক শুনিয়া তবে গোঁসাই কহিলা।
সেবাকালে গোপীনাথ দেখিতে পাইবা॥
পিতা পুত্র যৈছে লোক করে ব্যবহার।
তৈছে গোপীনাথ সনে তোমার আচার॥
এখন সেবাতে তুমি হওত নিপুণ।
প্রকাশ করিলা তোমা গোপীনাথ গুণ॥
সংসারেতে যশকীর্ত্তি রহিল তোমার।
গোপীনাথ কৈলা এই তোমা অঙ্গীকার॥
গোপীনাথ ঠাকুর হয় জগত জীবন।
অন্ধকে দিইলা চক্ষু দেখে তারাগণ॥
পুনঃ অভিরাম তারে বলয়ে বচন।
হেথা রহি গোপীনাথে সেব অনুক্ষণ॥
[illegible]দি খা[illegible]
নাম প্রে[illegible]করিবে যখন।
[illegible]স্তু[illegible] সেবার নিয়ম॥
[illegible] আদি করিবে সুঠাম।
[illegible] শোভা দেখি নবঘন শ্যাম॥
[illegible] ব্রজের নাথ হইল উদয়।
দে[illegible] বাঙ্গাল তাহা আনন্দ হৃদয়॥"
হেন কৃপা করি তারে কহে অভিরাম।
বৈধী ভক্তি ত্যাজি কর সেবা অনুপাম॥
পঞ্চভাব যুক্ত রাগানুগা ভক্তি মতে।
প্রেমসেবা কর সদা মহানন্দ চিতে॥
এত কহি অভিরাম করিল গমন।
আজ্ঞা মত কৃষ্ণদাস সেবাতে মগন॥
কৃষ্ণদাসের মহিমা কহনে না যায়।
অভিরাম পার্ষদ বলি যারে সবে গায়॥
স্বয়ং গোপীনাথ যারে এত কৃপা কৈল।
অভিরাম শক্তি বলে জগত তারিল॥
প্রেম সেবা স্থাপি সেবা করাল শিক্ষণ।
গাহিতে তাহার গুণ শক্তি কোনজন॥
ওহে বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস পরম সুজন।
কিমতে বা নিবেদিব মো বড় দুর্জ্জন॥
নাহি জানি স্তুতি নতি নাহি দৈন্যলেশ।
নিজ গুণে কৃপা কর কহি যে বিশেষ॥
সেবা নিষ্ঠা শিখাইয়া কর নিজ জন।
জন্মে জন্মে সেবি যেন গৌরাঙ্গ চরণ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ মোর হউক প্রাণধন।
কিশোরী করয়ে বাঞ্ছা ধরিয়া চরণ॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে পঞ্চন শ্রীঅভিরাম গোপাল শাখা বর্ণনে মালিনী চরিত্রকথনং নাম চতুর্থ লহরী সমাপ্ত।

পঞ্চম লহর

শ্রীহরিদাস

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর প্রেমব...
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
ঠাকুর অভিরাম শাখা শ্রীহরি দাস।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে যাহার বিলাস॥
শ্রীদাম পার্ষদ পূর্ব্বে ব্রজেতে আছি...।
এবে অভিরাম সঙ্গে গৌড়েতে আসিল॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়ে—

"ধূঢ়ণ গ্রামেতে হরিদাসের বসতি॥"
অভিরাম কৃপা যৈছে পেল হরিদাস।
অপূর্ব্ব বারতা তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
শ্রীপাট কৈয়ড় আর শ্রীকৃষ্ণনগর।
দুই স্থানে লীলা তার অতি গূঢ়তর॥
একদা অভিরাম লয়া যত শিষ্যগণ।
কৃষ্ণভজন উপদেশে আনন্দে মগন॥
হরিভক্ত গুণগানে পুলকে মগন।
সেকালে ঘটিল যাহা শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—৮ম পরিঃ

"একদিন অভিরাম নৃত্য আরম্ভিলা।
শ্রীরাম গোপাল লয়া ভাস্কর আইল॥
তাহাকে দেখিয়া পুন বলেন গোঁসাই।
অপূর্ব্ব সামগ্রী দেখ শ্রীরাম কানাই॥
কি লাগি আনিলে তুমি এ দুই বিগ্রহ।
তখন ভাস্কর বলে কর অনুগ্রহ॥
...কেছে আমি আসি দরশনে।
...হ দুই আনিনু এখনে।"
... কৈল আগমন।
হেরি অভিরাম অতি পুল...ত মন॥
হেনকালে হরিদাস কৈল আগমন।
দেখিয়া গোঁসাই তারে বলেন তখন॥

তথাহি—তত্রৈব—

"দেখিয়া গোঁসাই জীউ বলেন তখন।
হরিদাস সেব দুই বিগ্রহ এখন॥
এতেক শুনিয়া তবে কহে হরিদাস।
তোমা বিনা কারে না হয় বিশ্বাস॥
তোমার চরণ সদা করিব দর্শন।
সাক্ষাতে করিব সেবা করিবে ভোজন॥
পুনশ্চ গোঁসাই জীউ বলেন হাসিয়া।
সামগ্রী আনহ তিনে খাইব বসিয়া॥
শ্রীরাম গোপাল আমা না হয় বিভিন্ন।
এক আত্মা তিন দেহ বিলাসের জন্য॥
শ্রীরাম কানাই জানে ব্রজের আচার।
শ্রীকৃষ্ণনগরে সব করিব বিহার॥"
হেনমতে অভিরাম তাহারে কহিল।
শুনি হরিদাস অতি আনন্দিত হইল॥
মনানন্দে মিষ্টান্ন শীঘ্র কৈল আনয়ন।
তিনজন প্রেমরঙ্গে করিল ভোজন॥
তিনজনের প্রেমলীলা করি দরশন।
হরিদাস হৈল তবে সবিস্ময় মন॥

তথাহি—তত্রৈব—

"এক মূর্ত্তি দেখি তিনে হয় একরূপ।
এক দেহে তিন দেহ হয় রসকূপ॥

দেখি মনে চমৎকার হৈলা হরি[illegible]
কাহারে লইব মনে করিয়া বি[illegible]
বুঝিনু গোঁসাই জীউ [illegible]ন চাতু[illegible]
তিন এক মূর্ত্তি এই দেখি যে নির্দ্ধারি ॥
হেন লীলা হেরি তেঁহ উৎকণ্ঠিত মন।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ভূমে অচেতন ॥
শ্রীরাম গোপাল বাক্যে তবে অভিরাম
কোলে তুলি আলিঙ্গিয়া দিল দিব্যজ্ঞান ॥
হরিদাস প্রতি স্নেহে বলেন বচন।
কি ভাব্য ভাবিলে তুমি পড়িয়া এখন ॥
বাহ্য অর্দ্ধ অন্তর দশার কহ বিবরণ।
আজ্ঞা পায়া হরিদাস করয়ে বর্ণন ॥
শেষেতে গোঁসাই প্রতি বলয়ে বচন।
আমার সর্ব্বস্ব মাত্র তোমার চরণ ॥
আমি তোমা আজ্ঞাকারী তুমি মোর প্রভু।
তুমি সে অনন্যগতি মনপ্রাণ বপু ॥
শুনি অভিরাম যাহা বলিল বচন।
রামদাস সযতনে করয়ে লিখন ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"শুনিয়া তখন পুন গোঁসাই কহিলা।
শ্রীরাম গোপাল লহ তোমারে দিইলা ॥
আমারে যেমন ভাব করিবে যখন।
শ্রীরাম গোপাল লয়া করিবে তেমন ॥
সাক্ষাত ব্রজের মোর শ্রীরাম কানাই।
পুলিন ভোজন তিনে কৈলা এক ঠাঁই ॥
সাক্ষাতে দেখিলে তুমি সে সব আচার।
গোপালনগরে[1] কর প্রকাশ দুঁহার ॥"

[illegible] খা[illegible]।
[illegible]নাম প্রে[illegible]
[illegible]ন্তু[illegible] আগমন।
[illegible] পুলকিত মন ॥
[illegible]লৈ সেবার নিয়ম।
[illegible]নবনী যোগায় অনুক্ষণ ॥
শ্রীদামে[illegible]গানুগত্যে ব্রজ অনুরাগে।
শ্রীরাম গোপাল সেবে সদা ভাবাবেগে ॥
শ্রীরাম গোপালরূপে মুগ্ধ সর্ব্বজন।
দেশ দেশান্তরী আসি হেরে শ্রীবদন ॥
এদিকে হৈল এক অদ্ভুত ঘটন।
খানাকুলে কেহ নাহি করয়ে গমন ॥
সবাকার আকর্ষণ গোপালনগর।
হেরি অভিরাম চিত্তে আনন্দ অন্তর ॥
কিন্তু খানাকুল সেবা অচল হইল।
তবে অভিরাম হরিদাসে বোলাইল ॥
কানুকুঞ্জ দ্বারে তারে করিল আহ্বান।
সমীপে আসিলে তারে কৈল আজ্ঞা দান ॥
গোপালনগর হোতে করহ গমন।
গৌরাঙ্গ পুরেতে কর আজ্ঞার পালন ॥
আজ্ঞা পায়া হরিদাস প্রণামি চলিল।
শ্রীরাম কানাই পাশে আসিয়া কহিল ॥
রাম কানাই কহে কর আজ্ঞার পালন।
পূর্ব্বাপর বিবরণ করহ শ্রবণ ॥

তথাহি—তত্রৈব—

পূর্ব্বাপর তাঁর লীলা কহনে না যায়।
নিজগুণ প্রকাশিবে হইয়া সহায় ॥

[1] গোপালনগর—হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর নামিয়া ২০ এ বাসে গোপালনগর যাওয়া যায়।

গৌ [illegible]
দুঁহা [illegible]
শ্রীরামকানাই [illegible]
গৌরাঙ্গপুরে লয়া চ [illegible]
আজ্ঞা পায়া গৌরাঙ্গপুরে [illegible]
বনমধ্যে স্থান করি করয়ে সেবন।
অভিরাম আজ্ঞা সুখে করয়ে পা [illegible]
হরিদাস সেবা নিষ্ঠা করহ শ্রবণ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"বনাশ্রম করি তাহা করেন নিবাস।
অতিথি না পায় তথা দেখি হরিদাস॥
দানী হয়ে পদব্রজে থাকেন বসিয়া।
অতিথি পাইলে পথে আনেন ধরিয়া॥
এইমত বনাশ্রমে রহে হরিদাস।
শ্রীরাম গোপাল সেবা করেন প্রকাশ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা আনি সর্ব্বলোক।
রাম গোপাল বসি দেখেন কৌতুক॥
মাধুরী গুণেতে মন সবাকার হরে।
দুই ভাই দেখি কেহ নাহি যায় ঘরে॥"
এইমত দুই ভাই করয়ে বিলাস।
মনানন্দে অনুক্ষণ সেবে হরিদাস॥
দৈবে অভিরাম তথা কৈল আগমন।
ভক্ত দুঃখ হৃদে চিন্তি দিল দরশন॥
তাঁর আগমনে হরিদাস সুখ মন।
পদধৌত করাইয়া দিলেন আসন॥
অভিরাম কহে বাছা করহ শ্রবণ।
এবে মোর আজ্ঞা তুমি করহ পালন॥

[illegible] ত্রৈব—

[illegible] য়া তিঁহ বলেন বচন।
[illegible] শ্রম দেখি মোর উৎকণ্ঠিত মন॥
[illegible] তি হরিদাস শুনহ আসিয়া।
[illegible] মে গোপালে সেব নগরে যাইয়া॥
গৌরহাটী[1] গ্রাম এই নিকটে দেখিয়ে।
দুটি ভাই লয়ে চলে সেবা নিয়োজিয়ে॥"
অভিরাম আজ্ঞা পায়া হরিদাস।
দুই ভায়ে লয়া চলে হইয়া উল্লাস॥
গৌরহাটী গ্রামে তবে কৈল আগমন।
অভিরাম ডাকি বলে গ্রামবাসীজন॥
সবে মিলি রামগোপাল করহ সেবন।
আপন স্বজন জ্ঞানে করহ পালন॥
শুনি গ্রামবাসী হৈল পুলকিত মন।
কহে সেবক রাখি কর সেবার স্থাপন॥
সেবার সামগ্রী যত মোরা যোগাইব।
রাম গোপাল নিরখিয়া নয়ন জোড়াব॥
শ্রীরাম গোপালে তথা করিল স্থাপন।
গ্রামবাসী যোগাইল যত প্রয়োজন॥
মহা মহোৎসব করি করিল স্থাপন।
অভিরাম কৈল তথা পুলিন ভোজন॥
তথা রহি হরিদাস করয়ে সেবন।
হরিদাস প্রেমগুণে মুগ্ধ সর্ব্বজন॥
দানী হরিদাস বলি প্রসিদ্ধ হইল।
হরিদাস গুণ মত সকলে গাহিল॥
হেনমতে গৌরহাটী গ্রামে হরিদাস।
শ্রীরাম কানাই সেবে পরম উল্লাস॥

[1] গৌরহাটী—তারকেশ্বর হইতে বাসে আরামবাগ নামিয়া বাসে এখানে যাওয়া যায়।

হরিদাসের মহিমা অপূর্ব্ব কথন।
শ্রীরাম কানাই যার বশ অনুক্ষ[illegible]
অতিথি সেবনে সদা তার প্রাণ[illegible]
উপবাস করে অতিথি [illegible] হলে [illegible]
এইমত হয় হরিদাসের মহিমা।
অনন্ত বর্ণিতে নারে যার গুণসীমা॥
ওহে অভিরাম শাখা শ্রীহরিদাস।
মোরে তারি ধরা মাঝে দেখাহ প্রকাশ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ সেবা দেহ গো আমারে।
বৈষ্ণব সেবায় রতি দেহ নিরন্তরে॥
পরম দয়াল তুমি বলে সর্ব্বজন।
কিশোরীর মনবাঞ্ছা করহ পূরণ॥

শ্রীপাখীয়া গোপাল

জয় শচীনন্দন প্রেমানন্দ ধাম।
জয় প্রেমদানকারী নিত্যানন্দ রাম॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর॥
ঠাকুর অভিরাম শাখা পাখিয়া গোপাল।
গৌরপ্রেম রসার্ণবে ভ্রমে সর্ব্বকাল॥
পূর্ব্বভাব অনুরাগে করয়ে বিহার।
অভিরাম আনুগত্যে তার যে সংসার॥
তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়—
"হেলা গ্রামে[২] পাখীয়া গোপাল দাসের স্থিতি॥"
হেলা গ্রামে লীলা করে পাখীয়া গোপাল।
অপূর্ব্ব মহিমা তার শুনিতে রসাল॥

[illegible] খা [illegible]
[illegible] নাম প্রে [illegible]
[illegible] ন্তু [illegible]
[illegible] নে আসিল।
[illegible] হু বিড়ম্বন।
[illegible] ত মোর পুত্রগণ॥
[illegible] ষ্যে মুই করিব কর্ষণ।
দেখিব [illegible] ন শিষ্যে করয়ে রক্ষণ॥
এত চিন্তি গোপালেরে বলেন বচন।
বহুত ক্ষুধার্ত্ত মোরে করাহ ভোজন॥
জগন্নাথ মহাপ্রসাদ করি আনয়ন।
ত্বরিতে [illegible] রাহ তুমি আমারে ভোজন॥
বিলম্ব হইলে মুই শাপিব এখন।
শুনিয়া গোপাল হৈল ব্যাকুলিত মন॥
হৃদয়ে চিন্তয়ে অভিরামের চরণ।
কহে কোথা নাথ আসি করহ রক্ষণ॥
পূর্ব্বে যৈছে পাণ্ডবেরে দুর্ব্বাসা ছলিল।
সেমত বিপাকে মুই এখন পড়িল॥
তোমার আশ্রিত মুই হই তোমা জন।
এ হেন বিপাকে আসি করহ রক্ষণ।
যেই পথে বার দিনে না হয় গমন।
ক্ষণ মধ্যে যাতায়াত করিব কেমন॥
অন্তর্য্যামী অভিরাম অন্তরে জানিল।
নিজ ভক্তে রক্ষিবারে ত্বরিতে চলিল॥
ক্ষণমধ্যে আসি তারে করিয়া চেতন।
বিবরণ শুনি তারে কৈল আশ্বাসন॥
তারপর যা করিল করহ শ্রবণ।
অভিরাম লীলামৃতে বিচিত্র কথন॥

[২] হেলাগ্রাম—তারকেশ্বর হইতে ২০-এ বাসে এখানে যাওয়া যায়।

তথাহি [illegible]
"শুনিয় [illegible]
দুই হয়ে [illegible] তা [illegible]
শক্তি সঞ্চারিয়া তা [illegible]
জগন্নাথ স্থানে অন্ন আনি [illegible]
কহ গিয়া অভিরাম পাঠাইলা [illegible]
প্রভু নিত্যানন্দ হট করে তাঁর দ্বারে [illegible]
মহাপ্রসাদ বিনে তিঁহ না করে ভোজ [illegible]।
ত্বরায় উড়িয়া যাহ না কর গউন॥"
হেনমতে পাখিয়া গোপাল উড়িয়া চলিল।
জগন্নাথ স্থানে গিয়া বারতা কহিল॥
জগন্নাথ পূজারী দ্বারে প্রসাদ বাঁধিল।
পাখিয়া গোপাল স্কন্ধে তবে তুলি দিল॥
প্রসাদ সহ খানাকুলে করি অবতরণ।
অভিরাম পাদপদ্ম করিল দর্শন॥
তেঁহ কহে হেলনায় করহ গমন।
নিত্যানন্দ চাঁদে গিয়া করহ অর্পণ॥
তেঁহ আসি নিত্যানন্দে করিল অর্পণ।
আশ্চর্য্য হেরিয়া নিতাই পুলকিত মন॥
অভিরাম শক্তি হেরি হয়া সুখ মন।
অভিরামে আনাইয়া করিল ভোজন॥
প্রেমরঙ্গে দুহুজন করিল ভোজন।
পাখিয়া গোপাল গুণ ঘোষে ত্রিভুবন॥
তথাহি—তত্রৈব—
"শ্রীপাট হেলনে এই গোপালে স্থাপিলা।
পাখিয়া গোপাল বলি প্রকাশ করিলা॥
মদন গোপালে তুমি করহ স্থাপন।
সকল তরিবে জীব করিয়া দর্শন।"
গুরু আজ্ঞা মতে মদন গোপাল স্থাপিল।
প্রেমসেবা প্রকাশিয়া জগত তারিল॥

[illegible] গুণ এমত কথন।
[illegible] অভিরাম শক্তি প্রকাশন॥
[illegible]দ [illegible]খিয়া গোপাল।
মহিমা তাঁর খ্যাত সর্ব্ব[illegible]ল॥
[illegible]হেরিয়া তাঁর বন্দি শ্রীচরণ।
[illegible]রে ভক্তিদানে করহ মোচন॥

—০—

শ্রীরোঙ্গা

জয় জয় ত্রিভুবন নাথ গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমদানকারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
অভিরাম শক্তি রোঙ্গা নামেতে মার্জ্জার।
যার দ্বারে খানাকুল করিল উদ্ধার॥
ব্রজের শ্রীদাম সখা অভিরাম ঠাকুর।
অবনী মণ্ডলে লীলা করয়ে প্রচুর॥
পূর্বভাব অনুরাগে করয়ে ভ্রমণ।
খানাকুলে রহি করে প্রেম প্রবর্ত্তন॥
খানাকুল বাসী যত বৈদীক ব্রাহ্মণ।
অভিরাম হেলনে হৈল পাষণ্ডে গণন॥
হেরিয়া তাদের দশা হয়া দুঃখ মন।
উদ্ধারিতে অভিরাম করিল চিন্তন।
তবেত মার্জ্জার এক করিল সৃজন।
তার দ্বারে সর্বজনে করিল তারণ॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—৭ম পরিঃ

"দলন করিব বলি আইনু এখ[illegible]
প্রসাদ হেলন কৈল পাষণ্ডের [illegible]
অবিশ্বাস করি সব না কেলা ভো[illegible]
মার্জ্জার সৃজিয়া সব করিব দলন ॥
এতেক বলিয়া এক মার্জ্জার সৃজিল[illegible]।
রোঙ্গা বলি নাম তার গোঁসাই রাখিলা ॥
হেনমতে রোঙ্গায় করিলেন সৃজন।
সকল বৃত্তান্ত তারে কহয়ে তখন ॥
শুন বাছা রোঙ্গা তুমি আমার বচন।
ঘরে ঘরে প্রসাদ লয়া যাহত এখন ॥
ভক্ত ভুক্ত প্রসাদ সব করিয়া ভোজন।
নিশাভাগে বিপ্রগৃহে করহ গমন ॥
রন্ধনশালাতে গিয়া হাণ্ডীতে রাখিবে।
তাহা ভক্ষি সবাকার পাষণ্ডত্ব যাবে ॥
আজ্ঞারূপ রোঙ্গা কার্য্য করিল সাধন।
প্রাতে উঠি বিপ্রগণ করে নিরীক্ষণ ॥
প্রসাদ দর্শনে সবে কানাকানি করে।
হাণ্ডী মধ্যে মহাপ্রসাদ এল কি প্রকারে ॥
অভিরাম মহিমা ইহা হৃদয়ে চিন্তিল।
মহানন্দে সর্ব্বজন ভক্ষণ করিল ॥
তার মধ্যে একজন পাষণ্ড প্রধান।
দেখিয়া শুনিয়া তার না হইল জ্ঞান ॥
তেঁহ না ভক্ষিল হেরি সবে দুঃখ মন।
অভিরাম পাশে গিয়া কৈল নিবেদন ॥
শুনি অভিরাম কহে হয়া ক্রোধ মন।
প্রসাদ ভক্ষণে শাস্তি পাইবে এখন ॥
অস্পর্শীর দ্রব্য সেই ভক্ষণ করিবে।
শুনি বিপ্রগণ গৃহে চলিলেন সবে ॥
পথে সে পাষণ্ডসহ হইল মিলন।
অভিরাম গুণ তারে কহে বিপ্রগণ ॥

[illegible] খা[illegible]
[illegible]
[illegible] নাম প্রে[illegible]
[illegible] ন্তু[illegible]
[illegible] চিন্তন।
[illegible] পু[illegible]ণ্ডে মোচন ॥
[illegible] ডাকি বলয়ে বচন।
[illegible] ঘরে এরে করহ গমন ॥
অস্প[illegible] দ্রব্য আনি রাখ বিপ্রঘরে।
আজ্ঞা পায়া রোঙ্গা তবে চলয়ে সত্বরে ॥
অস্পর্শীর দ্রব্য লয়া বিপ্র ঘরে গেল।
হাণ্ডী মধ্যেতে রাখি বিপাকে পড়িল ॥
বাহির হইতে নারে করয়ে চিন্তন।
কেমনে লঙ্ঘিব এই পাষণ্ড ব্রাহ্মণ ॥
পাষণ্ড পরশে মোর হইবে মরণ।
জাগিলে পড়িব ধরা কি করি এখন ॥
তবে চিন্তি লম্ফ দিয়া বাহিরে পড়িল।
লম্ফকালে লাঙ্গুল তার পরশ হইল ॥
হেরিয়া আপনা বহু করয়ে ধিক্কার।
পাষণ্ড স্পর্শিল এবে কি গতি আমার ॥
আপন করম দোষে ডুবিল এখন।
কেমনে পাইব ত্রাণ করয়ে চিন্তন ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে এল অভিরাম পাশ।
সকল বৃত্তান্ত কহি করে হা হুতাশ ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"বলহ গোঁসাইজীউ উপায় আমার।
পাষণ্ড পরশ হৈল না দেখি নিস্তার ॥
এতেক শুনিয়া গোঁসাই বলেন হাসিয়া।
কেন বা পরশ কৈলে সে পতিতে গিয়া ॥
অস্পৃশ্য হইল অঙ্গ তাহার পরশে।
এতেক শুনিয়া রোঙ্গা কান্দিছে বিরসে ॥

তখন [illegible]
কেন বৃথা [illegible]
কেন বা [illegible]
শুনিয়া করিল রোঙ্গা [illegible]
দেখিয়া গোঁসাই তখন আন[illegible]
শীঘ্রগতি তবে তারে আশীর্ব্বাদ [illegible]
তখনে গোঁসাই জিউ প্রসাদ যে দিল [illegible]
আনন্দিত হয়া রোঙ্গা ভোজন করিলা
হেনমতে রোঙ্গা গুণ করিয়া প্রকাশ।
জগতেরে জানাইল ভক্তির প্রকাশ ॥
পাষণ্ড স্পর্শন দোষ সবা জানাইল।
শুদ্ধভক্তি শিখাইয়া জগত তারিল ॥
এদিকেতে বিপ্র ঐছে করি দরশন।
আপনা ধিক্কারি শেষে লইল শরণ ॥
সবে মিলি মহোৎসবে করিল ভোজন।
খানাকুল ধন্য হৈল অভিরাম কারণ ॥
রোঙ্গা দ্বারে হেনকার্য্য তেঁহ যে সাধিল।
দেখাইয়া রোঙ্গা গুণ সবাকে মোহিল ॥
রোঙ্গা দ্বারে ভক্তি নিষ্ঠা করাল শিক্ষণ।
যে ভক্তিতে বশ সদা শ্রীশচীনন্দন ॥
অভিরাম শক্তি রোঙ্গা খ্যাত সর্ব্বজন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ঘোষে ত্রিভুবন ॥
অভিরাম আজ্ঞা বহি পাষণ্ড তারিল।
শুনিয়া এ হেন লীলা মোর লোভ হৈল ॥
মোরে কি করিবে কৃপা অভিরাম শক্তি।
দণ্ডদানে শিক্ষা দিয়া দিবে প্রেমভক্তি ॥
ওহে রোঙ্গা নামধারী অভিরাম শক্তি।
মো পাষণ্ডে কর ত্রাণ দিয়া নিজ শক্তি ॥

[illegible] তারি রাখিলে মহিমা।
[illegible]রিয়া দেখাহ মহিমা ॥

—০—

[illegible]ষ্ণানন্দ অবধুত

[illegible] জগন্নাথ সুত গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ শেষ নামধারী ॥
জয় জয় সীতানাথ সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
ঠাকুর অভিরাম শাখা শ্রীঅমৃতানন্দ।
অভিরাম প্রসাদে নাম হৈল কৃষ্ণানন্দ ॥
দ্বীপগ্রামে[১] সর্ব্বকাল যাহার বিলাস।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর ভুবনে প্রকাশ ॥
অভিরাম সহ যৈছে তাহার মিলন।
পরম অদ্ভুত তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
গৌড়দেশে অভিরাম লীলা প্রকটিল।
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠে বকুল বৃক্ষ কৈল ॥
বিল্লোক গ্রামেতে এই লীলার প্রচার।
গোপাল দাসে সেবক করিলেন তার ॥
দৈবে ব্রহ্মচারী এক কৈল আগমন।
দৃষ্টি মাত্রে বকুল বৃক্ষ করিল দহন ॥
হেরিয়া গোপাল অভিরামেরে কহিল।
শুনি অভিরাম তারে উপায় বলিল ॥
অগ্নিতে চরণামৃত করহ অর্পণ।
এখনই হইবে সব অগ্নি নির্ব্বাপণ ॥
তবেত গোপাল কৈল আজ্ঞার পালন।
অগ্নি অন্তর্দ্ধান হেরি গোপাল সুখ মন ॥

[১] দ্বীপাগ্রাম—হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে—হরিপাল ষ্টেশন হইতে ৯নং বা ১০নং বাসে গঙ্গার মোড় নামিয়া ২৬নং বাসে দ্বীপা রথতলা নামিতে হয়।

তবে ব্রহ্মচারী প্রতি বলেন বচন।
কি কারণে কৈলে তুমি হেন আচ[illegible]
গোঁসাই করিল এই বৃক্ষের রোপণ।
কি কারণে নাশ ইহা কিবা তব মন॥
ব্রহ্মচারী কহে গোঁসাই দেখিব কেমন।
সেকালেতে অভিরাম কৈল আগমন॥
দ্বাদশ আদিত্য তেজ করি নিরীক্ষণ।
ব্রহ্মচারী হৈল তবে সবিস্ময় মন॥
তখন অভিরাম তার পুছে পরিচয়।
অসঙ্কোচে ব্রহ্মচারী সকলি কহয়॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—৭ম পরিঃ

"শুনি ব্রহ্মচারী তবে দিলা পরিচয়।
অমৃতানন্দ নাম কহি যে নির্ণয়॥
শক্তি উপাসক মুই কহি যে নির্য্যাস।
ভ্রমণ করি যে সদা না করি নিবাস॥
এতেক শুনিয়া তেঁহ বলেন বচন।
কত শক্তি ধর তুমি দেখিব এখন॥
কড়ার করিয়া দুঁহে পরীক্ষা করিবা।
পরীক্ষাতে যেইজন নিশ্চয় হারিবা॥
সেইজন তার ঠাঁই উপাসনা হইবা।
শুনি ব্রহ্মচারী কহে কড়ার করিবা॥
পুনশ্চ গোঁসাই জীউ বলেন বচন।
অগ্নি পরীক্ষা দুঁহে করিব এখন॥
মালা তিলক দিব অগ্নিতে ডারিয়া।
সপ্তাহ দিবস বৈ দেখিব উঠাইয়া॥
শুনি ব্রহ্মচারী বলে অবশ্য করিব।
দণ্ড কমণ্ডলু আমি অগ্নিতে ডারিব॥"

হেনমতে কড়ার করি অগ্নিতে ফেলিল।
সপ্তাহেক পরে দুঁহে খুজিতে লাগিল॥
[illegible] খা[illegible]
[illegible] নাম প্রে[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পু[illegible]ড়ল॥
[illegible] কৈল আত্মজন।
[illegible] কৈল শক্তি সঞ্চারণ॥
কহিলেন [illegible]ম মত্ত থাক সর্ব্বক্ষণ।
পূর্ব্বভাব কভু নাহি হইবে স্ফুরণ॥
তবে ব্রহ্মচারীর দিব্য ভাবোন্মাদ হৈল।
কৃষ্ণ প্রে[illegible]নন্দাবেশে ভ্রমিতে লাগিল॥
তাহা [illegible]গ্রামবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ।
অভিরাম পাশে গিয়া বলেন বচন॥
আমা সবাকার পূজ্য ব্রহ্মচারী হয়।
বৈরাগী করিলে তারে কি তব আশয়॥
আমাদের অপমান কর কি কারণ।
শুনি বৈষ্ণব মহত্ত্ব করিল বর্ণন॥
তথাপি ব্রাহ্মণগণের মন না গলিল।
নিন্দা করিবারে ছিদ্র খুঁজিতে লাগিল॥
শেষেতে কল্পিত এক ছিদ্র নিরূপিল।
অভিরাম যবন কন্যা হরণ করিল॥
হেনমতে নিন্দে যত কুলীন ব্রাহ্মণ।
শুনি কৃষ্ণানন্দে ডাকি বলেন তখন॥
তোমা লাগি মোরে সবে করয়ে নিন্দন।
মহোৎসবে করিব যত পাষণ্ড দলন॥
তথা গিয়া কর মহোৎসব আয়োজন।
শুনি কৃষ্ণানন্দ কৈল আজ্ঞার পালন॥
পানেটি উৎসবে গিয়া সবা নিমন্ত্রিল।
মহা মহোৎসবে গৌর সপার্ষদে এল॥
রঙ্গেতে করিল যত পাষণ্ড দলন।
খানাকুল হৈল যেন নদীয়া ভবন॥

হেনমতে [illegible]
একদা কৃ [illegible]
[illegible]

তথাহি—তত্রৈ [illegible]
"দ্বীপান্বার হাটা ইবে [illegible]
সেখানে গোপাল লয়ে করহ [illegible]
তাঁহা হৈতে পাইবা তুমি অমূল্য র[illegible]
স্থাপন করি গোপালে করহ সেবন।"
এত শুনি কৃষ্ণানন্দ করয়ে বিনয়।
কৃপা যদি হৈল তবে শুনহ আশয়॥
সঙ্গে লয়া কৃপা করি করহ গমন।
স্থাপন করিয়া মোরে কর নিয়োজন॥
শুনি সঙ্গে লয়া তারে কৈল আগমন।
গ্রামবাসী জনে বলে করি আবাহন॥
সবে মিলি এবে গোপাল করহ স্থাপন।
সেবক হয়া কৃষ্ণানন্দ করিবে সেবন॥
শুনিয়া আনন্দে সবে কৈল আয়োজন।
পুলীন ভোজন রঙ্গে করিল স্থাপন॥
পরম অদ্ভুত লীলা করিলেন তথা।
অভিরাম লীলামৃতে গাহে সেই গাথা॥

তথাহি—তত্রৈব—১০ পরিঃ—

"সে রাত্রি রহিলা তথা করিয়া শয়ন।
প্রাতঃকালে উঠি কৈলা মুখ প্রক্ষালন॥
তখন আসিয়া কহে শ্রীকৃষ্ণানন্দ।
আমি অস্পর্শী শিষ্য হইলাম মন্দ॥
কৃপা করি এ পতিতে করিলা স্থাপন।
নিজ শক্তি প্রকাশহ আপনার গুণ॥
তখন শিষ্যের মর্ম্ম জানিয়া গোঁসাই।
সে দন্ত ধারণ কাটী পুতিলেন তথাই॥

[illegible]র দুই শাখা হৈলা।
[illegible] শাখা বাড়িতে লাগিলা॥
[illegible]ার হই[illegible] বিস্ময়।
[illegible] অবধৌত আনন্দ হৃদয়॥"
[illegible] অভিরাম লীলা প্রকাশিল।
[illegible] ভুবনবাসী মোহিত হইল॥
ভক্ত গু[illegible] কীর্ত্তি রক্ষা লাগি লীলা কৈল।
কৃষ্ণানন্দ মহানন্দে সেবিতে লাগিল॥
দ্বীপাহাটা গ্রামে সেই সেবা বিদ্যমান।
অদ্যাপিও হেরে গিয়া যত ভাগবান॥
যার উপলক্ষ্যে খানাকুলবাসী ত্রাণ।
তাঁহার প্রসাদে জীবের ঘুচয়ে অজ্ঞান॥
অভিরাম পরিকর কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
কিশোরী গাহয়ে তাঁর মহিমা অদ্ভুত॥

—০—

শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিত

জয় ত্রিভুবন নাথ জগন্নাথ সুত।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জীবের জীবন।
জয় গদাধর শ্রীনিবাস আদিগণ॥
জয় জয় অভিরাম প্রেমানন্দ ধাম।
মুকুন্দ তাহার শাখা খ্যাত সর্ব্বস্থান॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—১৩ পরিঃ

"সেই অভিরাম পদ করি যে আশ্রয়।
মুকুন্দ পণ্ডিত সাধ্য করেন নির্ণয়॥
দীক্ষামন্ত্র দিলা তারে বহু কৃপা করি।
আপনার লীলা তেঁহ কহেন বিস্তারি॥

যৈছে গুরু সাধ্য করে তৈছে শি[illegible] ।
তাহে ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ কিছুই না [illegible]
গুরু ক্রিয়া মুদ্রা শিষ্য [illegible]রেন সদা
সাধন ভজন করে সেই অনুযাই ॥
শ্যামরায় লয়ে তিঁহো সেবা নিয়োজি[illegible]
গ্রামবাসীগণ আনি সামগ্রী দিইলা ॥
দেখিয়া গোসাঞি জীউ হইয়া উল্লাস ।
শ্যামরায় কৈলা সেই সেবার প্রকাশ ॥
ব্রজের বান্ধব সেই হয় শ্যামরায় ।
ব্রজলীলা প্রকাশিব হইয়া সদয় ॥
শুনহ পণ্ডিত তোমা কহি সারাৎসার ।
মন শুদ্ধ হইলে জানে ভজন নির্দ্ধার ॥”
হেনমতে কৃপা করি উপদেশ কৈল ।
প্রেম সেবা সমর্পিয়া শক্তি সঞ্চারিল ॥

তথাহি—তত্রৈব—

“এ মর্ম্ম জানিয়া কহে মুকুন্দ পণ্ডিত ।
অভিরাম গুণ এই সংসারে বিদিত ॥
তোমার আশ্রিত মুই হইনু এখন ।
কৃপা করি এ পতিতে করিলে তারণ ॥
অভিরাম দীক্ষা মোর শিক্ষা যে মালিনী ।
দুঁহার প্রসঙ্গে উপাসনা তত্ত্ব জানি ॥
সেই উপাসনা বস্তু জগতের আশ্রয় ।
আরোপ সাধিয়া তাহা করিবা নির্ণয় ॥
সোনাতলা গ্রামে রহে মুকুন্দ পণ্ডিত ।
সেবা দিয়া গোঁসাই তারে করিলা স্থাপিত ॥
হেনমতে মুকুন্দেরে করুণা করিল ।
জগত শুনিয়া তার মহিমা বুঝিল ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত গুণ করিয়া শরণ ।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁর অভয় চরণ ॥

[illegible] শ্রী [illegible]
[illegible]াম প্রে[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]পু[illegible]
[illegible] ইন্দু ।
[illegible] গৌরপ্রেম সিন্ধু ॥
জয় জয় [illegible]দ্বৈত সীতার জীবন ।
জয় জয় গ[illegible]াধর শ্রীবাসাদি গণ ॥
ঠাকুর অভিরাম শিষ্য শ্রীরামদাস ।
অচিন্ত্য [illegible]হিমা তাঁর ভুবনে প্রকাশ ।
অভির[illegible]রিত্র লিখি মহিমা রাখিল ।
অধ্যয়ন ক[illegible] জীব কৃতার্থ হইল ॥
অভিরাম লীলামৃত অদ্ভুত গ্রন্থন ।
অভিরামের গুণ যাতে বিস্তার বর্ণন ॥
অভিরাম আদেশে করে গ্রন্থের বর্ণন ।
যেরূপে পাইল আজ্ঞা শুন বিবরণ ॥

হথাতি—অঃ লীঃ—৪র্থ পরিঃ—

“সেই নিত্যানন্দে পুনঃ করি নমস্কার ।
আনিয়া আমার প্রভু করিলা প্রচার ॥
তাঁহার যতেক গুণ করি যে নির্দ্ধার ।
মহাব্যাধি হৈতে মোরে করিলা নিস্তার ॥
একদিন আছি গৃহে শয়ন করিয়া ।
আধ আধ নিদ্রা মোরে ধরিল আসিয়া ॥
হেনকালে আসি তিঁহো করান চেতনে ।
উঠ উঠ ওরে শিষ্য শুনহ বচনে ॥
আমার যতেক লীলা করহ বর্ণন ।
শুনিয়া হইবে সুখী প্রিয় ভক্তগণ ॥”
হেনমতে আজ্ঞা দিয়া বলেন বচন ।
দ্বাদশ গোপালাদি মহান্তের গণ ॥

সর্ব্বজ [illegible]

আমার [illegible]

এবে বিস্মৃ [illegible]

আগে না চিন্তিয়া এ [illegible]

তেকারণে এবে যাব নদ [illegible]

যথায় বিলাস করে শ্রীগৌর সুন্[illegible]

এত কহি যা কহিল শুন সর্ব্বজন।

অভিরাম লীলামৃতে রয়েছে বর্ণন॥

তথাহি—তত্রৈব—

"প্রকাশ করিয়া তাহা করিব মিলন।

বিদ্যমানে দেখি সব করহ বর্ণন॥

এত বলি মোর মাথে চরণ ধরিলা।

চরণ পরশে লীলা স্মরণ হইলা॥

অতএব যত লীলা করিব বর্ণন।

আপনি লিখান মোকে করিয়া যতন॥

দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ।

অভিরাম বলে লিখি মোর কিবা দোষ॥

বৃন্দাবনে অভিরাম আছেন বসিয়া।

শক্তিতে প্রকাশ কৈল দক্ষিণ আসিয়া॥

আপনি পশ্চিম দিয়া করেন ভ্রমণ।

চারিদিক আগুলিলা একাই চারিজন॥

একে একে বিবরণ বলিব সবার।

বাহুল্য হইবে বলি না করি বিস্তার॥

কৃপা করি অভিরাম লিখান আমারে।

বুঝিতে না পারি কিছু কহি যে নির্দ্ধারে॥

পুন আসি বেদগর্ভ হয়েন সহায়।

লিখিতে সন্দেহ হৈলে কহেন উপায়।"

ঠাকুর অভিরাম শিষ্য বেদগর্ভ ছিল।

মধ্যে মধ্যে আসি তেঁহ সহায় করিল॥

[illegible] অভিরামের চরিত।

[illegible] ষছে করিল বিদিত॥

[illegible] রিঃ—

[illegible] আছি গৃহে করিয়া শয়ন।

[illegible] নিদ্রা মোরে কৈল আকর্ষণ॥

হেনকালে নিত্যানন্দ কহেন হাসিয়া।

অভিরাম লীলা লিখ এখন উঠিয়া॥

সকলের প্রিয় দেখ ভাই অভিরাম।

তার ক্রিয়া মুদ্রা চেষ্টা অতি অনুপাম॥

এক দেহে দুই দেহ সহজে মিলানি।

কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা করেন আপনি॥

সেই সব লীলা লেখ করি সারাৎসার।

মালিনী করেন সেই বৃন্দার আচার॥"

হেনমতে আজ্ঞা দিয়া মালিনী তত্ত্ব কহে।

শুনি রামদাস প্রেমে সংজ্ঞা নাহি দেহে॥

অভিরাম তত্ত্ব কহি দিব্যজ্ঞান দিল।

নিত্যানন্দ কৃপাবলে তেঁহ বলি হৈল॥

অভিরামের আজ্ঞা নিত্যানন্দ কৃপাবল।

অভিরাম লীলা লিখে হইয়া বিহ্বল॥

অভিরাম লীলা গাহি জগত তারিল।

তবেত বিগ্রহ সেবা স্থাপন করিল॥

তথাহি—৯ম পরিঃ

"তবে দুই শ্রীবিগ্রহ করিনু প্রকাশ।

অহর্নিশি করি প্রেম সেবন উল্লাস॥"

এইমত রামদাস চরিত্র কথন।

অভিরাম লীলা গাহি তারিল ভুবন॥

অভিরাম লীলামৃত নাম গ্রন্থরত্ন।

রামদাস বর্ণে তাহা করি মহাযত্ন॥

অভিরাম গুণ তাহে যতনে বর্ণিল।
ভাগ্যবান জন পড়ি হৃদয়ে ধরি
ব্রজের শ্রীদাম সখা ঠাকুর অ
রামদাস গাহে তাহা করিয়া বিধা
অভিরাম গুণ গাহি যাঁর কৃপা হৈতে।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করুণা ল

শ্রীগোপাল দাস

জয় জয় শ্রীগৌর সুন্দর দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর প্রেমসিন্ধু॥
জয় জয় সীতানাথ জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
ঠাকুর অভিরাম শিষ্য শ্রীগোপাল দাস।
অভিরাম প্রসাদে হৈল শুদ্ধ গৌরদাস॥
তথাহি—শ্রীঅভিরাম শাখা নির্ণয়—
"মাহেশ গ্রামেতে বাস গোপাল দাস নাম॥"
ঠাকুর অভিরাম যবে বিল্লোকে আসিল।
তথা হৈতে নৃত্যগীত রঙ্গেতে চলিল॥
ষোড়শাঙ্গ কাষ্ঠে কৈল মুরলীর নাদ।
সে নাদ শুনিয়া জীবের ঘুচিল বিষাদ॥
সে কাষ্ঠ পুঁতিয়া বকুল বৃক্ষ যে সৃজিল।
তথা বসি প্রেমরঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন কৈল॥
সেকালেতে গোপাল দাস কৈল আগমন।
অভিরাম মহিমা শুনি লইল স্মরণ॥
দণ্ডবত প্রণতি করি করয়ে স্তবন।
কৃপা করি মো অধমে করহ তারণ॥
কায়মনে কৈল মুই আত্মসমর্পণ।
কৃপাশক্তি সঞ্চারিয়া করহ মোচন॥

যাঁ
নাম প্রে
রিঃ—
লা।
নিয়োজিলা॥
হ সেবন।
বৃক্ষ করিয়া যতন॥"
হেনমতে কুল বৃক্ষ সেবা তারে দিল।
সেই বৃক্ষ অমৃতানন্দ ভস্ম যে করিল॥
এ বারতা অভিরামে তেঁহ যে কহিল।
চরণামৃত দিতে তারে আজ্ঞা সমর্পিল॥
আজ্ঞা অনুরূপ তেঁহ কৈল আচরণ।
বৃক্ষ পূর্ব্ববৎ হৈল আছিল যেমন॥
হেনমতে বৃক্ষ রক্ষি করয়ে সেবন।
গোপাল দাসের গুণ খ্যাত সর্ব্বজন॥
ঠাকুর অভিরাম প্রিয় শ্রীগোপাল নাস।
যার উপলক্ষ্যে অভিরামের প্রকাশ॥
প্রথম বৈভব অভিরাম প্রকাশিল।
গোপাল দাস উপলক্ষ্যে জগত জানিল॥
এতেক জানিল গোপাল অভিরাম প্রিয়।
কিশোরী বন্দিয়া তাঁরে আনন্দ হৃদয়॥

শ্রীরজনী পণ্ডিত

জয় জয় গোরাচাঁদ জগতের প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত লাভার নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥

ঠাকু [illegible]

অদ্ভুত [illegible]

[illegible]

তথাহি— [illegible]

"সালিকাতে রজনী [illegible]

একদা রজনী পণ্ডিত ক[illegible]

অভিরাম পাশে পুছে যতেক [illegible]

অভিরাম উপদেশ যত্তেক করিল।

রাম দাস গ্রন্থ মাঝে যতনে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—১২ [illegible]রিঃ

"মদনমোহন তুমি করহ স্থাপন।

গ্রামবাসী লয়ে কর সেবার নিয়ম॥

গ্রামের সার্থক হয় সাধু আগমনে।

মদনমোহন পুর ঘোষিবে এক্ষণে॥

যৈছে নাম তৈছে গ্রাম একই স্বরূপ।

এই গ্রামবাসীগণ হয় রসকূপ॥

মহৎ সন্তান জানে মহতের গুণ।

প্রকাশ করিলা দেখ মদনমোহন॥

এই গ্রামে আছে বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।

তোমারে আসিয়া আজি করিবে মিলন॥

শাস্ত্র বিচার করিবে বহু তোমার সহিত।

তোমারে কহি যে শুন রজনী পণ্ডিত॥"

মদনমোহন যৈছে প্রকট হইল।

পুনঃ অভিরাম তারে কহিতে লাগিল॥

তথাহি—তত্রৈব—

"অভিরাম বক্তা কভু পণ্ডিত হয় শ্রোতা।

পণ্ডিত লইয়া কহেন সাধনের কথা॥

তুমি ভাগ্যবান হয়ে জন্মিলে সংসারে।

নদীর প্রভাবে দেখ কাষ্ঠ উঠে তীরে।

[illegible] এই মদনমোহন।

[illegible] করিলাম রোপণ॥

[illegible]াব জানিবে আমায়।

[illegible], বহু করিবে সহায়॥

[illegible] সেবা কর মদনমোহনে।

[illegible]ন ভাব সেবিবে তেমনে॥"

এত কহি অভিরাম বলেন বচন।

পঞ্চভাব আনুগত্যে করহ সেবন॥

পঞ্চভাব তত্ত্ব যত সকলি কহিল।

শুনিয়া পণ্ডিত প্রেমে নিবেদন কৈল॥

মদনমোহন পুরে করিলে স্থাপন।

গ্রামবাসী জন চাহে তোমার দর্শন॥

অভিরাম কহে শীঘ্র করহ গমন।

গ্রামবাসীগণে কহ মোর আগমন॥

শুনিয়া পণ্ডিত সুখে করিল গমন।

পাছে অভিরাম তথা দিল দরশন॥

অভিরামে হেরি সুখী গ্রামবাসীজন।

পণ্ডিতে কহিল কর মিষ্টান্ন আনয়ন॥

তেঁহ কহে মদনমোহনে সমর্পহ।

ব্রজভাব মতে দেহ করিয়া আগ্রহ॥

পাছেতে করিব মুই পুলিন ভোজন।

শুনিয়া পণ্ডিত কৈল মিষ্টান্ন আনয়ন॥

পূজারী হইয়া পণ্ডিত কৈল নিবেদন।

মদনমোহন সুখে করয়ে ভোজন॥

তথাহি – তত্রৈব—

"এত শুনি গ্রামবাসী সামগ্রী দিইলা।

রজনী পণ্ডিত তথা পূজারী হইলা॥

নিজ শক্তি-সঞ্চারিয়া বলেন গোঁসাই।

মদনমোহন সেব ব্রজ অনুযাই॥

ভাঙ্গা মোড়া গ্রাম সেই বড়ই সুন[illegible]
রজনী পণ্ডিত স্থাপন কৈলা পুনর্ব[illegible]
এতেক বলিয়া গোঁসাই ভোজন ক[illegible]
আচমন করি পুন তাম্বুল খাইলা ॥
রজনী পণ্ডিতের তথা করিয়া স্থাপন।
পুনশ্চ গোঁসাই শীঘ্র করিলা গমন ॥"
এইমত রজনী পণ্ডিতের আখ্যান।
ভাগ্যবান জন শুনি মহানন্দ পান ॥
অভিরাম পারিষদ রজনী পণ্ডিত।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে জানিয়া চরিত ॥

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে পঞ্চম খণ্ডে শ্রীঅভিরাম গোপাল শাখা বর্ণনে হরিদাসাদি চরিত্র কথনং নাম পঞ্চম লহরী সমাপ্ত।

ষষ্ঠ লহরী

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শাখা

শ্রীশ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর

জয় সর্ব্বারাধ্যসার প্রভু গৌরহরি।
জয় পদ্মাবতী সুত ভবের কাণ্ডারী ॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ ॥
গৌরপ্রিয় গদাধর পণ্ডিত ঠাকুর।
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়ানন্দ ভক্তি শূর ॥
গদাধর ভ্রাতা বাণীনাথ মহাশয়।
তাঁর সুত হৃদয়ানন্দ সুদৃঢ় আশয় ॥

[illegible] যা[illegible]
[illegible] নাম প্রে[illegible]
[illegible] ন্তু[illegible]
[illegible]
[illegible] পু[illegible] গৌরী দাস।
[illegible] আম্বিকায় বাস ॥
[illegible] মহাশয়।
শ্রীসুধীর[illegible] তার সিদ্ধ নাম হয় ॥"

তথাহি—[illegible]শাখা নির্ণয়ে—৫৮ শ্লোকঃ—
"বন্দে শ্রী[illegible]দয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা।
মহাভাব[illegible]মৎকার গৌরভাব কলেবরম্ ॥"

হৃদয় চৈ[illegible] নাম প্রেমানন্দ মন।
নিতাই গৌরাঙ্গ যার দেহে অনুক্ষণ ॥
হৃদয়ানন্দ তার পূর্ব্ব নাম ছিল।
প্রভুর প্রসাদে হৃদয় চৈতন্য হৈল ॥
পরম অদ্ভুত সেই আশ্চর্য্য ঘটন।
ভাগ্যবান জন শুনে করিয়া যতন ॥
রত্নাকরে নরহরি যতনে গাহিল।
শুনিয়া ভুবনবাসী কৃতার্থ হইল ॥
খুল্লতাত হন তাঁর পণ্ডিত গদাধর।
আবাল্য তাহার পাশে রহে নিরন্তর ॥
পরম স্নেহেতে কৈল লালন পালন।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়াইল করিয়া যতন ॥
একদা রজনী প্রাতে পণ্ডিত গৌরী দাস।
প্রেমানন্দে চলিলেন গদাধর পাশ ॥
গদাধর পণ্ডিতেরে করিয়া দর্শন।
দুহুজনে প্রেমরঙ্গ কৈল কতক্ষণ ॥
রসালাপ শেষে কহে মধুর বচন।
কহ কিবা দিয়া তোমা করিব তোষণ ॥
গৌরী দাস কহে মোরে কর সমর্পণ।
তোমার হৃদয়ানন্দে করিয়া যতন ॥

তবে [illegible]

হৃদয়ানে [illegible]

গৌরী দা [illegible]

নিতাই গৌরাঙ্গ সে [illegible]

প্রেমযোগে হৃদয়ানন্দ [illegible]

তাঁর সেবা নিষ্ঠা হেরি পণ্ডিত [illegible]

একদা শ্রীগৌরী দাস উল্লাসিত মনে [illegible]

হৃদয়ানন্দেরে ডাকি বলয়ে তখনে ॥

প্রভু জন্ম মহোৎসব হৈল আগমন।

শিষ্য গৃহে গিয়া আনি যত আয়োজন॥

তুমি সাবধান হয়া করহ সেবন।

শীঘ্রই আসিব আমি না কর চিন্তন॥

এত কহি প্রেমানন্দে করিল গমন।

নির্জ্জনে ভ্রমণ করে লয়া প্রিয়জন॥

গৌরপ্রেম রসোল্লাসে রয়েছে মগন।

এদিকে চিন্তিত হইল হৃদয়ের মন॥

উৎসবের দ্রব্য যত প্রস্তুত হইল।

প্রভুর আসিতে কেন বিলম্ব হইল॥

মাত্র দুই দিন আছে উৎসব সময়।

সঙ্কটে পড়িয়া শেষে চিন্তয়ে হৃদয়॥

শ্রীগুরু চরণপদ্ম করিয়া স্মরণ।

চতুর্দিকে পত্রী তবে করিল প্রেরণ॥

উৎসবের পূর্ব্ব দিনে পণ্ডিত আসিল।

নিমন্ত্রণ বার্ত্তা শুনি আনন্দিত হৈল॥

বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশিয়া বলেন বচন।

মোর বিদ্যমানে কর স্বতন্ত্রাচরণ॥

এবে হেথা হোতে তুমি করহ গমন।

শুনিয়া হৃদয় চলে বন্দিয়া চরণ॥

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিল।

কতক্ষণে এক নৌকা সামগ্রী আসিল॥

[illegible] পাশে করিল প্রেরণ।

[illegible] হে সক্রোধ বচন॥

[illegible] া করুক উৎসব।

[illegible] করে তেঁহ মহামহোৎসব।

[illegible] বহু বৈষ্ণব আগমন।

[illegible] করে [illegible] বে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

সঙ্কীর্ত্তনে জগমন মোহিত হইল।

নিতাই গৌরাঙ্গ গিয়া নাচিতে লাগিল॥

হেরিয়া হৃদয়ানন্দ প্রেমেতে মগন।

নয়নেতে প্রেমধারা বহে অনুক্ষণ॥

হেথা গৌরীদাস করি সামগ্রী আয়োজন।

বৈষ্ণব সহিত রহে প্রেমেতে মগন॥

হৃদয়ানন্দের কথা করিয়া শ্রবণ।

পরম বিহ্বল ভাবে রহে অনুক্ষণ॥

গঙ্গাদাসে ডাকি তবে বলেন বচন।

ভোগ কাল হৈল কর ভোগ সমর্পণ॥

বড়ু গঙ্গাদাস যবে মন্দিরেতে গেল।

সিংহাসন শূন্য হেরি আসিয়া কহিল॥

শুনি গৌরীদাস প্রেমে বিহ্বল হইল।

হৃদয়ের বশ প্রভু ভাবেতে বুঝিল॥

প্রেমানন্দে যষ্ঠী এক করিয়া গ্রহণ।

গঙ্গাতীরে সঙ্কীর্ত্তনে করিল গমন॥

দূর হোতে গৌরীদাস করয়ে দর্শন।

সঙ্কীর্ত্তনে দুই প্রভু করিছে নর্ত্তন॥

গৌরীদাসের ক্রোধ হেরি প্রভু দুইজন।

সঙ্গোপনে শ্রীমন্দিরে কৈল আগমন॥

প্রেমাবেশে গৌরীদাস করয়ে দর্শন।

হৃদয়ের দেহে প্রবেশয়ে দুইজন॥

হৃদয়ের দেহে হেরি প্রভু দুইজন।

সম্বরণ নাহি মানে ঝুরে দুনয়ন॥

বাহু সব ক্রোধ তাঁর অন্তর্হিত হৈ[illegible]
আপনা আপনি হস্তে যষ্ঠী পড়ি[illegible]
দুবাহু পাসরি হৃদয়েরে কোলে নি[illegible]
আঁখিনীরে অঙ্গ তার সিঞ্চন করিল ॥
আনন্দ হৃদয়ে কহে তুমি ধন্য ধন্য
আজি হোতে নাম তব হৃদয় চৈতন্য ॥
তবে শ্রীহৃদয়ানন্দ চরণে পড়িল।
পণ্ডিত তারে সঙ্গে করি অঙ্গনে আনিল ॥
প্রেমানন্দে মহোৎসব কৈল সমাধান।
নিতাই গৌরাঙ্গ সেবা তাঁরে কৈল দান ॥
পণ্ডিতের যোগ্য শিষ্য হৃদয়চৈতন্য।
যার নাম গুণ স্মরি জীব হৈল ধন্য ॥
যার দেহে প্রবেশিল নিতাই গৌরাঙ্গ।
অবশ্য সেজন হয় গৌর অন্তরঙ্গ ॥
ওহে গৌর পরিজন হৃদয়চৈতন্য।
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে মোরে কর ধন্য ॥
কায়মনে তব পদে লইনু শরণ।
দাস অনুদাস রূপে করহ গ্রহণ ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ সেবা দেহ একবার।
তুমি বিনা কিশোরীর কেহ নাহি আর ॥

—০—

শ্রীবড়ু গঙ্গাদাস

জয় জয় প্রেমময় প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাসাগর ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ পণ্ডিত গৌরীদাস।
তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বড়ু গঙ্গাদাস ॥

[illegible] খা[illegible]
[illegible] নাম প্রে[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পু[illegible] প্রকাশ ॥
[illegible] ঠাকুরে ১১ তরঙ্গে—
[illegible] জাহ্নবার জননী।
অতি প[illegible]তা সূর্য্য দাসের ঘরণী ॥
যার ভক্তি রীতি দেখি সবার বিস্ময়।
গঙ্গাদাস তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর তনয় ॥”
পরম [illegible]ক্ত সদা বড়ু গঙ্গাদাস।
নিতাই [illegible]গৌরাঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ॥
গৌরীদাস পদে করি আত্ম সমর্পণ।
কায়মনে সেবে নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত যবে কৈল অন্তর্দ্ধান।
স্বপ্নছলে আজ্ঞা পায়া করিল পয়ান ॥
প্রেমানন্দে ব্রজপুরে করিল গমন।
নির্জ্জনে রহিয়া করে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
গোবর্দ্ধন গিরি যবে করয়ে ভ্রমণ।
আচম্বিতে শুনিলেন জাহ্নবা গমন ॥
বৃন্দাবনে আসি হেরে জাহ্নবা চরণ।
সঙ্গে রহি কায়মনে সেবে অনুক্ষণ ॥
তথায় ঈশ্বরী পাশে আসি কোনজন।
যুগল বিগ্রহ করে কৈল সমর্পণ ॥
অপূর্ব্ব বিগ্রহ হেরি জাহ্নবা তখন।
গঙ্গাদাসে সেবা কার্য্যে কৈল নিয়োজন ॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী যবে গৌড়েতে আসিল।
সঙ্গে করি বড়ু গঙ্গাদাসেরে আনিল ॥
বিগ্রহ সেবয়ে সদা বড়ু গঙ্গাদাস।
আসিল জাহ্নবা মাতা নরোত্তম পাশ ॥

খেতুরি [illegible]
তথা হৈতে [illegible]
বংশীদাস [illegible]
জাহ্নবা ঈশ্বরী হা [illegible]
এক দ্রব্য তব স্থানে চা [illegible]
শুনিয়া উত্তর নাহি দিল চক্র [illegible]
চক্রবর্ত্তী নিশাভাগে হেরয়ে স্বপ [illegible]
বড়ু গঙ্গাদাসে কৈল কন্যা সমর্পণ ॥
প্রাতে জাহ্নবার আগে সকলি কহিল।
ঈশ্বরীর আজ্ঞা লয়া উদ্যোগ করিল ॥
ঈশ্বরী কহেন তবে গঙ্গদাস প্রতি।
শ্যামদাস কন্যা দিবে তোমারে সম্প্রতি ॥
অদ্যই হইবে তব বিবাহ ঘটন।
সঙ্কোচ না করি আজ্ঞা করহ পালন ॥
পরম বিরক্ত সদা বিষয়ে উদাস।
কিছুই না কহি মৌন রহে গঙ্গাদাস ॥
জাহ্নবার আজ্ঞা বশে বিবাহ করিল।
মহানন্দে চক্রবর্ত্তী কন্যা সমর্পিল ॥
শ্যামদাসের কন্যা শ্রীহেমলতা নাম।
অল্প বয়স তাঁর গুণ অনুপাম ॥
যে বিগ্রহ শ্রীজাহ্নবা কৈল আনয়ন।
শ্যামরায় নাম তার অপূর্ব্ব দর্শন ॥
একদা শ্যামরায় কহে জাহ্নবার প্রতি।
গঙ্গাদাসে কর মোর সেবক সম্প্রতি ॥
স্বপ্নাদেশে শ্রীজাহ্নবা হরষিত হৈল।
বড়ু গঙ্গাদাস করে সেবা সমর্পিল।
ভোগের নির্ব্বন্ধ যবে করয়ে চিন্তন।
গঙ্গাদাসে স্বপ্নছলে বলয়ে তখন ॥

[illegible] শ্যামরায় বলেন বচন।
[illegible] তাহা করিব ভোজন ॥
[illegible] সকলি কহিল।
[illegible] ত নির্ব্বন্ধ করিল ॥
[illegible] পিয়া তারে মহোৎসব কৈল।
[illegible] তে সবে সন্তুষ্ট হইল ॥
[illegible] প্রেমেতে রয়া করয়ে সেবন।
শ্যামরায় বশ তার হন অনুক্ষণ ॥
পরম করুণাময়ী জাহ্নবা ঈশ্বরী।
বহুত করিল কৃপা শুভ দৃষ্টি করি ॥
প্রেমযোগে শ্যামরায়ে করয়ে সেবন।
অধম পতিত জীবে করয়ে তারণ ॥
জয় বড়ু গঙ্গাদাস রসিক সুজন।
গৌরীদাসের প্রিয় শিষ্য নিত্যানন্দগণ ॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী তাঁরে বহু কৃপা কৈল।
মহিমা হেরিয়া তাঁর বন্দনা গাহিল ॥
ওহে বড়ু গঙ্গদাস পতিত পাবন।
করুণা কটাক্ষে কর প্রারব্ধ খণ্ডন ॥
দীনহীন কিশোরী দাস না জানে ভজন।
কৃপা কর পাদপদ্মে লইল শরণ ॥

শ্রীতুলসী দাস

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমময় বপু ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
হৃদয়চৈতন্য শিষ্য শ্রীতুলসী দাস।
আজন্ম রসিক সঙ্গে তাহার নিবাস ॥

[1] বুধরি—শিয়ালদহ—লালগোলা রেলপথে ভগবানগোলা ষ্টেশন। তথা হইতে এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীপাট বিরাজিত।

রসিক করয়ে যবে প্রেম প্রচারণ [illegible]
ধারেন্দায় রসময় ঘরে আগমন ॥ [illegible]
তথায় রসিক সহ হইল মিলন। রাধ[illegible]
নিজ সঙ্গী করি রসিক রাখিল তখন।
বৈষ্ণব সহ রসিক করে প্রসাদ গ্রহণ।
সেইকালে পিতা সঙ্গে কৈল আগমন ॥

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে ৪র্থ লহরী—
"হেনকালে পিতা সঙ্গে তুলসীর দাস।
রসময় বংশী সঙ্গে করিলা নিবাস ॥
রসময় জ্যেষ্ঠপুত্র তুলসীর সনে।
বাল্য হৈতে থাকেন সে অভেদ মিলনে ॥"
তুলসী কৈশোর মূর্ত্তি অপূর্ব্ব সুন্দর।
কীর্ত্তন গায়েন যেন কোকিলের স্বর ॥
রসিকের ভোজনকালে তাঁর আগমন।
গান শুনি রসিক হৈল বিমোহিত মন ॥
সমাদরে তুলসীরে পাশে বসাইল।
সারা নিশি সঙ্কীর্ত্তনানন্দে কাটাইল ॥
প্রাতে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসে যখন।
রসময় রসিক প্রতি বলয়ে তখন ॥

তথাহি—তত্রৈব—
"হৃদয়ানন্দের শিষ্য গঙ্গাতে নিবাস।
পিতাপুত্র এথা কীর্ত্তন কৈলা প্রকাশ ॥
ঠাকুর গোপাল দাস বড় মহাজন।
সুবলের শিষ্য হরিনাম পরায়ণ ॥
সঙ্কীর্ত্তন দেখিয়া শ্যামানন্দ রায়।
যত্ন করি পিতাপুত্রে রাখিল এথায় ॥
শুনি আনন্দে রসিক কৃষ্ণ প্রেমভাবে।
অবশ্য এ গোষ্ঠী আমা সঙ্গে বিহরিবে ॥

[illegible] খা[illegible]
[illegible]
[illegible]নাম প্রে[illegible]
[illegible]ন্তর্[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পু[illegible]ত ॥
[illegible]ক প্রধান।
[illegible] করে ভক্তিদান ॥
সঙ্কীর্ত [illegible]াব উদ্ধার করিল।
কিশোরী [illegible]হিমা হেরি শরণ লইল ॥

শ্রীগে[illegible]াল দাস

ক[illegible]

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজ কুলমণি।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর প্রেমধনি ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ শ্রীসুন্দরানন্দ।
বিহরে নিতাই সহ সদা প্রেমানন্দ ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীগোপাল দাস মতিমান।
শ্রীকৃষ্ণ বিলাসে গুরু পরিচয় তান ॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণ বিলাসে—১ শ্লোকঃ—
"বন্দে শ্রীসুন্দরানন্দং স্নিগ্ধ-সুন্দর-বিগ্রহম্।
ত্রৈলোক্য-নয়নানন্দং সানন্দং-প্রেমদং-গুরুং ॥"
শ্রীকৃষ্ণ বিলাস গ্রন্থ তাহার লিখন।
কৃষ্ণলীলা তত্ত্ব তাহে অদ্ভুত বর্ণন ॥

তথাহি—তত্রৈব—
"গ্রন্থং শ্রীকৃষ্ণ বিলাসাখ্যং প্রেমভাব প্রকাশকং।
প্রোক্তং গোপালদাসেন সহর্ষৈঃ শ্রবণোৎসুখান।"

যেকালে ... সুন্দরানন্দ হন।
গ্রন্থের সমা... যাহার গণন॥
... পুষ্প ফুটাইল।
... র জগতে ঘোষিল॥

তথাহি—তত্রৈব—
প্রেমামত্ত মহাসিন্ধো তত্ত...
প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিলাসকৃতী দীন ...
শাকে জলনিধি শশভৃদ্বান সুধাংশে ...
বাহুং ... দয়ং।

গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিলাসো বিহিতঃ শ্রীমৎ
গোপাল দ... সেন॥

পনের শ' সতের শকে কৈল সমাপন।
শ্রীকৃষ্ণ বিলাস গ্রন্থ পরম রতন॥
সুন্দরানন্দের শিষ্য শ্রীগোপাল দাস।
পরম অদ্ভুত তাঁর ভক্তির প্রকাশ॥
শ্রীকৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ তাঁহার লিখন।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে ধরিয়া চরণ॥

—০—

শ্রীপানুয়া গোপাল

জয় জয় বিশ্বম্ভর জগতের প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
... জন্ম এক পানুয়া গোপাল।
... ডিহি[1] যাহার বিলাস॥
শ্রীশ্যামচাঁদ হন যার হৃদয়ের ধন।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন॥

তথাহি—শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়ে—
মন্দিরে বর্ত্ততে যস্য শ্যামসুন্দর বিগ্রহঃ।
পর্ণ বিক্রয় দ্রব্যেন পূজা যেন কৃতাপুরা॥
যবনান্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রেমন্ত্র প্রদায়কম্।
তং নত্বা পর্নিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়॥

তথাহি—শ্রীপ্রয়োভক্তিরসার্ণব—১০ম পরিঃ
পানুয়া গোপাল হন গোপালের গণ॥
তাহার মহিমা খ্যাত আছে সর্বজন।
ব্যাঘ্রে হরিনাম মন্ত্র দিলা যে কাননে॥
খোনকারের খানা অন্ন কৈল পুষ্পময়।
যাহাকে স্পর্শি চৌরগণ পথে অন্ধ হয়॥
কি কহিব আমি সেই গোপাল মহিমা॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব—
ঠাকুর সুন্দর পূর্বে সুদাম গোপাল।
রামকৃষ্ণ প্রিয়সখা রঙ্গিয়া রাখাল॥
এবেহ শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্যপ্রিয় অতি।
কলিযুগে তাঁর নাম সুন্দর খেয়াতি॥
তাঁর প্রিয়পাত্র পর্নিগোপাল মহাশয়।
জগতে তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাঘ্র শিষ্য হয়॥

[1] শ্রীপাট মঙ্গলডিহি—হাওড়া ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধমান—বরাকরের মধ্যবর্ত্তী খানা ষ্টেশন। খানা—সাঁইথিয়া মধ্যবর্ত্তী বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া বোলপুর—সিউড়ি বাসে পাড়ুই। তথা হইতে বাসে মঙ্গলডিহি।

যবনের অন্ন যিঁহো পুষ্পজাতি [illegible]
যাঁকে স্পৃশি চৌরগণ পথে অ[illegible]
পর্ণ বেচি কৃষ্ণসেবা করিয়া নিতি [illegible]
শিরঃস্পর্শ নয় বোঝা চলে উর্দ্ধগতি ॥
কৃষ্ণ বলরাম যার বশ প্রেমগুণে ।
তাঁহার মহিমা গুণ কে বর্ণিতে জানে ॥
গোপালের পরিচয় করহ শ্রবণ ।
শ্যামচন্দ্রোদয়ে জগদানন্দের বর্ণন ॥

তথাহি—

ঠাকুর কহেন, আমার পিতার,
নাম মনসুখ হয় ।
উত্তম ব্রাহ্মণ, কুলেতে জনম,
পরম তপস্বী হন ।
হনুমানে চড়ি, রামচন্দ্র আসি,
যারে দেন দরশন ॥
ঠাকুর সুন্দর, মোরে কৃপা করে,
তাহার বিবরণ শুন ।
পুরুয়া নামেতে, একটি পুষ্করিণি,
গ্রামের পুবেতে রন ।
তাহার ঘাটেতে; কদম্ব খণ্ডিতে,
বৈসা শ্রীসুন্দরানন্দ ।
কৃপা করি প্রভু, সেখানে বসিয়া,
আমাকে দিলেন মন্ত্র ॥
সঙ্গেতে তাহার, অনেক বৈষ্ণব,
আনিয়া আমার ঘরে ।
দ্বাদশ দিবস, করে মহোৎসব,
আমান্যা সকলে করে ।
আমার গৃহিণী, লক্ষ্মীপ্রিয়া আর,
ভগ্নী মাধবী নাম ।
[illegible] থা[illegible]
নাম প্রে[illegible]
[illegible]ন্তর্[illegible] [illegible] দাঁহার,
[illegible] পু[illegible] রতি ॥”
[illegible] গৌ[illegible] নাম ॥
[illegible]বী সদা ভক্তিমান ॥
ঠাকু[illegible]নন্দ করুণা করিল ।
গোপালে[illegible]র প্রেমগুণ সর্বত্র ঘোষিল ॥
মঙ্গলডি[illegible] গ্রামে বৈসে পানুয়া গোপাল ।
নিরবধি গৌরপ্রেমে রহে মাতোয়াল ॥
দৈবে [illegible]াসী এক কৈল আগমন ।
শ্যামচাঁ[illegible]রে লয়া দিল দরশন ॥
শ্যামচাঁদে হেরি গোপাল পুলকিত মন ।
হৃদে ভাবে হেন নাহি হেরি যে যখন ॥
ভুবন মোহন রূপ করি দরশন ।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ না সড়ে বচন ॥
আপনা সম্বরি গোপাল করে নিবেদন ।
কেথা পূর্বাশ্রম, কৈছে এথন মিলন ॥
সন্ন্যাসী কহয়ে শুন পূর্ব বিবরণ ।
কৃষ্ণে অন্ন দিল ব্রজে যজ্ঞ পত্নীগণ ॥
তদবধি রামকানাই সবার জীবন ।
সেই বংশে আবির্ভূত এক মহাজন ॥
পূর্বের কৃষ্ণের লীলা করিয়া স্মরণ ।
চিন্তে কৈছে পাই সেই ভাই দুইজন ॥
মোর বংশে রামকানাই অন্ন মাগি খেল ।
সেকালে না জন্মি এবে বিফলে জন্মিল ॥
এইমত ক্ষেদে বিপ্র যমুনা তীরে যায় ।
কহে দেবী পূর্ণ কর আমার আশয় ॥
বিবিধ বিধানে করে যমুনা সেবন ।
প্রসন্না হইয়া দেবী বলেন বচন ॥

তথা [illegible]

যমুনা [illegible]

[illegible]

কিন্তু বিগ্রহরূপে, [illegible]

এবে নহে [illegible] গেল

ব্রজের দ্বাদশ বন, [illegible]

পাবে হরি শ্রীনন্দ কু[illegible]

মনে ভাবে দ্বিজবর, ব্রজে সেব, গোপেশ্বর,

এই আজ্ঞা তেঁহ করেছিল।

দুই আজ্ঞা এক হৈল, মনের [illegible]দহ গেল,

প্রণিপাত প্রণাম করিল॥

এইভাবে আজ্ঞা পায়া বিপ্র প্রেম ম[illegible]

চৌরাশী ক্রোশ ভ্রমে পুলকিত বন॥

ভ্রমণ কালেতে তেঁহ বিগ্রহ পাইল।

শ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থে সকলি গাহিল॥

তথাহি—

ঝোর ঝকর কত, প্রবেশে সঙ্কট পথ,

বন্যস্থল তাহার ভিতরে॥

স্থল অতি সুশীতল, নানাজাতি পুষ্পফল,

পল্লব কুসুম আচ্ছাদন।

একটি তাহার মাঝে, শ্যাম বিগ্রহ আছে,

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা সুমোহন॥

বিগ্রহ সুন্দর হন, সুমাধুরী সুগঠন,

শুনেছি যমুনার মুখে।

বহু দুঃখে প্রভু পাঞা, মনে উলসিত হঞা,

ঘরে লয়া যায় দ্বিজ সুখে॥

এমতে বিগ্রহ পায়া বিপ্র ঘরে গেল।

একাশি পুরুষ ধরি প্রেমে সেবা কৈল॥

সেই বংশে জন্মি মুই সন্ন্যাস করিল।

শ্যামচাঁদ শিরে বহি ভ্রমিতে লাগিল॥

[illegible] গোপাল পুলকিত মন।

[illegible]যত গোপাল বিবরণ॥

[illegible]াপাল সকলি কহিল।

[illegible]াসী তবে হৃদয়ে চিন্তিল॥

[illegible]াস্থান এথা শ্যামচাঁদে রাখি।

[illegible] কতেক তীর্থ হইয়া উৎসুকী॥

গোপালের সহ ন্যাসী মিত্রতা করিল।

শ্যামচাঁদে রাখি নীলাচলেতে চলিল॥

গোপালে কহয়ে কর যতনে সেবন।

চারিমাস পরে আসি করিব গ্রহণ॥

কিন্তু এক কথা গোপাল করি নিবেদন।

পরম বৈষ্ণব নাহি তোমার সেবন॥

গোপাল কহে সুন্দর যবে দীক্ষা দিল।

সেবা লাগি গুরুপদে নিবেদন কৈল॥

তেঁহ কহে দৈবে সেবা হইবে মিলন।

শুনি হৃদে ন্যাসী হৈল চিন্তাকুল মন॥

বুঝি মোর ভাগ্য হেথা হৈল বিড়ম্বন।

শ্যামরায়ে আর বুঝি নহেক মিলন॥

কিছুদূর গিয়া বিপ্র পুনঃ ফিরে এল।

শুনিয়া গোপাল তারে কহিতে লাগিল॥

চিন্তা কভু নাহি কর করিব অর্পণ।

গোপালের বাক্যে ন্যাসী করিল গমন॥

তীর্থ ভ্রমি চারিবর্ষ পরে আগমন।

এথায় প্রেমেতে গোপাল করয়ে সেবন॥

গোপালের প্রেমসেবা বিচিত্র ঘটন।

শ্যামচন্দ্রোদয়ে বাক্য করহ শ্রবণ॥

তথাহি—

গ্রামের নৈঋতে, পর্ণলতা গাড়ি,

বাড়ই আনিয়া সোঁপে।

পনের দিবসে, [illegible]
দেখি সর্বলোক কাঁপে [illegible]
সেই বরজের, এক নোধ [illegible]
পান নিতি নিতি লঞা।
সেবার কারণে, ঠাকুর গোপ[illegible]
বিদেশে বেচেন যাঞা॥
সেইদিন হইতে, পানুভা গোপাল,
নামটি লোকেতে বলে।
শ্যামচান্দ তার, বোঝাটি বহেন,
তেঞি আলগোছে চলে॥
পঞ্চকোটে পথ, পঁচিশ ক্রোশ সে,
নিতি যাতায়াত করে।
পান বিক্রি করি, দশ দণ্ড মাঝে,
সেবা করে আসি ঘরে॥
পান বেচা ধন, বাঙ্কিতে দ্বিগুণ,
পথে চতুর্গুণ হয়।
ঘরে আসি ধন, হয় শত গুণ,
লোকে ত' আশ্চর্য্য হয়।
তাঁহার গৃহিণী, লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী,
তাথে দ্রব্য কত করে।
দধি দুগ্ধ আদি, বিবিধ মিষ্টান্ন,
পরিপূর্ণ হয় ঘরে।
প্রাতঃকালে ছানা, সন্ধ্যায় শীতল,
সামগ্রী সময় ফল।
শর্করা মিঠাই, পান জুড়াইয়া,
কর্পূর বাসিত জল।
কিঞ্চিৎ ভোগের, বিলম্ব হইলে,
লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
মোর শ্যামচান্দ, ক্ষুধায় পীড়িত,
হেরয়ে মুখখানি।

[illegible] থা[illegible]
[illegible]নাম প্রে[illegible]
[illegible]ন্তু[illegible]ব॥
[illegible]
[illegible]পু[illegible]॥
[illegible]গন।
[illegible] আগমন॥
স্বজন সা[illegible]পাল ব্যাকুলিত মন।
না জানি ভা[illegible]্যেতে কিবা হইবে ঘটন॥
অঞ্চলের নি[illegible] আজি মোরে ছাড়ি যাবে।
শ্যামচাঁদে[illegible]ড়ি দেহ কেমনে বাঁচিবে॥
সবাকার [illegible] হেরি ন্যাসী রুষ্ট মন।
গোপাল [illegible]ক[illegible]তি করি করয়ে স্তবন॥
জল পান করি ন্যাসী নিশি গোঙাইল।
মিতা বলি ডাকি প্রাতে কহিতে লাগিল॥
শ্যামরায়ে দেহ লয়া করিব গমন।
মিনতি করিয়া গোপাল বলেন তখন॥
তোমার দেবতা তোমা করিব অর্পণ।
এক নিবেদন মোর রাখহ এখন॥
কতেক দিবস রহ শ্যামচাঁদে লয়া।
হেরিব শ্রীশ্যামচাঁদে নয়ন ভরিয়া॥
ক্রোধে শ্যামচাঁদে লয়া সন্ন্যাসী চলিল।
সবংশে বিহ্বল হয়া গোপাল পড়িল॥
কিছু দূর গিয়া গোপাল মূর্চ্ছিত হইল।
গ্রামবাসী ধরি তারে গৃহেতে আনিতে॥
মথুরা গমনে যৈছে গোপীগণের দশা।
তৈছে হৈল সবংশে গোপালের দশা॥
অনাহারে ভূমে পড়ি সদাই ক্রন্দন।
ভক্ত দুঃখে দুঃখী হৈল শ্যামচাঁদ মন॥
ভক্ত দুঃখ বিনাশিতে লীলা প্রকাশিল।
শ্যামচন্দ্রোদয় গ্রন্থে যতনে গাহিল॥

এইমতে ... ... থাহি—
... ...ড়ি দেখিয়া দয়াল হরি
... ...নেতে ধরিয়া উঠায় ॥
শ্যামশোকে অনুরাগী ... ...ঘরে ফিরি তুমি আইস আগুসরি
সভে তারা উ... ... গ্রামের ঈশান পাশ পথে।
সন্ন্যাসীর মাথে চড়ি ... ...চ পুনশ্চ কয় এই স্বপ্ন মিথ্যা নয়
ন্যাসী বলে চলিতে না প... ... লাগ পাবে পথেতে আসিতে ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত তুষ্ট বুঝি হৈল ধাতু পুষ্ট
তেঞিআমি চালাইতে নারি ॥
মনেতে করি অনুমান বহু দূ... ...হিযান
দুই ক্রোশ পথ মধ্যে রয়।
হেদে দুষ্ট সন্ন্যাসী আমি আ... উপবাসী
শ্যামচাঁদ সপনেতে কয়।
তাহারা আমার লাগি শোকে অন্নজল ত্যাগি
সবে তারা উপবাসী আছে।
তাহার লাগিয়া মোর ব্যাকুল হয় অন্তর
শীঘ্র লঞা দেগা তার কাছে ॥
এই দেখ প্রেমডোরে বন্ধন দুইটি করে
চলিতে না পারি এক পা।
একথা শুনিয়া ন্যাসী মন অতি দুঃখে ভাসি
ত্রাসেতে কাঁপয়ে তার গা ॥
এইরূপে তিনবার স্বপ্নে দেখে চমৎকার
উঠি উঠি ন্যাসী করে জপ ॥
এরূপে স্বপনে হেরি ন্যাসী ব্যাকুলিত।
শ্যামচাঁদে লয়া ফিরি চলিলা ত্বরিত ॥
গোপালের গৃহে আসি উপনীত হৈল।
প্রভু আজ্ঞা কহি শ্যামচাঁদে সমর্পিল ॥
এদিকে সস্ত্রীক গোপাল হেরয়ে স্বপন।
শ্যামচাঁদ কহে যাহা শুন বিবরণ ॥

তারপরে লক্ষ্মীপ্রিয়া ভূমিতলে ছিল শুঞা
স্বপনেতে তারে কয় কথা
বালক রূপেতে গলে ধরিয়া বসিয়া কোলে
খাইতে দেগো লক্ষ্মীপ্রিয়া মাতা ॥
ধরি রাখে সন্ন্যাসী আজি আমি উপবাসী
তুমি মোর তত্ত্ব না করিলে।
পাঙ্গুণ্ডা অর্জিত ধন তোর হস্তের রন্ধন
না বিনে উপাসী আছি বলে ॥
ফিরিঞা আসিছি আমি সামগ্রী করহ তুমি
গোপালে পাঠাও মোরে নিতে।
নিদ্রা ভাঙ্গিলে দোঁহে নিজ নিজ স্বপ্ন কহে
কাঁদি পড়ে কহিতে কহিতে ॥
হেনমতে দু'জন করি আলাপন।
আগুসরি গিয়া গোপাল কৈল আনয়ন ॥
শ্যামচাঁদ আসি যবে উপনীত হৈল।
পরম আনন্দে গোপাল মহোৎসব কৈল ॥
গোপালের প্রেমে ন্যাসী আশ্চর্য্য গণিল।
শ্যামচাঁদে সমর্পিয়া গমন করিল ॥
ব্যাকুল হইয়া ন্যাসী পথে চলি যায়।
হায় হায় কি হইল কি করি উপায় ॥
একাশি পুরুষের ধন করি আনয়ন।
নিজ হস্তে পরগৃহে করিল স্থাপন ॥

আপনা ধিক্কারী ন্যাসী কাশীপুরে [illegible]
শ্যামচাঁদে সেবে গোপাল আন[illegible]

গোপাল-লক্ষ্মীপ্রিয়া সদা সেবায় ম[illegible]
শ্যামচাঁদ প্রতি দোঁহে বলেন বচন ॥

তথাহি—শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়ে—

চরণে ধরিয়া বলে কোনো অপরাধ ছলে
আর কভু না যাবে ছাড়িয়া ॥
আজি হইতে মোর না ছাড়িবা মন্দির
নিজ গুণে থাক পূর্ব্বাপর।
যার অপরাধ পাবে তাহারে দমন দিবে
তবু মোর না ছাড়িবে ঘর ॥
রাজকে দৈবেক হৈলে যদি অন্যস্থানে গেলে
পশ্চাতে আসিবে এই ঘরে।
পূর্ব্বে যেমত ব্রজে বিগ্রহ মন্দির তেজে
পশ্চাৎ আইলা ব্রজপুরে ॥
চিন্তামণি তুমি হও আমার সামান্য গৃহ
ভয় লাগে পাছে বা ছাড়িয়া।
আমার অবিদ্যমানে যদি কেহ জ্ঞানহীনে
সেবা করে, ঘৃণা না করিবা ॥
তারপর লক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া
নিবেদন করে যোড় হাতে।
অপরাধ দেখি ছাড়ি পুন যদি আইলে ফিরি
প্রতিজ্ঞা করহ মোর সাথে ॥

[illegible] থা[illegible]
[illegible]নাম প্রে[illegible]
[illegible]
[illegible] শুধুই অ[illegible]
[illegible] পু[illegible] র তাহার ॥
[illegible]
[illegible] কেহ বৃদ্ধাবস্থা প্র[illegible]
[illegible] যদি অজ্ঞান হইবেন।
কারু ভ্র[illegible]ষ্ঠ অন্ন লবণ অধিক হ[illegible]
সাবধান নহিব স্ত্রীলোক ॥
দিনে দি[illegible] বৃদ্ধ কলি ভক্তি জ্ঞান হবে মলি[illegible]
কি জানি বা অপরাধ লবে।
জানি [illegible] যে করিবে তাহারে দমন দি[illegible]
তবু মোর ঘর না ছাড়িবে ॥

শ্যামচাঁদে পায়া গোপাল প্রেমাকুল মন।
অনুরাগে করে সেবা বসিয়া নির্জন ॥
পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া আর ভগ্নী শ্রীমাধবী।
শ্যামচাঁদে সেবে সদা হয়া অনুভাবী ॥
সবংশে শ্যামচাঁদের সেবায় মগন।
গোপালের প্রেমচেষ্টা না যায় বর্ণন ॥
যার প্রেমে শ্যামচাঁদ বশীভূত হয়া।
সন্ন্যাসী হইতে এল করুণা করিয়া ॥
যার ঘরে শ্যামচাঁদের স্থিতি সর্বকাল।
পরম ভাগ্যবান সেই পানুয়া গোপাল ॥
শ্রীপাট মঙ্গলডিহে সদা অবস্থান।
চিরন্তন লীলা তথা দেখে ভাগ্যবান ॥

পানুয়া গোপাল পদে একান্ত শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে নিতাই-গৌরাঙ্গ সেবন।

নয়না[illegible]

জয় জয় বিশ্বম্ভর নদীয়ার ইন্দু [illegible]
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু [illegible]
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিকর॥
প্রভু নিত্যানন্দ শাখা শ্রীসুন্দরানন্দ।
যাঁর প্রেমগুণে হয় জগত আনন্দ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীপানুয়া গোপাল মহামতি।
শ্যামরায় যার ঘরে সর্ব্বকাল স্থিতি॥
শ্রীপাট মঙ্গলডিহে যাহার বসতি।
তাঁর গণ শ্রীনয়নানন্দ মহামতি॥
নয়নানন্দের পরিচয় করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণভক্তি রসকদম্বে তাহার লিখন॥

তথাহি—

তাঁর প্রিয়পাত্র পণিগোপাল মহাশয়।

... ...

কি কহিব মহিমা তাঁর গুণের গরিমা।
সুন্দরের প্রিয়পাত্র তাঁহার করুণা॥
তাঁহার আশ্রিত কাশীনাথ মহাশয়।
কাশীনাথ ঠাকুরের হৈল পঞ্চ তনয়॥
পঞ্চপুত্র সহ তাঁরে প্রভু কৃপা কৈল।
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ সেবাধর্ম দিল॥
পঞ্চসহোদর প্রভুর করিল সেবন।
শ্রীঅনন্ত, শ্রীকিশোর, শ্রীহরিচরণ॥
এই তিন জ্যেষ্ঠ হৈল প্রভুতে আশ্রিত।
কনিষ্ঠ শ্রীকানুরাম ঠাকুর বিখ্যাত॥

[illegible] শ্রীগোপাল চরণ প্রভু।
[illegible] করিলা জীব বহু॥
[illegible] তি শুদ্ধান্ত করণ।
[illegible] প্রিয় ভক্তি আচরণ॥
[illegible] বিনা কভু অন্য নাহি স্মৃতি।
[illegible] বৈষ্ণব সেবা করিয়া পিরীতি॥
তাঁর সর্বশেষ দাস অতি অকিঞ্চন।
এ দাস নয়নানন্দ করে নিবেদন॥
সুন্দরানন্দের শিষ্য পানুয়াগোপাল।
তাঁর শিষ্য কাশীনাথ ঘোষে সর্ব্বকাল॥
শ্রীপাট মঙ্গলডিহে সতত বিলাস।
তাঁর পাঁচ পুত্র হন অদ্ভুত প্রকাশ॥
অনন্ত, কিশোর আর শ্রীহরি চরণ।
লক্ষ্মণ আর কানুরাম খ্যাত সর্ব্বজন॥
কানুরামের পুত্র শ্রীগোপাল চরণ।
গোকুলানন্দ নয়নানন্দ পুত্র দুইজন॥
পরম পণ্ডিত বিজ্ঞ শ্রীনয়নানন্দ।
লীলারসতত্ত্ব রচি সবা দিলেক আনন্দ॥
কৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব গ্রন্থ মহাধন।
ভক্তিরস তাৎপর্য্য যাহাতে বর্ণন॥
প্রেয়োভক্তি রসার্ণব গ্রন্থ মহাশূর।
সখ্যরসের কৃষ্ণলীলা বর্ণন প্রচুর॥
সখ্যরস ভাবযুক্ত যত ভক্তগণ।
অষ্টকালীন লীলা স্মরে করি অবলম্বন॥
যেমনে রচিল গ্রন্থ শুন বিবরণ।
নয়নানন্দ ভাবাবেগে করিল বর্ণন॥
তথাহি—শ্রীপ্রেয়োভক্তি রসার্ণবে—
"এ দাস নয়নানন্দ গোপালের কিঙ্কর।
শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদর॥

সপ্তম লহর

...র্ম ধর্মে তোর নাহি অনুরোধ।
...ার হয়িব সত্য বোধ॥
... বুলি ভিক্ষা করি সার।
... কৃপা করিল অপার॥"

...তত্রৈব—

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত শাখা

ধনঞ্জয় পণ্ডিত খণ্ডিত ভববন্ধ।
চূড়ামণি দাস করে পাঁচালী প্রবন্ধ॥
হেনমতে বুঝি তাঁর গুরু ধনঞ্জয়।
যেমতে লিখয়ে গ্রন্থ গুণ পরিচয়॥

শ্রীচূড়ামণি দাস

জয় জয় শচীসুত প্রভু গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমদানকারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত লাভার নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
ব্রজের গোপাল ভাবে সদা বিলসয়॥
তাঁর শিষ্য হন শ্রীচূড়ামণি দাস।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত যাহার প্রকাশ॥
গীতছন্দে গৌরলীলা করিল বর্ণন।
নিজ গুরু পরিচয় তাহে করিল কথন॥

তথাহি—শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়ে—

"আবালক কাল হৈতে স্বভাব আমার।
অলস অদক্ষ অজ্ঞ অকৃতির সার॥
এ সব দুর্গতি দেখি ঠাকুর ধনঞ্জয়।
করিল ত কৃপা মোরে দেখি দুরাশয়॥

তথাহি—তত্রৈব—

সুস্বপ্ন গোচর নিত্যানন্দের আজ্ঞায়।
জন্মতিথি পূজা চূড়ামণি দাস গাএ॥

তথাহি—তত্রৈব—

কহিল সুস্বপ্ন প্রভু নিত্যানন্দ রায়ে।
এই ভরসা এ চূড়ামণি দাস গাএ॥
নিত্যানন্দ আজ্ঞায় গ্রন্থ করিল লিখন।
গ্রন্থক্রম শুন সবে তাহার বর্ণন॥

তথাহি—তত্রৈব—

আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড কহিব।
গৌরাঙ্গ বিজয় তিন খণ্ডে পূর্ণ হৈব।
গয়া দেখি আইলে পূর্ণ আদি খণ্ড পুঁথি।
বৈষ্ণব চরণে কিছু করিমু প্রণতি॥
এই মত চূড়ামণি দাসের মহিমা।
পণ্ডিত ধনঞ্জয় শাখা এইত গরিমা॥

প্রভু নিত্যানন্দ গণে সদা অবস্থিতি।
কিশোরী বন্দয়ে তাই করিয়া মিনতি॥

শ্রীপুরুষোত্তম শাখা

শ্রীদেবকী নন্দন

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
জয় জয় নিত্যানন্দ কারুণ্য হৃদয় ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর ।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর ॥
নিত্যানন্দ প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয় ।
শ্রীদেবকীনন্দন তাঁর করিল আশ্রয় ॥
চাপাল গোপাল তাঁর পূর্ব নাম ছিল ।
গৌরাঙ্গ প্রসাদে দেবকীনন্দন হইল ॥

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—৮ম লহরী—
নিত্যানন্দ প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয় ।
শ্রীদেবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয় ॥
তিঁহে যে করিল বড় বৈষ্ণব বন্দন ॥

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—
ইষ্টদেব বন্দো মোর শ্রীপুরুষোত্তম নাম ॥
চাপাল গোপাল নাম বিপ্রের কুমার ।
নদীয়া নিবাসী সদা দুঃসঙ্গ আচার ॥
শ্রীবাস রামাই আর শ্রীপতি শ্রীনিধি ।
চারি ভাই হন সদা গৌর প্রেমনিধি ॥
গৌর প্রেমরস মত্ত ভাই চারিজন ।
নিশাভাগে দ্বার দিয়া করয়ে কীর্তন ॥
নদীয়া নিবাসী যত পাষণ্ডী দুর্জন ।
সদাই করয়ে চারি ভায়ের নিন্দন ॥

[illegible] খা [illegible]
নাম প্রে [illegible]
ন্তু [illegible]
[illegible]
[illegible]
পু [illegible] সের দ্বারে ॥
[illegible] কারিয়া যতন ।
[illegible] যত পূজোপকরণ ॥
হরিদ্রা [illegible]র আর রক্ত চন্দন ।
পাশে মদ ভাণ্ড রাখে করিয়া যতন ॥
এইমত [illegible]ব্য যত রাখি গৃহে গেল ।
প্রাতে [illegible] নিবাস আসি সকলি হেরিল ॥
বিজ্ঞজ[illegible] ডাকি তবে করাল দর্শন ।
কহে, [illegible] কৈল মুই ভবানী পূজন ॥
বিজ্ঞজন হেরি সবে করে হাহাকার ।
ধিক ধিক কৈল হেন কোন দুরাচার ॥
হাড়িকে ডাকিয়া সব দ্রব্য সরাইল ।
জল গোময় দিয়া তবে স্থান লেপাইল ॥
তিন দিন বাদে কুষ্ঠ ঘিরিল তাহারে ।
রোগের জ্বালায় বিপ্র ছটপট্ করে ॥
সর্বাঙ্গে বেড়িল কীট কাতর অন্তর ।
অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণ দহে নিরন্তর ॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে অনুক্ষণ ।
একদা প্রভুকে হেরি বলয়ে বচন ॥
গ্রাম্য সম্বন্ধেতে মুই মাতুল তোমার ।
আমারে উদ্ধার কর করুণা পাথার ॥
পতিত তারণ লাগি তব অবতার ।
মোর দুঃখ হেরি মোরে করহ নিস্তার ॥
শুনি মহাপ্রভু ক্রোধে করয়ে গর্জ্জন ।
কহেন তোমার কভু নাহিক মোচন ॥
ভক্তদ্বেষী হও তুমি পরম দুর্জ্জন ।
কোটি জন্ম পাবে তুমি এমত যাতন ॥

শ্রীবা ...
কোটি জ ...
পাষণ্ডী সং ...
তেকারণে হৈল মোর ...
এত কহি স্নান সারি প্রভু গৃ ...
দুঃখে জর জর বিপ্র তথায় রা ...
এত দুঃখ পায় বিপ্র প্রাণ নাহি যায়।
আপন মোচন লাগি চিন্তয়ে উপায়॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেল।
তাঁর ভাগ্যে কতদিনে কুলিয়া আসিল॥
বৃন্দাবন যাত্রাছলে প্রভু গৌড়ে এল।
নাটশালা হইতে পুনঃ ফিরিয়া আসিল॥
শান্তিপুর পথে গৌর করে আগমন॥
সেকালে প্রভুর সহ বিপ্রের মিলন॥
প্রভু আগমন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
কাতর প্রাণে বিপ্র তথা করিল গমন॥
কুলিয়ায় মাধব দাস ভবনে বিলাস।
সেকালেতে বিপ্র এল প্রভুর সকাশ॥
কায়মনে প্রভুপদে লইল শরণ।
দন্তে তৃণ ধরি করে কাকু-নিবেদন॥
পতিত পাবন তুমি জগতের প্রাণ।
মো অধমে কৃপা কর করুণানিদান॥
জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার।
মহা অপরাধী মোরে করুন নিস্তার॥
করুণাসাগর তুমি বলে সর্ব্বজন।
তে কারণে তব পদে লইল শরণ॥
কৃপা করি কর মোরে হিত উপদেশ।
কেমনে উদ্ধার মোর করহ নির্দেশ॥
তাঁর আর্ত্তি হেরি প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
দয়ার্দ্র চিত্তেতে কহে কারুণ্য উত্তর॥

... ধ হৈলে তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
... তাঁর পড়হ চরণে॥
... সন্ন মনে করয়ে প্রসাদ॥
... চিবে তব সব অপরাধ॥
... কর সদা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ।
কভু নাহি কর আর হেন আচরণ॥
গৌরাঙ্গের কৃপাবাক্য করিয়া শ্রবণ।
মহানন্দে বন্দে বিপ্র প্রভুর চরণ॥
প্রভুর আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
শ্রীবাসের পাদপদ্মে করে নিবেদন॥
দৈন্য স্তুতি করি তাঁর চরণে পড়িল।
আপন দুষ্কৃতি কহি ক্ষমা চাহি নিল॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সদা কারুণ্য হৃদয়।
পতিত হেরিয়া সদা হয়েন সদয়॥
কৃপাদৃষ্টি করি তারে করিল প্রসাদ।
সর্ব্ব তাপ দূরে গেল ঘুচিল বিষাদ॥
অপরাধ ক্ষমি তারে বলিল বচন।
পুরুষোত্তম পদাশ্রয়ে করহ ভজন।
বৈষ্ণব নিন্দিয়া পেলে এতেক যন্ত্রণা।
কায়মনে কর এবে বৈষ্ণব বন্দনা॥
বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মন।
তবেত' পাইবে তুমি গৌর প্রেমধন॥
শ্রীবাসের বাক্যে বিপ্র প্রেমানন্দ মন।
সযতনে করিলেন বৈষ্ণব বন্দন॥
বড়ই অপূর্ব্ব সেই বৈষ্ণব বন্দনা।
যাহার শ্রবণে ঘুচে সকল যন্ত্রণা॥
বৈষ্ণব অপরাধাদি সব দূরে যায়।
মহানন্দে গৌরপ্রেমে ভাসিয়া বেড়ায়॥
এসব রহস্য সব দেবকীনন্দন
বৈষ্ণব বন্দনারম্ভে করিল কীর্ত্তন॥

আপন মোচন আর বৈষ্ণব বন্দন।
গাহিল সকল কথা করিয়া যতন॥
বৈষ্ণব বন্দনা যৈছে করিল রচন।
অপূর্ব ভারতি তাহা শুন সর্ব্বজন॥
তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—
"প্রভু পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লসিত হিয়া॥
বৈষ্ণব গোসাঞিঁর নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুক্তি করিনু গমন॥
যথা যথা যার নাম শুনিনু শ্রবণে।
যার যার পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে॥
শাস্ত্রে বা যাহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব ভক্তের নামমালা গ্রন্থন করিনু॥
ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা॥"
হেনমতে কৈল তেঁহ বৈষ্ণব বন্দন।
শ্রবণ পঠন ফল শুনহ এখন॥
তথাহি—তত্রৈব—
"বৈষ্ণব বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকী নন্দন দাস কহে এই লোভে॥"
এইত' কহিল বৈষ্ণব বন্দন মহিমা।
অজ্ঞে নাহি বুঝে বিজ্ঞে করে তার সীমা॥
গৌর নিত্য পরিকর দেবকীনন্দন।
বৈষ্ণব বন্দনা লিখি তাড়িল ভুবন।
রাখিল অক্ষয় কীর্ত্তি অবনী মাঝার।
মুই মূঢ় কি বর্ণিব মহিমা তাহার॥

[illegible] খা[illegible]
[illegible]নাম প্রে[illegible]
[illegible]ন্তু[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পু[illegible] হরে॥
[illegible] গৌ[illegible]ব মহিমা।
[illegible] বিফল সাধনা॥
ওহে [illegible]ন্দন কৃপা কর মোরে।
নিরপরা[illegible]য় বর্ণি গুণ গৌর পরিকরে॥
আস্বাদি[illegible]ত চাহি গৌরভক্ত চরিত্র মাধুরী।
সর্ব্বক্ষ[illegible] তব কৃপা নিরীক্ষণ করি॥
নিজ [illegible] কৃপাদৃষ্টে কর নিরীক্ষণ।
কিশো[illegible]র মনবাঞ্ছা হউক পূরণ॥

—০—

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শাখা

শ্রীমুকুন্দ দাস

জয় জয় পতিত বান্ধব গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভবভয়হারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥

নিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।
ভুবন ভরিয়া যার যশের প্রকাশ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাস ভাগ্যবান।
পরম অদ্ভুত তাঁর চরিত্র আখ্যান॥
সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয় গ্রন্থ তাঁহার বর্ণন।
তাহাতে করিল কবিরাজের বন্দন॥

গ্রন্থমাঝে [illegible]
অষ্টাদশ প্র [illegible]
[illegible]

"বন্দেঽহং করুণাসিন্ধুং [illegible]
ৎ পাদপদ্মযোর্দীপ্তি কার্য্য [illegible]
শেষ প্রকরণ কহি শুন ভক্তগণ। [illegible]
কৃষ্ণদাস পাদপদ্ম করিয়া শরণ॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি
তাহা বিনে ত্রিজগতে মোর কেহ নাঞি॥
এ সকল কহি আমি তাঁহার কৃপাতে।
তাহা বিনে আর কেহ নাহি নিস্তারিতে।
... ...
কভু যদি কস্তুরী মঞ্জরী দয়া করে।
এসব সিদ্ধান্তরস তাহাতে সঞ্চরে॥
জয় জয় কবিরাজ গোঞি কৃষ্ণদাস।
দীনহীনে কৃপা করি রাখ নিজ পাশ॥
কস্তুরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয় এই কহিলা আখ্যান॥
হেনমতে করি নিজ গুরুর বন্দন।
করিল মুকুন্দ দাস গ্রন্থের বর্ণন॥
সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়—অমৃত রত্নাবলী।
রসতত্ত্বসার আর রাগরত্নাবলী॥
আনন্দ রত্নাবলী—আত্মসার তত্ত্বকারিকা।
উপাসনা বিন্দু আর সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকা॥
এই অষ্ট গ্রন্থরত্ন তাঁহার লিখন।
নরহরি দাস কৈল তাঁর মহিমা কথন।
তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে—
(গ্রন্থকর্তার পরিচয়ে)
"তথা শ্রীমুকুন্দদাস নামে শ্রীবৈষ্ণব।
পাঞ্চাল দেশীয় শ্রেষ্ঠ বিপ্র কুলোদ্ভব॥

[illegible] ন্দে তাঁর অনন্য ভকতি।
[illegible] যৈছে রাধাকৃষ্ণ রতি॥
[illegible] গোস্বামীর স্থানে।
[illegible] মীর গ্রন্থ অধ্যয়নে।
[illegible] বা কবিরাজ গোস্বামীর।
[illegible] অপ্রকটে হৈলা অত্যন্ত অস্থির॥
কথোদিন পরে বিশ্বনাথেরে পাইয়া।
জুড়াইল দারুণ দুঃখেতে দগ্ধ হিয়া॥
শ্রীমুকুন্দ দাস সর্ব্বপ্রকারে দয়াল।
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব দ্বেষীর মাত্র কাল॥
ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে পরম প্রবীণ।
নিরন্তর আপনাকে মানে অতি দীন॥
বর্ণিলেন লীলাগ্রন্থ কিছু শেষ ছিল।
বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল॥
কৃপা করি অনেকেরে কৈল বিদ্যা দান।
কথোদিনে রাধাকুণ্ডে হইল নির্য্যান॥
তেঁহ বিনা কার কার জন্মিল দুর্মতি।
তৈছে সেই পাষণ্ডের হইল দুর্গতি॥
সে সব প্রসঙ্গ এথা নারি বিস্তারিতে।
বিস্তারিব বহির্ম্মুখ প্রকাশ গ্রন্থেতে॥"
পাঞ্চাল দেশীয় বিপ্র শ্রীমুকুন্দ দাস।
কবিরাজ গোস্বামী ছাত্র শুদ্ধ গৌরদাস॥
কবিরাজ গোস্বামী স্থানে কৈল অধ্যয়ন।
করিয়া বিবিধ সেবা কৃপার ভাজন॥
পরম দয়াল প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
রঘুনাথে দিল গিরিধারীর সেবন॥
দাস গোসাঞি প্রেমে কৈল বহুত সেবন।
কৃপা করি কবিরাজে করিল অর্পণ॥
দাস গোসাঞি অন্তর্দ্ধানে কৃষ্ণদাস পাইল।
তেঁহ অন্তর্দ্ধানে মুকুন্দ দাসেরে অর্পিল॥

মুকুন্দ দাস বহুমতে করিল সেবন।
শেষে সমর্পিল যারে শুন বিবরণ॥
তথাহি—তত্রৈব—
"দাস গোস্বামীর অপ্রকটে যত্ন মতে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিমগ্ন সেবাতে॥
কবিরাজ গোস্বামীর অপ্রকট হৈলে।
শ্রীমুকুন্দ সেবা কৈলা ভাব-প্রেম জলে॥
কথোদিন শ্রীমুকুন্দ দাস সেবা করি।
যাঁরে সমর্পিল তাঁহা কহি যে বিস্তারি॥
মুকুন্দ দাসের অতি প্রাচীন সময়।
ভোজনে অরুচি হইল উদরাময়॥
কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী ঐছে পথ্য দিল।
হইল ভোজনে রুচি রোগ শান্তি হৈল॥
মুকুন্দ করিয়া দৈন্য কহে বারে বারে।
মাতার সমান স্নেহ করিলা আমারে॥
কৃষ্ণ যে তোমার ভক্তি কি জানিব আমি।
গোবর্দ্ধন শিলারসে যোগ্য হও তুমি॥
কত কহি গোবর্দ্ধন শিলা তারে দিলা।
অল্প দিনে শ্রীমুকুণ্ড অপ্রকট হইলা॥"
নরোত্তম কৃপাপাত্র গঙ্গানারায়ণ।
তাঁর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া খ্যাত সর্ব্বজন॥

[illegible] খা[illegible]
[illegible]নাম প্রে[illegible]
[illegible]ন্তু[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পু[illegible] প্রদান॥
[illegible]বা করিয়া অর্পণ।
[illegible] দাস হৈল অদর্শন॥
রাধাকু[illegible]তহ করিলেন অন্তর্দ্ধান।
মুকুন্দের প্রেমগুণ অপূর্ব আখ্যান॥
মুকুন্দ [illegible] ভাবে মুগ্ধ ব্রজবাসীগণ।
তাঁর অ[illegible]র্দ্ধানে কেহ হৈল ভ্রষ্ট মন॥
ছাত্র ব[illegible]কবিরাজ ভ্রষ্ট মতি হৈল।
কৃষ্ণপ্রিয়া স্থানে গুরু অপরাধ কৈল॥
অপরাধে ব্রজ ছাড়ি গৌড়দেশে এল।
বহুত দুর্গতি ভুঞ্জি ক্ষেত্রে গিয়া মৈল॥
মুকুন্দ দাসের গুণ অপূর্ব কথন।
শ্রীশচীনন্দন তার বশ অনুক্ষণ॥
বিশেষে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃপা পেল।
মহিমা শুনিয়া পদে শরণ লইল॥

ওহে বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীমুকুন্দ দাস।
কিশোরীরে কর নিজ দাসের অনুদাস॥

—•—

শ্রীশ্রীগদ[illegible]

শ্রীযদুনন্দন চ[illegible]

জয় জয় দীননাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর সহচর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
নিত্যানন্দ পারিষদ গদাধর দাস।
ভুবন ভরিয়া যাঁর যশের প্রকাশ।
তাঁর শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
পরম অদ্ভুত যত তাঁহার ভক্তিরীতি॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত প্রধান।
চক্রবর্ত্তী খ্যাতি তাঁর ব্যক্ত সর্ব্বস্থান॥
তথাহি—শ্রীনরোঃ বিঃ—
"দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ দরশনে।
যে হইলা তাহা বা বর্ণিবে কোনজনে॥
শ্রীগদাধর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
চক্রবর্ত্তী খ্যাতি সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥"
নিত্যানন্দ প্রকাশ ঠাকুর নরোত্তম।
গোস্বামী গ্রন্থ লয়া গৌড়দেশে আগমন॥
খেতুরী হইয়া তেঁহ নীলাচলে গেল।
তথা হইতে কাটোয়া ধামেতে পৌঁছিল॥
দাস গদাধরের দর্শনে আগমন।
যদুনন্দন কৈল লয়া তাহারে মিলন॥
প্রভুর সন্ন্যাস স্থান সব দেখাইল।
ঠাকুর নরোত্তম হেরি বিহ্বল হইল॥

[illegible]ী উৎসব কালে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
[illegible]ছিলেন কণ্টক নগরী॥
[illegible]নন্দন মহা সমাদর কৈল।
[illegible]জীউ রন্ধন করিল॥
[illegible]ভোজন করে যত ভক্তগণ।
নরোত্তম বিলাস গ্রন্থে রয়েছে বর্ণন॥

তথাহি—পঞ্চম বিলাস—

শ্রীঈশ্বরী করিলেন প্রসাদ সেবন।
সর্ব্ব মহান্তের হৈল আনন্দিত মন॥
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী আদি যত।
ভুঞ্জিলেন পশ্চাতে করিয়া যত্ন কত॥
শ্রীমহাপ্রসাদাস্বাদে যে হইল মনে।
কহিতে নারয়ে অশ্রুধারা দুনয়নে॥
নিজ ইষ্ট গদাধরে সঙরিয়া।
কতক্ষণে স্থির হৈলা নিভৃতে বসিয়া॥
খেতুরী যাইতে অতি উৎকণ্ঠিত মন।
করিলেন তথা যাইবার আয়োজন॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা পরিচারকেরে।
করিলেন সাবধান সকল প্রকারে॥
সপার্ষদে শ্রীজাহ্নবা খেতুরী চলিল।
মহানন্দে যদুনন্দন সঙ্গেতে চলিল॥
সেবা পরিচারকেরে করি সাবধান।
চলিলেন যদুনন্দন মহোৎসব স্থান॥
খেতুরী গ্রামেতে মহামহোৎসব হৈল।
সমস্ত গৌরাঙ্গগণ তথায় মাতিল॥
সপার্ষদ কৈল গৌর প্রকট বিহার।
প্রকটাপ্রকটের ভেদ কভু নাহি আর॥
হেরিয়া সেসব লীলা ধন্য যদুনন্দন।
উৎসবান্তে স্বস্থানে কৈল আগমন॥

শ্রীজাহ্নবা দেবী যদি ব্রজেতে চলিল।
শ্রীযদুনন্দন বহু দৈন্য স্তুতি কৈল ॥
কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী দিনে গুরু অন্তর্ধান।
দাস গদাধর কৈল লীলাতে প্রয়াণ ॥
দাস গদাধরে মহোৎসব কারণ।
বিপুল আয়োজন কৈল শ্রীযদুনন্দন ॥
প্রকট গৌরাঙ্গগণ সকলে আসিল।
কাটোয়া ধামেতে মহামহোৎসব হৈল ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য সব কৈল সমাধান।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে অপূর্ব্ব আখ্যান।

তথাহি—৯ম তরঙ্গে—
গণসহ শ্রীনিবাসাচার্য্য ভক্তিময়।
সর্বত্র নিযুক্ত সব কার্য্য সমাধয় ॥
প্রতিদিন যে উৎসব তার নাই অন্ত।
দেখয়ে সকল গ্রামবাসী ভাগ্যবন্ত ॥
কিবা কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি তায়।
মহামহোৎসব যৈছে কেবা অন্ত পায় ॥
যৈছে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
তাহার উপমাস্থান নাহি ত্রিভুবনে ॥
মহান্তগণেরে যৈছে শোভা সঙ্কীর্ত্তনে।
যৈছে প্রেম কৃষ্ণমিশ্র গোপাল নর্ত্তনে ॥
প্রভু বীরচন্দ্রের যে অদ্ভুত নর্ত্তন।
সে সব বর্ণিব সুখে ভাগ্যবন্তগণ ॥
সংকীর্ত্তন স্থানেতে লোকসংখ্যা নাই।
বিলসয়ে দেবগণ মনুষ্যে মিশাই ॥
অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সবার শরীরে।
যৈছে প্রেমবন্যা তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥
সপ্তমী অষ্টমী নবমী এ দিবসত্রয়।
কৈছে দিবারাত্রি যায় কেহ না জানয় ॥

[illegible] যা [illegible]
[illegible] নাম প্রে [illegible]
[illegible]
[illegible] র্ব কথন ॥
আত্মশুদ্ধি [illegible] করি কিঞ্চিৎ বর্ণন।
কিশোরীরে [illegible]াণ কর লইল শরণ ॥

—০—

শ্রীবিদ্যানন্দ পণ্ডিত

জয় লক্ষ্মী প্রাণনাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় পদ্মাবতী সুত শেষ নাম ধর ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জীবের জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ ॥
দাস গদাধর শাখা শ্রীবিদ্যানন্দ।
শুনিলে যাঁহার গুণ সবার আনন্দ ॥
কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে।
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা যার আচরণে ॥
বিদ্যানন্দ পণ্ডিতের যত বিবরণ।
নরহরি শাখা নির্ণয় গ্রন্থেতে বর্ণন ॥

তথাহি—
"বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন।
গদাধর ঠাকুরের হন কৃপার ভাজন ॥
কণ্টক নগর হয় মহাপ্রভু স্থান।
তোমা সেবা স্বীকার করিবেন চৈতন্য ভগবান ॥

ঠাকুর

বনের ভিত

ভিক্ষার চাউল

তাহার ঘরণী যত্নে করে

সেই ভোজনে তুষ্ট হন শচীর গেল

আর এক কথা বলি শুন দিয়া ম

একদিন বীরচন্দ্র গোসাঞি আইলা।
পণ্ডিতের সেবা দেখি সন্তুষ্ট হইলা॥
বিদ্যানন্দে আজ্ঞা দিলা না যাহ ভিক্ষাতে।
ঘরে বসি সুসার হবে তোমার সেবাতে॥
সংক্রান্তি পূর্ণিমায় যাত্রি আইলে সকল।
তাদের ভিক্ষায় পূর্ণ হয় পণ্ডিতের ঘর॥
কেহ জলাধার দেয় সুবর্ণের ঝারি।
বস্ত্রভূষণ কেহ কেহ ভোজনের থালি॥
কাহাকের আজ্ঞা করেন মন্দির তুমি দেহ।
দিনে দিনে সেবা বাড়ে অপূর্ব্ব কথা এহ॥"
এই মত বিদ্যানন্দ পণ্ডিত মহিমা।
দাস গদাধর শিষ্য এই তাঁর সীমা॥
প্রভু নিত্যানন্দ শিষ্য দাস গদাধর।
পণ্ডিত বিদ্যানন্দ হন তাঁর অনুচর॥
এতেক মহিমা জানি বন্দিয়ে চরণ।
কিশোরীর মনবাঞ্ছা করহ পূরণ॥

—॰—

শ্রীমনোহর দাস বৈরাগী

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
ঝে অদ্ভুত প্রকাশ।
সুত জয় বীরচন্দ্র।
নোহর প্রেমানন্দ স্কন্ধ॥
শে তাঁর জন্ম মিথিলায়।
দশমাসে মাতৃহারা হইল তথায়॥
একবর্ষে পিতা তাঁর পরলোকে গেল।
পুত্রহীন ব্রাহ্মণ এক পালন করিল॥
তাঁর সঙ্গে বর্দ্ধমানে কৈল আগমন।
উপনয়নাদি কার্য্য তেঁহ করিল তখন॥
বিংশতি বয়স কালে তেঁহ প্রাপ্তি হৈল।
অষ্টাবিংশ বয়সে চৌর সহ মৈত্রী হৈল॥
তবেত গৌড়ের নবাব ধরি জেলে দিল।
কতদিনে বীরচন্দ্রের মিলন ঘটিল॥
বন্ধন মুক্ত করি তেঁহ মন্ত্র দীক্ষা দিল।
মস্তক মুণ্ডন করি ভেকাশ্রয় নিল॥
তদবধি নেড়া নামে বিখ্যাত হইল।
দৈবচক্রে নেড়াগণের পতন ঘটিল॥
বীরচন্দ্র নেড়াগণে করিল বর্জ্জন।
মনোহর কৈল তাঁর আদর্শ গ্রহণ॥
তবে ঘোষপাড়া হয়া বৃন্দাবনে গেল।
বৎসরেক রহি সোনামুখীতে আসিল॥
শ্যামচাঁদে হেরি তথা পুলকে মগন।
পূজারী সহ হৈল তাঁর মিত্রতা ঘটন॥
তাঁর কন্যার বিবাহে বৈভব দেখাইল।
কণ্ঠস্বরে দশবার হরিণী আকর্ষিল॥
মাংসভোজী বরযাত্রী ক্ষমা যে চাহিল।
নিরামিষ ভোজী হৈয়া শ্রীহরি ভজিল॥
বাছুরী রাখিয়া ঘরে গাভী মাঠে যায়।
ওম্মা ওম্মা করে মনে শান্তি নাহি পায়॥

...ায় নমঃ

...

...নিতা...

কলিযুগপাব... ...কৃপাশক্তি বলে নিতাই-গৌর আনা ঠাকুর শান্তিপুরনাথ শ্রীম... ...শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল ... প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিখণ্ডের বর্ণনা যথা—

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াঃ শ্লোকদ্বয়ম্—

মহাবিষ্ণুর্জগৎ কর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥
অদ্বৈতং হরিনাদ্বৈতাচার্য্য ভক্তিশংসনাৎ
ভক্তাবতারমীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥
যে পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মুহূর্ত্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥
সেই পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ ॥

শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল—৪ অবস্থা—১ সংখ্যা।
তাহাতে শ্রীরাধার সখী স্বরূপ আমার।
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম আছে সর্ব্বাকার ॥
সখারূপে হই আমি উজ্জ্বল নাম ধরি।
কৃষ্ণের সহিত সখ্য ব্যবহার করি।
উজ্জ্বল রস মূর্ত্তিমান আমি যে হইয়া।
রাধাকৃষ্ণ বিহার সহায় লাগিয়া।

এতদ্বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈতদ্দেশদীপিকা গ্রন্থের বর্ণন যথা :

তথাহি—শ্রীবলরাম গোস্বামীনোক্তং—

অংশরূপে উজ্জ্বলশ্চ কৃষ্ণ প্রাণপ্রিয় সখা।
অদ্বৈতং শিবনামাব কৃষ্ণস্যাবতারো ভবেৎ ॥

পূর্ণতর সেই কৃষ্ণ বাসুদেব রূপ।
উজ্জ্বল রূপ নাম ধরে অদ্বৈত স্বরূপ ॥
সদাশিব নাম সেই অভেদ শ্রীকৃষ্ণ।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা জানহি সতৃষ্ণ ॥
প্রেয়সী প্রধান লাগি উজ্জ্বল স্বরূপ।
উজ্জ্বল রসোমূর্ত্তি হয়ে একরূপ ॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামীনোক্তং.

পূর্ণতর গুণৈরেক শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমূর্ত্তয়ঃ।
যবয়ো বহু সেবাস্তু সম্পূর্ণাতোর্য্যকারিণী ॥
কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং কুবেরালয় বিগ্রহে ॥

পূর্ণতর গুণ করি কৃষ্ণ বলি ফিরে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তিন জানিহ তাঁহারে ॥
ইৎসা শক্তি দ্বারায় সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী।
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে একান্ত বিহারী।
সম্পূর্ণা মঞ্জরী নাম ধরে কুঞ্জবনে।
রাধিকা স্বারূপ্য হয় কনিষ্ঠা বিধানে ॥

রাধাকৃষ্ণ সেবা করে বিরলে বসিয়া। [illegible] থা[illegible]
বিহার সময়ে সেই সেবা করে যাঞা [illegible] নাম প্রে[illegible]
কলির প্রথমে সেই সম্পূর্ণা মঞ্জরী। [illegible]

এইভাবে শ্রীলাদ্বৈত আচার্য্য মহাবি[illegible] পূর্ণতম কৃষ্ণ (বসুদেব নন্দন বাসুদেব), বিশাখা সখী ও সম্পূর্ণা মঞ্জরী [illegible]তীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলার সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত [illegible]াভাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ" গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বাহান্ন বৎসর পূর্বে শ্রীহট্টের লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের সভাপণ্ডিত কুবের আচার্য্যের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। মাতা লাভাদেবী। [illegible]াদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া শান্তাচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। পিতামাতার অন্ত[illegible]নে গয়াকার্য্য করিয়া তীর্থভ্রমণকালে উড়ুপ তীর্থে মাধবেন্দ্রপুরীর দর্শন পান। তৎপরে বৃন্দাবনে [illegible]দনগোপাল প্রকট করিয়া অদ্বৈতবট স্থাপন করেন। পরে প্রভুর নির্দেশ মত চৌবের হস্তে প্রদান করিয়া গণ্ডকী হইতে শীলাচক্র ও নিকুঞ্জবন হইতে বিশাখা নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ চিত্রপট লইয়া শান্তিপুরে আসেন এবং গৌর আবির্ভাব কারণে তপস্যায় ব্রতী হন। তথায় মাধবেন্দ্র পুরী আসিয়া দীক্ষা প্রদান করেন। তৎপরে অগণিত পার্ষদবর্গকে আকর্ষণ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলে সপার্ষদে তাঁহার প্রেমলীলার সহায়তা করেন। অগণিত জীবোদ্ধার করিয়া গৌর-অন্তর্ধানের পঁচিশ বৎসর পরে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। যে সকল পার্ষদ বর্গ লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মহিমা বর্ণনই আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীলদ্বৈতাচার্য্যের অভয়-পদারবিন্দ স্মরণ লইয়া তাঁহার পার্ষদবর্গের মহিমা বর্ণনে ব্রতী হইলাম। অদোষদরশী পাঠকবৃন্দ আমার সর্বানুরূপ ত্রুটী মার্জনা করিবেন।

জয় নিতাই! জয় গৌর! জয় সীতানাথ!

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

...মৃত লহরী

...শাখা

প্রথম লহরী

জয় জয় লক্ষ্মীপতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
কলিযুগ পাবন শ্রীঅদ্বৈত অবতার।
নিতাই গৌরাঙ্গ আনি তারিল সংসার॥
ভক্তি কল্পবৃক্ষের তেঁহ এক স্কন্ধ হয়।
গৌর স্থানে বর চাহি জীব নিস্তারয়॥
তাহার পার্ষদ হয় অসংখ্য গণন।
শাখা-উপশাখা ক্রমে বিদিত ভুবন॥
শাখা-উপশাখা দ্বারে করে প্রেমদান।
পতিত পাবন শ্রীঅদ্বৈত করুণানিদান॥
মহাশক্তিধর সবে অদ্বৈতের গণ।
অমিত বিক্রমে বিতরয়ে প্রেমধন॥
পরম অদ্ভুত তাঁদের চরিত্র কথন।
আত্মশুদ্ধি লাগি আস্বাদিতে হৈল মন॥
প্রথমে করিয়ে সবার নামের কথন।
পর্য্যায়ক্রমে বাঞ্ছা করি চরিত্র বর্ণন।
সৌভাগ্যক্রমে শাস্ত্রে যথা যা পাইল।
একত্রে স্থাপিয়া তবে চরিত্র বর্ণিল॥

অদ্বৈতের গণোদ্দেশ করুন শ্রবণ।
চৈতন্য-চরিতামৃতে যতেক বর্ণন॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌর প্রেমখনি।
যতনে বর্ণিল অদ্বৈতের শাখাখানি॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি—১২ পরিচ্ছেদ।

শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তার শাখা উপশাখা গণের নাহি লেখা॥
বাসুদেব দত্ত তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ॥
ভাগবত আচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য॥
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ।
যাদব দাস বিজয় দাস জনার্দন।
অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥

বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত শাখা কত লইব না[illegible]
মালি দত্ত জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায়
সেই জলে জিয়ে শাখা ফুলফল হয় ॥
এইত কহিল শ্রীঅদ্বৈত শাখার বর্ণন।
শ্রবণে যাঁদের নাম লভ্য ভক্তিধন ॥
গৌরাঙ্গের প্রেম-লীলায় করিল সহায়।
গাহিলে তাদের গুণ প্রারব্ধ খণ্ডায়।
শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে উপজায় রতি।
সদৈন্যে বন্দিয়ে তবে করিয়া মিনতি ॥
অদ্বৈতের গণ হন পতিত পাবন।
সেই আশে কিশোরী বন্দে সবার চরণ ॥

শ্রীকুবের আচার্য্য

জয় জয় জগন্নাথ সুত জয় সর্ব্বেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র গুণের সাগর ॥
জয় লাভাদেবী সুত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর প্রেমধর ॥
কুবের আচার্য্য নাম মহাভাগ্যবান।
যাঁর পুত্র শ্রীঅদ্বৈত প্রেমানন্দ ধাম ॥
মিশ্র পণ্ডিতাচার্য্য পদবী তাহান।
দেব-দ্বিজ সেবনেতে সদা আস্থাবান ॥
তথাহি—গৌঃ গঃ দীঃ—৮১ শ্লোকঃ—
মহাদেবস্য মিত্রং যঃ কুবেরোগুহ্যকেশ্বরঃ
কুবের পণ্ডিতঃ সোঽদ্য জনকোঽস্য বিদাম্বর ॥
পূর্ব্বে মহাদেব মিত্র কুবের গুহেশ্বর।
কুবের পণ্ডিত এবে খ্যাত চরাচর ॥
দৈবে শিব-বল্লভ কুবের মহামতি।
পুত্র লাগি শিব ভজে হয়া দৃঢ়মতি ॥
[illegible] খা[illegible]
[illegible] নাম প্রে[illegible]
[illegible] স্তু[illegible]
[illegible]
[illegible] পু[illegible] মান ॥
[illegible] প্রার্থন'।
[illegible]প দাও দরশন' ॥
শিব [illegible]রে পুত্র রূপ ধরি।
তব গৃহে নমিব কৃপাদৃষ্টি করি' ॥
হেনমতে কতকাল অতীত হইল।
গৌরপ্রে[illegible] লীলারম্ভে কুবের জন্মিল ॥
আরু[illegible]র বংশজাত নরসিংহ নাম।
নাড়িয়াল বলি তাঁর খ্যাতি সর্ব্বস্থান ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে গণেশ রাজন।
বাদশাহে মারি রাজ্য করিল গ্রহণ ॥
গৌড়দেশ অধিপতি গণেশ হইল।
লাউড় প্রদেশে নরসিংহ বাস কৈল।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ অতি বিচক্ষণ।
তাঁর বংশে কুবের আচার্য্য মহাজন ॥
তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২৪ বিলাস—
নারায়ণ ভট্ট শাণ্ডিল্য গোত্র চতুর্বেদী হন।
তাঁর পুত্র আদি বরাহ জানে সর্ব্বজন ॥
তাঁর পুত্র বৈনেতেয়, সুবুদ্ধি তাঁর তনয়।
সুবুদ্ধির বিবুধেশ, তাঁর পুত্র গুহ হয় ॥
গুহের পুত্র গঙ্গাধর, তাঁর তনয় সুহাস।
তাঁর পুত্র শকুনি যাঁর সর্ব্বশাস্ত্রাভ্যাস ॥
তাঁর পুত্র আকাশ বাণী, আকাই অন্য নাম।
তাঁর পুত্র নারায়ণ পঞ্চতপা হন ॥
তাঁর পুত্র হয় অগ্নিহোত্রী বর্দ্ধমান ॥
তাঁর পুত্র পৃথ্বীধর কুলপতি হয়।
তাঁর পুত্র শরৎ আচার্য্য, আর নাম মাড়ড়া কয় ॥

শরৎ [illegible]
আর নাম [illegible]
মাতঙ্গের পু[illegible]
তাঁর পুত্র ভাস্কর বৈদ[illegible]
তাঁহা হইতে বারেন্দ্র গনি, [illegible]
বল্লভ সভায় তাঁর পুত্র পৌত্র [illegible]
ভাস্কর পুত্র সায়ন আচার্য্য মহাশয় [illegible]
তাঁর পুত্র আড়ো ওঝা, আরুণি যাঁরে ক[illegible]য় ॥
আড়োর পুত্র যদুনাথ পণ্ডিত মহাশয়।
তাঁর পুত্র শ্রীপতি সুপণ্ডিত হয় ॥
তাঁর পুত্র কুলপতি, তাঁর পুত্র ঈশান।
তাঁর পুত্র বিভাকর, তাঁর পুত্র প্রভাকর [illegible] ॥
প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্ব্বকাল ॥
শান্তিপুরে তাঁর আছিল বসতি।
তাঁর কন্যার বিবাহে হৈল কোপের উৎপত্তি ॥
শ্রীহট্টে লাউড়ে গিয়া করিলা বসতি।
মধ্যে মধ্যে শান্তিপুরে করে অবস্থিতি ॥
নরসিংহ নাড়িয়াল নড়লীও কয়।
নাড়িয়াল, নাউড়িয়াল, নাড়ুলী একই অর্থ হয় ॥
নরসিংহের পুত্র কন্দর্প-সারঙ্গ-বিদ্যাধর।
মহাদেব-নারায়ণ-পুরন্দর-গদাধর ॥
সাত পুত্র মধ্যে বিদ্যাধর গুণবান।
বিদ্যাধরের পুত্র ছকড়ি পণ্ডিত মতিমান।
তাঁর পুত্র কুবের আর নীলাম্বর আচার্য্য।
কুবের পুত্র কমলাক্ষ অদ্বৈত আচার্য্য ॥
লাউড়ের অধিপতি রাজা দিব্যসিংহ।
রাজপণ্ডিত হয় তেঁহ রাজা করে স্নেহ ॥
রাজধানীতে দ্বার পণ্ডিতের কার্য্য করে।
নবগ্রামে বিহরয়ে আনন্দ অন্তরে ॥

[illegible]ম ক্রমে ছয় পুত্র এক কন্যা হৈল।
[illegible] কন্যা অন্তর্দ্ধান কৈল ॥
[illegible] অভিভূত হৈল তাঁর মন।
[illegible]জি তেঁহ কৈল আগমন ॥
[illegible]টে এই নবগ্রাম হয়।
তথা হইতে শান্তিপুরে গড়িল আলয় ॥
পত্নীসহ গঙ্গাতীরে রহে বিপ্রবর।
পত্নী গর্ভবস্থা বুঝি আনন্দ অন্তর ॥
পুত্রের বিয়োগে বিপ্র সদা দুঃখ মন।
পুত্র লাগি অনুক্ষণ করেন চিন্তন ॥
দৈবে নিদ্রাযোগে বিপ্র দেখয়ে স্বপন।
পরম অদ্ভুত হেরি সচকিত মন ॥
তপ্ত হেমকান্তি এক পুরুষ সুন্দর।
আর এক পুরুষে কহে মধুর উত্তর ॥
কলিহত জীব দুঃখ বিনাশ কারণ।
ত্বরিতে করহ তুমি ধরায় গমন ॥
তোমা আকর্ষণে মুই রহিতে নারিব।
অগ্রজের সহ ধরায় প্রকট হইব ॥
এত শুনি সেই পুরুষ হরষিত হৈল।
শুভক্ষণে লাভাগর্ভে প্রবেশ করিল ॥
শুভ স্বপ্ন হেরি বিপ্র আনন্দে মগন।
নিদ্রা ভঙ্গে হৈল তার ব্যাকুলিত মন ॥
সেইদিন হৈতে লাভা গর্ভবতী হৈল।
অন্তরে জানিয়া বিপ্র চিত্তে সুখ পেল ॥
নারায়ণে পূজি সুখে কৈল বহু দান।
হেনকালে রাজপত্রী এল তাঁর স্থান ॥
রাজা দিব্যসিংহ পত্রী করিল প্রেরণ।
পত্রী পেয়ে নবগ্রামে কৈল আগমন ॥
মঙ্গল জিজ্ঞাসি রাজা করিল যতন।
কহে তব সঙ্গ বিনা বিফল জীবন ॥

তুহুজনে প্রেমালাপ করে কতক্ষণ।
দৈবে আসিল এক গণক ব্রাহ্মণ॥
গণিয়া কুবের প্রতি কহয়ে ব্রাহ্মণ।
তব গৃহে জনমিবে এক মহাজন॥
দেবরূপী পুত্র হবে সর্ব্ব গুণবান।
ভক্তিধর্ম্ম প্রচারি করিবে জীবত্রাণ॥
এতেক কহিয়া গণক অন্তর্ধান হৈল।
বহুত খুঁজিয়া তাঁর সন্ধান না পেল॥
গণকের বাক্য স্মরি মহানন্দ মন।
কতদিনে পুত্র মুখ করিল দর্শন॥
পরম যতনে করে লালন পালন।
ক্ষণ অদর্শনে যেন হারায় চেতন।
বাল্যলীলাছলে বহু বিভূতি দেখাল।
কুবের আচার্য্য হেরি বিস্ময় গণিল॥
একদিন দেবীগৃহে সবার মিলন।
পুত্র না প্রণমে দেবী বিপ্র দুঃখ মন॥
পিতাপুত্রে শাস্ত্রচর্চ্চা দীপান্বিতা দিনে।
প্রতিমা ফাটিল পুত্র করিতে প্রণামে।
সেইস্থানে সেইক্ষণে পুত্র অদর্শন।
হেরিয়া আশ্চর্য্য মানে সভাসদগণ॥
গৌরলীলা জপি পুত্র অন্তর্হিত হৈল।
পুত্র অদর্শনে বিপ্র কান্দিতে লাগিল॥
দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু হৈল অদর্শন।
বিরহ বিক্ষেপে বিপ্র উচাটন মন॥
বহুত সন্ধানে যদি খোঁজ না পাইল।
কায়মনে বিষ্ণুপদে স্মরণ লইল॥
অনাহারে বিষ্ণুগৃহে রহিল শুইয়া।
স্বপনেতে গোপাল তাঁরে কহয়ে হাসিয়া॥
শুন বিপ্র, চিত্তে কেন হতেছ কাতর।
কমলাক্ষ নর নহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

[illegible] থা[illegible]
মাম প্রে[illegible]
স্তু[illegible]
[illegible]
পু[illegible] [illegible]ন্দেশ পাইল॥
[illegible] আচার্য্য পত্রী পাঠাইল।
[illegible]রাচার্য্য শান্তিপুরে এল॥
পু[illegible] [illegible]াক্ষে হেরি পুলকে মগন।
পুত্র [illegible]াশে শান্তিপুরে রহে অনুক্ষণ॥
ফুল্লবটী গ্রামে পুত্রে পড়িতে পাঠাল।
তুই[illegible]র্ষে বেদ পড়ি পুত্র গৃহে এল॥
ত[illegible] এক বর্ষ সুখে অতীত হইল।
এই[illegible]ন পুত্র প্রতি কহিতে লাগিল॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—৪র্থ অধ্যায়—
একদিন কমলাক্ষে কুবের কহিলা।
পিতৃ-মাতৃ সেবা তুহুঁ যথেষ্ট করিলা॥
আয়ূ বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি যশোবৃদ্ধি হয়।
যেই জন পিতামাতায় ভক্তিতে সেবয়॥
আর এক শুন বাছা নিগূঢ় বৃত্তান্ত।
নব্বই বরষ মোর হৈল অতিক্রান্ত॥
তুয়া জননীর বয়ঃ এই পরিমাণ।
তুরিতে আসিবে এক পুষ্পক বিমান॥
এ সংসারে মো দোঁহার হৈলে অদর্শন।
গদাধরের পদে পিণ্ড করিহ অর্পণ॥
কহিতেই আইল দিব্যরথ শূন্যচর।
জ্ঞানচক্ষের দৃশ্য চর্মচক্ষের অগোচর॥
তাহে চড়ি গেলা দোঁহে বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
হরিধ্বনি করে প্রভু গভীর গর্জ্জনে॥
হেনমতে কুবেরাচার্য্য কৈল অন্তর্দ্ধান।
যাঁহার স্মরণ মাত্রে ঘুচয়ে অজ্ঞান॥

যাঁর পু
তাঁহার স্ব
জয় জয় কু
কৃপা কর তব পুত্র পদ
নিতাই গৌরাঙ্গে যেবা কৈল
তার পদ সেবি যেন ত্যজি অ
দাস অনুদাস করি রাখ নিজ ঘরে
তুমি বিনা কিশোরীরে আজি কে উদ্ধা ॥

শ্রীলাভা দেবী

জগৎ জীবন জয় শচীর তুলাল।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র তুর্জ্জনের কাল ॥
জয় জয় সীতাপতি জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর প্রেমধর ॥
লাভা দেবী নাম অদ্বৈত আচার্য্য জননী।
নবগ্রাম বিহরয়ে কুবের ঘরণী ॥
শিবসখা ধনপত্তি কুবের সুজন।
তাঁর পত্নী আসি এবে লভিল জনম ॥
পতিসহ পূর্ব্বে শিবে পুত্র বাঞ্ছা কৈল।
সেই বাঞ্ছা পুরাইতে আবির্ভূত হৈল ॥
শ্রীলাভা দেবী নাম করিল ধারণ।
পরম অদ্ভূত তাঁর মহিমা কথন ॥
তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে ২৪ বিলাস—
সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয়।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আলয় ॥
তাঁর কন্যা লাভা দেবী পরমা সুন্দরী।
কুবের আচার্য্য সনে বিয়া হৈল তাঁরি ॥
লাউড় নিবাসী মহানন্দ বিপ্রবর।
জনমিল লাভা দেবী আসি তাঁর ঘর ॥

কতদিনে কুবের আচার্য্যের মিলন।
বিহরয়ে সদানন্দ মন ॥
উদ্বিপনে করয়ে বিলাস।
হৈল তাঁর পূর্ণ অভিলাষ ॥
নারায়ণে করি আরাধন।
অদ্বৈত আচার্য্য সম পাইল নন্দন ॥
শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র যবে পর্ভেতে আসিল।
আপন বিভূতি যত মায়েরে দেখাল ॥
অপরূপ মূর্ত্তি ধরি করে সঙ্কীর্ত্তন।
বাহু তুলি নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥
হরে কৃষ্ণ বলি প্রেমে করয়ে হুঙ্কার।
শুনিয়া আসিল তথা তপন কুমার ॥
অষ্টাঙ্গেতে প্রণমিয়া বন্দয়ে চরণ।
অদ্বৈত কহিল তারে যত নিজ মন ॥
স্বয়ং ঈশ্বরেরে এবে প্রকট করিয়া।
পাপী-তাপী উদ্ধারিব প্রেমভক্তি দিয়া ॥
নিন্দুক পাষণ্ডে রবে তব অধিকার।
অন্য সব জনে মুই করিব নিস্তার ॥
এত শুনি যমরাজ গমন করিল।
জাগি লাভা দেবী সব কুবেরে কহিল ॥
অদ্বৈত আচার্য্য যবে লভিল জনম।
পরম বাৎসল্যে সেবে দিয়া প্রাণমন ॥
শ্রীলাউড় ধামেতে রহে প্রেমেতে মগন।
পুত্র বাল্যলীলা হেরি পুলকিত মন ॥
পুত্র কোলে লয়া দেবী আছয়ে শয়নে।
স্বপ্নযোগে করিলেন অদ্ভুত দর্শনে ॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ ২য় অধ্যায়—
"রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখে অতি চমৎকার।
নিজকোলে পুত্র যেই সেই শিবাধার ॥

চতুর্ভুজ শঙ্খ-পদ্ম চক্র-গদাধর।
শুক্লবর্ণ মহাবিষ্ণু দেব অগোচর ॥
শরচ্চন্দ্র প্রভাসম তাঁর অঙ্গকান্তি।
দেখিলে ত্রিতাপ হরে লভ্য হয় শা[illegible]
সেই অলৌকিক মূর্ত্তি দেখি লাভা [illegible]
অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবৎ করিলা প্রণতি।
করপুটে ভক্তিভাবে নানা স্তুতি করে।
প্রভু কহে কিবা লাগি স্তুতি কর মোরে ॥
লাভা কহে, দেহ তুয়া শ্রীচরণোদক।
প্রভু কহে, গুরু হয় জননী জনক ॥
লাভা কহে তুহুঁ জগৎগুরু সদাশিব।
ঘটে ঘটে আজ নিত্য হঞা বহু জীব ॥
তুমি জগতের মূল কেবা তব মাতা।
স্বয়ং মহাবিষ্ণু তুহুঁ জগতের পিতা ॥
কোটি কোটি তীর্থ আছে তব রাঙ্গা পায়।
তুয়া পদামৃত পানে জীব মোক্ষ পায় ॥
অতএব পাদোদক দেহ প্রভু মোরে।
প্রভু কহে, ঐছে বাত না কহ পুনর্বারে ॥
কহ যদি আনি দিব সর্বতীর্থগণ।
স্নান পান করি কর ধর্ম প্রবর্ত্তন।"
হেনমতে লাভা দেবী স্বপনে হেরিল।
প্রভাতে অদ্বৈত শুনি তাহাকে কহিল ॥
আজি নিশায় সর্ব্বতীর্থ করি আনয়ন।
স্নান করাইব প্রাতে কহিল বচন ॥
তবে নিশাভাগে আচার্য্য তীর্থ আনাইল।
তীর্থগণ আসি তারে কহিতে লাগিল ॥
কি কারণে মো সবারে কৈল আবাহন।
অদ্বৈত কহয়ে শৈলে রহ অনুক্ষণ ॥
তাহা শুনি সবিনয়ে কহে তীর্থগণ।
বহু স্থান গুণনাশে রহিলে এখন ॥

[illegible] থা[illegible] হবে।
নাম প্রে[illegible] ॥
[illegible]ন্তু[illegible] [illegible]গে।
পু[illegible] মোর আগে ॥
[illegible]ভু শুনহ বচন।
[illegible] কভু না হবে লঙ্ঘন ॥
হে[illegible]নাতীর্থ সৃজন করিল।
অবগাহন করি জীব কৃতার্থ হইল।
অদ্বৈত আদেশে তবে যত তীর্থগণ
গিরি[illegible]পরে গিয়া তবে করে বিচরণ ॥
ঝর[illegible]রূপেতে সদা বহিতে লাগিল।
প্রকৃ[illegible]ত মাতারে লয়া স্নান করাইল ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইল পর্বতের পাশে।
হরিধ্বনি করা মাত্রে দিব্যজল আসে ॥
মাতা পাশে শ্রীঅদ্বৈত বলেন বচন।
ঝরণা আকারে জল ঝরে অনুক্ষণ ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইলে বহু জল ঝরে।
শুনি স্নান করে দেবী আনন্দ অন্তরে ॥
হেনমতে পুত্রের বহু মহিমা হেরিল।
অন্তে নিজ পতিসহ বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
জয় জয় লাভা দেবী কুবের ঘরণী।
স্নেহে জগন্মাতা তুমি অদ্বৈত জননী ॥
তব পুত্র শ্রীঅদ্বৈত প্রেম অবতার।
নিতাই গৌরাঙ্গে আনি তারিল সংসার ॥
গোলকের গুপ্তধন জীবে বিলাইল।
পতিত পামর কত প্রেমেতে ভাসিল ॥
সেকালে না হৈল জন্ম দুর্দৈব কারণ।
আজি কেবা উদ্ধারিবে মো সম দুর্জন ॥
পতিত পাবনী তুমি ভক্তি স্বরূপিনী।
কিশোরীরে কর কৃপা অনুগতা জানি ॥

শ্রীশ্রীশা[illegible]

[illegible]

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুল[illegible]
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর-[illegible]
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন [illegible]
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
শান্তিপুর নাথ প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য।
প্রকট হইয়া ধরায় কৈল বহু কার্য্য ॥
বিদ্যাগুরু হন তাঁহার শ্রীশান্তাচার্য্য।
এতেক মহিমা শ্রীঅদ্বৈত যাঁর শিষ্য ॥
শ্রীহট্টেতে শ্রীঅদ্বৈত হৈল আবির্ভাব।
রাজা দিবাসিংহে তেঁহ দেখাল প্রভাব ॥
তবেত অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে এল।
দ্বাদশ বর্ষ বয়স সেকালেতে ছিল ॥
ক্রমে ক্রমে ষড় দর্শন কৈল অধ্যয়ন।
কুবের লাভা দেবীর শান্তিপুর আগমন ॥
পিতার আদেশে বেদ পরিবারে মন।
ফুল্লবাটী গ্রামে শীঘ্র করিল গমন ॥
শান্তিপুর সমীপেতে ফুল্লবাটী গ্রাম।
সস্ত্রীক শান্তাচার্য্যের তথায় বিশ্রাম ॥
গঙ্গাতীরে বসি ছাত্র করায় পঠন।
ভক্তির ঐতিহ্য বাখানয়ে অনুক্ষণ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য তবে তাঁর পাশে গেল।
শান্তাচার্য্য হেরি তাঁরে হরষিত হৈল ॥
অত্যদ্ভুত রূপে গুণে হইল মোহিত।
সমীপে রাখয়ে যত্নে করিয়া পীরিত ॥
দুই বর্ষে চারিবেদ আচার্য্য পড়িল।
শান্তাচার্য্যের প্রীতিবশে বহু লীলা কৈল ॥
কতোদিনে শ্রীঅদ্বৈতের লীলার ঘটন।
[illegible]ন্তাচার্য্য হেরি হৈল পুলকে মগন ॥

—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—৩য় অধ্যায়—

[illegible]দিন শুন এক অদ্ভুত কথন
স্নানে গেল শান্তদ্বিজ লঞা ছাত্রগণ ॥
গঙ্গাসহ আছয়ে বড় এক বিল।
কণ্টকাদি হয় তঁহি অগাধ সলিল ॥
তার মাঝে এক পদ্ম দেখিতে সুন্দর।
তাহার সুগন্ধে পূর্ণ দিগ্ দিগন্তর ॥
কাল সর্পগণ তথা করয়ে বিহার।
সেই পদ্ম আনিবারে শকতি কাহার ॥
বেদান্তবাগীশ হাসি কহে ছাত্রগণে
কেবা শক্তি ধরে এই কমল চয়নে ॥
পড়ুয়াগণে কহে আনিবারে সাধ্য নাঞি।
প্রভু কহে আজ্ঞা পাইলে মুই না ডরাঞি ॥
দ্বিজ কহে কণ্টক ইথে আর আছে সর্প।
এই সুদুর্গমে যাইতে না করিহ দর্প ॥
এত শুনি প্রভু মনে ঈষদ্ হাসিয়া।
পদ্মে পদ্মে পদ দিয়া চলিল ধাইয়া ॥
সেই প্রফুল্লিত পদ্ম করিয়া চয়ন।
ভক্তি করি গুরুদেবে করিল অর্পণ ॥
ভোজবিদ্যা কহে দেখিয়া আশ্চর্য্য।
দ্বিজ ভাবে ধন্য মুঞি ইহার আচার্য্য ॥
এ হেন আশ্চর্য্য প্রভাব করিয়া দর্শন।
নির্জনে ডাকিয়া কহে মধুর বচন।
বিদ্যার প্রভাবে কিংবা কোন দৈববলে।
করিলে এহেন কার্য্য কহে অবহেলে।
কিবা কোন দেব তুমি ধরা আগমন।
গুরুজন মুঞি কহ সুসত্য বচন ॥

অদ্বৈত কহয়ে হরি-অংশ ত্রিভুবন ।
আপনে অষ্ট সিদ্ধি আসে ভজয়ে যে জন ॥
আচার্য্য মুখে সুসিদ্ধান্ত করিয়া শ্রবণ ।
শান্তাচার্য্য ভাবে এ মনুষ্য কভু নন ॥
লীলার কারণে ঈশ্বর ধরা আগমন ।
নহিলে এ হেন শক্তি ধরে কোন জন ॥
কতদিনে আচার্য্যের অধ্যয়ন সমাপন ।
শান্তাচার্য্য স্থানে বিদায় করিল প্রার্থন ॥
শান্তাচার্য্য কহে তবে আচার্য্য সদন ।
তোমারে বিদায় দিতে মন উচাটন ॥
একান্তই তুমি যদি করিবে গমন ।
ইচ্ছামাত্র পাই যেন তোমার দর্শন ॥
তবে শান্তাচার্য্য গুরু-দক্ষিণা চাহিল ।
অদ্বৈত মঙ্গল তাহা যতনে গাহিল ॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গে—২য় অবস্থা—
যে হও সে হও তুমি জানিল তত্ত্ব আমি ।
জন্মে জন্মে পাই যেন কৃষ্ণ গুণমণি ॥
গুরুদক্ষিণা মাগিলা দেয় কৃষ্ণভক্তি ।
প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃপা তুমি তার সাক্ষী ॥
হেনমতে আচার্য্যের মহিমা জানিল ।
শান্তাচার্য্যের প্রেমগুণ ভুবনে ঘোষিল ॥
সর্ব্বকাল বিদ্যাগুরু হন যেইজন ।
তাহার মহিমা কেবা করয়ে বর্ণন ॥
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু অদ্বৈত ঈশ্বর ।
স্বীয় পার্ষদের গুণ করিল গোচর ॥
পরম মহিমান্বিত শান্তাচার্য্য চরিত ।
আত্মশুদ্ধি লাগি কিঞ্চিৎ করিনু বিদিত ॥
শান্তাচার্য্যের পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে অদ্বৈত চরণ সেবন ॥

[illegible] খা[illegible]
[illegible] নাম প্রে[illegible]
[illegible]ন্তু[illegible]
[illegible]
[illegible] পু[illegible] [illegible]মধর ॥
[illegible] জয় গদাধর ।
[illegible] গৌর সহচর ॥
নৃসিং[illegible] নাম বিপ্রকুলমণি ।
যাঁর কন্[illegible] শ্রী আর সীতা ঠাকুরাণী ॥
তাঁর সম ভাগ্যবান কে আছে সংসারে ।
লক্ষ্মী [illegible]গমায়া মিলি কন্যারূপে ঘরে ॥
শ্রীসী[illegible]দবী নামেতে বিদিত হইল
অদ্বৈত[illegible]চার্য্য হেন জামাতা পাইল ॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—৮ অধ্যায়—
এই যে নৃসিংহ ভাতুড়ী মহোদয় ।
ক্ষীরোদ হিমালয় মিলি হইলা উদয় ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—
নৃসিংহ ভাদুড়ী কল্প হন হিমালয় ।
তাঁহার গৃহিণী হন মেনকা নিশ্চয় ॥
পূর্ব্বে পার্বতীর পিতা গিরিরাজ হিমালয় ।
তাহাতে ক্ষীরোদ আসি মিলন ঘটয় ॥
ক্ষীরোদ লক্ষ্মীর পূর্ব্বে হইল জনম ।
একত্রে মিলিল দোঁহে লীলার কারণ ॥
মহাবিষ্ণু শঙ্কর মিলনে শ্রীঅদ্বৈত ।
লক্ষ্মী যোগমায়া মিলি সীতা আবির্ভূত ॥
সীতা আবির্ভাব লীলা ঘটন কারণ ।
ক্ষীরোদ গিরিরাজে হৈল একত্র মিলন ॥
তথাহি-শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে ৫ম অবস্থা ১ম সখ্যা
সপ্তগ্রামের গ্রাম নারায়ণপুর নাম ।
চতুর্দিকে বিল হয় সমুদ্র সমান ॥

সমুদ্র মন্থনে ল...
ক্ষীরোদ মধ্যে...
সেহি গ্রামে নি...
তাহার ঘরণী হয় পতি...
ভিক্ষাবৃত্তি নির্ব্বাহ হয় সর্ব্বকা...
সীতাদেবী কন্যা হইল মাঙ্গ...
নারায়ণপুর বাসী বিপ্র সর্ব্ব গুণবা...
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ধার্ম্মিক প্রধান ॥
প্রত্যহ তুলসী পুষ্প করিয়া চয়ন।
প্রেমানন্দে নারায়ণে করয়ে অর্চ্চন ॥
গ্রামের নিকট এক দেবখাত হোতে।
সুগন্ধিত পুষ্প তোলে মহানন্দ চিতে॥
পদ্মের সৌরভে সদা হরে প্রাণ-মন।
চয়নকালে দৈবে পেল কন্যা রতন ॥
সেই কন্যার নাম হৈল সীতা ঠাকুরাণী।
কৃপা করি আইলেন স্বয়ং কাত্যায়নী॥
তাঁহার প্রকাশ হৈল শ্রীঠাকুরাণী
রূপে গুণে ত্রিভুবনে হেন নাহি গণি ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কন্যা করিয়া গ্রহণ।
গৃহে আনি পত্নী করে করিল অর্পণ ॥
নারসিংহী নাম হয় বিপ্রের গৃহিণী।
কন্যা হেরি প্রেমানন্দে হৈল পাগলিনী॥
নারসিংহী দেবী এক কন্যা প্রসবিল।
দুই কন্যা জনমিল জগৎ জানিল ॥
সস্নেহে দুই কন্যায় করিয়া পালন।
পাছেতে অদ্বৈত করে কৈল সমর্পণ ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—
দুই কন্যা রাখি সেই নৃসিংহ গৃহিণী।
হইলেন অন্তর্দ্ধান লোকমুখে শুনি।

বয়োধিক দুই কন্যার বিবাহ চিন্তয়।
... কন্যার স্বামী অদ্বৈত স্বপনে দেখয় ॥
... য়ে দেখে ভগবতীর স্বরূপ।
...র দেখিলা সাক্ষাৎ সদাশিব রূপ ॥
...থ কন্যাদ্বয় নৌকাতে করিয়া।
শান্তিপুর যাব ইহা মনেতে রাখিয়া।
ফুলিয়া ঘাটে আসি হৈল উপস্থিতি।
বড় শ্যামদাস আচার্য্য সহ দেখা হৈল তথি ॥
শ্যামদাসাচার্য্য অদ্বৈত সমীপে চলিল।
সব বাক্য কহি তাঁরে সম্মত করিল।
পুনঃ আসি কহে তেঁহ ভাদুড়ীর প্রতি।
শান্তিপুর এবে তুমি চলহ সম্প্রতি ॥
শ্যামদাস বাক্যে তেঁহ হৈল সুখমন।
গঙ্গাঘাটে আচার্য্যের সহ দরশন ॥
সজন সহিত আচার্য্য করে গঙ্গাস্নান।
হেনমতে বিপ্রবর হৈল বিদ্যমান ॥
আচার্য্যে হেরিয়া বিপ্র হৈল প্রেমমন।
সমীপে গমন করি কৈল সম্ভাষণ ॥
সবিনয়ে আচার্য্যেরে করে নিবেদন।
বহু ভাগ্যে হেরিলাম তোমার চরণ ॥
যহুদিন সাধ ছিল হেরিব চরণ।
এতদিনে বিধি তাহা করিল পূরণ ॥
হেনমতে আচার্য্যেরে করিয়া স্তবন।
কন্যাসহ চলিলেন আচার্য্য ভবন ॥
আচার্য্য করিল তাঁর বহুত সৎকার।
চতুর্ভুজ দেখাইয়া করিল নিস্তার ॥
চতুর্ভুজ হেরি বিপ্র হৈল সুখমন।
চিন্তয়ে হইল মোর সফল জীবন ॥
যতেক শুনিল এবে প্রত্যক্ষ দর্শন।
আমার কন্যার যোগ্যপাত্র এইজন।

নৃসিংহের মনোভাব আচার্য্য জানিল।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি তারে মোহিত করিল॥
তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—৮ম অ[illegible]
তবে সর্ব অন্তর্যামী শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র[illegible]
দিব্যশক্তি দ্বারে স্বয়ং হইলা রাজে[illegible]
অট্টালিকাময় হৈল অদ্বৈতের বাড়ী।
নানা পুষ্প সুশোভিত যৈছে ইন্দ্রপুরী॥
শান্তিপুর ধাম দিব্য সদ্গন্ধে মোহিলা।
রত্ন সিংহাসনে প্রভু অদ্বৈত বসিলা॥
জম্বুনদ হেম নিন্দি প্রভু কলেবর।
বহু চন্দ্রকান্তি জিনি রূপ মনোহর॥
শিরে মানিক মুকুট করেতে কেয়ূর।
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে শ্রীপদে নূপুর॥
শুক্ল পট্টাম্বর দুই পরিধানোত্তরী।
অঙ্গে বিলেপন অগুরু চন্দন কস্তুরী॥
শুক্লমাল্যে কণ্ঠ-কক্ষঃ অপূর্ব্ব শোভিলা।
চতুর্দিকে দাসদাসীগণ দণ্ডাইলা॥
পাত্রমিত্রগণ প্রভুর নিকটে বসিলা।
শ্রীযতুনন্দনাচার্য্য মুচ্ছুন্দি হইলা॥
মুনসি হইলা ভেল পণ্ডিত কৃষ্ণদাস।
মন্ত্রীপদে রহিলা শ্রীব্রহ্ম হরিদাস॥
মধ্যস্থ ঘটক শ্রীমান শ্যামাদাসাচার্য্য।
যাহার কৌশলে এই বিবাহ হৈল ধার্য্য॥
সভা দেখি শ্রীনৃসিংহ বিস্ময় মানিলা॥
হেনমতে আচার্য্যের ঐশ্বর্য্য হেরিয়া।
কন্যা সমর্পিল বিপ্র প্রেমযুক্ত হয়া॥
নব দোলা সাজাইয়া প্রভু লয়া গেল।
ঈশ্বর আবেশে প্রভু সাজিয়া চলিল॥
ফুলিয়ার ঘাটে গঙ্গাতীরেতে গমন।
তথায় ভাদুড়ী কৈল কন্যা সমর্পণ॥

যা[illegible] [illegible]ণ্য গোবর্দ্ধন।
[illegible]াম প্রে[illegible] [illegible]্যবান জন॥
[illegible]ন্তর্[illegible] [illegible] গোস্বামী।
[illegible] [illegible]হবারে জানি॥
[illegible] পূ[illegible] তেঁহ সব কৈল।
[illegible] [illegible] সম বিবাহ হইল॥
[illegible] [illegible]গ্যসীমা কে করে বর্ণন।
[illegible] হইল যার কুবের নন্দন॥
জ[illegible] জন্মে করিলেন বহুত সাধন
সেই ভাগ্যে লভিলেন কন্যা দুইজন॥
বহু[illegible]াগ্যে আচার্য্যেরে জামাতা পাইল।
ক[illegible]া সমর্পিয়া করে কৃতার্থ হইল॥
[illegible] যুগে লীলাচক্রে করি আগমন।
[illegible]চার্য্যে জামাতারূপে করয়ে বরণ॥
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে অদ্বৈত ঈশ্বর।
শ্বশুর রূপেতে মান দেয় নিরন্তর॥
ব্রজলীলা সহায়িনী দেবী যোগমায়া।
যার গৃহে বিহরয়ে কন্যারূপ হঞা॥
এহেন সুকৃতিবান নৃসিংহ ভাদুড়ী।
তাঁহার মহিমা কিবা কহিবারে পারি॥
আত্মশুদ্ধি লাগি কিঞ্চিৎ করিল বর্ণন।
অপরাধ ক্ষমা কর লইল শরণ॥
বড়ই অযোগ্য মুই পামর দুর্জন।
আচার্য্যের প্রেমলীলা করাহ দর্শন॥
শ্রীসীতাদেবী সহ অদ্বৈত আচার্য্য।
নিরন্তর সেবি যেন ত্যজি সর্বকার্য্য॥
যাঁদের গৃহেতে সদা গৌরাঙ্গ বিলাস।
তাঁদের সেবন বিনা না পূরিবে আশ॥
সর্ব্বকার্য্য মূল হেরি তোমার করুণা।
কিশোরীরে দীন জানি না কর বঞ্চনা॥

ইতি শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে ষষ্ঠ খণ্ডে
কুবের আচার্য্যাদি শ্রীঅদ্বৈতগণ মহিমা ক[illegible]
নাম প্রথম লহরী সমাপ্ত।

শ্রীসীতা...

জয় জয় বিশ্বম্ভর ...
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর ...
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গা...
জয় জয় শ্রীবাসাদি গুণের সা...
অদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতা ঠাকুরাণী।
ভুবন ভরিয়া যাঁর যশের কাহিনী॥
তথাহি—শ্রী গৌঃ গঃ দীঃ—৮৬ ...কঃ।
যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য স...তং।
সীতা রূপেনাবতীর্ণা শ্রীনাম্নী তৎ...শকঃ॥
তথা—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে ৫ম অবস্থা ১ম সংখ্যা।
"নৃসিংহের ঘরে আবির্ভাব লক্ষ্মীরূপা।
সেইদিন অবধি ধনলক্ষ্মীর হইল কৃপা॥
লক্ষ্মী বলিয়া কথা কেহ না করিহ হেলা।
ললিতার জ্যেষ্ঠ সখী ব্রজে তাঁর লীলা॥
ব্রজলক্ষ্মী হয় এহো পৌর্ণমাসী নামে।
কনক সুন্দরী নাম কুঞ্জবন ধামে॥
শঙ্কর ঘরণী যোগমায়া ভগবতী।
ব্রজলীলা সহায়িনী প্রেম রসবতী॥
যাঁহার ইঙ্গিতে ব্রজলীলার বিলাস।
যুগল কিশোরের পুরায় অভিলাষ॥
সেই যোগমায়া এবে করি আগমন।
সীতা ঠাকুরাণী রূপে দিল দরশন॥
কনক সুন্দরী আসি তাহাতে মিলিল।
অদ্বৈতোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে এতেক কহিল॥
শ্রীবলরাম গোস্বামীনোক্তং—
বিহারাবসরে কৃষ্ণস্তত্র বিশ্রামিতে যদা।
কৃষ্ণরাগানুরূপাস্বদ্বচিদ্রাধা প্রকাশিতা।

অস্যার্থঃ—

এক সময়ে কৃষ্ণ বিহার করিয়া।
...াম করিলা কুঞ্জে শ্রান্তযুক্ত হৈয়া॥
... কহেন, 'শুন রাই মোর প্রাণপ্রিয়া।
তোমার সেবা করি আমি বিরল পাইয়া॥"
রাধিকা কহেন তবে শুন রসরাজ।
তোমার সেবা করি আমি হইয়া প্রকাশ॥
সেইকালে ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করিলা।
কনক সুন্দরী নাম আদ্যাশক্তি হৈলা॥
আদ্যাশক্তি বলি রাধিকার জ্যেষ্ঠা সখী।
কনক সুন্দরী হৈয়া সেবা করে দেখি॥
রাধিকার প্রকাশ মূর্ত্তি সীতা ঠাকুরাণী তবে।
কনক সুন্দরী নাম কহিলাম এবে॥
সীতার প্রকাশ রূপ শ্রীঠাকুরাণী।
অবতীর্ণ ধরা মাঝে কার্য্য অনুমানি॥
নৃসিংহ ভাদুড়ী নাম বিপ্র মহাজন।
এই দুই কন্যা তাঁর খ্যাত ত্রিভুবন॥
রূপে গুণে মহাধন্যা জগত তারিণী।
শান্তিপুরে বিলসয়ে প্রেম স্বরূপিণী॥
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাতা দুই আচার্য্য গৃহিণী।
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে হেন নাহি গণি॥
যাঁর গৃহে বিহরয়ে শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমাবেশে সেবে দোঁহে আনন্দ অন্তর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে সেবে অনুক্ষণ।
নিতাই গৌরাঙ্গ বিনা নহে অন্য মন॥
শ্রীসীতাদেবীর যৈছে হৈল আবির্ভাব।
সর্ব্বজন শুন তাহা অপূর্ব্ব প্রভাব॥
সরোবরে পদ্ম তুলি নৃসিংহ ভাদুড়ী।
নিত্য দেবার্চ্চন করে মহানন্দ করি॥

একদিন পদ্মপুষ্প করিছে চয়ন।
হেনকালে পদ্ম এক অপূর্ব্ব দর্শন॥
তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—৮ম অধ্যা[illegible]
"তুলিতেই দেখে এক শতদল পদ্ম
পদ্ম মধ্যে কন্যা এক পদ্ম তাঁর সদ্ম॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কন্যা রূপে সৌদামিনী।
রাধামাধবের নিত্যলীলা সহায়িনী॥
কন্যা দেখি ভাবে ইহোঁ বুঝি শ্রীকমলা।
অঙ্গকান্তি সূর্য্যপ্রভা হৈতে সমুজ্জ্বলা॥
চতুর্ভুজা পদ্মগণ শ্রীঅঙ্গে শোভয়।
চন্দ্রগণ হইয়াছে নখেতে উদয়॥
এহেন অপূর্ব্ব রূপ কভু দেখি নাই।
পদ্মসহ কন্যারত্ন লয়া গৃহে যাই।"
এতেক চিন্তিয়া বিপ্র মহানন্দ মনে।
কমল তুলিয়া গৃহে করয়ে গমনে॥
গৃহে আসি বিপ্রবর করয়ে দর্শন।
অপরূপ কন্যা এক লভিল জনম॥
পদ্মস্থিত কন্যা বিপ্র পত্নীরে দেখাল।
দুই কন্যা পায়া দোঁহে আনন্দে ভাসিল॥
পদ্মস্থিত কন্যারূপ করিয়া দর্শন।
দুইজনে নানামতে করে আলাপন॥
হেনকালে দুইজন করয়ে দর্শন।
গৃহজাত কন্যাসম হইল বর্দ্ধন॥
জগত জানিল বিপ্রের দুই কন্যা হৈল।
শ্রীসীতাদেবী বলি নাম যে রাখিল॥
তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে ৫ম অবস্থা—১ম সংখ্যা
"ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষ চতুর্থী এক প্রহর দিবস।
এহি কালে জন্ম হইল পৃথিবী পরশ।"
হেনমতে সীতাদেবী হইল প্রকাশ।
কন্যা দরশনে বিপ্র সদাই উল্লাস॥

[illegible] একজন।
[illegible]নাম প্রে[illegible] জন॥
[illegible]ন্তু[illegible]হুজন।
[illegible] হৈল ভ্রম মন॥
[illegible]াসী করয়ে স্তবন।
[illegible] তারে বলয়ে বচন॥
মে [illegible]কে ন্যাসী কেন করহ স্তবন।
বহু [illegible]ক্তিধর তুমি ন্যাসী মহাজন॥
সীতাদেবী বাক্যে ন্যাসী লজ্জিত হইল।
পরম [illegible]ন্য সহকারে এতেক কহিল॥

তথা[illegible]—

"ন্যাসী কহে মা তোর পরমা লক্ষ্মীরূপা।
কৈছে মুক্তি পায় কহ বিষ্ণু অনুরূপা॥
তত্ত্ব উদ্ধারিয়া মোর ভ্রান্তি কর দূর।
জগতে মহিমা দোঁহার রহিবে প্রচুর॥
তবে সীতা হাস্য করি বলেন বচন।
ভক্তি সর্ব্বেশ্বরী মুক্তিদাসী অনুক্ষণ॥
পঞ্চবিধা মুক্তি যদি পায় কোন জন।
তথাপি না পায় নিত্য হরির চরণ॥
মুক্তির স্বভাব মুক্তে দিয়ে অভিমান।
সংসারে পাঠায় পুনঃ দিয়া তুচ্ছ জ্ঞান॥
ভক্তিদেবীর অলৌকিক মহিমা অপার।
যারে দয়া করে তার জন্ম নাহি আর॥
ভক্তি দ্বারে শুদ্ধভক্ত পায়া প্রেমানন্দ।
কৃষ্ণ পদ পায় তুচ্ছ হয় ব্রহ্মানন্দ॥
তবে শ্রী হাসিয়া কহে শুন ন্যাসীবর।
বিষ্ণু স্বারূপ্য মুক্তি অতি ঘৃণা কর॥
মধু পান ভাল কিবা লভ্য মধু হৈলে।
কৃষ্ণাপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের প্রেমানন্দ মিলে॥

কৃষ্ণ সেবানন্দ পা[illegible]
বিচারিলে ভ্রম য[illegible]
হেনমতে ভক্তিত[illegible]
শুনি তবে ন্যাসীবর চম[illegible]
সীতার বচনে তাঁর ভ্রান্তি দূরে গে[illegible]
ভক্তির আশ্রয় করি ভজনে মা[illegible]
পরম বৈষ্ণব হৈল সেই ন্যাসীবর।
দোঁহার মহিমা খ্যাত হইল চরাচর॥
আর এক মহিমা সবে করহ শ্রবণ।
পদব্রজে গঙ্গাপার হইল যেমন॥
গঙ্গা পারে হইতেছে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
হেরিতে ভাদুড়ী প্রেমে করয়ে গমন॥
দুই কন্যা সঙ্গে করি গঙ্গাতীরে এল।
গঙ্গার তরঙ্গ হেরি ত্রাস উপজিল॥
ভৃত্য স্থানে কন্যা রাখি একাকী চলিল।
নৌকাযোগে বিপ্রবর পরপারে গেল॥
হেথা দুই কন্যা মহাশক্তি প্রকাশিল।
পদব্রজে সেইক্ষণে গঙ্গা পার হৈল॥
পঞ্চম বর্ষীয় কন্যা হয় দুই জন।
করিলেন এইমত লীলার ঘটন॥
দুই কন্যার লীলা বিপ্র করি দরশন।
পরম বিস্ময়ে হৈল পুলকিত মন॥
হেনমতে দুই কন্যার অদ্ভুত চরিত।
হেরি পিতামাতা সদা বিমোহিত চিত।
কন্যার বিবাহ লাগি করিয়া চিন্তন।
শান্তিপুরে বিপ্রবর কৈল আগমন॥
শ্রীসীতার সহ যৈছে আচার্য্য মিলন।
পরম অদ্ভুত তাহা জ্ঞাত সর্ব্বজন॥
একদা অদ্বৈতাচার্য্য নিজ জন সঙ্গে।
সুরধনী স্নান করে প্রেমানন্দ রঙ্গে॥
হেনকালে নৌকাযোগে নৃসিংহ আসিল।
নৌকা হৈতে কন্যাদ্বয় আচার্য্যে হেরিল॥
[illegible]র্য্যে হেরিয়া নেত্রে প্রফুল্লিত মন।
[illegible]রূপ রূপ সমর্পিল মন॥
আ[illegible] দর্শনে পূর্ব্বভাব স্ফূর্ত্তি হৈল।
অনিমিখে রূপরাশি হেরিতে লাগিল॥
আচার্য্য মহিমা দোঁহে করয়ে কীর্ত্তন।
চিন্তে এতদিনে বিধি হৈল পরসন্ন॥
অন্তরের নিধি আজি পাইল দর্শন।
পরম সার্থক হৈল দোঁহার জীবন॥
হেনমতে দুহুঁজন করে আলাপন।
ভাদুড়ী উঠিয়া তীরে বন্দয়ে চরণ॥
কতক্ষণ দুহুঁজন করি সম্ভাষণ।
কন্যাসহ আচার্য্যাবাসে করিল গমন।
অদ্বৈত আচার্য্যে করি বহুত স্তবন।
নিজ কন্যাদ্বয় প্রেমে কৈল সমর্পণ॥
শুভক্ষণে প্রেমরঙ্গে বিবাহ হইল।
শ্রীসীতাদেবী নিজ প্রাণনাথে পেল॥
নিরবধি সেবে দোঁহে আচার্য্য চরণ।
আচার্য্য মহিমা হেরি পুলকিত মন॥
এক আত্মা সম হন ভগ্নি দুইজন।
পতি ও ভাগবত সেবনে সদা মন॥
যদবধি সীতা এল আচার্য্য ভবন।
সযতনে পাকক্রিয়া করে অনুক্ষণ॥
অমৃত সমতুল্য সীতাদেবীর রন্ধন।
আচার্য্য ভক্ষণ করি সদা সুখ মন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—
"অদ্বৈত প্রভু শ্রীসীতারে বিবাহ করিলা।
পাকস্পর্শ দিনের কহি এক লীলা॥

অন্নথালি লঞা সীতা আইলা পংক্তি মাঝে।
পবন আসি শিরোবস্ত্র উড়াইল ভেজে॥
দুই হস্তে থালি, বস্ত্র ধরিতে না পারে।
অন্য দুই হস্তে বস্ত্র টানে শিরো পরে॥
চতুর্ভুজা দেখিলেন সকল ব্রাহ্মণ।
শীঘ্র দুই হস্ত সীতা কৈল সম্বরণ॥"

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—

পূর্ব্বে অদ্বৈত টোল ছিল নদীয়া মাঝারে।
বিয়ে করি টোল সংস্থাপিলা শান্তিপুরে॥
সীতাদেবী শ্রীদেবী অদ্বৈতের স্থানে।
দীক্ষিতা হইলা অতি আনন্দিত মনে॥
সীতাদেবীর গর্ভে পঞ্চপুত্র জনমিল।
শ্রীদেবীয় গর্ভে এক পুত্র হৈল॥
একদা শ্রীসীতাদেবী হেরয়ে স্বপন।
পুরীরাজ কহে তারে মধুর বচন॥
অদ্বৈত আচার্য্যে মন্ত্র করিল অর্পণ।
অদীক্ষিত তুমি এবে নহেক শোভন॥
অদীক্ষিত যোগ্য নহে গোবিন্দ সেবনে।
স্বেচ্ছাচারেতে হয় অপরাধ গণনে॥
তবে সীতাদেবী কহে কর মন্ত্র দান।
মাধবেন্দ্র মন্ত্র দিয়া কৈল অন্তর্দ্ধান॥
এতেক বৃত্তান্ত প্রাতে আচার্য্যে কহিল।
পুনঃ বিধিমতে আচার্য্য মন্ত্র সমর্পিল॥
অদ্বৈত প্রকাশে ঐছে আছয়ে লিখন।
নাগর ঈশাণ তাহা করিল বর্ণন॥
সীতাদেবীর প্রেমগুণ অপূর্ব্ব কথন।
আত্মশুদ্ধি লাগি মাত্র কহি এক কণ॥
তাঁহার স্নেহের বশ নিত্যাই গৌরাঙ্গ।
গৌরপ্রেম আস্বাদয়ে করি নানা রঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ যাঁর [illegible] বিহার।
জগন্মাতা সম সেবে আ[illegible]র॥
গৌরপ্রেম তত্ত্ব জ্ঞাতা [illegible]রূপিণী।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর সাধু শাস্ত্রে শুনি॥
[illegible]শ্রীগৌরাঙ্গ হৈল আবির্ভাব।
সী[illegible]গিয়া হেরিল প্রভাব॥
অধ্যয়ন[illegible]ভিলাষে প্রভু যবে এল।
পুত্র পেয়ে সীতামাতা তাঁহাকে সেবিল॥
গৌরপ্রিয় দ্রব্য যত করি আনয়ন।
পা[illegible]ম ব[illegible] সল্যে সদা করান ভোজন॥
প্রভু [illegible] শান্তিপুরে করি আগমন।
আচা[illegible]রে দণ্ড কৃপা কৈল প্রদর্শন॥
সেই কালে সীতামাতার যে ভাব হইল।
গৌরতত্ত্ব জ্ঞাতা বলি জগত বুঝিল॥
অঙ্গনে ফেলিয়া যবে আচার্য্যেরে মারে।
হেরি সীতা ঠাকুরাণী কহে বারে বার॥
যদ্যপি সব তত্ত্ব জানে সীতা ঠাকুরাণী।
তথাপি ব্যগ্রতা হয়া কহেন আপনি॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ১৯শ অধ্যায়

বূঢ়াবিপ্র বূড়াবিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় কর এত অপমান॥
এড় বূঢ়বামনেরে আর কি করিবা।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥"
সীতা ঠাকুরাণী বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমেতে মগন॥
প্রভু যবে সন্ন্যাস করি কৈল আগমন।
বহুত সেবিলা প্রেমে করিয়া যতন॥
মাঝে মাঝে নীলাচলে করয়ে গমন।
প্রভু প্রিয় দ্রব্য যত সঙ্গে অনুক্ষণ॥

প্রভু প্রিয় দ্রব্য যত [illegible] রন্ধন ।
পরম যতনে প্রেমে [illegible]নি ভোজন ।
অমৃত সমতুল্য সীতা[illegible]ার রন্ধন ।
মনসুখে মহাপ্রভু করয়ে ভোজন ॥
প্রভু অন্তর্দ্ধানে আচার্য্য ব্যাকুল হইল ।
প্রভুর দর্শনে জ্ঞানযোগ বাখানিল ॥
জ্ঞান ব্যাখ্যা নিবারিতে প্রভু উত্তরিল ।
প্রভু হেরি শ্রীঅদ্বৈত আনন্দে ভাসিল ॥
প্রভু হেরি সীতাদেবী পুলকিত মন ।
সস্নেহে কোলে তুলি করয়ে ক্রন্দন ॥
প্রভু তাঁরে সুখ লাগি বলয়ে বচন ।
জল দিয়া কর মাতা তৃষ্ণা নিবারণ ॥
শুনি সীতা ক্ষীর সর গঙ্গাজল আনি ।
শ্রীহস্তে করিয়া গৌরে ভুঞ্জান আপনি ॥
তাহার বাৎসল্যে গৌর করিল ভোজন ।
অন্তর্দ্ধান করিলেন করি প্রবোধন ॥
হেনমতে সীতাদেবী গৌরাঙ্গে সেবিল ।
আস্বাদিয়া গৌরপ্রেম জগতে বিলাল ॥
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে করি আগমন ।
আস্বাদিয়া কৈল নিজ অভীষ্ট পূরণ ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীগৌরসুন্দর ।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে কারুণ্য অন্তর ॥
পরম করুণাময়ী সীতা জগন্মাতা ।
বারেক করুণা কর করি অনুগতা ॥
তোমার স্নেহের বশ শ্রীগৌরসুন্দর ।
কিশোরী তাঁহার সেবা বাঞ্ছে নিরন্তর ॥

—•—

শ্রীঠাকুরাণী

জয় জয় ভুবন-পাবন বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরাণী ।
নৃসিংহ ভাদুড়ী কন্যা জগতে বাখানি ॥
সীতার কনিষ্ঠা বলি খ্যাত সর্ব্বজন ।
সীতা অদ্বৈতেরে সেবে করিয়া যতন ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৮৬ শ্লোকঃ—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং ।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্নী তৎ প্রকাশকঃ ॥

যোগমায়া ভগবতী শঙ্কর ঘরণী ।
সীতা নামে অবতীর্ণা হইল ধরণী ॥
তাঁহার প্রকাশ হন শ্রীশ্রীঠাকুরাণী ।
জনমিল ধরা মাঝে প্রয়োজন জানি ॥
সপ্তগ্রাম বাসী এক বিপ্র মহাজন ।
নৃসিংহ ভাদুড়ী নাম খ্যাত সর্ব্বজন ॥
ভাদুড়ীর পত্নী হন নৃসিংহী নাম ।
তার গর্ভে আসি তেঁহ হৈল অধিষ্ঠান ॥
যে দিবস সীতাদেবী হইল প্রকাশ ।
সেই দিনে শ্রীদেবীর হৈল আবির্ভাব ॥
ভাদ্র মাসে শুভ শুক্লা চতুর্থী দিবসে ।
ভূমিষ্ঠ হইল দেবী ভাদুড়ী আবাসে ॥
সীতা প্রাপ্ত হয়া ভাদুড়ী গৃহেতে আসিল ।
ভূমিষ্ঠ হইল কন্যা নয়নে হেরিল ॥

পরম যতনে দোঁহো করয়ে পালন।
বিবাহের যোগ্য হৈলে করয়ে চিন্তন॥
দুই কন্যা লয়া ভাদুড়ী শান্তিপুরে এল।
অদ্বৈতের করে সীতা দেবীকে অর্পিল॥
ফুলিয়ার ঘাটে হৈল লীলার ঘটন।
সীতাকে সমর্পি বিপ্র বলেন বচন॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল—৫ম অবস্থা।
"শ্রীঠাকুরাণী সীতার কনিষ্ঠ ভগিনী।
নৃসিংহ ভাদুড়ী প্রভুরে দিল যে আপনি॥
আর কোথা যাব আমি পাত্র আনিতে।
এহো কন্যা তোমারে দিল সেবা যে করিতে॥
তবে শ্রীরে বিবাহ করিলা সীতানাথ।
দোঁহে চরণ সেবে হইয়া এক সাথ॥
সীতা অদ্বৈত দোহ প্রভূ যে জানিয়া।
শ্রীঠাকুরাণী সেবে নিয়ম করিয়া॥"
শ্রীঠাকুরাণী গুণ অপূর্ব কথন।
সীতাদ্বৈত সেবে তেঁহ দিয়া প্রাণমন॥
শান্তিপুরে সীতানাথ সহিত বিহার।
কিশোরী বন্দয়ে যুগল চরণ তাঁহার॥

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র

জয় গোপী মনচোরা প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ করুণা সাগর॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ॥
শান্তিপুর নাথ প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য।
তাঁর সুত কৃষ্ণ মিশ্র সর্ব্বগুণ বর্য্য॥
সীতাদেবী গর্ভে তেঁহ লভিল জনম।
শ্রীদেবীর পুত্র বলি প্রসিদ্ধ ভুবন॥
সীতামাতা শাখা মধ্যে তাহার গণন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর শুন সর্ব্বজন॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৮৮ শ্লোকঃ।
কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্র স্তৎসাম্যাদিতি কেচন॥
তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—
"কার্ত্তিকেয় হয়েন শ্রীকৃষ্ণ দাস।"
আদি যোগী মহেশ্বর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
কার্ত্তিক তাহার সুত জগতবরেণ্য॥
দেবগণে রক্ষি যেবা করয়ে বিহার।
সেইজন ক্রিরে এবে প্রেমেতে হুঙ্কার॥
আচার্য্য দ্বিতীয় সুতরূপে জনমিল।
পাষণ্ড ছলন করি প্রেম প্রচারিল॥
চৌদ্দশত অষ্টাদশ শক অবশেষে।
জনমিল ধরা মাঝে গৌর অনুরাগে॥
মধুমাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি যোগে।
নিশি শেষে আবির্ভাব হৈল প্রেমযোগে॥
সীতা ঠাকুরাণী গর্ভে লভিল জনম।
শ্রীঠাকুরাণী তারে করিল পালন॥
তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—১২ অধ্যায়।
"চৌদ্দশত অষ্টাদশ শক অবশেষে।
মধুমাস কৃষ্ণা ত্রয়োদশী নিশি শেষে॥
প্রসবিলা সীতাদেবী অপূর্ব্ব কুমার।
অলৌকিক রূপ যৈছে দেব অবতার॥
হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন।
শ্রীঠাকুরাণীর এক হইল নন্দন॥
জন্মমাত্র বালকের হইল মরণ।
তাহা দেখি শ্রীজননী করয়ে রোদন॥

সীতামাতা কান্দি কহে অদ্বৈতের স্থানে।
ভগিনীর দুঃখ মোর নাহি সহে প্রাণে॥
যদি বা হইল এক পুত্র এতদিনে।
বিধি বাম হঞা তাহা কৈলা সংগোপনে॥
তোমার পাইলে আজ্ঞা মোর মনে ধরে।
মোর এই পুত্র সমর্পিনু ভগিনীরে॥
প্রভু কহে ভাল ভাল ইচ্ছা যে তোমার।
শ্রীর দুঃখ সান্ত্বায়িতে এই যুক্তি সার॥
তবে সীতা কহে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন।
না কান্দ না কান্দ ভগ্নী স্থির কর মন॥
মোর এই পুত্র সমর্পিলুঁ তোরে।
এই পুত্র তোর বলি ঘুষিব সংসারে॥
এত কহি সেই পুত্র শ্রীর কোলে দিলা।
শোক ছাড়ি শ্রীমা পুত্রে স্তন পিয়াইলা॥
এ সব রহস্য কথা অন্যে নাহি জানে।
জানয়ে আমার মাতা আর তিন জনে॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী প্রভুর কৃপা পাত্র।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো জানে সবতত্ত্ব।"
হেনমতে শ্রীর সুত বলিয়া আখ্যান।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর খ্যাত সর্ব্ব স্থান॥
একদা অদ্বৈত গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভরে।
পরব্রহ্মাস্তিত্ব প্রশ্ন এক ছাত্র করে॥
দুহুজনে বহু তর্ক কৈল কতক্ষণ।
শুনি কৃষ্ণ মিশ্র তবে বলেন বচন॥
পঞ্চম বৎসরে কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনি সর্ব্বজনে মনে মানে চমৎকার॥

তথাহি—তত্রৈব—

"অহে ছাত্র আগে ভক্তি চক্ষু কিনি লহ।
এখনি দেখিবা আগে ঈশ্বর বিগ্রহ॥
সাক্ষাতে থাকিতে বস্তু চিনিতে না পার।
তোমার অজ্ঞতা দেখি দুঃখ পাইনু বড়॥"
কৃষ্ণদাস মুখে শুনি এহেন বচন।
সীতানাথ প্রেমানন্দে হইল মগন॥
সস্নেহে গৌরাঙ্গ চন্দ্র তাঁরে কোলে কৈল।
'কৃষ্ণ মিশ্র' বলি তার নাম যে রাখিল॥
সর্ব্বথা গৌরাঙ্গ প্রিয় কৃষ্ণ মিশ্র হয়।
গৌরাঙ্গ চরণ বিনা অন্য না জানয়॥
শ্রীগৌর চরণে তাঁর দৃঢ় অনুরাগ।
দৈবে এক রঙ্গে বুঝাইল মহাভাগ॥
একদিন সীতাদেবী গৌরাঙ্গ কারণ।
চাঁপাকলা রাখি গঙ্গায় করিল গমন॥
শূন্য ঘর পায়া কৃষ্ণ করে অন্বেষণ।
পক্করম্ভা পায়া চিত্তে করয়ে চিন্তন॥
লুকায়া রাখিল রম্ভা গৌরাঙ্গ কারণ।
অপরাধ হবে মুই করিলে ভোজন॥
পুনঃ চিন্তে গৌর যদি করি নিবেদন।
প্রসাদ ভক্ষণে নহে দোষের গণন॥
প্রণব সহিত তবে 'গৌরায় নমঃ' বলি।
নিবেদন করে প্রেমে হয়া কুতূহলী॥
পাছে মহাপ্রসাদ জ্ঞানে শিরে ছুঁয়াইল।
পরম আনন্দ মনে ভোজন করিল॥
স্নান সারি সীতামাতা ভবনে আসিল।
গৌরাঙ্গের লাগি কলা খুঁজিতে লাগিল॥
কলা না পাইয়া অগ্রে অচ্যুতে ডাকিল।
অচ্যুত কহয়ে মাতা আমি না জানিল॥
পূর্ব্বেতে চাপল্যে দুগ্ধ করিল ভোজন।
তোমার শাসনে পুনঃ না করি তেমন॥
তবে সীতামাতা কৃষ্ণ মিশ্রেরে ডাকিল।
তেঁহ আসি সদৈন্যেতে সকলি কহিল॥

গৌরচন্দ্রে নিবেদিয়া করিল ভোজন।
ইহাতে বা কিবা মাতা আছয়ে দোষণ॥
শুনি সীতামাতা মনে প্রসন্ন হইল।
বাহে ক্রোধে যষ্ঠী হস্তে ধাইয়া চলিল॥
গৌরাঙ্গের ভক্ষ্য তুমি করিলে গ্রহণ।
অবশ্য উচিত শাস্তি করিব অর্পণ॥
ভীত মনে কৃষ্ণ মিশ্র করে পলায়ন।
পিতার সমীপে গিয়া লইল স্মরণ॥
পশ্চাতে ধাইয়া যদি সীতামাতা গেল।
ক্ষান্ত করাইয়া তারে আচার্য্য পুছিল॥
কহে কিবা দোষ তুমি করিলে এখন।
শুনি কৃষ্ণ মৃদুস্বরে কহয়ে তখন॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—১২ অধ্যায়।
"গৌরে ভুঞ্জাইতে কলা রাখিলা জননী।
গৌরে নিবেদিয়া খাইনু দোষ নহে জাগি॥
প্রভু কহে কিবা মন্ত্রে কৈলা নিবেদন।
শিশু কহে সপ্রণব গৌরায় নমঃ॥
প্রভু কহে গৌরায় স্থলে কৃষ্ণায় কাঁহাযুক্ত।
শিশু কহে গৌর নামে কৃষ্ণনাম ভুক্ত॥
শিশুমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আশ্চর্য্য মানিয়া প্রেমে করয়ে চুম্বন॥
পুত্রের সিদ্ধান্ত শুনি সীতা ঠাকুরাণী।
আপনাকে ধন্য মানে সবিস্ময় গণি॥
সবারে ডাকিল যবে ভোজন কারণ।
গৌরাঙ্গ কহয়ে মোর নহেক ভোজন॥
আচার্য্য কহয়ে কোথা করিলে ভোজন।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ তারে বলেন তখন॥
যখন ছিলাম আমি নিদ্রায় মগন।
সেকালে কলা মোরে খাওয়াল কোনজন॥
এত কহি গৌরচন্দ্র উদগার করিল।
চাঁপাকলার গন্ধ পায়া সবে চমকিল॥
অদ্বৈত আচার্য্য তবে অন্তরে বুঝিল।
কৃষ্ণ মিশ্র গৌরচন্দ্রে কলা ভুঞ্জাইল॥
ভক্তাধীন ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্ত যাহা দেয় তাহা ভুঞ্জে নিরন্তর॥
স্মরিয়া আচার্য্য প্রেমে নাচিতে লাগিল।
কৃষ্ণ মিশ্রের মহিমা ভুবনে ব্যাপিল॥
শিশু হৈতে কৃষ্ণ মিশ্র হেন লীলা করে।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর কে বুঝিতে পারে॥
একদা আচার্য্য ক্ষেত্রে করয়ে গমন।
কৃষ্ণের উদ্যোগ হেরি করিল বারণ॥
পরম বৈরাগ্যযুক্ত কৃষ্ণ মিশ্র হয়।
গৌর পাদপদ্ম ধ্যানে সুদৃঢ় আশয়॥
কহে পাদপদ্ম সর্ব্বারাধ্য সার।
অনিত্য সংসার মাত্র তাঁর পদ সার॥
শুনি সীতাঠাকুরাণী বলেন বচন।
গৃহে রহি গৌর ভজ করিয়া যতন॥
তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৈল আকুমার বৈরাগ্য।
কৃষ্ণ-পিতৃ মাতৃ সেবায় তোমা মানি যোগ্য॥
ভার্য্যাসহ মন্ত্র লয়া করহ সেবন।
সর্ব্বসিদ্ধি হবে তব কহিল বচন॥
বিজয়া সহিত কৃষ্ণে লইয়া চলিল।
গঙ্গাতীরে দুইজনে মন্ত্র দীক্ষা দিল॥
নিত্যসিদ্ধ মন্ত্র দোঁহে করিয়া গ্রহণ।
স্তুতিনতি সহ বন্দে মাতার চরণ।
পুত্রের চরিত্র হেরি আচার্য্য সুখ মন।
একদা তিনপুত্রে ডাকি বলেন বচন॥
নানামত উপদেশি কৈল তিনজনে।
কৃষ্ণ মিশ্রে কহে তবে মধুর বচনে॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে ২১ অধ্যায়।

"তবে শ্রীঅদ্বৈত কহে কৃষ্ণ মিশ্র প্রতি।
মদন গোপাল হয় মোর প্রাণপতি॥
ভক্তিভাবে নিতি তানে করিহ সেবন।
বহির্ম্মুখে নাহি দিবে করিতে পূজন॥
নাস্তিক পাষণ্ডগণে বহির্ম্মুখ জানি।
সন্ন্যাসী অদ্বৈতবাদী আর যোগী জ্ঞানী॥
ভুক্তি মুক্তি অভিলাষী ভক্তি বাঞ্ছা হীনে।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ মানি অবৈষ্ণব জনে॥
বৈষ্ণবের মধ্যে যেই সম্প্রদায় হীনে।
সম্প্রদায়ী মধ্যে যেই গৌরাঙ্গ না মানে॥
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ সেই কহিমু নির্য্যাস।
আর এক কথা মোর শুন কৃষ্ণদাস॥
মোর নিজ জন মধ্যে দুর্ম্মতি যাহারা।
মোর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে নাহি মানে গোরা॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মোর প্রভু মুঞি তাঁর দাস।
তাঁর শ্রীচরণ রেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥
গোরা মোর প্রাণপতি গোরা মোর পূজ্য।
সে গৌরাঙ্গ যে না মানে সেই মোর ত্যজ্য।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ সেই সব নীচাশয়।
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবার যোগ্য কভু নয়॥
পিতৃ সধর্ম্মের রক্ষা করে যেই জন।
সেই সে যথার্থ পুত্র বেদের বচন॥
এত কহি শ্রীমদন গোপাল বিগ্রহ।
কৃষ্ণ মিশ্রে সমর্পিলা করিয়া আগ্রহ॥"
কৃষ্ণ মিশ্র সেবা পায়ী পুলকিত মন।
বন্দে পিতামাতা পদ হয়া দৈন্য মন॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অচ্যুতের চরণ বন্দিল।
প্রেমেতে অচ্যুত তারে আলিঙ্গন কৈল॥
কনিষ্ঠ গোপাল তবে হয়া সুখ মন।
প্রশংসি ভ্রাতার ভাগ্য আনন্দে মগন॥
বহুত করিল সুখে ভ্রাতার স্তবন।
কৃষ্ণ মিশ্র প্রেমে তারে কৈল আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ মিশ্র সেবা প্রাপ্তি সবে সুখমন।
অচ্যুত গোপাল মিশ্র পুলকে মগন॥
পিতৃধর্ম্ম পালিলেন ভাই তিনজন।
শুদ্ধ গৌরপ্রেম দিয়া তারিল ভুবন॥
কৃষ্ণ মিশ্র পিতৃ আজ্ঞা করিয়া পালন।
মদন গোপাল সেবা করে অনুক্ষণ॥
অদ্বৈতের অভিমত করিল প্রচার।
শিখাল গৌরাঙ্গে ভক্তি অখিল সংসার॥
জয় জয় কৃষ্ণ মিশ্র পতিত পাবন।
নিতাই গৌরাঙ্গ যার হৃদয়ের ধন॥
মদন গোপালে যেবা সেবে নিরবধি।
গাহিলে তাহার গুণ ঘুচয়ে দুর্গতি॥
শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের গুণ করিয়া কীর্ত্তন।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে নিজ দুর্গতি মোচন॥

শ্রীগোপাল মিশ্র

জয় জয় বিশ্বম্ভর ত্রিভুবন পতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য সুত মিশ্র শ্রীগোপাল।
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি পাষণ্ডীর কাল॥
সীতাদেবী পদাশ্রয়ে গৌরাঙ্গ স্মরণ।
পরম অদ্ভুত তার চরিত্র কথন॥
তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে—৫ম অবস্থা—
"তৃতীয় পুত্র প্রভুর হয় শ্রীগোপাল।
সীতার শিষ্য তেঁহ অত্যন্ত প্রবল॥

মহাপ্রভুর কৃপা বড় আছিল তাহাকে।
'গোকুলে গোপাল' বলি মহাপ্রভু ডাকে॥"
কৈলাস পতির সুত গণেশ মহামতি।
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে হৈল তার মতি॥
অদ্বৈতের তৃতীয় সুতরূপে জনমিল।
গৌরগুণ গান করি জগত তারিল॥
জগতের বিঘ্ন যত করিল বিনাশ।
পতিত পামরে কৈল শুদ্ধ গৌরদাস॥
চৌদ্দশত বাইশ শকে কার্ত্তিক মাসেতে।
জনমিল গণেশ আসি শুক্লা দ্বাদশীতে॥
গৌরাঙ্গের গণ করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দুগ্ধপান ছাড়ি তাহা করয়ে শ্রবণ॥
খল খল হাস্য করে অশ্রু বরিষণ।
মাতোয়াল সম আঁখি ঘুরায় অনুক্ষণ॥
সঙ্কীর্ত্তন বিরামেতে করয়ে ক্রন্দন।
শেষে দুগ্ধ পান করে হয়া সম্বরণ॥
অন্নপ্রাশন কাল যবে উপনীত হইল।
বিধিমতে নানা দ্রব্য সম্মুখে রাখিল॥
কিছু না ছুঁইয়া গোপাল হইল বিমন।
গৌর পাদপদ্ম স্পর্শ করিল তখন॥
শিশু হৈতে এইমত ভাবের প্রকাশ।
গৌরাঙ্গ সেবন বিনা নহে অন্য আশ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে রৈল।
দৈবে হেরিতে গৌরে গোপাল চলিল॥
পিতাসহ গোপাল প্রেমে করয়ে গমন।
গৌর পাদপদ্ম হেরি পুলকিত মন॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে যবে নাচে গোরা রায়।
দুই বাহু তুলি গোপাল নাচয়ে তথায়॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল মূর্চ্ছিত হইল।
বহুত করিল চেষ্টা সংজ্ঞা না পাইল॥

উচ্চঃ করি কর্ণে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
বহুক্ষণ গেল তবু নহেক চেতন॥
মৃতপ্রায় নিজ পুত্রে আচার্য্য হেরিয়া।
কি করিলে কৃষ্ণ মোর বলয়ে কান্দিয়া॥
নৃসিংহাদি মন্ত্র জপি বহু যত্ন কৈল।
তথাপি গোপাল আর সংজ্ঞা না পাইল॥
আচার্য্যের দুঃখ হেরি শ্রীশচীনন্দন।
উঠহ গোপাল বলি ডাকয়ে তখন॥
বুকে হস্ত দিয়া প্রভু ডাকিতে লাগিল।
গৌরাঙ্গ পরশে গোপাল চেতন পাইল॥
উঠিয়া গোপাল প্রেমে করয়ে নর্ত্তন।
কহে গৌরাঙ্গের মুই দাস সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি করয়ে হুঙ্কার।
শুনিয়া ভক্তগণ মানে চমৎকার॥
শ্রীগৌরসুন্দর তারে করি আলিঙ্গন।
প্রেমাশ্রুতে অভিষেক করিল তখন॥
আপন আত্মজে কোলে সরিয়া আচার্য্য।
হরি বলি প্রেমে নাচে ভুলি সর্ব্বকার্য্য॥
প্রেমানন্দ অঙ্গ তাঁর করয়ে মার্জ্জন।
পদধূলি লয় আসি যত ভক্তগণ॥
এই মত গোপালের অচিন্ত্য মহিমা।
গৌরপ্রেম অবতার এই তার সীমা॥
অদ্বৈত আত্মজ রূপে লভিয়া জনম।
বুঝাইল গৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ ধরম॥
আচার্য্যের অভিমত জগতে জানাইল।
শুদ্ধ গৌরপ্রেম দিয়া জীব নিস্তারিল॥
আচার্য্যের যোগ্যপুত্র মিশ্র গোপাল।
যাহার স্মরণে মিলে গৌরাঙ্গ দয়াল॥
গোপাল মিশ্রের পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী করয়ে গৌর সেবন প্রার্থন॥

শ্রীবলরাম মিশ্র

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর প্রেমসিন্ধু॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
জগত বরেণ্য প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য।
তাহার চতুর্থ পুত্র বলরাম আর্য্য॥
সীতাদেবী গর্ভে তেঁহ লভিল জনম।
সীতাদেবী পদাশ্রয়ে প্রেমেতে মগন॥
তাঁর আবির্ভাব বাক্য শুন সর্ব্বজন।
ঈশান নাগর কহে করিয়া যতন॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—১৫ অধ্যায়।
"চৌদ্দশত ছাব্বিশ শকের পৌষ মাসে।
সীতার চতুর্থ পুত্র তাহে পরকাশে॥
কেহ কহে ইন্দ্র আসি লভিলা জনম।
কেহ কহে চন্দ্র আসি হৈলা প্রকটন॥
যথাকালে জ্যোতির্ব্বিদ পুরোহিত আইলা।
জাত বালকের তত্ত্ব গণিয়া কহিলা॥
দ্বিজ বলে—এই শিশু কুবেরাবতার।
কমলার কৃপা বড় ইহার উপর॥
বৃহস্পতির সমতুল্য হৈব বুদ্ধিমান।
বিদ্যাবান হৈব আর অতি রূপবান॥
কিন্তু সংধর্ম্মে করিবে কুতর্কাদিবাদ।
শেষে সাধু সঙ্গে ঘুচিবে প্রমাদ॥
শুনি বৈষ্ণবেরগণ হরিধ্বনি করে।
স্ত্রীগণে দেয় হুলুধ্বনি আনন্দ অন্তরে॥
দ্বিজ কহে এই বালক হৈব বলবান।
অতএব নাম রাখিলাঙ বলরাম॥

তবে শ্রীমান বলরাম সাত মাসের হৈলা।
দেখি সীতানাথ তাঁর অন্নপ্রাশন কৈলা॥
তাহে কৃষ্ণভোগ দিয়া কৈলা মহোৎসব।
ভুঞ্জাইল অন্ধ দীন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব॥
বস্ত্রকৌড়ি সমর্পিয়া সভারে তুষিলা।
আশীষ করিয়া সভে নিজস্থানে গেলা॥
হেনমতে বলরামের হৈল আবির্ভাব।
জগত মোহিত হইল দেখিয়া প্রভাব॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে পঞ্চম অবস্থা—
প্রভুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবলরাম।
রূপেগুণে যোগ্য বড় অনিরুদ্ধ নাম॥
সীতার পুত্র তেঁহো শিষ্য অনুপাম।
প্রভুর অনুসার হয় সর্ব্বোত্তম॥
শাস্ত্রে প্রবীণ শক্তি প্রভু তারে দিলা।
রাধাকৃষ্ণ সেবাভক্তি বিস্তর করিলা॥

● * ●

রাধাকৃষ্ণ প্রেমরাশি সেহি বলরাম।
বেণু মঞ্জরী নাম অতি অনুপাম॥"
যেকালে আচার্য্য কৃষ্ণমিশ্রে সেবা দিল।
সেকালে আচার্য্য তারে ভাগবত অর্পিল॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে—৫ম অবস্থা
'শ্রীপ্রভুর শেষকালে ভাগবত আনিয়া।
বলরাম কৃষ্ণমিশ্র দোঁহাকে ডাকিয়া॥
শ্রীভাগবত সমর্পিলা গোসাঞি বলরামে।
মদনগোপাল পট্ট দিলা কৃষ্ণমিশ্র নামে॥
বলরামে ভাগবত দিয়া শক্তি সঞ্চারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে তেঁহ ভুবন তারিল॥
যেকালে মদনগোপাল কৃষ্ণমিশ্রে দিল।
সেকালেতে বলরাম এতেক কহিল॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—২২ অধ্যায়
'তাহে আর আচার্য্য সুত প্রভু বলরাম।
আর প্রভু জগদীশ মহাতেজিয়ান॥
রোষাবেশে নিজগণ লৈয়া যুক্তি করি।
এক কৃষ্ণমূর্ত্তি আনাইলা যত্ন করি॥
অভিষেক করি সেই মূর্ত্তি স্থাপিলা।
আপনার গণ লৈয়া মহোৎসব কৈলা॥
এইত বলরাম মিশ্রের চরিত্র কথন।
আত্মশুদ্ধি লাগি করি কিঞ্চিৎ বর্ণন॥
আচার্য্য সুত বলরাম পতিত পাবন।
তেকারণে কিশোরী করে তাহার বন্দন॥

শ্রীরঘুনাথ ও দোলগোবিন্দ

জয় জয় বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পদ্মাসুত প্রভু নিত্যানন্দ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
অদ্বৈতের কুলরত্ন নাম রঘুনাথ।
শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের সুত পতিতের নাথ॥
রঘুনাথ কনিষ্ঠ শ্রীদোলগোবিন্দ।
যাদের প্রসাদে জীব পেল প্রেমানন্দ॥
কৃষ্ণমিশ্রের দুই সুত পতিত পাবন।
নিতাই গৌরাঙ্গ পুনঃ দিল দরশন॥
দুই জনার জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন।
অদ্বৈত প্রকাশ দ্বারে ব্যাপ্ত ত্রিভুবন॥
শ্রীগৌরসুন্দর যদি কৈল অন্তর্দ্ধান।
বিরহে অদ্বৈতাচার্য্য কান্দে অবিরাম॥
সদাই আচার্য্য করে গৌররূপ ধ্যান।
একদা স্বপ্নেতে গৌর হৈল বিদ্যমান॥
আচার্য্যের প্রতি কহে কারুণ্য বচন।
দুঃখ না ভাবিহ নাঢ়া শুনহ এখন॥

তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ—২১ অঃ—
স্বপ্নে মহাপ্রভু আসি কহে অদ্বৈতেরে।
মো বিচ্ছেদে নাঢ়া দুঃখ না ভাব অন্তরে॥
তো প্রেমাকর্ষণে মুঞি পাইনু তোর ঘরে।
কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্ররূপে দেখিবা আমারে॥
প্রভু নিত্যানন্দ চাঁদ কতদিন পরে।
কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্ররূপে পাইবা নিজ ঘরে॥
তব প্রাণ প্রিয়তম পুত্র কৃষ্ণদাস।
যাহার হৃদয়ে মোর সর্ব্বদা বিলাস॥
যেই নিত্যভক্ত মোর নিযুক্ত সেবাতে।
পুনঃ প্রকট হৈমু তার বাঞ্ছা পুরাইতে॥
স্বপ্ন হেরি শ্রীঅদ্বৈত বিস্ময় হইল।
সেইদিনে রঘুনাথ জনম লভিল॥
কতদিনে নিত্যানন্দ করি আগমন।
ভুবন মোহন রূপে দিল দরশন॥
শ্রীদোল পূর্ণিমা যোগে লভিল জনম।
শ্রীদোলগোবিন্দ নাম ধরে তে কারণ॥
রঘুনাথ দোলগোবিন্দ ভাই দুইজন।
গৌরাঙ্গ সেবনে সদা প্রেমানন্দ মন॥
একদা রঘুনাথ পুছে আচার্য্যের স্থানে।
বেদব্যাস বাক্য রক্ষা হইব কেমনে॥
কলিতে চৌরাশী নরক হইবে পূরণ।
সেই পথ গৌর আসি রুধিল এখন॥
হরিনাম দিয়া জীব করিল উদ্ধার।
নরক পূরণ মর্ম্ম কহ একবার॥
হাসি দোলগোবিন্দ তবে বলয়ে বচন।
গৌরদ্বেষী পাপী দিয়া হইবে পূরণ॥

এতেক শুনিয়া সবে হৈল চমৎকার।
দোঁহারে বুঝিল তবে দেব অবতার॥
কৃষ্ণ মিশ্রের দুই পুত্র প্রেমানন্দ ধাম।
শিশু হইতে দোঁহাকার যেন দিব্যজ্ঞান॥
গৌরপ্রেম প্রচারিতে যোগ্য দুইজন।
দুহুজনে মাতাইল এ তিন ভুবন॥
অদ্বৈতের মর্ম্মবাক্য দোঁহে প্রচারিল॥
কৃপাদৃষ্টি করি কত পাতকী তারিল॥
জয় কৃষ্ণ মিশ্র সুত দীনজনবন্ধু
অযাচিত কৃপাকারি গৌরপ্রেম সিন্ধু॥
দুহুঁজনে কৃপা কর মো সম অধমে।
গৌর প্রেমধন দিয়া রাখহ চরণে॥
জন্ম জন্ম সেবি যেন গৌরাঙ্গ চরণ।
কিশোরীরে কৃপা কর জানি দীনজন॥

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে ষষ্ঠ খণ্ডে
শ্রীসীতা কৃষ্ণ মিশ্রাদি অদ্বৈত গণ মহিমা
কথনং নাম দ্বিতীয় লহরী সমাপ্ত।

শ্রীঅদ্বৈত স্কন্ধ শাখা

তৃতীয় লহরী

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর

জয় যুগাবতার প্রভু শ্রীগৌরহরি।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র প্রেমদানকারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
কলিযুগ পাবন গৌরচন্দ্র অবতার।
সজন সহিত করে কীর্ত্তন বিহার॥
সর্ব্ব অবতার সর্ব্ব ভক্তগণ সঙ্গে।
নাচয়ে কীর্ত্তন নাথ সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
শৌচ্য দেশে শৌচ্য কুলে জন্মাই ভক্তগণ।
সেই দেশ সেই কুল করিল তারণ॥
গঙ্গার প্রবাহ নাহি যেই সব দেশে।
পাণ্ডব নাহিক গেল যেই যেই দেশে॥
সেই সব দেশে অবতরি ভক্তগণ।
নাম প্রেম দানে উদ্ধারিল সর্ব্বজন॥
নামাচার্য্য হন ঠাকুর হরিদাস নাম।
যাঁর প্রেমে বদ্ধ সদা গৌরগুণ ধাম॥
যবন কুলেতে আসি লভিয়া জনম।
কৃষ্ণ নাম প্রচারিয়া তারিল ভুবন॥
আচার করয়ে কেহ না করে প্রচার।
আপনি আচরি নাম করিল প্রচার॥
অনন্ত অসীম তাঁর মহিমা কথন।
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র কহে অনুক্ষণ॥

তথাহি - শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৯৩ শ্লোকঃ—

ঋচীকস্য মুনেঃ পুত্রো নাম্না ব্রহ্ম মহাতপাঃ।
প্রহ্লাদেন সমং জাতো হরিদাসাখ্যকোঽপিসন॥

ঋচিক মুনির পুত্র ব্রহ্মাতপোধন।
তাহাতে প্রহ্লাদ আসি হইল মিলন॥
দুহুঁ মিলি ধরামাঝে কৈল আগমন।
হরিদাস নামে খ্যাত হইল ভুবন॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়ে—২য় দর্শন

চতুর্ম্মুখো জগৎকর্ত্তা চতুর্ব্বেদ পরায়ণঃ।
হরিদাসঃ কলৌ জাতঃ ব্রহ্মানংতং নমাম্যহং॥

কলিকালে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রজাপতি।
হরিদাস রূপে আবির্ভূত হৈল ক্ষিতি॥ ২॥
ঋচিক মুনির পুত্র ব্রহ্মা তপোধন।
পিতৃ শাপে ম্লেচ্ছকুলে লভিল জনম॥
দৈবে তুলসী ধৌতকালে বালুকা রহিল।
তেকারণে পিতা তাঁরে নেহ শাপ দিল॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ব্রজে গোবৎস্য হরিল।
কৃষ্ণের ভোজনলীলায় বিঘ্ন প্রদানিল॥
তেকারণে ম্লেচ্ছকুলে করি আগমন।
গৌর প্রেমাস্বাদী কৈল আপনা শোধন॥
হিরণ্য কশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ নাম।
কায়মনোবাক্যে সদা কৈল কৃষ্ণনাম॥
নামের মহিমা যেবা জগতে দেখাল।
ফটিক স্তম্ভেতে প্রভু প্রকট হইল॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষী পিতা তারে নিষেধিল।
বহু নির্য্যাতন সহি কভু না ছাড়িল॥
সেইত প্রহ্লাদ এবে কৈল আগমন।
হরিদাস রূপে কৈল জগত তারণ॥
অতি গূঢ় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার।
তাহার ভকত তত্ত্ব বুঝে শক্তি কার॥
আপনি করিয়া কৃপা যাহারে বুঝায়।
সেই ভাগ্যবান জন বুঝিবারে পায়॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস।

'পিতৃশাপে ঋচিক পুত্র ব্রহ্মা মহাশয়।
বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মায় মিলি হরিদাস হয়॥
প্রহ্লাদ তাহাতে আসি করিল মিলন।
তিনে মিশি শ্রীহরিদাস মহাজন।'
প্রহ্লাদ যবনকুলে যৈছে আগমন।
অপূর্ব্ব বারতা তাহা শুন সর্ব্বজন॥
শ্রীকৃষ্ণ পূজায় রত প্রহ্লাদ মহাশয়।
মিলনে সেকালেতে সনকাদি আশয়॥
দৈত্যগণ যথাযোগ্য সম্মান করিল।
প্রহ্লাদ সমীপে গিয়া বারতা কহিল॥
শুনিয়া না শুনে তেঁহ সকার্য্য করয়।
হেথা সনকাদি রহি প্রতীক্ষা করয়॥
বহুক্ষণে অসন্তোষে করিল গমন।
সেই অপরাধে তাঁর হৈল ভ্রষ্ট মন॥
তমো নাসি তার চিত্তে হইল উদয়।
ইন্দ্র আদি দেবগণে মান্য না করয়॥
ব্রহ্মাশিব আদিগণে করিল হেলন।
দৈবে বৈকুণ্ঠেতে তেঁহ করিল গমন॥
লক্ষ্মী সরস্বতীসহ উপবীষ্ট নারায়ণ।
প্রহ্লাদ কহয়ে গিয়া ছাড়হ আসন॥
সম্মান না দিয়া তেঁহ এ বাক্য কহিল।
আপনে নারায়ণাসনে উপবীষ্ট হৈল॥
ভকত বৎসল প্রভু দেব নারায়ণ।
ভক্ত রক্ষা করিবারে করিল চিন্তন॥
দেবসহ সনকাদি গণে আকর্ষিল।
চিন্তামাত্রে সর্ব্বজনে উপনীত হৈল॥
সবে আসি নারায়ণে সম্মান করিল।
সনকাদি দর্শনে তাঁর তমো দূরে গেল॥
পূর্ব্বস্মৃতি আসি চিত্তে হইল উদয়।
সিংহাসন ছাড়ি সবার চরণে পড়য়॥
অপরাধ বুঝি নিজ ক্ষমা চাহি নিল।
যথাযোগ্য সবাকার অর্চ্চন করিল॥
সর্ব্বজনে সুখমনে তারে ক্ষমা কৈল।
নারায়ণ তাঁর প্রতি কহিতে লাগিল॥

তথাহি—তত্রৈব—

নারায়ণ বলে, প্রহ্লাদ তুমি কলিকালে।
যবনত্ব পাবে জন্ম লইয়া ভূতলে॥
হরিদাস হইয়া নামের মাহাত্ম্য বাড়াবে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে মোর জন্ম হবে॥
নীচকুলে জন্মি নাম করিলে কীর্ত্তন।
অপরাধের বীজ তোমার হইবে খণ্ডন॥
সেই প্রহ্লাদ ব্রহ্মা হরিদাসেরে মিলিল॥"

ব্রহ্মা, প্রহ্লাদ আর ব্রহ্ম তপোধন।
তিনের মিলনে হরিদাসের জনম॥
বুঢ়নে জন্মিলেন ঠাকুর হরিদাস।
সঙ্কীর্ত্তন করি ফিরে বিষয়ে উদাস॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২৪ বিলাস

বুঢ়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে।
যবনত্ব প্রাপ্তি তার যবনান্ন দোষে॥
শৈশবে তাহার মাতা পিতার মৃত্যু হৈল।
যবন আসিয়া তারে নিজ গৃহে নিল॥
আবুয়ার অধিকারী মলয়া কাজী নাম।
তাহার পালিত হঞা তার অন্ন খান॥"

তথাহি—শ্রীচৈঃ মঃ (জয়ানন্দ) নদীয়া খণ্ডে

"হরিদাস ঠাকুর আসি মিলিলা স্বরূপে॥
মহাবৈরাগ্য শুদ্ধ হেম কলেবর।
উজ্জলা মায়ের নাম বাপ মনোহর॥
সুরধনী তীরে ভাট কলাগাছি গ্রাম।
হীনকুলে জন্ম হোয়ে উপরি পূর্ব্ব নাম॥"
'ত্রয়োদশ শত দ্বি সপ্ততি শকে।
আবির্ভূত হরিদাস হেরে তিন লোকে॥
অতীব শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হৈল।
যবন গৃহেতে রহি পালিত হইল॥
পূর্ব্ব স্মৃতি সদা তার হৃদে জাগরণ।
পঞ্চম বৎসরে প্রেমে ত্যজিল ভবন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শান্তিপুরে আগমন।
অদ্বৈত আচার্য্যে মিলি পুলকে মগন॥
অদ্বৈতের স্থানে কৈল শাস্ত্র অধ্যয়ন।
শুভযোগে কৃষ্ণমন্ত্র করিল গ্রহণ॥
সেকালে আচার্য্য যাহা উপদেশ কৈল।
নাগর ঈশান তাহা গ্রন্থেতে বর্ণিল॥
এই উপদেশ হয় সিদ্ধান্তের সার।
শুদ্ধ ভক্তিকামী ভক্তের কণ্ঠমণিহার॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—৭ম অধ্যায়

"প্রভু কহে, তোর কিছু নাহি অগোচর।
তথাপি করিলা মোরে আচার্য্য স্বীকার॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম।
নাম ব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ॥
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়।
তৈছে নাম ব্রহ্মের শক্তি নিত্য সিদ্ধ হয়॥
নামাভাসে জীব মাত্রের ত্রিতাপ না রয়।
নাম উচ্চারণে মায়া বন্ধন খণ্ডয়॥
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
ব্রহ্মাণ্ডে সদ্বস্তু নাঞি নামের সমান॥
নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন।
অবিশ্রান্ত নাম জপে পায় প্রেমধন॥
প্রেম কল্পবৃক্ষের ফল স্বয়ং ভগবান।
বৃক্ষ স্থায়ী হৈলে ফল হয় বিদ্যমান॥
নামী হৈতে নাম বড় কৃষ্ণ উক্তি হয়।
সর্ব্ব অপরাধ নাম গ্রহণে খণ্ডয়॥
অতএব নাম ব্রহ্ম গ্রহণ উত্তম।
নামে রুচি হইলে হয় অভীষ্ট পূরণ॥
শ্রীবৈষ্ণব গুরু উপদেশ নাহি যার।
কোটি যুগে কৃষ্ণ সিদ্ধি নাহি হয় তার॥
শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম হয় সর্ব্ব ধর্ম্ম সার।
তার মধ্যে নিরাশ্রমীর মহিমা অপার॥
ভিক্ষুক আশ্রমে সর্ব্বত্যাগের লক্ষণ।
ডোর কোপানাদি ধরিবেক দ্বিজগণ॥

আনে যদি হয় ঐছে বৈরাগ্যের উদয়।
তাহে যদি ভাগ্যে কৃষ্ণভক্তি উপজয়॥
তবে সেহ করিবেক তদনুকরণ।
অষত্নতা বেশ মধ্যে তাহার গণন॥
এ হেন বিশুদ্ধ চিহ্ন যে জন ধরিবে।
রাধাকৃষ্ণ পদ সেই অবশ্য পাইবে॥"
হেনমতে শ্রীঅদ্বৈত উপদেশ কৈল।
ব্রহ্ম হরিদাস বলি নাম যে রাখিল॥
হরিদাস প্রেমানন্দে করে সঙ্কীর্ত্তন।
তাহার মহিমা ক্রমে ব্যক্ত ত্রিভুবন॥
হরিদাস ঠাকুর যবে গৃহ ছাড়ি এল।
কতেক দিবস বেনাপোলেতে রহিল॥
নির্জ্জন কাননে কুটীর করিয়া স্থাপন।
তুলসী আরোপি সদা করয়ে সেবন॥
ব্রাহ্মণ ঘরেতে সদা ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
রাত্রদিনে তিন লক্ষ নামের গ্রহণ॥
তাহার মহিমা হেরি তুষ্ট সর্ব্বজন।
সেই দেশাপতি তাহে হৈল রুষ্ট মন॥
বৈষ্ণব বিদ্বেষী রাজা রামচন্দ্র খান।
সদাই চিন্তয়ে করিবারে অপমান॥
ছিদ্র নিরূপিতে তার করিয়া চিন্তন।
বেশ্যা এক তার পাশে করিল প্রেরণ॥
পাছে সেই বেশ্যা পরম বৈষ্ণব হইল।
হরিদাসের মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপিল॥
হরিদাস হিংসী খান হৈল দুষ্টমন।
সেই পাপে নিত্যানন্দে করিল হেলন॥
রাজস্ব নাহিক দেয় যবন ঘিরিল।
সবংশে জাত মারি উৎখাত করিল॥
কতকাল সেই গ্রাম উজাড় রহিল।
বৈষ্ণব অপরাধে এত ফল যে ফলিল॥

বৈষ্ণব হিংসয়ে যদি হয় মহাজন।
সেই অপরাধে তার অবশ্য পতন॥
রামচন্দ্র দ্বারে তবে তাহা জানাইল।
হেনমতে হরিদাসের মহিমা জানিল॥
তাহা হোতে হরিদাস চাঁদপুরে এল।
বলরাম আচার্য্য গৃহে আসিয়া রহিল॥
নির্জ্জন কুটীরে রহি করয়ে কীর্ত্তন।
আচর্য্যের গৃহে সদা ভিক্ষা নির্বাহন॥
তথাকার মজুমদার হিরণ্য গোবর্দ্ধন।
তাঁহার সভায় বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
তাঁর পুরোহিত এই বলরাম আচার্য্য।
হরিদাস লয়া গেল যথা সভাকার্য্য॥
সভার সকল লোক যত্নে বসাইল।
মজুমদারদ্বয় তাঁরে স্তুতি নতি কৈল॥
হরিদাস কৃষ্ণনাম করে অনুক্ষণ।
পণ্ডিতেরা উঠাল নাম মহিমা কথন॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হইতে মোক্ষের উদয়॥
হরিদাস কহে নামে এমত ফল নয়।
নামে কৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রেম উপজয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় কহে ভাগবতে।
সূর্য্যের প্রকাশ ধরায় হয় মতে॥
প্রকাশ আরম্ভে হয় তিমির বিনাশ।
ভূত প্রেত চৌরাদির ভয় হয় নাশ॥
নামের প্রকাশ যবে চিত্ত মাঝে হয়।
পাপভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা সব হয় ক্ষয়॥
নামের প্রভাবে হয় প্রেমের উদয়।
সেইকালে মুক্তি তার অতি তুচ্ছ হয়॥
এতেক শুনিয়া গোপাল নামেতে ব্রাহ্মণ।
ক্রুদ্ধ হয়া বলে তারে সরোষ বচন॥

কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই ভাবুক কহে তাহা নামাভাসে হয়॥
হরিদাস কহে ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্তি সুখ আগে মুক্তি কভু শ্রেষ্ঠ নয়॥
তবে বিপ্র নাক কাটার প্রতিশ্রুত কৈল।
সভাজন শুনি তাহা বিমর্ষ হইল॥
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল বর্জ্জন।
বলরাম আচার্য্য তারে করিল ভৎ'সন॥
এমত পুরুষে তুই কৈলি অপমান।
কোন মতে নাহি হেরি তোমার কল্যাণ॥
সভাসহ হরিদাস চরণে পড়িল।
হাস্য করি হরিদাস কহিতে লাগিল॥
অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহার তর্কনিষ্ঠ মন।
কেমনে জানিবে নামের মহিমা কথন॥
আমার সম্বন্ধে দোষ নাহিক কাহার।
গৃহে যাহ কৃষ্ণ মঙ্গল করুক সবার॥
এত কহি হরিদাস উঠিয়া চলিল।
তিনদিন পরে বিপ্রে কুষ্ঠেতে ঘিরিল॥
উন্নত নাসিকা তার গলিয়া পড়িল।
চম্পক কলি সম তাঁর অঙ্গুলি হইল॥
বিপ্রের দশা হেরি সবে হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসিয়া করে নমস্কার॥
যদ্যপি হরিদাস তাহারে ক্ষমা কৈল।
তথাপি ঈশ্বর তারে এত ভুঞ্জাইল॥
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞজনে ক্ষমা করে।
ঈশ্বর স্বভাব তাহা সহিবারে নারে॥
শুনি হরিদাস তবে হয়া দুঃখমন।
তথা হৈতে শান্তিপুরে কৈল আগমন॥
অদ্বৈত আচার্য্যে মিলি করিল প্রণাম।
আচার্য্য আলিঙ্গিয়া তারে করিল সম্মান॥
গঙ্গাতীরে গোফা এক করিয়া নির্মান।
নির্জ্জনেতে দিল তারে এক বাসা স্থান॥
গীতা ভাগবতে যত ভক্তির মহত্ত্ব।
আচার্য্য শুনাইলেন তাঁরে সব তত্ত্ব॥
আচার্য্য গৃহেতে করি ভিক্ষা নির্বাহন।
কৃষ্ণকথা রঙ্গে সদা রহে দুইঁজন॥
একদা হরিদাস তবে বলয়ে বচন।
মোরে নিত্য অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন॥
হেথায় বসয়ে যত কুলীন ব্রাহ্মণ।
তাদের ত্যজিয়া মো'রে করহ যতন॥
লৌকীক আচার ত্যজি মোরে প্রীতি কর।
লজ্জা ভয় বাসী মুই তুমি যা আচর॥
এত শুনি অদ্বৈতাচার্য্য বলয়ে বচন।
তোমার ভোজনে কোটি বিপ্রের ভোজন॥
শাস্ত্র বিধিমত কার্য্য করি আচরণ।
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করিল অর্পণ॥
হরিদাসে শ্রাদ্ধ পাত্র আচার্য্য অর্পিল।
তাহা হেরি বিপ্রগণ বহুত নিন্দিল॥
তবেত আচার্য্য মনে করিয়া বিচার।
হরিদাসে প্রকাশিতে আগ্রহ অপার॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৪ বিলাস

'লোকনিন্দা শুনি অদ্বৈত বোলে হরিদাসে।
কিঞ্চিৎ ঐশ্চর্য্য তুমি করহ প্রকাশে॥
শুনি হরিদাস অগ্নি করিল হরণ।
অগ্নি আর একদিন না পায় কোনজন॥'
অগ্নি না পাইয়া ব্যাকুল বিপ্রগণ।
অদ্বৈতের স্থানে গিয়া করে নিবেদন॥
শুনি অদ্বৈত হরিদাস পাশে পাঠাইল।
সবে স্তুতি করি তারে নিবেদন কৈল॥

তবে তৃণাদি হস্তে ধরিয়া হরিদাস।
ফুৎকার করিতে অগ্নি হইল প্রকাশ॥
বহুত প্রশংসি বিপ্রগণ ঘরে গেল।
হরিদাস তথা হইতে ফুলিয়া চলিল॥
কতদিন রহি পুনঃ শান্তিপুরে এল।
একদিক বিপ্রগণসহ একত্র হইল॥
সভা মধ্যে অদ্বৈতেরে করয়ে নিন্দন।
দ্বিপক্ষ হইল তবে যত বিপ্রগণ॥
পক্ষে বিপক্ষে বহু কোন্দল করিল।
বিপক্ষের এক দৈবে নিমন্ত্রণে গেল॥
তথা এক বিচিত্র লীলা হইল ঘটন।
পরম অদ্ভুত তাহা শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—তত্রৈব—

'অদ্বৈত বিপক্ষ যত ব্রাহ্মণের গণে।
এক নিমন্ত্রণে সভার হৈল আগমনে॥
সেই ব্রাহ্মণগণ হরিদাসেরে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি পৈতা কয়ে ঝলমল॥
জ্যোতির্ম্ময় পৈতা অঙ্গে বড় স্ফুর্ত্তি পায়।
শরীরের তেজ যেন সূর্য্যেরে তাড়ায়।
সন্ন্যাসীর বেশ সেই ব্রহ্ম হরিদাসে।
আগ্রহ করিয়া আনে মনের উল্লাসে॥
সভে বোলে ন্যাসিবর লহ নিমন্ত্রণ।
হরিদাস বলে বিষ্ণু প্রসাদ ভক্ষণ॥
ব্রাহ্মণগণ বলে শালগ্রামের ভোগ দিব।
তোমারে মধ্যেতে রাখি সকলে খাইব॥
হরিদাস নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
ব্রাহ্মণের একসঙ্গে করিলা আহার॥
আহার করিয়া ব্রাহ্মণগণ আচমন কৈল।
হেনকালে অদ্বৈত প্রভু আসিয়া মিলিল॥'

অদ্বৈত দর্শনে হরিদাস প্রণমিল।
তেঁহ কহে হরিদাস হেথা কেন এল॥
হরিদাস কহে বিপ্রগণ নিমন্ত্রিল।
সেইকালে বিপ্রগণ চরণে পড়িল॥
চরণে পড়িয়া সবে ক্ষমা চাহি নিল।
হরিদাসের মহিমা সর্ব্বত্র ঘোষিল॥
জীবের দুঃখ হেরি আচার্য্য দুঃখ মন।
কৃষ্ণ অবতারিবারে ডাকে ঘনে ঘন॥
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবে করিয়া চিন্তন।
গোফায় বসি হরিদাস করে সঙ্কীর্ত্তন॥
অলৌকিক রীতি এক শুন সর্ব্বজন।
বিশ্বাস করিয়া শুন ত্যজি তর্ক মন॥
একদা হরিদাস বসি করে সঙ্কীর্ত্তন।
গোফাদ্বারে নারী এক দিল দরশন॥
জ্যোৎস্নাবতী রজনী দশদিক সুনির্ম্মল।
রমণীর অঙ্গকান্তে করে ঝলমল॥
অপরূপ অঙ্গকান্তি করিয়া প্রকাশ।
দৈন্য স্তুতি করি কহে মৃদু মৃদু ভাষ॥
রূপ গুণবান তুমি ধার্ম্মিক সুজন।
মোরে অঙ্গীকার কর জানি দীনজন॥
দীনে দয়া করে সদা সাধুর স্বভাব।
এত বলি আপনে প্রকাশয়ে নানা ভাব॥
যাঁহার দর্শনে মুনিগণ ধৈর্য্য নাশে।
নির্ব্বিকার হরিদাস কহে মৃদু ভাষে॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞেতে মুই হয়েছি দীক্ষিত।
বিনা সমাপনে ধর্ম্মে নহেক বিহিত॥
যতক্ষণে হবে মোর দীক্ষার বিশ্রাম।
তারপর পুরাইব তব মনস্কাম॥
বসিয়া করহ এবে কীর্ত্তন শ্রবণ।
এত বলি হরিদাস করে সঙ্কীর্ত্তন॥

তুলসী নকস্করি তারে দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন শ্রবণ করে মায়া প্রকাশিয়া॥
প্রাতঃকাল হেরি নারী উঠিয়া চলিল।
এইমত তিনদিন তথায় আসিল॥
নিশি অবসানে তবে বলিলা বচন।
তিনদিন আশ্বাসিয়া করিলে বঞ্চন॥
হরিদাস কহে মুই কি করিতে পারি।
নিয়ম করিয়াছি তাহা ছাড়িবারে নারি॥
নারী কহে মিষ্টস্বরে করি নমস্কার।
মায়া মুই পরীক্ষা করিল তোমারে॥
ব্রহ্মাদি দেব যত সকলে মোহিল।
কেবলি তোমারে মুই মোহিতে নারিল॥
তোমার দর্শন আর কীর্ত্তন শ্রবণে।
কৃষ্ণ ভজিবারে লোভ হৈল মোর মনে॥
পূর্ব্বে শিবস্থানে লইয়াছি রাম নাম।
এবে কৃপা করি তুমি দেহ কৃষ্ণনাম॥
তারকব্রহ্ম রাম নাম মুক্তির কারন।
পারক কৃষ্ণনামে জীব পায় প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের প্রেমের পাথারে।
আমারে ভাসাও তুমি এবে কৃপা করে॥
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
মায়া উপদেশ পাই করিল গমন॥
এমত ঠাকুর হরিদাসের মহিমা।
মায়া যাঁর দাসী হৈল দেখিয়া মহিমা॥
হেনমতে ফুলিয়ায় রহে গঙ্গাতীরে।
সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত সদা রহে প্রেমভরে॥
উচ্চ করি সঙ্কীর্ত্তন করে অনুক্ষণ।
সুরধনী তীরে তীরে করয়ে ভ্রমণ॥
নিত্য গঙ্গাস্নান করে হোয়ে প্রেমমন।
হুঙ্কার গর্জ্জন করি করয়ে ভ্রমণ॥

সদা তাঁর দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
প্রেমেতে পূর্ণিত কায় গদগদাশ্রু ধার॥
কোথায় আছয়ে তাঁর নাহি কোন স্মৃতি।
গৌর পাদপদ্ম বিনা নহে অন্য মতি॥
যাহার মার্জ্জন বাঞ্ছে গঙ্গা অনুক্ষণ।
ধন্য ধন্য হরিদাস পতিত পাবন॥
হরিদাসের মহিমা এক করহ শ্রবণ।
যাহার শ্রবণে ঘুচে অবিদ্যা বন্ধন॥
হরিদাস সদা করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিয়া যবনগণের জ্বলে প্রাণমন॥
মূলুক পতিরে গিয়া কৈল নিবেদন।
যবন হয়া হরিদাস করে সঙ্কীর্ত্তন॥
তবেত মুলুকপতি লোক পাঠাইয়া।
তাহারে রাখিল আনি বন্দিশালে লয়া।
বন্দিশালাতে রহে যতেক বন্দিগণ।
হরিদাস দরশনে করয়ে স্তবন॥
হরিদাসের আশীর্ব্বাদে দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচিল।
কৃষ্ণপ্রেম মাঝে সবে ভাসিতে লাগিল॥
তাঁর আশীর্ব্বাদে সবার ঘুচিল বন্ধন।
গৃহে গিয়া কৃষ্ণ ভজে প্রেমাকুল মন॥
মুলুকপতি পাশে তবে হরিদাস গেল।
মিষ্ট ভাষে মুলুকপতি কহিতে লাগিল॥
বহুভাগ্যে যবনকুলে লভেছ জনম।
তাহা লজ্ঘি কেন কর এমত করম॥
হিন্দুরে দেখিয়া মোরা ভাত নাহি খাই।
পরকালে নিস্তারের উপায় তব নাই॥
অহো বিষ্ণু মায়া বলি হাসি হরিদাস।
মুলুকপতিরে কহে সুমধুর ভাষ॥
কোরাণ পুরাণে কহে এমত বচন।
কেবল নামমাত্র ভেদ হিন্দু যবন॥

পরমার্থে একবস্তু রহি সর্ব্বস্থান।
আপন ইচ্ছায় কর্ম করিয়ে বিধান॥
যাহারে করায় যাহা সেই তাহা করে।
তাহার ইচ্ছায় মোর কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥
এতেক কহিনু যত শাস্ত্রের বচন।
বুঝি শাস্তি কর মোরে যাহা লয় মন॥
তাঁর বাক্যে যবনের মন ফিরি গেল।
তাহা দেখি কাজী এক বলিতে লাগিল॥
ইহারে ছাড়িয়া দিলে বিপত্তি ঘটিবে।
উহার সহিত যবন কুলভ্রষ্ট হবে॥
এত শুনি মুলুকপতি বলিল বচন।
নিজ শাস্ত্রমত চল নহে অন্য মন॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় মুই করি কৃষ্ণনাম।
খণ্ড খণ্ড করিলেও না ছাড়িব নাম॥
এতেক কহিল যদি ঠাকুর হরিদাস।
মহাক্রোধে কাজীগণ কহে কটুভাষ॥
কাজীগণ কহে তবে দেহ শাস্তিদান।
বাইশ বাজারে মারি লহ ইহার প্রাণ॥
মুলুকপতি আদেশে ধরিল দুষ্টগণ।
মারয়ে নির্জ্জিব করি হয়া ক্রোধ মন॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি সহে হরিদাস।
হেরি ত্রাসে দুষ্টগণ কহে তার পাশ॥
বাইশ বাজারে মারি রহিল তব প্রাণ।
কাজী স্থানে না রহিবে মোদের ধনপ্রাণ॥
তাঁদের দুঃখ নিবারিতে ধ্যানস্থ হইল।
মৃত বলি সভামাঝে আনিয়া ফেলিল॥
মুলুকপতি কহে এবে করহ বিধান।
কাজী কহে, এই দেহ গাঙ্গে কর দান।
মাটি দিলে পরকালে পাইবে নিস্তার।
গাঙ্গে ফেলি দিলে কভু না হবে উদ্ধার॥

গাঙ্গে ফেলিবারে তবে করিল যতন।
উঠাতে নারিল যত মহামল্লগণ॥
বিশ্বম্ভর প্রবেশিল তাহার শরীরে।
তুলিবার শক্তি কার নাড়িবারে নারে॥
নাহিক বাহ্যিক স্মৃতি প্রেমেতে মগন।
গৌর পাদপদ্ম হেরি জুড়ায় নয়ন॥
তুলিতে নারিল যবে চিন্তে মনে মন।
পীর জ্ঞানে স্তুতি করে যত সভাজন॥
কিছুক্ষণ পরে তার বাহ্য স্মৃতি হৈল।
স্তুতি করি মুলুকপতি কহিতে লাগিল॥
অপরাধ ক্ষমা কর হইয়া সদয়।
নির্ব্বিবাদে রহ তুমি যথা মন লয়॥
হেনমতে যবনগণেরে কৃপা করি।
ফুলিয়ায় রহিলেন সদা কৃষ্ণ স্মরি॥
তথায় বসয়ে যত কুলীন ব্রাহ্মণ।
হরিদাসের গুণমুগ্ধ হয় সর্ব্বজন॥
তবে আসি তারা সবে বলয়ে বচন।
দুষ্ট যবনে তোমা বহু দিল নির্য্যাতন॥
তদুত্তরে হরিদাস বলেন বচন।
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা বহু করিল শ্রবণ॥
সেই অপরাধে মুই পাইল যাতনা।
অল্প শাস্তি দিল মোরে করিয়া করুণা॥
সাধুর স্বভাব পরদোষ নাহি দেখে।
আপনারে দোষী মানী পরগুণ দেখে॥
জয় জয় হরিদাস করুণা সাগর।
জীব দুঃখ দেখি যার কান্দয়ে অন্তর॥
জীবের মঙ্গল সদা করয়ে চিন্তন।
পাষণ্ড পতিত কত করিল তারণ॥
যবনগণ তারে যবে করয়ে প্রহার।
তখনও চিন্তয়ে মঙ্গল সবাকার॥

নামানন্দে হরিদাস করয়ে যাপন।
চারিদিকে শোভে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
গোফার মাঝারে রহে এক বিষধর।
যাহার প্রভাবে সর্ব্বদিক জর জর॥
হরিদাস দর্শনে আসে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সহিতে না পারি সবে উৎকণ্ঠিত মন॥
গোফার তলায় সর্প কহে বৈদ্যগণ।
স্থান ত্যজিতে হরিদাসে বলে সর্ব্বজন॥
হরিদাস কহে হেথা আছি বহুদিন।
কোন জ্বালা নাহি মোর সুখে যায় দিন॥
যদ্যপিও তোমাদের কোন দুঃখ হয়।
কল্য প্রভাতে এ স্থান ছাড়িব নিশ্চয়॥
কোন মহাশয় যদি রহে এই স্থান।
কল্য প্রাতে তিঁহো যদি না যায় অন্যস্থান॥
অবশ্যই কল্য মুই ছাড়িয়া চলিব।
তোমা সবা সঙ্গে লয়া কীর্ত্তন করিব॥
হরিদাস ঠাকুর যবে এমত করিল।
সেই ক্ষণে সর্প স্থান ত্যজিয়া চলিল॥
দেখি বিপ্রগণ সবে আচার্য্য মানিল।
হরিদাস প্রভাব হেরি মোহিত হইল॥
এমত হরিদাসের অনন্ত মহিমা।
সহস্র বদন যার নাহি পায় সীমা॥
আর এক শুন ভাই অপূর্ব ঘটন।
যাহার শ্রবণে মিলে গৌর প্রেমধন॥
একদিন এক বড়লোকের মন্দিরে।
সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বাদ্য সহকারে॥
মন্ত্রবলে মনুষ্য দেহেতে প্রবেশিয়া।
নাগরাজ নৃত্য করে কৌতুহল হয়া॥
দৈবে হরিদাস তথা কৈল আগমন।
এক পাশে রহি নৃত্য করে দরশন॥

কালীদহ লীলানাট্য হেরিল যখন।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হই পড়িল তখন॥
ক্ষণেকে চেতন হয় ক্ষণে অচেতন।
হেরি জোড়হস্তে ডঙ্ক রহিল তখন॥
হরিদাসে বেড়ি সবে করয়ে কীর্ত্তন।
হরিদাসের পদধূলি লয় সর্ব্বজন॥
হরিদাসের ভাবাবেগ যবে ক্ষান্ত হৈল।
তবে ডঙ্করাজ নৃত্য করিতে লাগিল॥
হরিদাসের স্তুতি করয়ে সর্ব্বজন।
হেরি ঢঙ্গ করি নাচে বিপ্র একজন॥
প্রেমভাণ করি তথা আছাড় পাড়িল।
প্রেমের বৈভব বলি সকলে বুঝিল॥
তার ভাণ হেরি ডঙ্করাজ ক্রোধমন।
বেত্র হস্তে প্রহার করয়ে ঘন ঘন॥
বেত্রের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জরিত হৈল।
'বাপ বাপ' বলি ত্রাসে পলাইয়া গেল॥
নিজ সুখে ডঙ্করাজ করয়ে নর্ত্তন।
বিস্ময় মানিয়া সবে জিজ্ঞাসে তখন॥
হরিদাসে জোড়হস্তে করিলা স্তবন।
এই বিপ্রে তবে কেন দিলা নির্য্যাতন॥
ডঙ্কমুখে নাগরাজ বলিলা বচন।
হরিদাস সমবিপ্র জানায় আপন॥
নানামতে হরিদাসের মহিমা কহিল।
শুনিয়া সকল লোকে আশ্চর্য্য মানিল॥
ধন্য ধন্য হরিদাস ঠাকুর মহাশয়।
যাঁহার স্মরণে সর্ববন্ধ হয় ক্ষয়॥
আপনি নাগরাজ যার করিলা স্তবন।
তাঁহার স্মরণে পাই গৌর প্রেমধন।
হেনমতে প্রেমরঙ্গে রহে হরিদাস।
আসিয়াও গৌরচন্দ্র না হইল প্রকাশ॥

পাষণ্ডীর দুর্গতি করিয়া দরশন।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করি করয়ে ভ্রমণ ॥
হরিণদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
ক্রোধে হরিদাস প্রতি বলিল বচন ॥
মনে মনে জপিবারে শাস্ত্রের বচন।
উচ্চৈঃস্বরে কর নাম কহ কি কারণ ॥
হরিদাস কহে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ শাস্ত্রে নাহি দেখি গুণ যে বর্ণয় ॥

তথাহি—শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্যং।

জপতো হরিনামাণি স্থানে শতগুণাধিক্য।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন শ্রোতৃণ পুণাতি চ ॥
হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে গায় যেইজন।
জপকারী হইতেও শ্রেষ্ঠ সেইজন ॥
জপকারী আপনারে করয়ে শোধন।
কীর্ত্তনকারী শ্রোতৃবৃন্দে করয়ে তারণ ॥
বৃক্ষ গুল্ম লতা বাক্য বলিবারে নারে।
শ্রবণে শুনিয়া তারা শোধে আপনারে ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি যতদূর করয়ে গমন।
ততদূর পবিত্র হয় শাস্ত্রের বচন ॥
এই ব্যাখ্যা শুনি সেই ব্রাহ্মণ দুর্জন।
বলিলেন তারে বহু কর্কশ বচন ॥
এই ব্যাখ্যা যদি শাস্ত্র মত নাহি হয়।
সবা মাঝে নাক তব কাটিব নিশ্চয় ॥
এত শুনি হরিদাস উঠিয়া চলিল।
বসন্তেতে বিপ্র নাক খসিয়া পড়িল ॥
মহৎ অপরাধে কারো নাহিক নিস্তার।
জন্মে জন্মে ভুজে সদা দুর্গতি অপার ॥
কৃষ্ণনাম গানে সদা মত্ত হরিদাস।
সীতানাথ সহ সদা করয়ে নিবাস ॥

শ্রীবাস ভবনে প্রভু আপনা প্রকাশিল।
কৃপা করি হরিদাসে স্বরূপ দেখাইল ॥
আপন প্রভুরে তবে করি দরশন।
প্রেমাবেশে হরিদাস করয়ে ক্রন্দন ॥
হরিদাস গুণ প্রভু কহে ভক্ত মাঝে।
যাঁর লাগি ত্বরায় আইল ধরামাঝে ॥
বাইশ বাজারে যবে মারয়ে যবন।
সহিতে নারিয়া চক্র ছাড়িল তখন ॥
মার খেয়ে হরিদাস মঙ্গল কাম্য করে।
তার বোলে চক্র ফিরি গেল মোর করে ॥
তবেই উপায় আমি করিয়া চিন্তন।
তাঁর পৃষ্ঠোপরি গিয়া পড়িল তখন ॥
প্রভু পৃষ্ঠে সেই দাগ দেখে ভক্তগণ।
হরিদাস হেরি তাহা ব্যাকুলিত মন ॥
হরিদাসে প্রভু কৃপা না যায় বর্ণন।
প্রভু প্রিয় হরিদাস বলে সর্ব্বজন ॥
সন্ন্যাসেতে চলিলেন শ্রীশচীনন্দন।
বার্ত্তা শুনি হরিদাসের ঝুরে দুনয়ন ॥
রাঢ়দেশ ভ্রমি প্রভু শান্তিপুরে এল।
সেকালে হরিদাস প্রভুরে মিলিল ॥
সন্ন্যাস বেশ হেরি হরিদাস দুঃখমন ॥
শুনিল নীলাদ্রি প্রভু করিবে গমন ॥
বিদায়কালে হরিদাস করে নিবেদন।
আমি ভাগ্যহীন তোমা না পাব দর্শন ॥
শকতি নাহিক মোর নীলাদ্রি গমনে।
পাপীষ্ঠ জীবন মুই ধরিব কেমনে।
প্রভু কহে, দৈন্য তুমি কর সম্বরণ।
তোমার ক্রন্দনে ব্যাকুলিত মোর মন ॥
ক্ষেত্রেতে যাইয়া আমি উপায় করিব।
তোমা লাগি জগন্নাথ পাশে নিবেদিব ॥

পুরুষোত্তমে লয়া তোমা সমীপে রাখিব।
তোমাসঙ্গ হীন মুই রহিতে নারিব॥
তোমার প্রেমের বশ মোর তনুমন।
অবশ্য তোমার বাঞ্ছা হইবে পূরণ॥
এক কহি গৌরচন্দ্র নীলাদ্রি চলিল।
আশা পথে হরিদাস হেথায় রহিল॥
জগন্নাথে গিয়া প্রভু দক্ষিণে চলিল।
তথা হৈতে ফিরি ক্ষেত্রে আসি বাস কৈল॥
সেকালে মিলনে চলে বৈষ্ণবের গণ।
হরিদাস সবা সঙ্গে করিল গমন॥
ভক্তগণ গিয়া সবে প্রভুকে মিলিল।
হরিদাসে না হেরিয়া প্রভু জিজ্ঞাসিল॥
হরিদাস মিলনস্থানে না কৈল গমন।
দূর হৈতে প্রভু হেরি করিল প্রণাম॥
দণ্ডবৎ হয়া রাজপথ প্রান্তে রৈল।
আজ্ঞা পায়া ভক্ত সব আনিতে চলিল॥
গিয়া কহে হরিদাস করহ গমন।
তোমার মিলনে প্রভু উৎকণ্ঠিত মন॥
তেঁহ কহে মুই অতি নীচজাতি ছার।
মন্দির সমীপে যেতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে পাই যদি একস্থান।
একালে রহিয়া কাল করিব যাপন॥
জগন্নাথ সেবক পথে সদা গতাগতি।
স্পর্শ হইলে মোর হবে অধঃগতি॥
এত শুনি ভক্ত সব প্রভুকে কহিল।
শুনি শচীসুত চিত্তে মহাসুখী হৈল॥
তবে ভক্তগণে প্রভু বাসা পাঠাইল।
হরিদাসে মিলিবারে সাগ্রহে চলিল॥
হরিদাস প্রেমে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিজ প্রাণনাথে হেরি বন্দিল চরণ॥
সেকালে হইল যাহা লীলার ঘটন।
কবিরাজ গোস্বামী বাক্য শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যে ১১ পরিঃ

প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হৈয়া।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া॥
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্য গুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞতপ দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥
এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে তারে দিল বাসাস্থানে।
এই স্থানে রহি কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥
হেনমতে হরিদাসে প্রভু কৃপা কৈল।
স্বমুখে মহিমা গাহি লোকে জানাইল॥
ক্ষেত্র মাঝে হরিদাস রহে সুখমন।
নিত্য প্রভু আসি তারে দেন দরশন॥
জগন্নাথ হেরি প্রভু করে আগমন।
গোবিন্দ দ্বারে প্রসাদান্ন করয়ে প্রেরণ॥
নিরন্তর হরিদাস বসি জপে নাম।
জগন্নাথ চক্র দেখি করয়ে প্রণাম॥

হেনমতে হরিদাস করয়ে যাপন।
হরিদাসের প্রেমনিষ্ঠা অপূর্ব্ব কথন ॥
বার্দ্ধক্যেতে হরিদাস উঠিবারে নারে।
শয়নেতে তিনলক্ষ নাম জপ করে ॥
গোবিন্দ প্রসাদ আনে না করে গ্রহণ।
এক রঞ্চু লয়া করে মর্য্যাদা রক্ষণ ॥
শুনি প্রভু হরিদাসে বলেন বচন।
প্রসাদ গ্রহণ নাহি কর কি কারণ ॥
এবে তোমা কিবা দুঃখ কহত বচন।
হরিদাস কহে সংখ্যা না হয় পূরণ ॥
প্রভু বলে, বৃদ্ধ হৈলে সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ দেহে সাধনেতে কেন যত্ন কর ॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি কোটি তীর্থ স্নান।
নামের মহিমা গাহি জীব কৈলে ত্রাণ ॥
হরিদাস কহে মুই অধম পামর।
এক নিবেদন শুন করুণাসাগর ॥
অপ্রকট হৈবে তুমি লয় মোর মন।
সেই দৃশ্য সহিবারে নারিব কখন ॥
অতএব প্রভু মোর এই নিবেদন।
মিনতি করিয়া কহি না কর হেলন ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ডে ১১ পরিঃ

'হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন।
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ।'

এতেক হরিদাস যদি বলিল বচন।
শেলসম প্রভুহৃদে বাজিল তখন ॥
প্রভু কহে, তোমা ছাড়ি রহিব কেমন।
তব বাঞ্ছা অবশ্য কৃষ্ণ করিবে পূরণ।
হরিদাস কহে প্রভু না করিহ মায়া।
দাস বাঞ্ছা পূর্ণ কর না ছাড়হ দয়া ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীগৌরসুন্দর।
আর দিনে আসিলেন তাহার গোচর ॥
সপার্ষদে তারে ঘিরি করে সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস সম্মুখে প্রভু বসিলা তখন ॥
সজল নয়নে হেরি প্রভুর বদন।
হরিদাস হৃদে ধরে প্রভুর চরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলে বারে বার।
প্রভুর মাধুরী হেরে নেত্রে অশ্রুধার ॥
প্রভুর মধুর নাম করি উচ্চারণ।
ভীষ্ম সম ইচ্ছা বসে ত্যজিল জীবন ॥
তাঁহার শ্রীঅঙ্গ প্রভু কোলেতে করিয়া।
ভক্তগণ সঙ্গে নাচে প্রেমাবীষ্ট হয়া ॥
বিমানে চড়ায়ে তবে সমুদ্রে লয়া গেল।
আপনি শ্রীহস্তে তাঁর অঙ্গে বালু দিল ॥
হরিদাসে সমুদ্রেতে স্নান করাইল।
ভক্তগণ সবে তার পাদোদক নিল ॥
প্রভু কহে সমুদ্র আজি মহাতীর্থ হইল।
নর্ত্তন কীর্ত্তন করি প্রদক্ষিণ কৈল ॥
তাঁর উৎসবে প্রভু আপনে ভিক্ষা কৈল।
স্বহস্তে বৈষ্ণবগণে প্রসাদ বাটি দিল ॥
আপনে সবারে মাল্য চন্দন পরাইল।
প্রেমাবীষ্ট হয়া প্রভু বলিতে লাগিল ॥
হরিদাসের উৎসব দেখিল যেজন।
সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য কৈল বালুকা অর্পণ ॥
মহোৎসবে আসি যেবা করিল ভোজন।
অচিরাতে পাবে সেই কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
মেদিনীর রত্নশূন্য হরিদাস বিনে।
তাঁর গুণ গাহি প্রভু নাচেন আপনে ॥

হরিদাসে কৃপা কৈল প্রভু গৌরহরি।
হেরিয়া ভকতগণ বলে হরি হরি॥
অচিন্ত্য অগম্য হরিদাসের মহিমা।
আপনে কহিল প্রভু করিয়া গরিমা॥
দীনহীন পাবক ঠাকুর হরিদাস।
যাহার স্মরণে অজ্ঞান তমের বিনাশ॥
শুদ্ধাভক্তি হৃদয়েতে হয়ত উদয়।
জয় জয় হরিদাস কারুণ্য হৃদয়॥
পরম করুণাময় ঠাকুর হরিদাস।
কৃপা করি কর হৃদে নামের প্রকাশ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে দেহ ভক্তি দান।
কিশোরীরে কৃপা কর করি দাস জ্ঞান॥

—০—

শ্রীলোকনাথ প্রভু

জয় সর্ব্বজীবনাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় পদ্মাবতী সুত গুণের সাগর॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ॥
অদ্বৈতের কৃপাপাত্র প্রভু লোকনাথ।
নিতাই গৌরাঙ্গ যার হয় প্রাণনাথ॥
গৌরপ্রেম রসার্ণবে ভাসে অনুক্ষণ।
নিরবধি সেবে নিতাই গৌরাঙ্গ চরণ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৮৭ শ্লোকঃ—

"লোকনাথাখ্য গোস্বামী শ্রীলীলামঞ্জরী পুরা।"
লোকনাথ গোস্বামী হন শ্রীলীলা মঞ্জরী।
কবি কর্ণপুর ইহা কহেন বিচারী॥
মঞ্জুনালী বলি নরোত্তমের বর্ণন।
অনুভবে বুঝ ইহা যত গৌরগণ॥

তথাহি—ঠাকুর মহাশয় কৃত প্রার্থনায়—

"শ্রীরূপ মঞ্জরী তবে দোঁহ বাক্য শুনি।
মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
ব্রজগোপী ভাবে ভাবিত লোকনাথ মন।
আস্বাদয়ে গৌরপ্রেম করিয়া যতন॥
যশোহরে তালখড়ি নামে পুণ্যগ্রাম।
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী প্রেমানন্দ ধাম॥
তাঁর পত্নী সীতাদেবী ভক্তি স্বরূপিণী।
অদ্বৈতের কৃপাপাত্র সর্ব্বগুণমণি॥
তাঁর পুত্র প্রেমময় প্রভু লোকনাথ।
আস্বাদয়ে গৌরপ্রেম পিতামাতা সাথ॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী প্রেমানন্দ মন।
নদীয়ায় আসি করে গৌর দরশন॥
কভু দেশেতে রহে কভু নদীয়ায়।
গৌরপ্রেম আস্বাদয়ে আনন্দ হিয়ায়॥
পুত্রের প্রেম-আর্ত্তি হেরি সদা সুখ মন।
গৌর পাদপদ্মে তারে কৈল সমর্পণ॥
সদা ভক্তিপথে রহে লোকনাথ মন।
অল্পেতে করিল সব শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
কায়মনে সেবে পিতা-মাতার চরণ।
নিরন্তর আরাধয়ে গৌরাঙ্গ চরণ॥
একদা শ্রীলোকনাথ করি আগমন।
অদ্বৈতের চরণ বন্দি করে নিবেদন॥
পিতা মোর ভাগবত পড়িতে পাঠাইল।
শুনিয়া আচার্য্য ভাগবত পড়াইল॥
সটিক ভাগবত প্রেমে কৈল অধ্যয়ন।
শ্লোকার্থ শুনিতে তাঁর ঝুরে দুনয়ন॥

সবে কহে লোকনাথে কৃষ্ণ কৃপা হৈল।
তাহার মহিমা হেরি সকলে মোহিল॥
একদা আচার্য্যে তেঁহ জিজ্ঞাসে বচন।
কেমনে পাইব কহ কৃষ্ণ দরশন॥
আচার্য্য কহে কৃষ্ণমন্ত্র করিলে গ্রহণ।
অচিরাতে পাবে তুমি শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
শুনি মহানন্দে লোকনাথ নিবেদিল।
গঙ্গাগর্ভে শ্রীঅদ্বৈত তারে মন্ত্র দিল॥
মন্ত্র পেয়ে লোকনাথ ব্যাকুলিত মন।
আচার্য্য গৌরাঙ্গ করে কৈল সমর্পণ॥
কহিলেন লোকনাথে করাহ শিক্ষণ।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ তারে কৈল নিজ জন॥
আবাল্য লোকনাথের উদাসীন মন।
হেরি পিতা-মাতা সদা চিন্তাকুল মন॥
বিবাহ দিবার লাগি উদ্যোগ করিল।
সেইকালে লোকনাথ সংসার ছাড়িল॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—৭ম বিলাস।
"বিবাহ দিতে যত্ন করি সাধ হয় মনে।
পিতামাতার যত্ন দেখি বিচারয়ে মনে॥
মনে করে সংসার ছাড়ি কেমন প্রকারে।
বৈরাগ্যের চেষ্টা সব জন্মিল অন্তরে॥
নিরবধি স্মরণ করে চৈতন্য চরণ।
দেখিব যাইয়া এই উৎকণ্ঠিত মন॥
অগ্রহায়ণ মাসে শীতে করিয়া শয়ন।
হেনকালে বিচারয়ে নিজ মনে মন॥
ঘর ছাড়ি বাহিরায় অর্দ্ধরাত্রিকালে।
অষ্ট ক্রোশ চলি গেলা হইল সকালে॥"
হেনমতে গৃহ ত্যজি নবদ্বীপে এল।
প্রভুর সমীপে আসি চরণে পড়িল॥
ভক্ত পরিবৃত প্রভু আছেন বসিয়া।
সেকালেতে লোকনাথ উত্তরিল গিয়া॥
তাঁরে হেরি গৌরচন্দ্র যে ভাব প্রকাশিল।
নিত্যানন্দ দাস তাহা গ্রন্থেতে বর্ণিল॥

তথাহি—তত্রৈব—
হেনকালে প্রভু কোলে করিতেই চায়॥

অহে লোকনাথ তুমি মোরে পাসরিয়া।
কিরূপে বঞ্চিলে কাল কোন দেশে যাঞা॥
ইহা বলি কান্দে গৌর কোলে করি তাঁরে।
হেন বুঝি বিধি নিধি মিলাইল মোরে॥
অন্ধ হৈয়া আছি আমি সকল পাসরি।
লোকনাথ কান্দে প্রভুর পদযুগে ধরি॥
হাতে ধরি লোকনাথে বসাইল কাছে।
ক্ষণেকে নেহারে মুখ ক্ষণে ক্ষণে হাসে॥
হেনমতে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
পায়া নিজ প্রিয়জনে আনন্দ অন্তর।
পূর্ব্বভাব উদ্দীপনে করে সম্ভাষণ।
দোঁহে বুঝে দোঁহাকার চিত্তের মরম॥
লোকনাথ নদীয়াতে করি আগমন।
গৌরপদে সমর্পিল তনু-বুদ্ধি মন॥
প্রভু তাঁরে অনুগ্রহ করিল অপার।
আপন সমীপে রাখে আনন্দ অপার॥
গৌরাঙ্গ লোকনাথের হইল মিলন।
প্রভু মিলাইল তারে সহ নিজগণ॥
একদা লোকনাথে প্রভু বলেন বচন।
যে কারণে ধরা মাঝে নিজ আগমন॥
গোপন রহস্য রত সকলি কহিল।
বহুত প্রবোধি ব্রজে যেতে আজ্ঞা দিল॥

সন্ন্যাসেতে চলিবেন প্রভু গৌরহরি।
লোকনাথে পাঠাইল শীঘ্র ব্রজপুরী॥
দুই চারি দিবসে প্রভু করিবে সন্ন্যাস।
লোকনাথ জানিলেন গৌরাঙ্গের আশ॥
সাধনতত্ত্ব কহি প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
লোকনাথে আজ্ঞা দিয়া ব্রজে পাঠাইল॥
যদ্যপি গৌরাঙ্গ সঙ্গ বাঞ্ছে সদা মন।
তথাপি প্রভু আজ্ঞা বসে করিল গমন॥
বিরহে ব্যাকুল পথে চলে লোকনাথ।
ভূগর্ভ গোঁসাই মাত্র রহে তাঁর সাথ॥
সেকালে দস্যু ভয়ে পথে দুষ্কর গমন।
প্রভুর আজ্ঞায় দোঁহে করয়ে গমন॥
অবিরত ধারা বহে যুগল নয়নে।
ধৈরয ধরিতে নারে করয়ে ক্রন্দনে॥
কতদূর গিয়া যবে করিল শ্রবণ।
গৌরচন্দ্র করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেল।
শুনি প্রভু লোকনাথ বিহ্বল হইল॥
কেশ অদর্শন শুনি করয়ে ক্রন্দন।
মৃতপ্রায় হয়া ব্রজে করিল গমন॥
তাজপুর পথে চলে গৌরাঙ্গ স্মরিয়া।
পুরণিয়া গ্রামে এল প্রেমযুক্ত হয়া॥
তথা হৈতে অযোধ্যা হয়া লক্ষ্ণৌ আসিল।
তেইশ দিবসে দোঁহে আগরা পৌঁছিল॥
তথা হৈতে দ্বিতীয় দিবসান্তে গোকুলে আসিল।
কৃষ্ণ জন্মভূমি হেরি প্রেমে মূর্চ্ছা গেল॥
চিন্ময় বৃন্দাবন করিয়া দরশন।
পূর্ব্ব ভাব হৃদি মাঝে হৈল জাগরণ॥
প্রেমাবেশে বৃন্দাবনে করয়ে ভ্রমণ।
পূর্ব্ব লীলাস্থলী হেরে পুলকে মগন॥
পূর্ব্বভাব অনুরাগে করয়ে ভ্রমণ
সহসা শুনয়ে গৌর দক্ষিণ গমন॥
দক্ষিণেতে চলিলেন উদ্বিগ্ন অন্তরে।
শুনিলেন প্রভু গেল নীলাচল পুরে॥
কতদূর গিয়া পুনঃ চলে ব্রজপুরে।
গৌর নাম প্রেমে সদা দুটি আঁখি ঝুরে॥
গৌড় হতে ক্ষেত্রে যবে করিল গমন।
পুনঃ শুনিলেন প্রভু গেল বৃন্দাবন॥
তথা হৈতে ব্রজে আসি করিল শ্রবণ।
প্রয়াগেতে চলিলেন শ্রীশচীনন্দন॥
শুনিয়া অন্তরেতে দুঃখী হৈল লোকনাথ।
চিন্তিলেন হেরিবারে নিজ প্রাণনাথ॥
প্রাতে উঠি প্রয়াগেতে করিবে গমন।
প্রভু গুণ স্মরি প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥
রাত্রি শেষে নিদ্রাযোগে প্রভু গৌরহরি।
স্বপ্নছলে লোকনাথে করে কৃপা করি॥
অপূর্ব্ব মূরতি ধরি দিল দরশন।
কহে তোমাদের সহ মুই অনুক্ষণ॥
পরম অদ্ভুত মোর নদীয়া বিহার।
ব্রহ্মাদি দেব যাহা নাহি পায় পার॥
এত কহি আলিঙ্গিতে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুনঃ নিদ্রাযোগে আসি দরশন দিল॥
কহে লোকনাথ কেন দুঃখ ভাব মন।
সম্মুখে এসেছি এবে কর দরশন॥
মোর দরশন লাগি বহু দুঃখ পেলে।
প্রাতে প্রয়াগেতে যাবে অন্তরে চিন্তিলে॥
তোমা সহ ব্রজধামে করিবারে বাস।
তোমারে পাঠায়া মুই করিল সন্ন্যাস॥
সাধ না মিটিল মোর এহি নীলাচলে।
মুই দক্ষিণেতে গেলে তুমি সে চলিলে॥

পুনঃ যবে মুই করিল গমন।
দৈবে তোমা সহ নাহি হৈল দরশন ॥
দুঃখ না ভাবিহ মনে ধরহ বচন।
তোমার সহিত মুই রহি অনুক্ষণ ॥
ব্রজ ছাড়ি কোথা তুমি না কর গমন।
কতদিনে আসিবে হেথা রূপ সনাতন ॥
তাদের দ্বারে মনবৃত্তি করিব জ্ঞাপন।
সবাসহ প্রেমানন্দে হইবে মগন ॥
তোমার বাসনা যত হইবে পূরণ।
আসি এক শিষ্য হবে নৃপতি নন্দন ॥
নরোত্তম নাম তার প্রেমানন্দ মন।
নাশিবে কলুষ যত রচিয়া কীর্ত্তন ॥
এত কহি লোকনাথে কৈল আলিঙ্গন।
লোকনাথ বন্দিলেন প্রভুর চরণ ॥
প্রভু অন্তর্দ্ধানে তার নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
গৌরাঙ্গের গুণ স্মরি কান্দিতে লাগিল ॥
প্রাতে প্রাতঃকৃত্য করি নিভৃতে বসিল।
ব্রজবাসী অনুরোধে ফলাদি ভক্ষিল ॥
বৃক্ষতলে বসি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমাবেশে ব্রজধাম করয়ে ভ্রমণ ॥
কতদিনে গেল যত গৌরাঙ্গের গণ।
সবাসহ প্রেমানন্দে হইল মগন ॥
সুবুদ্ধি মিশ্র আর রূপ সনাতন।
গোপাল ভট্ট রঘুনাথ আদি যতগণ ॥
সবাসহ গৌরগুণ করে আলাপন।
আস্বাদয়ে গৌরপ্রেম করিয়া যতন ॥
পরম বৈরাগ্যভাবে রহে অনুক্ষণ।
গোঁসাইর মহিমা হয় অপূর্ব্ব কথন ॥
কবিরাজ গোস্বামী যবে গ্রন্থ বিরচিল।
লোকনাথ স্থানে আসি আজ্ঞা মাগি নিল।

আজ্ঞা দিয়া কহিলেন মধুর বচন।
আমার প্রসঙ্গ নাহি করহ বর্ণন ॥
দিবানিশি প্রেমানন্দে রহয়ে মগন।
শ্রীরাধা বিনোদ যার অন্তরের ধন ॥
বিগ্রহ সেবনে যবে হৈল অভিলাষ।
তাঁর ভক্তিবশে প্রভু এল তাঁর পাশ ॥
ছত্রবনে উমরাও গ্রামেতে আসিল।
কতদিন কিশোরীকুণ্ডে নির্জ্জনে রহিল ॥
তথা ব্রাহ্মণের বেশে বিগ্রহ লইয়া।
তাঁর পাশে আসিলেন রঙ্গ প্রকাশিয়া ॥
বিগ্রহ অর্পণ করি করিল গমন।
হেরিতে নারিল প্রেমে দিল কোনজন ॥
শ্রীরাধা বিনোদ নাম কহি সমর্পিল।
অদর্শনে লোকনাথ ব্যাকুল হইল ॥
এসব বারতা যবে করিল চিন্তন।
আপনে বিগ্রহ তবে বলেন বচন ॥
বনমাঝে ছিলাম আমি উমরাও গ্রামে।
উৎকণ্ঠা হেরিয়া তব আইল আপনে ॥
শীঘ্র করি কিছু মোরে কর ভক্ষ্য দান।
শুনি লোকনাথ প্রেমে হইল অজ্ঞান ॥
তবে শীঘ্র পাক করি করাল ভোজন।
পুষ্প শয্যা রচি সুখে করাল শয়ন ॥
পল্লবে বাতাস করে পাদ সম্বাহন।
রূপ মাধুর্য্যামৃত পানে হইল মগন ॥
শীঘ্র এক ঝোলা করি তাহাতে রাখিল।
কণ্ঠমালা রূপে সদা বক্ষেতে ধরিল ॥
কুটীর নাহিক করে বৃক্ষমূলে রয়।
দিবানিশি সেবানন্দে সুখে বিলসয় ॥
কতদিন রহি তথা এল বৃন্দাবন।
রূপ সনাতন সঙ্গে প্রেমেতে মগন ॥

কায়মনে করে সদা গোবিন্দ সেবন।
অনুরাগবল্লী বাক্য শুন সুধীজন॥

তথাহি—শ্রীঅনুঃ বঃ ৪র্থ মঞ্জরী—

শ্রীলোকনাথ গোসাঞি যবে আইলা বৃন্দাবন।
আসিয়া দর্শন কৈল রূপ সনাতন॥
দেখিতে দোঁহারে মাত্র প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সেবা করিবারে কহে আগ্রহ করিয়া॥
অতি উপরোধ জানি কথোদিন পরে।
ভাবাবেশে গরগর সদাই অন্তরে॥
সেবা করিবারে নারে বিনয় করিয়া।
শ্রীরাধা রমনের উত্তরে স্থান পাইয়া॥
শ্রীমদন গোপালের সেই স্থান হয়।
তথা একান্ত জানিয়া রহিলা মহাশয়॥
তিন দেবালয় হৈতে রসোয়া পূজারী।
প্রসাদ আনিয়া দেন সে আহার করি॥
শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গেতে অনীশ।
রাধাকৃষ্ণ লীলাস্বাদে পরম হরিষ॥
কতদিনে নরোত্তম কৈল আগমন।
প্রভু আজ্ঞা স্মরি কৈল কৃপা সমর্পণ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য যবে ব্রজধামে গেল।
লোকনাথ সহ প্রেমে মিলন হইল॥
প্রিয়শিষ্য নরোত্তমে তাঁর করে দিল।
ভক্তিশাস্ত্র প্রচারিতে গৌড়ে পাঠাইল॥
গৌরাঙ্গ বিরহানলে দগ্ধ প্রাণমন।
গৌরাঙ্গের গুণ স্মরি কান্দে অনুক্ষণ॥
শ্রীরাধা বিনোদে প্রেমে করয়ে সেবন।
তাঁহার সেবায় বশ প্রভু সর্ব্বক্ষণ॥
জয় জয় লোকনাথ গৌর প্রেমধাম।
গৌরপ্রিয় পাত্র বলি খ্যাত তব নাম॥
গৌর প্রেমময় মূর্ত্তি বৈরাগ্য প্রধান।
যাঁর গুণ শুনি জীব পায় পরিত্রাণ॥
শ্রীরাধা বিনোদ যাঁর হয় প্রাণধন।
সেই প্রভু লোকনাথ পতিত পাবন॥
ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় প্রভু লোকনাথ।
নিজগুণে কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
গৌরপ্রেম রসার্ণবে ভাসাও আমারে।
গৌরপ্রেম সেবা দিয়া দাস কর মোরে॥
দাসানুদাস করি কর অঙ্গীকার।
তুমি বিনা কিশোরীর কেহ নাহি আর॥

শ্রীঈশান নাগর

জয় অগতির গতি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় প্রেমদানকারী নিতাই গুণধর॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর অনুচর॥
বিশ্ব পাবনকারী শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।
সেবক ঈশান তাঁর সর্ব্বগুণ বর্য্য॥
আচার্য্যের জন্মভূমি শ্রীলাউড় ধাম।
সেই দেশে আবির্ভূত ঈশান মতিমান॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলে জনম লভিল।
পঞ্চম বৎসরে পিতৃ বিয়োগ ঘটিল॥
গৃহদ্রব্য বেচি মাতা কৈল পিতৃকার্য্য।
হইয়া অনন্তোপায় চিত্তে কৈল ধার্য্য॥
এহেন বিপদে মোরে কে করিবে রক্ষা।
বিধাতা করিল মোরে দারুণ পরীক্ষা॥
অদ্বৈত আচার্য্য হন দয়াল ঠাকুর।
সর্ব্ব বঙ্গদেশে তাঁর মহিমা প্রচুর॥
অদ্বৈতের পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দেশ ত্যজি শান্তিপুরে কৈল আগমন॥

অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
তাঁর বিদ্যারম্ভ দিনে সর্ব্বত্র আনন্দ॥
সেদিনে আচার্য্য গৃহে করি আগমন।
আচার্য্যের পাদপদ্মে লইল স্মরণ॥
দয়াময় শ্রীঅদ্বৈত বহু কৃপা কৈল।
পুত্রসহ স্বগৃহেতে যতনে রাখিল॥
কৃষ্ণমন্ত্র সযতনে করিল অর্পণ।
হরিনাম পাইলেন ঈশান তখন॥
আজ্ঞাবহ হয়া রহে আচার্য্য ভবনে।
সীতামাতা ঈশানেরে করয়ে পালনে॥
নিজপুত্র সম সদা করয়ে যতন।
ঈশানের ভাগ্যপথ হৈল প্রদর্শন॥
ঈশানের মাতার হয় মহিমা অপার।
স্বয়ং অদ্বৈত যাহা কহিলা বার বার॥
ঈশানের মাতা হয় মহাপুণ্যবতী।
পরকালে হৈবে তাঁর বৈকুণ্ঠে বসতি॥
হেনমতে ঈশান পাইল অদ্বৈত চরণ।
সেবিয়া অদ্বৈত পদ আনন্দে মগন॥
অদ্বৈত প্রসাদে পাইল গৌরাঙ্গ চরণ।
সেবিয়া গৌরাঙ্গ পদ সধন্য জীবন॥
গৌরাঙ্গ ভোজন লাগি সীতা ঠাকুরাণী।
ভাল ভাল দ্রব্য লয়া চলেন আপনি॥
নীলাচল ধামে গেল আচার্য্য সহিতে।
সেবকরূপে রহিলেন ঈশান সঙ্গেতে॥
একদা আচার্য্যে কহে সীতা ঠাকুরাণী।
একলে ভুঞ্জয়ে যদি গৌরাঙ্গ আপনি॥
তবেত পূরয়ে মোর মন অভিলাষ।
দৈবে গৌরাঙ্গ আসি পূরায় তাঁর আশ॥
সন্ধ্যাকালে ঝড়বৃষ্টি প্রচণ্ড হইল।
গৃহের বাহির হোতে কেহ না পারিল।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীগৌরসুন্দর।
একলে চলয়ে তবে আনন্দ অন্তর॥
নিজ প্রাণধনে হেরি আচার্য্য প্রেমমন।
পদ ধৌতে ঈশানেরে কৈল নিয়োজন॥
অদ্বৈত প্রসাদে পায়া গৌরাঙ্গ সেবন।
ঈশান পরমানন্দে হইল মগন॥
পদ ধৌত করিবারে ঈশান চলিল।
সেই কালে গৌর তারে নিবারণ কৈল॥
প্রভু কহে বিপ্র তুমি বিষ্ণু অংশ হও।
পদধৌত করিবারে উচিত না হয়॥
প্রভুর শ্রীমুখে শুনি এছেন বচন।
বিনা মেঘে বজ্র যেন পড়িল তখন॥
হায় হায় করি করে আপনা নিন্দন।
পাইয়া দুর্লভ ধনে বঞ্চিত এখন॥
অনন্তাদ্যের সেব্য এই অমূল্য চরণ।
শিশু চন্দ্র স্পর্শ সম মম আস্ফালন॥
পরম অযোগ্য মুই তাহার সেবনে।
এতেক চিন্তিয়া শেষে করয়ে চিন্তনে॥
পরম করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর।
পতিত পাষণ্ডোদ্ধারে কারুণ্য অন্তর॥
দৈন্য স্তুতি করি যদি ধরি সে চরণ।
অবশ্য করিবে দয়া পতিত পাবন॥
যজ্ঞসূত্র সেবাবাদী হইল আমার।
আত্ম-অভিমান জন্মে প্রভাবে যাহার॥
তেকারণে সুবৈষ্ণবে করয়ে বর্জ্জন।
এত চিন্তি যজ্ঞসূত্র চিন্তয়ে তখন॥
তাহা হেরি শ্রীঅদ্বৈত বলয়ে বচন।
কি কারণে বিপ্রধর্ম্ম কর বিনাশন॥
যজ্ঞসূত্র দ্বিজাতির চিত্তশুদ্ধি হয়।
পরব্রহ্মে নিরন্তর চিত্ত নিবেশয়॥

এত কহি সীতানাথ পৈতা তারে দিল ॥
বিনয়ে ঈশান তবে কহিতে লাগিল ॥
সেবাবাদী উপবীতে কিবা প্রয়োজন।
শুনিয়া আচার্য্য করে গৌরে নিবেদন ॥
ভক্তমনে দুঃখ কেন করহ অর্পণ।
শুনি গৌর মৌন রহে না কহে বচন।
আচার্য্য ঈশানে তবে আদেশ করিল।
মহানন্দে ঈশান তবে গৌর পাশে গেল ॥
সযতনে ধুয়াইলে প্রভুর চরণ।
আসনে বসিয়া প্রভু করিল ভোজন ॥
নিভৃতেতে মহাপ্রভু করিল শয়ন।
নাগর ঈশান করে পাদ সম্বাহন।
গৌরাঙ্গের রাঙ্গাপদ সেবনের কালে।
সদৈন্যে ইশান তবে কহে কুতূহলে ॥
দয়াময় প্রভু তুমি করুণা নিদান।
কৃপা করি মো অধমে কর শিক্ষাদান ॥
সহাস্যে গৌরাঙ্গ তবে বলেন বচন।
শুনহ ইশান এবে শাস্ত্র বিবরণ ॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে ২৯ (অধ্যায়)
"সাধু স্থানে করিবে সধর্ম্মের শিক্ষণ।
সর্ব্বকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥
জপ তপ হৈতে নামের মহিমা প্রচুর।
নাম লৈলে সর্ব্ব অপরাধ যায় দূর ॥
প্রকৃতি সম্ভাষা উদাসীনের ধর্ম্ম নাশ।
নানা দেবসেবীর কৃষ্ণে না হয় বিশ্বাস ॥
হেনমতে গৌরচন্দ্র উপদেশ কৈল।
ঈশান নাগর নাগর শুনি কৃতার্থ হইল ॥
নিরন্তর সেবে সীতা অদ্বৈত চরণ।
অচ্যুতাদি সহ করে শাস্ত্র অধ্যয়ন ॥

আপনে আচার্য্য আদেশে করয়ে যখন।
পরমানন্দ মনে তাহা কর যে পালন ॥
গৌর অন্তর্দ্ধানে আচার্য্য সদা দুঃখমন।
একদা ঈশানে ডাকি বলেন বচন ॥
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ মোর না সহে পরাণ।
অবশ্য অচিরে মুই হৈব অন্তর্দ্ধান ॥
মোর অন্তর্দ্ধানে মনে দুঃখ না ভাবিবে।
মোর জন্মস্থানে গিয়া ভক্তি প্রচারিবে ॥
তুমি মোর প্রিয় শিষ্য আত্মজ সমান।
গৌরপ্রেম বিলাইবে দিয়া মন প্রাণ ॥
ঈশানে অদ্বৈতাচার্য্য হেন আজ্ঞা কৈল।
আচার্য্যের অন্তর্দ্ধানে চিন্তিত হইল ॥
গুরু আজ্ঞা পালিবারে সঙ্কল্প করিল।
হেনকালে সীতামাতা তাহারে কহিল ॥
মম তুষ্টি লাগি তুমি বিবাহ করিবে।
গৌরাঙ্গের শুদ্ধ প্রেম সদা বিলাইবে ॥
শুনিয়া ঈশান তবে কহয়ে মাতারে।
তব আজ্ঞা পূর্ণ নাহি হবে মোর দ্বারে ॥
সপ্ততি বৎসর মোরবয়স এখন।
কেবা বা করিবে মোরে কন্যা সমর্পণ ॥
মাতা কহে কৃষ্ণ, ভক্তবাঞ্ছা পুরাইবে।
জগদানন্দ সঙ্গে যাহ কার্য্যসিদ্ধি হবে ॥
পূর্বদেশে গৌরপ্রেম কর বিতরণ।
কৃতার্থ হউক জীব পায়া প্রেমধন ॥
তোমার সন্ততি মহাভাগবত হবে।
হরিনাম বিলাইয়া জীব নিস্তারিবে ॥
মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি পূর্বদেশে এল।
বিবাহ করিয়া লাউড় ধামেতে রহিল ॥
তথায় বসিয়া কৈল গ্রন্থের লিখন।
'অদ্বৈত প্রকাশ নাম খ্যাত ত্রিভুবন ॥

যেনমতে শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ লিখিল।
নাগর ঈশান নিজ গ্রন্থেতে কহিল॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—২য় অধ্যায়
লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র।
যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥
যে পড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস মুখে।
পদ্মনাভ শ্যামাদাস যে কহিলা মোকে॥
পাপচক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন।
প্রভু আজ্ঞামতে তাহা করিনু গ্রন্থন॥
চৌদ্দ শত নবাত শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥
হেনমতে লিখিলেন অদ্বৈত প্রকাশ।
শ্রবণ পঠনে যাহা তম করে নাশ॥
নিতাই-গৌরাঙ্গ পদে করে ভক্তিদান।
বুঝয়ে অদ্বৈত তত্ত্ব পায় দিব্যজ্ঞান॥
হেন গ্রন্থরত্ন যেবা করিল লিখন।
ধন্য ধন্য সেইজনে পরম সুজন॥
অদ্বৈতের শুদ্ধভক্তি জগতে শিখাল।
নিতাই-গৌরাঙ্গ প্রেমে জগৎ মাতাল॥
স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্য কৈল উপদেশ।
গৌর নাম প্রেম দিয়া তার সর্ব্বদেশ॥
এ হেন গুণের নিধি নাগর ঈশান।
তাঁহার করুণা বিনা নহে পরিত্রাণ॥
ওহে অদ্বৈত সেবক নাগর ঈশান।
অদ্বৈতের শ্রদ্ধা-ভক্তি মোরে কর দান॥
অদ্বৈতের আজ্ঞা পালি মোরে কর ত্রাণ।
কিশোরীর সম নাহি ধরাতে অজ্ঞান॥

—•—

শ্রীঈশান দাস

জয় জয় ভকত বৎসল গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভবের কাণ্ডারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
গৌরাঙ্গ সেবক *শ্রীইশান দাস নাম।
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য সর্ব্ব গুণবান॥
বাল্যাবধি গৌরচন্দ্রে করিলে সেবন।
তাঁহার সেবার বশ শ্রীশচীনন্দন॥
বাল-চাপল্যলীলা যত গৌরাঙ্গ করিল।
মহানন্দ মনে সদা সকলি সহিল॥
বিশেষে শচীমাতার প্রিয় অনুক্ষণ।
অপূর্ব্ব চরিত্র তাঁর শুন শ্রোতাগণ॥
তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্রে—
"দ্বিজকুলে জন্ম তেঁহ ইশান দাস নামে।
শিষ্য করি সীতানাথ জিজ্ঞাসে ইশানে॥
কি বাঞ্ছা ইশান তোমার কহি অভিলাষ।
আজন্ম আমার খ্যাতি হয় যেন দাস॥
আনন্দে বলেন গোসাঞি যাহ নবদ্বীপে।
চলিল ইশান প্রেমে শচীর সমীপে॥"
দ্বিজকুলে উদ্ভব শ্রীঠাকুর ইশান।
আচার্য্য প্রসাদে হৈল সেবার নিদান॥
আচার্য্যের আজ্ঞা পায়া শচী পাশে এল।
সবিনয়ে অভিপ্রায় তাঁরে নিবেদিল॥
পরিচয় পুছি তেঁহ জিজ্ঞাসে বচন।
কোন সেবা করিবারে তুমি যোগ্যজন॥
ইশান কহয়ে মাতা করহ শ্রবণ।
শিশুর পালন মুই কার্য্যে যোগ্য॥

তেকারণে নাম মোর দাস যে ইশান।
শুনিয়া আনন্দে শচী কহে তার স্থান॥
মোর দ্বার থাক তুমি হয়া সুখ মন।
না ছাড়িব তোমারে মুই যাবৎ জীবন॥
নিমাই দোসর হয়া থাক অনুক্ষণ।
পুত্রের সম্বন্ধ তুমি হইলে এখন॥
ইশান কহে ধন্য মাতা করুণা করিলে।
সেবিব নিমাইচাঁদে হয়া কুতূহলে॥
তদবধি ইশান করে নিমাই সেবক।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে স্কন্ধে পাখালে চরণ॥
পাদোদক পান করি পুরায় অভিলাষ।
প্রেমে ডগমগ সদা নাচিয়া বেড়ায়॥
একদা ইশান কোলে গৌরাঙ্গে অর্পিয়া।
গঙ্গায় চলয়ে মাতা নিশ্চিন্ত হইয়া॥
সেকালে ইশানে কহে শচীর নন্দন।
কহে তুমি ব্রজ ছাড়ি এলে কি কারণ॥
ইশান কহয়ে প্রভু না ভাণ্ডায় মোরে।
তুমি কেন এলে নিজ সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে॥
মোরে ছাড়ি নদীয়ায় কৈলে আগমন।
কিরূপ বিচার ইহা বলত এখন॥
বৃষভানু রাজমাতা ব্রজের বড়াই।
তোমারে মিলাল রাধা হরষিত হই॥
দান সাধিতে রাধার হরিলে বসন।
নিমমূলে প্যারী সহ হইলে মিলন॥
দধি দুগ্ধ-ক্ষীর আদি ফেলি ক্ষিতি তলে।
করিলে কতেক লীলা হয়া কুতূহলে॥
কত রঙ্গ কৈলে মোরে রাখি মাঝখানে।
সেই অভাগিনী বড়াই আইল এখনে॥
দ্বিজকুলে আসি এবে লভিল জনম।
আচার্য্য ইশান নাম থুইল এখন॥
দাস করি তব সেবাকার্য্যে নিয়োজিল।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ সুখে আলিঙ্গন দিল॥
ভাল হৈল পূর্ব্বসঙ্গী হইল মিলন।
পূর্ব্বভাবে সেবে ইশান দিয়া প্রাণমন॥
স্বস্নেহে গৌরাঙ্গে করে লালন পালন।
গৌরাঙ্গ সেবক ইশান বিদিত ভুবন॥
নিমাইর চাপল্য যত সহে অনুক্ষণ।
ইশান বিহীন নিমাই নহে একক্ষণ॥
গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা করি দরশন।
পরম উল্লাসে ইশান করয়ে যাপন॥
শ্রীগৌরসুন্দর যবে করিল সন্ন্যাস।
সেকালে বন্দিয়া ইশান করে হা হুতাশ॥
সন্ন্যাসের পূর্ব্বে গৌর তাহারে কহিল।
মাতা বিষ্ণুপ্রিয়ায় মুই তোমারে অর্পিল॥
সান্ত্বনা করিয়া সদা করিবে রক্ষণ।
যাবৎ জীবন সেবা না ছাড় কখন॥
তোঁহা অন্তর্দ্ধানে তবে করিবে গমন।
পাছে সীতানাথে গিয়া করিহ সেবন॥
এত কহি গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস করিল।
বিরহে ব্যাকুল ইশান সে আজ্ঞা পালিল॥
কায়মনে মাতা বিষ্ণুপ্রিয়ায় রক্ষিল।
গৌর অন্তর্দ্ধান শুনি ব্যাকুল হইল॥
বিরহ বিক্ষেপে ইশান ব্যাকুলিত মন।
গৌরাঙ্গের গুণ স্মরি কান্দে অনুক্ষণ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র আর শ্রীনিবাস।
নদীয়া দর্শনে গিয়া হেরিল প্রকাশ॥
প্রভুর অঙ্গনে যৈছে তাহারে হেরিল।
রত্নাকরে নরহরি যতনে গাহিল॥

● 'ই' স্থলে 'ঈ' বুঝিতে হইবে।

তথাহি – শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১২শ তরঙ্গে—
"চতুর্দ্দিকে চাহে ধৈর্য নারে ধরিবার।
দেখেন ঈশানে সূর্য্য সমতেজ তাঁর॥
বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে।
কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে॥
নয়নের জলে মুখ বক্ষ ভাসি যায়।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস সে অগ্নির শিখাপ্রায়॥
ক্ষণে বিশ্বম্ভর বলি লোটায় ভূমিতে।
ক্ষণে কহে থুইলো প্রভু কি থাইতে॥"
হেনমতে আক্ষেপ করি করে নিরীক্ষণ।
শ্রীনিবাসে হেরি প্রেমে দিল আলিঙ্গন॥
নরোত্তম রামচন্দ্রে আলিঙ্গন কৈল।
দেখাই গৌর লীলাস্থলী কৃতার্থ করিল॥
সর্ব্বসত্ত্ব জ্ঞাতা তেঁহ পরম সুজন।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ করাল দর্শন॥
নবদ্বীপে গৌরলীলা সকলি কহিল।
নদীয়া রহস্য যত প্রেমেতে গাহিল॥
যে স্থানে যেমতে গৌর করিল বিহার।
একে একে ঈশান দাস করিল প্রচার॥
হেনমতে তিনজনে নদীয়া দেখাল।
বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তর্দ্ধানে শান্তিপুরে এল॥
আচার্য্য বন্দিয়া তাঁর সেবয়ে চরণ।
বিরহ বিক্ষেপে তেঁহ কান্দে অনুক্ষণ॥
তাহার বিরহে দুঃখী সীতা ঠাকুরাণী।
সমীপে বসায়া কহে সুমধুর বাণী॥
আশীষ করিয়া দেবী যতেক কহিল।
লোকনাথ দাস তাহা গ্রন্থেতে বর্ণিল॥
তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্রে—
"আইস আইস বাছা মোর সন্নিধান।
প্রভুর শেষ প্রসাদ করহ ভোজন॥
অঞ্চলে মুছান দেবী ঈশানের মুখ।
না কান্দ না কান্দ তাহা দেখে ফাটে বুক॥
পাইবে চৈতন্য পদ তুমি সাধুজন।
আজি হৈতে কর তুমি জলের সেবন॥"
হেনমতে যতনে মাতা করুণা করিল।
প্রেম সেবা সমর্পিয়া কৃতার্থ করিল॥
আজ্ঞা পায়া ঈশান দাস আনন্দিত হৈল।
প্রসাদ ভোজন করি সেবা আরম্ভিল॥
প্রেমানন্দে জল সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র সহস্র ঘড়া করে আনয়ন॥
বিড়া বান্ধি কলসী সদা করে আনয়ন।
শীতল পায়া কিড়া শিরে হইল তখন॥
হরিনামে জিহ্বা সদা করয়ে নর্ত্তন।
শত শত কিড়া শিরে তাহে নাহি মন॥
মস্তকেতে কিড়া সদা করয়ে দংশন।
নির্বিঘ্নে ঈশান নাম জপে অনুক্ষণ॥
একদা শ্রীসীতানাথ করিল ভোজন।
আচমনে ডাবর হস্তে তাহার গমন॥
সাবধানে হেঁট মাথে জল সমর্পিল।
আচার্য্য সম্মুখে এক কিড়া যে পড়িল॥
আস্তে ব্যস্তে ঈশান তুলি শিরেতে রাখিল।
হেরিয়া আচার্য্য অতি বিস্ময় গণিল॥
ঈশানে সম্বোধি তবে বলয়ে বচন।
এস হেরি শিরে মাছি বসে কি কারণ॥
আচার্য্য আজ্ঞায় তেঁহ মাথা হেঁট কৈল।
শিরে কিড়া হেরি আচার্য্য আশ্চয হইল॥
শুনি পাকশালা হতে সীতা আগমন।
বারতা শুনিয়া কৈল কৃপা প্রদর্শন॥
পদ্মহস্তখানি তাঁর শিরে বোলাইল।
অমনি শিরের কিড়া অন্তর্দ্ধান কৈল॥

ঝিড়া দূর হৈল হেরি সুখ মন।
সীতার চরণে ঈশান পড়িল তখন ॥
পরম সন্তোষে দেবী আশীর্ব্বাদ কৈল।
পাছেতে অপূর্ব্ব এক লীলা প্রকাশিল ॥
যেমতে বিবাহে আজ্ঞা সীতা সমর্পিল।
পরম বিচিত্র তাহা সর্ব্বত্র ঘোষিল ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ঘরে মহোৎসব।
সীতা ঠাকুরাণী চলে সহ পারিষদ ॥
দোলায় চড়িয়া দেবী করয়ে গমন।
পরিজন দোলা বহে করিয়া যতন ॥
ঈশান জানুরায় দুই পাছে পাছে যায়।
দৈবে হইল জানুর বুদ্ধি বিপর্যয় ॥
কহে চল দোঁহে করি দেবীকে বহন।
শুনিয়া ঈশান কহে নহেত নিয়ম।
আজ্ঞা বিনা সেবা করা দাস কার্য্য নয়।
স্কন্ধেতে করিলে দেবী যদি না চড়য় ॥
দেবী না চড়িলে বাঞ্ছা নহেক পূরণ।
যাহ তুমি মুই করি জলপাত্র বহন ॥
তবেত সম্ভ্রমে তেঁহ দোলা স্কন্ধে কৈল।
ফলান্তিক ধর্ম জানু মনেতে চিন্তিল ॥
ইষ্ট বন্ধু স্কন্ধে মুই করিলে বহন।
এই ফলে বহিবে আমায় অন্যজন ॥
রেনরূপ জানু যদি অন্তরে চিন্তিল।
অন্তরে জানিয়া দেবী অবতরণ কৈল ॥
জানুরে সম্বোধি কহে মধুর বচন।
ঐশ্বর্য বাসনা তব হইব পূরণ।
এবে অন্যস্থানে তুমি করহ গমন।
শুনিয়া কাঁদয়ে জানু ধরিয়া চরণ ॥
কিবা দোষে দেবী মোরে ছাড়িলে এখন।
দেবী কহে দোষ নাহি শুনহ বচন।
অচিরে অবনী ছাড়ি করিব গমন।
তব বংশে বৈষ্ণব না হবে কোনজন ॥
পরম বিষয়ী হবে কর্মকাণ্ডে মন।
অর্থলোভে পূজিবে সদা দেবদেবীগণ ॥
কভু না পাইবে রাধাকৃষ্ণের সেবন।
তোমা সঙ্গে ঈশানেরে করিল অর্পণ ॥
ইহারে কিছু অর্থ দিবে সংসার কারণ।
শুনিয়া কান্দ যে ঈশান ধরিয়া চরণ
কহে দেবী মোরে নাহি হও গো নির্দয়।
আজন্ম চরণ দেবি এই ত আশয়।
বিরহে ঈশান হৈল ব্যাকুলিত মন।
তারে প্রবোধিয়া দেবী বলেন বচন ॥

তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্রে—

"সীতাদেবী কহে ঈশান তুমি সাধুজন।
তোমার গৃহে জগন্নাথ করিবে গমন ॥
ঐ দেখ অরণ্য মাঝে ভাঙ্গা মঠ রাজে।
সেই স্থানে জগন্নাথ করিবে বিরাজে ॥
তোমার দুঃখের দুঃখী হইবে জগাই।
খাইবে তোমার অন্ন লইয়া বলাই ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ধন লুটিবে তোমার।
সঞ্চয় না রবে ধন গৃহের মাঝার ॥
তোমার বংশে জন্মিবে তিনটি তনয়।
সমান অক্ষর তিন নামের উদয় ॥
মহাসাধু জন্মিবেক ভক্ত অবতার।
কীর্ত্তনী মঙ্গলী তিন নামে মাতোয়ার ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হইবে অধিক গুণবান।
সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি মাত্র হরিবেক জ্ঞান।"
হেনমতে সীতাদেবী আশীষ করিল।
ঈশান চরণে পড়ি কাঁদিতে লাগিল।

অবৈষ্ণব মোর বংশে না হয় জনম।
চৈতন্য চরণ যেন ধ্যেয়ে অনুক্ষণ ॥
আর কিবা ভাগ্যে তোমা পাইব দর্শন।
তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা সহিব কেমন ॥
পৃষ্ঠে কর অর্পি দেবী করয়ে সান্ত্বন।
আশীষ করিয়া তারে বলেন তখন ॥
শুনহ ঈশান তুমি মোর প্রিয়জন।
স্বতন্ত্র প্রচার তোমার হউক এক গণ ॥
সদৈন্যে ঈশান তবে করে নিবেদন।
'সীতাদ্বৈত' পরিবার হউক মোর গণ ॥
মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখ অনুক্ষণ।
তব নাম রাখে যেন মোর পরিজন ॥
দেবীরে প্রণমি ঈশান বিদায় হইল।
কৃষ্ণ মিশ্র হস্তে দেবী তারে সমর্পিল ॥
তবেত ঈশান বন্দি আচার্য্য চরণ।
দোঁহাপদ স্মরি হৃদে করিল গমন ॥
সীতা-অদ্বৈতের আজ্ঞা করিতে পালন।
প্রেমেতে বিহ্বল ঈশান করয়ে গমন ॥

হেনমত ঈশানের চরিত্র কথন।
গৌর তত্ত্ববেত্তা ঈশান বিদিত ভুবন ॥
আচার্য্য প্রসাদে গৌরাঙ্গ সেবন।
সেবিয়া গৌরাঙ্গ পদ তারিল ভুবন ॥
গৌরাঙ্গে করিল তেঁহ স্বস্নেহে পালন।
বাল্য চাপল্যলীলা করিল সহন ॥
নবদ্বীপ তত্ত্ব যত হৈল প্রচারণ।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর বর্ণে কোনজন ॥
ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় শ্রীঈশান দাস।
কৃপাদৃষ্টি করি কর অনুগত দাস ॥
তব আনুগত্যে সেবি গৌরাঙ্গ চরণ।
হেরিব নদীয়া লীলা জুড়াব নয়ন ॥
বড়ই দুরাশা এই চিত্ত উপজয়।
তোমার করুণা বিনা পূর্ণ কভু নয় ॥
পরম দয়াল তোমা কহে সর্ব্বজন।
কিশোরীরে কৃপা কর লইল শরণ ॥

—০—

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে ষষ্ঠ খণ্ডে
শ্রীহরিদাস ঠাকুরাদি অদ্বৈত পার্ষদ মহিমা
কথনং নাম তৃতীয় লহরী সমাপ্ত।

চতুর্থ লহরী

শ্রীনাথ আচার্য্য

জয় জয় গৌরহরি জগৎ জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য শ্রীনাথ আচার্য্য।
কুমারহট্টে কৃষ্ণসেবা কৈল সেবাকার্য্য ॥
ভাগবত সংহিতা গ্রন্থ যাহার রচন।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ গণোঃ (রামাই কৃত)
'বজ্র নামে পূর্ব্বে যেঁহো কৃষ্ণের পরিনাতি।
শ্রীনাথ পণ্ডিত এবে কহিলা অব্যহতি ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গণোঃ (কৃষ্ণদাস কৃত)
শ্রীনাথ পণ্ডিত যেন নাহি জানে অন্য দেবা।
বজ্র যেন বৃন্দাবনে কৈল কৃষ্ণসেবা ॥
শ্রীকৃষ্ণ সুত প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ তাঁর।
তাঁর সুত বজ্রনাভ খ্যাত ত্রিসংসার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা যাঁর প্রবর্ত্তন।
শ্রীমূর্ত্তি নির্মাণ করি করিল স্থাপন ॥
বজ্র যবে মথুরার অধিপতি হৈল।
শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শুনি ব্যাকুল হইল ॥
প্রতিমূর্ত্তি নির্মাইতে করিলেন মন।
মাতার নির্দ্দেশ মত করিল নির্মাণ ॥
শ্রীমূর্ত্তি নির্মাইয়া বহু সেবা প্রকটন।
তেঁহ এবে গৌরলীলায় কৈল আগমন ॥
পূর্ব্বভাব অনুরাগে বিভাবিত মন।
প্রেমযোগে কৃষ্ণসেবা করিল স্থাপন ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গণোঃ দীঃ—২১১ শ্লোকঃ
ব্যাচক'র পারিপাট্যাদ্‌যোভাগবত সংহিতাং।
কুমারহট্টে যৎকীর্ত্তি কৃষ্ণদেবো বিরাজতে ॥
কুমারহট্টে কাঁচরাপাড়া নাম স্থান।
তথায় স্থাপিল সেবা কৃষ্ণরায় নাম ॥
অদ্যাপিও সেই সেবা আছে বিরাজিত।
পদমূলে শ্লোক লিখি করিল চিহ্নিত ॥
তথাহি—
স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায় যো প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহান্ দ্বিজং কঞ্চিৎ শ্রীল শ্রীনাথ সংজ্ঞক ॥
অদ্বৈত আচার্য্য পদ লইয়া শরণ।
ভজয়ে গৌরাঙ্গ পদে করিয়া যতন ॥
তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস ২৪ বিলাস—
"শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী" পণ্ডিত প্রবীণ।
শ্রীনাথ আচার্য্য বলি কেহ তাঁরে কন ॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্থানে ভাগবত পড়িলা।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁরে দীক্ষামন্ত্র দিলা ॥
শ্রীচৈতন্য শাখা ইহো তাঁর কৃপাপাত্র।
শিবানন্দ পুত্র কবি কর্ণপুর যাঁর ছাত্র ॥
কুমারহট্টে স্থাপিলা কৃষ্ণরায় বিগ্রহ।
চৈতন্য-মত-মঞ্জুষা ভাগবতের টীকা কৈলা সেহ ॥
অদ্বৈতের স্থানে করি ভাগবত অধ্যয়ন।
অদ্বৈত প্রসাদে গৌর কৃপার ভাজন ॥

অদ্বৈত লইয়া সঙ্গে গৌর দেখাইল।
চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে কর্ণপুর যে গাহিল॥

তথাহি—দশমোহঙ্ক—
তেদ্বেকঃ পরম মধুরো লোকলোচন-রসায়নমিব
নবীনবয়ারমনীয় রূপ।
সহজাবতীর্ণ-শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরস বাহ্যান্তসররসঃ
শ্রীনাথ নামা দ্বিজকুল চন্দ্রস্তমাত
লোভনীয়ং দৃষ্ট্বা মদীশ্বরঃ পরমং পিপ্রিয়ে-
উক্তঞ্চ—"মায় রহসি"।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভবান্ দর্শয়িষ্যতে।
মাঽন্য সঙ্গে গন্তবাম্ ইতি॥

নবীন বয়স রূপ লোচন রসায়ন।
বাহ্যাভ্যন্তরে প্রেমরসের স্ফুরণ॥
ব্রাহ্মণ কুলতিলক শ্রীশ্রীনাথ নাম।
দেখিয়া করিল প্রভু প্রীতির বিধান॥
কহে, নিভৃতে করাব গৌরাঙ্গ দর্শন।
অন্য সঙ্গে নাহি কভু করহ গমন॥
তরুণ বয়েস্ হন শ্রীনাথ পণ্ডিত।
অদ্বৈত আচার্য্য তারে কহয়ে বিহিত॥
শুনহ শ্রীনাথ তুমি আমার বচন।
অন্যনহ নীলাচলে না কর গমন॥
আমা সঙ্গে চল তুমি গৌরাঙ্গ দর্শনে।
গৌরাঙ্গে দেখাব তোমা লইয়া নির্জনে॥
এক মাস সঙ্গে রাখি লইয়া চলিল।
শ্রীকান্ত অগ্রেতে আসি প্রণাম নিবেদিল॥
প্রভু কহে, কেন শিবানন্দ সঙ্গে নাহি এল।
শ্রীকান্ত কহয়ে যত মূল বিবরণ।
অদ্বৈতের বাক্যে কৈল হেন আচরণ।
দেখাইয়া করিবে তোমার কৃপার ভাজন।
তেকারণে অদ্বৈতের সঙ্গে আগমন।

শুনিয়া স্বরূপে প্রভু যতেক কহিল।
সযতনে কর্ণপুর গ্রন্থেতে গাহিল॥

তথাহি—তত্রৈব—
"অদ্বৈতোপায়নমিদমতি স্বাদু ভাবীতি কার্যং
প্রেমৈতস্মিন্ কিমপি ভবতাপ্যত্র মৈত্রী স্বরূপ।
তস্মাস্মিন্ শঙ্কর সুমধুরং ভাবমুন্তাবয়েথাঃ
সর্বেষাং হি প্রকৃতি মধুরো হন্তুতুল্যেনযোগঃ॥

স্বরূপদামোদরে প্রভু বলেন তখন।
সুস্বাদু অদ্বৈত দ্রব্য হয় অনুক্ষণ॥
অদ্বৈত আনিয়া যবে মিলাবে আমারে।
অলোকীক প্রেম ডোরে বাঁধিব তাঁহারে॥
এত চিন্তি তাঁরে স্নেহ মিত্রতা করিবে।
আমার এতেক বাক্য সকলে রাখিবে॥
সুমধুর ভাবে শঙ্কর করিও গ্রহণ।
মধুর স্বভাবে সবে মধুর মিলন॥
মধুরে মধুরে হবে মধুর মিলন।
শুনিয়া ভকতগণ আনন্দে মগন॥
তবেত গৌড়ীয় ভক্ত নীলাদ্রী পৌঁছিল॥
অদ্বৈত গোপনে তাঁরে প্রভু মিলাইল॥
যেভাবে পাইল তেঁহ গৌরাঙ্গ দর্শন।
পরম অদ্ভুত তাহা শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি তত্রৈব—
"যস্য নস্য করাজ কোষকুহরে পূজোপচারং প্রত্যো
পূজাং কর্ত্তুমনাঃ প্রণতি কুতুকাদদ্বৈতদেবোঽস্বহম
শ্রীনাথঃ স তদা প্রভোর্গুণনিধেঃ সন্দর্শন স্পর্শন
প্রেমালাপ কৃপাকটাক্ষ কলয়া পূর্ণান্তরোঽজায়ত।

তায় করে পূজোপকরণ করায়া ধারণ।
প্রত্যহ অদ্বৈত করে গৌরাঙ্গ পূজন॥
পরম কৌতুকে করে গৌরাঙ্গ অর্চ্চন।
সেকালে শ্রীনাথাচার্য্য করয়ে দর্শন॥

প্রভুর দর্শন স্পর্শন আর প্রেমালাপ।
করুণা কটাক্ষ লেশে পূর্ণ করে আশ ॥
হেনভাবে নীলাচলে গৌরাঙ্গ দর্শন।
গৌর কৃপালাভে ধন্য করিল জীবন ॥
গৌরপ্রেম পারিষদ শ্রীনাথ পণ্ডিত।
এতেক মহিমা তাঁর ভুবনে বিদিত ॥
অদ্বৈতের কৃপাপাত্র পণ্ডিত পাবন।
এতেক জানিয়া কিশোরী লইল শরণ ॥

—০—

শ্রীনাথ পণ্ডিত

জয় জয় বিশ্বম্ভর শচীর দুলাল।
জয় জয় নিত্যানন্দ পাষণ্ডীর কাল ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শাখা শ্রীনাথ পণ্ডিত।
অখিল ভুবনে যাঁর মহিমা বিদিত ॥
দক্ষিণ দেশবাসী তেঁহ পরম বিদ্বান।
রূপ-সনাতনে যেবা কৈল দীক্ষাদান ॥
শ্রীনাথের বিবরণ করহ শ্রবণ।
অদ্বৈত মঙ্গল দ্বারে বিদিত ভুবন ॥

তথাহি—৪র্থ অধস্থা—
শ্রীনাথ আচার্য্য প্রভুর হঞ বড় শাখা।
তাহার আগমন লিখিব এবে এথা ॥
পূর্ব্বে যবে দক্ষিণে গেলা প্রভু মোর।
তথাহি শ্রীনাথ শিষ্য মহান্ত প্রচুর ॥
শ্রীনাথ হঞ পণ্ডিত অগ্রগণ্য।
দক্ষিণ দেশ ধন্য কৈল কৃপা যে অনন্য ॥

একদিন শিষ্য লইয়া বসিয়াছেন প্রভু।
শান্তিপুর চন্দ্র বিরাজে বসি কভু ॥
ইতিমধ্যে আইলা তথা শ্রীনাথ আচার্য্য।
প্রভু কহে এবে পূর্ণ হবে সব কার্য্য ॥
শ্রীনাথ আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলা।
প্রভু তারে হস্ত ধরি আলিঙ্গন দিলা ॥
পুছিলা কুশলে আছহ সকল।
শ্রীনাথ কহিলেন কৃষ্ণ শ্রীচরণ দরশন ॥
কৈশোরে অদ্বৈত করে তীর্থ পর্য্যটন।
সেকালে দক্ষিণ দেশে করিল গমন ॥
তথায় শ্রীনাথ সহ হইল মিলন।
অদ্বৈত আচার্য্য দীক্ষা করিল অর্পণ ॥
তীর্থ ভ্রমি আচার্য্য তবে শান্তিপুরে এল।
গৌর প্রকটিতে তেঁহ তপস্যায় বসিল ॥
একদা শ্রীনাথ তথা কৈল আগমন।
বন্দিয়া অদ্বৈত পদ পুলকে মগন ॥
আচার্য্য পুছিল তার কুশল সমাচার।
রূপ সনাতন বাক্য কহিল বিস্তার ॥
গৌড়রাজ সহ বহুকাল যুদ্ধ হৈল।
রণক্ষেত্রে কুমারদেব পরলোকে গেল ॥
কুমারদেবের পুরোহিত শ্রীনাথ হন।
রূপ সনাতনে কৈল স্নেহেতে পালন ॥
বহুশাস্ত্র পড়াইয়া পণ্ডিত করিল।
গঙ্গাতীরে দুইজনে কৃষ্ণমন্ত্র দিল ॥
দোঁহাকার বিবরণ সকল কহিল।
শুনিয়া আচার্য্য অতি সন্তুষ্ট হইল ॥
ভবেত আচার্য্য তারে করিল বিদায়।
হরিচরণ দাস তাহা গ্রন্থমাঝে গায় ॥

তথাহি—
তবে শ্রীনাথ বোলে চরণে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করি চলে বিদায় হইয়া ॥

মাসেক রহি শান্তিপুর সন্তাষিল।
অনেক মনের কথা সকল জানিল॥
গৌড়ে পত্র লিখি তবে শ্রীনাথ পাঠাইল।
দুই ভাই পত্র পাইয়া বিস্তার জানাইল॥
এইত কহিল শ্রীনাথ পণ্ডিত পরিচয়।
যাহার শ্রবণে ঘুচে অবিদ্যা নিচয়॥
অদ্বৈতের প্রিয় তেঁহ পতিত পাবন।
তেকারণে কিশোরী কৈল তাঁহার বন্দন॥

—০—

শ্রীমাধব আচার্য্য

জয় জয় শচীসুত প্রভু গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভব ভয়হারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
প্রভু বিশ্বম্ভর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
তাঁর ভ্রাতা মাধবাচার্য্য গৌরপ্রেম সেবি॥
শ্রীঅদ্বৈত পদাশ্রয়ে গৌরাঙ্গ ভজন।
শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল রচি তারিল ভুবন॥
অচিন্ত্য মহিমা তার করহ শ্রবণ।
ব্রজের মাধবী এবে দিল দরশন॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৬৯ শ্লোকঃ—
"মাধবী মাধবাচার্য্য।"

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—

মাধবী-প্রকাশ ভেদে অন্য মাধব পণ্ডিত।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গান যাহার রচিত॥

মাধবী নামেতে ব্রজে রাধা-প্রিয় সখী।
যুগল কিশোর সেবায় সদা উৎসুকী॥
বনদেবী সহ করে বহুত সাজন।
বৃক্ষে পুষ্পে করে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন॥
তেঁহ এবে মাধবাচার্য্য রূপে আগমন।
আস্বাদিয়া গৌরপ্রেম আনন্দে মগন॥
শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিল বসতি॥
সনাতন পরাশর তাহার নন্দন।
পরাশরের কালিদাস নামের আখ্যান॥
বড় কালি ভক্ত বলি হেন নাম হৈল।
মাধব দাস তার পুত্ররূপে জনমিল॥
কালিদাস অল্পকালে পরলোকে গেল।
পত্নী বিধুমুখী যত্নে পুত্রেরে পালিল॥
অদ্বৈতের স্থানে করে শাস্ত্র অধ্যয়ন।
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্রে হইল বিচক্ষণ॥
মাধব আচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হইল।
গৌরাঙ্গ বৈভব হেরি পূর্ব্ব স্মৃতি হৈল॥
শ্রীবাস গৃহে গৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ।
সেকালে সে স্থানে গেল শ্রীমাধব দাস॥
প্রভু মুখে হরিনাম করিয়া শ্রবণ।
কর্ণেতে প্রবেশ মাত্রে হারাল চেতন॥
দিব্য ভাবোন্মাদ তাঁর হইল উদয়।
প্রভুর চরণ ধরি প্রেমেতে কান্দয়॥
গৌরাঙ্গসুন্দর বহু অনুগ্রহ কৈল।
চরণ সমর্পি শিরে কৃতার্থ করিল॥
সংখ্যা করি নাম লৈতে কৈল আজ্ঞা দান।
তদবধি অনুরাগে লয় লক্ষ নাম॥
সংসারে থাকিতে তার মন না চাহিল।
নবদ্বীপ হইতে ফুলিয়ায় রহিল॥

দিবারাত্তি হৃদে চিন্তে গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌরাঙ্গের গুণ স্মরি ঝুরে দু-নয়ন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ গণো—

শুকদেব নাম পূর্বে যেঁহো মহাশয়।
বিদ্যাধর নাম এবে কহিল নিশ্চয়॥
মাধবাচার্য্য যাঁর অংশে জনমিলা।
চৈতন্যের আজ্ঞায় কৃষ্ণমঙ্গল রচিলা॥
কৃষ্ণের মহিমা আর ভক্তের মহিমা।
ভাগবত ভাষা করি বুঝাইল সীমা॥
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গীত করিল রচন।
যাহা শুনি ভক্তের জুড়ায় কর্ণ মন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস।
শ্রীভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।
গীত বর্ণিলা তিঁহো করি নানাছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্য পদে সমর্পণ কৈল॥
অন্য পুরাণ হৈতেও কিছু করি আনয়ন।
কৃষ্ণমঙ্গলে তাহা কৈলা সংযোজন॥
গ্রন্থ পড়ি মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বারা দীক্ষা দেওয়াইল॥
পরে করি বল্লভ আচার্য্য বলি খ্যাতি তাঁর।
কলিব্যাস বলি তাঁরে ঘোষয়ে সংসার॥
বিশাখার যূথ মধ্যে তাঁহার গণন।
মাধবী সখী মাধবের প্রিয় শিষ্য হন॥
অদ্বৈত প্রসাদে তাঁর পূর্ব্ব স্মৃতি হৈল।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে বিলাসে মাতিল॥
গৌড়দেশ দিয়া প্রভু বৃন্দাবনে যায়।
কৃপা করি উত্তরিল তাঁহার বাসায়।

পানিহাটি হয়া কুমারহট্টে আগমন।
শিবানন্দ গৃহে পাছে করিল গমন॥
তথা হতে বাসুদেব ভবনে চলিল।
বাচস্পতি ঘরে প্রভু কতদিনে এল॥
প্রভু ইচ্ছা বাচস্পতি ভবনে রহিয়া।
নিত্য গঙ্গাস্নান করে নিভৃত হইয়া॥
সূর্য্যের প্রকাশ কভু ঢাকা নাহি যায়।
প্রভুর দর্শনে লোক আসে সর্ব্বদায়॥
পঞ্চদিন অবিরত লোক আগমন।
লোকভিড় হেরি প্রভু করিল গমন॥
গোপনেতে মহাপ্রভু কলিয়াতে গেল।
মাধব দাসের ঘরে আনন্দে রহিল॥
হেথা বাচস্পতি প্রতি বলে সর্বজন।
নানা তিরস্কার করে প্রভুর কারণ॥
সহসা বরতা পায়া বিদ্যা বাচস্পতি।
লোক সব লয়া চলে মহানন্দ মতি॥
কুলিয়া নগরে সবার গৌর দরশন।
সৌভাগ্য মানিয়া সবে পুলকে মগন॥
মাধব ভবনে গৌরচন্দ্রের বিলাস।
হেরয়ে ভুবনবাসী গৌরাঙ্গ প্রকাশ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্যে ৩য় অধ্যায়—

কুলিয়া নগরে আসিলেন ন্যাসীমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গামধ্যে নদীয়া কুলিয়ায়।
শুনিমাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥
হেনমতে গৌরচন্দ্র কুলিয়াতে এল।
অগণিত লোক আসি প্রভুকে হেরিল॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুর দর্শনে।
যেবা যেই মত পারে করে আগমনে॥

স্থূল দৃঢ় বংশখণ্ডে সেতুর বন্ধন।
যতনে মাধব করে লোকের কারণ॥
সন্ধ্যাকালে সেতু বান্ধে প্রাতে ভাঙ্গি যায়।
পারাবার লাগি বহু নৌকা যে যোগায়॥
তথাপিও লোক নাহি হয় সমাধান।
অগণিত লোক আসে মহাপ্রভু স্থান॥
কেহ নৌকায় কেহ বা সাঁতারিয়া আসে।
নৌকা ডুবিলে গঙ্গা করয়ে স্থলদান।
সর্ব্ব বিঘ্নে গৌর করে সবা পরিত্রাণ॥
নগর প্রান্তস্থ গ্রাম লোকেতে ভরিল।
হাট বসাইয়া বহু বেচাকেনা হৈল॥
খেয়ারিয়া উপার্জন কৈল বহু ধন।
প্রেমানন্দে সবে করে গৌর দরশন॥
মাধব ভবন হৈল বৈকুণ্ঠ ভুবন।
কেবা যায় কেবা আসে কে করে গণন॥
সপ্তদিন গৌরচন্দ্র কুরিয়া রহিল।
পণ্ডিত অপরাধীগণে করুণা করিল॥
দেবানন্দে গৌর তথা করিল প্রসাদ।
চাপাল গোপালের ক্ষমা কৈল অপরাধ॥
তথা হইতে নৃসিংহানন্দ পথ সাজাইল।
রত্নে পথ বান্ধাইয়া নটশালা গেল॥
সপ্তদিনে মাধব ঘরে গৌরাঙ্গ বিলাস।
নদেবাসী গৌড় গৌর হেরি পরম উল্লাস॥
গৌরাঙ্গে পাইয়া ঘরে মধেব সুখমন।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে সেবাতে মগন॥
কি আনন্দ হৈল তার কহনে না যায়।
আনন্দ সাগরে সদা হাবুডুবু খায়॥
শ্রীগৌরসুন্দর যবে নীলাদ্রী চলিল।
মাধবের বৈরাগ্য অতি প্রবল হইল॥
সংসার ত্যজিতে তেঁহ কৈল দৃঢ়মন।
যেমতে সন্ন্যাস কৈল শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—
"ঝারিখণ্ড পথে প্রভুর বৃন্দাবন গমন।
শুনিয়া মাধবের হৈল সুবিষণ্ণ মন॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু আইলা নীলাচল।
শুনিয়া মাধবের মন হইল পাগল॥
সংসারে থাকিতে মাধবের মন নাহি বান্ধে।
মাধবের মাতা দেখি ফুকারিয়া কান্দে॥
মাধবের মাতা তাঁরে গৃহে রাখিবারে।
বিবাহ উদ্যোগ কৈল অতি ত্বরা করে॥
মাতার উদ্যোগ দেখি মাধব তখন।
পলায়ন করি চলি গেলা বৃন্দাবন॥
পরমানন্দ পুরী স্থানে সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল।
রূপ সনাতন স্থানে ভজন শিখিল॥
পুত্রশোকে মাতা তাঁর পরাণ ত্যজিল।
শুনিয়া মাধব দাস শান্তিপুরে আইল॥
খেতুরি হইয়া পুনঃ গেলা বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ সাধন কৈলা হঞা একমন॥"
শ্রীজাহ্নবা দেবী যবে গেল বৃন্দাবন।
সেকালে মাধব আসি করিল মিলন॥
নিত্যানন্দ দাসে তেঁহ বহু কৃপা কৈল।
কৃপা গুণ স্মরি তাঁর মহিমা গাহিল॥
প্রেমবিলাস গ্রন্থে তেঁহ করিয়া বর্ণন।
মাটবের গুণ বহু করিল লিখন॥
এই গ্রন্থদ্বারে ঘোষে মাধব মহিমা।
উল্লিশ' চব্বিশ বিলাসে রয়েছে বর্ণনা॥
ভাগ্যবান জন পড়ি করে অনুভব।
যাহা হইতে লিখি মুই কিঞ্চিৎ বৈভব॥

মাধবের প্রেমগুণ অপূর্ব্ব কথন।
শুনিলে গৌরাঙ্গে রতি লভে সর্ব্বজন॥
মাধব আচার্য্য পদে লইয়া স্মরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে গৌর চরণ সেবন॥

—০—

শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য

জয় নদীয়ার নাথ লক্ষ্মীপতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শাখা যদুনন্দনাচার্য্য।
গৌরপ্রেম আস্বাদন সদা যাঁর কার্য্য॥
যাঁর কৃপাপাত্র রঘুনাথ দাস গোঁসাই।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর তুলনা দিতে নাই॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্তে—৬ষ্ঠ পরিঃ—

যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ।
বাসুদেব দত্তের তিনি হন অনুগৃহীত।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয়েন পুরোহিত॥
অদ্বৈতাচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ হন।
আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন॥

● ● *

আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২৪ বিলাস—

শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য মহাশয়।
অদ্বৈতের শিষ্য হঞা ভাগবত পড়ায়॥

যদুনন্দন আচার্য্য অদ্বৈত শিষ্য হয়।
পরম পণ্ডিত তেঁহ সুদৃঢ় আশয়॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম তাঁর অধিকার।
অদ্বৈত প্রসাদে লভ্য ভক্তিতত্ত্ব সার॥
অদ্বৈত প্রসাদে পাওয়া গৌরাঙ্গ চরণ।
নিরন্তর প্রেমানন্দে রহে নিমগন॥
যদুনন্দন সহ অদ্বৈতাচার্য্য মিলন।
অদ্বৈত প্রকাশে ঈশান নাগর বর্ণন॥
সর্বশাস্ত্র বিশারদ তর্ক চূড়ামনি।
বিদ্যা সগর্ব্ব করি ফিরে হয়া অভিমানী॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শান্তিপুরে আগমন।
ঠাকুর হরিদাস সহ তথায় মিলন॥
প্রেমানন্দে হরিদাস জপে হরিনাম।
তর্ক চূড়ামণি আসি কহে তার স্থান॥
সাকার নিরাকার তত্ত্ব সৃষ্টি নিরূপণ।
বিবরিয়া সর্বসত্ত্ব করহ বর্ণন॥
হরিনাম জপ শেষে ঠাকুর হরিদাস।
বিচারিয়া সর্ব্বতত্ত্ব করিল প্রকাশ॥
নিতাই-গৌর-সীতানাথের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব।
প্রসঙ্গেতে বিচারিয়া কহে সর্ব্বতত্ত্ব॥
হরিদাস বাক্যে তার ভ্রান্তি দূর হৈল।
নিতাই-গৌরাঙ্গ পদে রতি উপজিল॥
হেনকালে সীতানাথ কৈল আগমন।
হেরি দিব্য তেজঃপুঞ্জ চমকিত মন॥
কোটি সূর্য্যাকার হেরি চরণে পড়িল।
করযোড়ে কতক্ষণ দৈন্য স্তুতি কৈল॥
আচার্য্য কহয়ে দৈন্য কহ কি কারণ।
বিপ্র কহে পরিচয় পাইল এখন॥
আচার্য্য কহয়ে মুই দীন হীন জন।
বিপ্র কহে হও তুমি পতিত পাবন॥

তবেত আচার্য্য মনে দয়া উপজিল।
কৃষ্ণমন্ত্র দান করি শক্তি সঞ্চারিল॥
যদুনন্দন বন্দিলেন আচার্য্য চরণ।
আচার্য্য কহয়ে লভ্য হউন প্রেমধন॥
হেনমতে আচার্য্যের করুণা পাইল।
গৌরপ্রেম ধন লভি কৃতার্থ হইল॥
অদ্বৈতের প্রিয়পাত্র যদুনন্দন আচার্য্য।
যাহার প্রসাদে সিদ্ধ হয় সর্বকার্য্য॥
সুনির্ম্মল গৌরপ্রেম লভ্য যাহা হৈতে।
কিশোরী বন্দয়ে তারে অতি দৈন্যচিত্তে॥

—০—

শ্রীবাসুদেব দত্ত

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় লক্ষ্মীপতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র বাসুদেব নাম।
অলৌকিক গুণ যাঁর প্রেম অনুপাম॥
অদ্বৈতের স্থানে মন্ত্র করিয়া গ্রহণ।
গৌরপ্রেম রসার্ণবে ভাসে অনুক্ষণ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৪০ শ্লোকঃ—
ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ গায়কৌ॥

তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ (কৃষ্ণদাস)—
মধুকণ্ঠ-মধুব্রত গায়ক বৃন্দাবনে।
মুকুন্দ-বাসুদেব দত্ত তেন ভাই দুইজনে॥

ব্রজে মধুব্রত নাম গায়ক যে জন।
তেঁহ বাসুদেব নামে কৈল আগমন॥
প্রভুর গায়ক নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
তাঁর জ্যেষ্ঠ হন শ্রীবাসুদেব দত্ত॥
চট্টগ্রামে চক্রশাল গ্রামেতে জনম।
নদীয়া আসিল চিন্তি গৌরাঙ্গ সেবন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২২ বিলাস—
চট্টগ্রাম দেশে চক্রশাল গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে বসতি করয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥
দুই ভাই কৃষ্ণভক্ত জানে সর্ব্বজন।
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন॥
দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দুই প্রিয় দাস॥

* চ *

বাসুদেব দত্তে মধুব্রত বলি কয়॥
দুই ভাই নবদ্বীপে আসি কৈল বাস।
গৌর প্রেমলীলা হেরে রহিয়া সকাশ॥
অদ্বৈতের পাদপদ্মে লইয়া শরণ।
গৌরাঙ্গ চরণ ভজে দিয়া প্রাণমন॥

তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ—১৩তম অঃ—
নন্দিনী প্রভৃতি শ্রীমান বাসুদেব দত্ত।
প্রভু স্থানে মন্ত্র লঞা হইলা কৃতার্থ॥
বাসুদেবের প্রেমগুণ অপূর্ব কথন।
আপনে গৌরাঙ্গ তাহা করিল বর্ণন॥
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিদায়ের কালে।
নীলাচলে রহি প্রভু কহে কুতুহলে॥

বাসুদেব দত্তে প্রভু করি আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে গুণ তাঁর বলয়ে তখন॥
নিজগুণ শুনি দত্ত লজ্জিত হইয়া।
প্রভুর চরণে কহে মিনতি হইয়া॥
পতিত তারিতে প্রভু তব আগমন।
অঙ্গীকার কর মোর এক আবেদন॥
সকলি করিতে পার তুমি দয়াময়।
কৃপা করি পূর্ণ কর দীনের আশয়॥
পতিত জীবের দুঃখ না যায় সহন।
তেকারণে তব পদে করি নিবেদন॥
সবাকার পাপ লয়া নরকে যাইব।
যতেক যাতনা মুই একলে সহিব॥
সকল জীবের দুঃখ করহ মোচন।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত দ্রবিল তখন॥
প্রভু কহে তুমি কৃষ্ণের নিত্য শুদ্ধদাস।
অবশ্য পুরাবে কৃষ্ণ যত তব আশ॥
তব ইচ্ছামাত্রে সবার হইল মোচন।
বিনা তব পাপ ভোগে পাইবে মোচন॥
সর্ব্ব শক্তিমান কৃষ্ণ ভকত বৎসল।
তোমাকে ভুঞ্জাবে কেন এত পাপফল॥
একই ডম্বুর বৃক্ষে ধরে কোটি ফল।
অপচয় নাহি গণে পড়িলে এক ফল॥
কোটি কামধেনুপতি এক ছাগীর মরণে।
আপনার অপচয় বলি তাহা নাহি গণে॥
বিরজার জলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসয়।
এক মুক্ত হোলে কৃষ্ণের হানি নাহি হয়॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় কৃষ্ণ দয়াময়।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে হইয়া সদয়॥
পতিত জনের বন্ধু বাসুদেব দত্ত।
যাঁহার কৃপায় জীব বুঝে গৌরতত্ত্ব॥

অনন্ত অসীম বাসুদেবের মহিমা।
ভক্তগণে কহে গৌর করিয়া গরিমা॥
যেকালে যে ধন বাসুদেব দত্ত পায়।
সেকালেতে সেই ধন সদা করে ব্যয়॥
সঞ্চয় নাহিক রাখে প্রভু তাহা জানি।
শিবানন্দ সেনে তবে কহিলা আপনি॥
বাসুদেব দত্তের যতেক হবে আয়।
সরখেল হয়া তুমি তাহা কর ব্যয়॥
সঞ্চয় না রাখিলে নহে কুটুম্ব ভরণ।
তেকারণে শিবানন্দে কহে এ বচন॥
পরম উদার এই বাসুদেব দত্ত।
প্রভু প্রিয়পাত্র বলি যাহার মহত্ত্ব॥
বৃন্দাবন যাত্রাকালে প্রভু গৌড়ে এল।
কুমারহট্ট হয়া শিবানন্দ ঘরে গেল॥
তথা হৈতে দত্তগৃহে প্রভুর গমন।
প্রভুকে পাইয়া ঘরে দত্ত প্রেম মন॥
বিবিধ বিধানে কৈল প্রভুর সেবন।
দত্তের গৌরাঙ্গ প্রেম অদ্ভুত কথন॥
বাসুদেব দত্ত রহে কাঁচরাপাড়া গ্রাম।
চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে রহে সেসব আখ্যান॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ নাটকে—৯ম অঙ্কে—

বামে বাসুদেব বাটী পথমপি-তথাবিধমা
লোক্য ফিমিতোহগ্রে গন্তব্যং কিমিতি ইতি।
সন্দিহানো, বাসুদেবেনোচে—ভগবন্নগ্রতঃ
শিবানন্দ বাটীমেবালং কুরু ইতি। …
অনন্তরং মুহূর্ত্তং স্থিত্বা বাসুদেব বাটীমাগত্য
ক্ষণমাবস্থায় পুনস্তবণিমারুহ্য চলিতবতি।

প্রভু ঘরে কুমারহট্টে কৈল আগমন।
সেকালে শিবানন্দ গৃহে করিল গমন॥
শ্রীজগদানন্দ কৈল পথের সাজন।
নৌকা আরোহণে প্রভু করিল গমন॥
কাঁচরাপাড়ায় প্রভু অবতরণ কৈল।
হেরিয়া পথের সজ্জা পুলকিত হৈল॥
কিছুদুর গিয়া দুই পথের সাজন।
বামে বাসুদেব সোজা শিবানন্দ-ভবন॥
প্রভু কহে কোন পথে করিব গমন।
বাসুদেব কহে সোজা করুন গমন॥
তবে প্রভু শিবানন্দ ভবনে চলিল।
মুহূর্ত্তকাল রহি বাসুদেব ঘরে গেল॥
ক্ষণকাল রহি তথা করিল গমন।
বাসুদেবে গৌরকৃপা অকথ্য কথন॥
কাঁচরাপাড়া হয়া প্রভু শান্তিপুরে গেল।
নাটশালা হইতে পুনঃ ফিরিয়া আসিল॥
পুনঃ শান্তিপুর হয়া কুমারহট্টে এল।
বাসুদেব দত্ত আদি আসিয়া মিলিল॥
শ্রীবাস ভবনে রহে শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু হেরিবারে দত্ত আসিলা সত্বর॥
প্রবল আগ্রহে কোলে করিয়া ধারণ।
বিহ্বল হইয়া প্রভু করেন ক্রন্দন॥
প্রভুর অভয় পদ দত্ত ধরি শিরে।
করয়ে ক্রন্দন প্রেমে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥
বাসুদেব দত্তের দেখিয়া আগমন।
পরম উৎফুল্ল হৈল শচীর নন্দন॥
তাহার ক্রন্দনে কান্দে যত ভক্তগণ।
বৃক্ষ ও পাষাণ দ্রবে শুনিয়া ক্রন্দন॥
অদোষ দরশী এই বাসুদেব দত্ত।
গৌরপ্রেম রসে সদা রহয়ে উন্মত্ত॥

তাঁহার গুণের কভু না হয় উপমা।
তাঁয়ে ভিন্ন তাঁর সহ না হয় তুলনা॥
দত্তেরে প্রভুর কৃপা অকথ্য কথন।
'বাসুদেবের আমি' প্রভু বলে সর্ব্বক্ষণ॥
পরম আগ্রহে প্রভু তাঁর গুণ গায়।
তাহা শুনি ভক্তগণ প্রেমে ভাসি যায়॥

তথাহি – শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম অঃ

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়॥
সত্য আমি কহি, শুন শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল॥
এ হেন মহিমা প্রভু বলিলা যখন।
শুনি ভক্তগণ সবে প্রেমেতে মগন॥
অদোষ দরশী জয় বাসুদেব দত্ত।
প্রভু-মুখ-বাণী শুনি বুঝিল মহত্ব॥
নবদ্বীপ মাঝে আছে মামগাছি গ্রাম।
তথা কিছুকাল বাসুদেবের অবস্থান॥
মামগাছি গ্রামে বাসুদেবের সেবা ছিল।
সেই সেবা নারায়ণী দেবীরে অর্পিল॥
বৃন্দাবন দাসেরে কৈল পালন পোষণ।
শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থে রয়েছে বর্ণন॥

তথাহি—

পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস।

বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন।
মাতামহ বৃন্দাবনের করেন পোষণ॥
বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল।
নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল॥
নারায়ণী দেবীরে সেবা করিয়া অর্পণ।
নীলাচলে প্রভু পাশে করিল গমন॥

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—

বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥
প্রভুপ্রিয় বাসুদেব দত্ত মহাশয়।
আপনে শ্রীমুখে যার মহিমা কহয়॥
বাসুদেবের বাতাস লাগে যার গায়।
লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়॥
এইত শাশ্বত বাণী করিয়া শ্রবণ।
বাসুদেব গুণগানে লুব্ধ হৈল মন।
শাস্ত্র অনুরূপ কিঞ্চিৎ করিনু বর্ণন।
কৃপা কর বাসুদেব পতিত পাবন॥
কৃপা করি দাস জ্ঞানে করি অঙ্গীকার।
গৌরসেবা করিবারে দেহ অধিকার॥
কায়মনে তব পদে লইনু শরণ
অন্যথা নাহিক কর মোর নিবেদন॥
পতিত দরদী তুমি দেখি একজন।
যে কারণে কিশোরী দাস করে নিবেদন॥

—০—

শ্রীচক্রপাণি আচার্য্য

জয় জয় ভুবন মোহন গৌরহরি।
জয় নিত্যানন্দ শেষ নামধারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥

গৌরপ্রেম পারিষদ অদ্বৈত আচার্য্য।
তাঁর শিষ্য প্রেমময় চক্রপাণি আচার্য্য॥
পশ্চিম দেশেতে তাঁর মহিমা প্রকাশ।
ভক্তমাল দ্বারে জ্ঞাত সবার সকাশ।

তথাহি—শ্রীভক্তমালে—

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শাখা চক্রপাণি নাম।
পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি ধাম॥
প্রভুর প্রেরিত গেল পশ্চিম দেশেতে।
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিল ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥
গুজরাটে গেলেন গুঞ্জমালা নাম শুনি।
যাইয়া তাহার সঙ্গে হইল মেলানি॥
পরিচয় হইল মিলিয়া দুইজনে।
বহয়ে আনন্দ ধারা দুঁহার নয়নে॥
কতক দিবস পরে শ্রীল চক্রপাণি।
আর একস্থানে সেবা প্রকাশে আপনি॥
যাত্রামহোৎসব সদা বৈষ্ণব সেবন।
শিষ্য প্রশিষ্য কৈল ভক্তি বিবরণ॥
অদ্বৈত প্রভুর দয়া দিল বহুজন।
শ্রীচৈতন্যের জয় বলি নাচে সর্বজন॥
ছোট গৌড়ীয়া বলিগাদির খেয়াতি।
আচার্য্যের গাদি সেই সবার সম্মতি॥

ছোট গৌড়ীয়া আর বড় যে গৌড়ীয়া।
অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগৎ ব্যাপিয়া॥
অদ্বৈত আদেশে শ্রীচক্রপাণি আচার্য্য।
পশ্চিম দেশেতে গিয়া করে প্রেমকার্য্য॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তেঁহ উপনীত হৈল।
কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালা গোসাঞি আছিল॥
দোঁহার মিলনে প্রেম সিন্ধু উথলিল।
সাহজিক প্রেমে দোঁহে আবিষ্ট হইল॥
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা করিল স্থাপন।
নিতাই-গৌরাঙ্গ নামে তারিল ভুবন॥
অদ্বৈত আচার্য্য কৃপা বহুজনে দিল।
কিশোরী শুনিয়া তাঁর শরণ লইল॥

—০—

শ্রীকামদেব মণ্ডল

জয় শচীনন্দন জয় শ্রীগৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ ভবের কাণ্ডারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥

অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য কামদেবাচার্য্য।
স্মরণে যাহার গুণ ঘুচে মায়া কার্য্য॥
পরম অদ্ভুত যত তাঁর ভক্তি রীত।
অদ্বৈত মঙ্গল দ্বারে হইল বিদিত॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে—৪র্থ অবস্থা—৩য় সংখ্যা—

পুরুষোত্তম পণ্ডিত বড় শাখা যে প্রভুর।
কামদেব দ্বিতীয় শাখা রসের প্রচুর॥
এই দুই শিষ্য প্রভুর হইল নীলাচলে।
একা যায় একা আইসে কেহই না জানে॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত যতনে উদ্ধারিয়া।
দোঁহাকে করিলা কৃপা শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সখিত্ব হয়ে দুই অনুসেবক রূপা।
তাহারে করিলা প্রভু সেহি মত কৃপা॥
ভক্তি সিদ্ধান্তে দোঁহে বড়ই প্রচণ্ড।
ভক্তিতে জিনিল সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড॥
কলিকালে মহাপ্রভু জগত জিনিতে।
সেই সেনাপতি দিল খগেন্দ্র সাক্ষাতে॥
কামদেব যবে আচার্য্য অষ্টক করিল।
শুনি তুষ্ট হয়া গৌর বহু কৃপা কৈল॥

তথাহি—তত্রৈব—৫ম অবস্থা—৫ম সংখ্যা—

অষ্টক শুনি মহাপ্রভু কহিল নির্দ্ধার।
কামদেব যে কহিল সেহি যে আমার॥
এহি কামদেব হয় কৃষ্ণের অংশ।
মহাদেবের শাপে হইয়াছিল ধ্বংস॥
এবে জানিও সবে অদ্বৈত বামভুজা।
জিতেন্দ্রিয় হবে তবে ইহারে কর পূজা॥
শুন কামদেব তুমি আমার বচন।
কৃষ্ণকে করাইলা তুমি বনে গোচারণ॥
এবে তোমার লীলা রাখিও গোপনে।
অদ্বৈত চরণ ভজ করিয়া যতনে॥
আলিঙ্গন করি মহাপ্রভু হাস্য আচরে।
ভঙ্গী করি বহু কৃপা করিল যে তারে॥
তবে আসি কামদেব প্রভুরে নিবেদিল।
প্রভু আনন্দ পাইয়া কোলেতে করিল॥
হেনমতে গৌরচন্দ্র তাঁরে কৃপা কৈল।
আচার্য্য বারতা শুনি প্রসন্ন হইল॥

একদা শারদ নিশি আচার্য্য প্রেমমন।
সপার্ষদে গঙ্গাতীরে কৈল উপবেশন॥
কামদেব বামে দক্ষিণে পুরুষোত্তম।
পারিষদগণ রহে পশ্চাৎ অনুক্রম॥
যমুনায় সখীসহ কৃষ্ণ ক্রীড়া করে।
সেইভাবে উদ্দীপন আচার্য্য অন্তরে॥
কামদেবে সম্বোধিয়া বলেন বচন।
হের তোর কৃষ্ণ কিবা করে আচরণ॥
আমার সখীরে তেঁহ এত জোর করে।
এত কহি হাত ধরি গঙ্গানীরে পড়ে॥
রাধিকার পক্ষ হয়া কৃষ্ণ হারাইল।
সেকালে আচার্য্য ভাবে সকলে মোহিল॥
ভক্ত সব জলে খেলে আচার্য্যে লইয়া।
রাধিকার জয় দেয় হাসিয়া হাসিয়া॥
জয় জয় ধ্বনি শুনি সীতা ঠাকুরাণী।
শ্রীর সহ গঙ্গাতীরে আসিলা আপনি॥
দূরে রহি জলক্রীড়া করে দরশন।
আচার্য্য কহে কৃষ্ণ সরল হইল এখন॥
ইঙ্গিতে নিগূঢ় তত্ত্ব আচার্য্য কহিল।
শুনি ঠাকুরাণীদ্বয় হাসি গৃহে গেল॥
আচার্য্যের যে বাক্যে সীতাদেবী হাসি গেল।
বুঝিতে না পারি সবে সংশয়ে পড়িল॥
জল হৈতে আচার্য্য গাত্রোত্থান কৈল।
কামদেব আচার্য্য পাশে সব নিবেদিল॥
সেকালে আচার্য্য যাহা বলিল বচন।
অদ্বৈত মঙ্গল বাক্য শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—অত্রৈব—

প্রভু বোলে কামদেব শুন পুরুষোত্তম।
রাধিকার সখী আমি হই যে মধ্যম॥
আমার সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হারায় সখীরে।
জোরাজোরি করে কৃষ্ণকে সহিতে না পারে॥
সখীর পক্ষ হইয়া আমি হারাইল তারে।
কৃষ্ণ পক্ষ লইতে সীতা আইল যে তীরে॥
হারিয়া যে কৃষ্ণচন্দ্র পরাজয় মানিল।
এবে কি কহিবে সীতারে কহিল॥
শুনিয়া হাসিয়া সীতা গৃহে চলি গেল।
কনক সুন্দরী সীতা তোমারে কহিল॥
ললিতাদি সখীর জ্যেষ্ঠ সখী হয়।
কৃষ্ণ যবে হারেন তবে তার পক্ষ হয়॥
আমি শ্রীরাধিকার পক্ষ অনুচরী।
এহি রূপে ব্রজলীলা নিত্য বিহরী॥
সেহি কৃষ্ণ সেহি রাধা ব্রজ বিহারী।
সেহি কৃষ্ণ সখী হইয়া দোঁহো সেবা করি॥
রাধিকার সেবাতে কৃষ্ণ হয় সতৃষ্ণ।
সেহি কালে আমি করি সব প্রশ্ন॥
এই সব কথা তুমি মনেতে রাখিবা।
যতনে রাখিও তুমি কারে না কহিবা॥
হেনমতে আচার্য্য নিজ তত্ত্ব বাখানিল।
সীতাসহ নিজ গূঢ়তত্ত্ব যে গাহিল॥
অত্যদ্ভুত জলক্রীড়া করিল বিলাস।
কামদেবে বুঝাইল আপন প্রকাশ॥
গোপন রাখিতে তাহা শেষেতে কহিল।
কামদেবে আচার্য্য কৃপা জগত বুঝিল॥
আচার্য্য প্রসাদে আপন স্বরূপ বুঝিল।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে সেবায় মাতিল॥
অদ্বৈতের প্রিয়পাত্র কামদেব আচার্য্য।
তাঁর দ্বারে আচার্য্য বহু করিলেন কার্য॥
নিত্যসিদ্ধ পরিকর কামদেব মহামতি।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করিয়া মিনতি॥

শ্রীবিজয় দাস

জয় জয় জগন্নাথ সুত গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় মহীধারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥

নদীয়া নিবাসী বিপ্র শ্রীবিজয় দাস।
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস॥
অদ্বৈতের পাদপদ্মে লইয়া স্মরণ।
সেবয়ে গৌরাঙ্গ পদ করিয়া যতন॥
গৌরগণোদ্দেশে কর্ণপুরের বচন।
নবনিধি মধ্যে রত্নবাহু একজন॥
দ্বিজশ্রেষ্ঠ রত্নবাহু যাহার আখ্যান।
রত্নবাহু নাম গৌর করিল প্রদান॥

তথাহি— শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশে—

মালাধর নামে দাস ছিল নন্দীশ্বরে।
এবে সে বিজয় দাস সেই নাম ধরে॥
নন্দীশ্বরে কৃষ্ণকার্য্য কৃত বহু মতে।
সেইমত এবে দৃষ্ট প্রভুরে ভেটিতে॥
বিদ্যাবিলাস করে যবে শ্রীশচীনন্দন।
সেকালে বিজয় তাঁর ছাত্র একজন॥
আখরিয়া বিজয় বলি খ্যাত যাঁর নাম।
তা সম আখরিয়া নাহি নবদ্বীপ ধাম॥
রত্নবাহু বলি যারে প্রভু আখ্যা দিল।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর জগতে ঘোষিল॥
বহু গ্রন্থ লিখি তেঁহ দিল প্রভু করে।
প্রভুর মহিমা গাহি দিবানিশি ফিরে॥

প্রভুর পরম প্রিয় বিজয় একজন।
যাহারে করাল প্রভু বৈভব দর্শন॥
একদা শুক্লাম্বর গৃহে শ্রীশচীনন্দন।
সজন সহিত তথা করিল শয়ন॥
প্রভু পাশে বিজয় দাস আছয়ে শয়নে।
প্রভু তাঁর অঙ্গে হস্ত কৈল সমর্পণে॥
জাগিয়া বিজয় করে অপূর্ব্ব দর্শন।
বৈভব হেরিয়া হৈল প্রেমেতে মগন॥
যেরূপ বৈভব বিজয় দর্শন করিল।
বৃন্দাবন দাস তাহা যতনে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ডে ২৫শ অধ্যায়।

"হেমস্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন॥
পরিপূর্ণ দেখে তঁহি রত্ন আভরণ।
শ্রীরত্নে মুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্রমণি জ্বলে॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখি জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি পরমানন্দ হইল বিজয়॥
অপূর্ব্ব হেরিয়া বিজয় ডাকিতে লাগিল।
তাঁর মুখে হস্ত দিয়া প্রভু যে কহিল॥
যাবত রহিব আমি অবনী মাঝারে।
এসব বারতা তুমি না কহিও কারে॥
এত কহি তারে চাহি হাসে বিশ্বম্ভর।
বিজয় করয়ে প্রেমে হুঙ্কার বিস্তর॥
তাহার হুঙ্কার শুনি জাগে ভক্তগণ।
বিজয়ে ধরিতে চাহে না যায় ধারণ॥
হাসে কান্দে নাচে গায় করয়ে হুঙ্কার।
বিজয়ের প্রেম হেরি সবে চমৎকার॥

ভাবাবেশে নৃত্যগীত করে কতক্ষণ।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত হই পড়িল তখন॥
তাঁর প্রেম হেরি সবে করয়ে চিন্তন॥
বিজয় করিল কিছু বৈভব দর্শন॥
তবে প্রভুস্থানে সবে জিজ্ঞাসে বচন।
কেমনে হৈল বিজয় প্রেমেতে মগন॥
প্রভু কহে ইহার গঙ্গানিষ্ঠা অনুক্ষণ।
গঙ্গার প্রভাব ইহা লয় মোর মন॥
কিংবা শুক্লাম্বর গৃহে দেব অধিষ্ঠান।
কিবা সে হেরিল জানে কৃষ্ণ ভগবান॥
এত কহি প্রভু তাঁর অঙ্গে হস্ত দিল।
শ্রীহস্ত পরশে বিজয় চেতন পাইল॥
সপ্তদিন নবদ্বীপে ভ্রমে অনুক্ষণ।
আহার নিদ্রা দেহধর্ম্ম নাহিক স্মরণ॥
প্রেমেতে বিহ্বল ভাবে করয়ে ভ্রমণ।
কতদিনে হৈল তাঁর বাহ্যিক স্মরণ॥
প্রভুর প্রসাদে করি বৈভব দর্শন।
সুকৃতি বিজয় পেল গৌর প্রেমধন॥
করুণা নিদান গৌরচন্দ্র অবতার।
তাঁর করুণার নাহি হেরি পারাবার॥
স্বজনে করিয়া কৃপা বুঝায় সর্ব্বজন।
হেন প্রেমলীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥
প্রভু কৃপাপাত্র শ্রীবিজয় মহামতী।
যাহার প্রসাদে ঘুচে অন্তর কুমতি॥
ওহে শ্রীবিজয় দাস কৃপা কর মোরে।
তোমার গৌরাঙ্গ চাঁদে দেখাহ আমারে॥
নিজদাস জ্ঞানে এবে কর অঙ্গীকার।
কিশোরী মনবাঞ্ছা পুরাহ একবার॥

—০—

শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস

জয় জয় বিশ্বম্ভর জগতের প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত লাভার নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য শ্রীকমলাকান্ত।
আচার্য্যের সেবাকার্য্য সদা অনুষক্ত॥
ব্যবহারিক কর্ম্ম যত করে সম্পাদন।
আচার্য্যে সেবিয়া গৌর কৃপার ভাজন॥
চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাসের বর্ণন।
অপূর্ব্ব ভারতী তাহা শুন সর্ব্বজন॥
তথাহি শ্রীচৈঃ চঃ—আদি ১২ পরিঃ—
"কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য কিঙ্কর।
আচার্য্য ব্যবহার সব তাহার গোচর॥
নীলাচলে তিঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া॥
সেই পত্রির কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রি আইল প্রভু স্থানে॥
সে পত্রিতে লেখা আছে এইত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করেছে স্থাপন॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবেতে ঈশ্বর॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ইহা আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথানা দিবে আসিতে॥
প্রভু যদি গোবিন্দেরে হেন আজ্ঞা দিল।
শুনিয়া কমলাকান্ত ব্যাকুল হইল॥
অদ্বৈত আচার্য্য শুনি হরষিত মন।
কমলাকান্তেরে ডাকি বলেন বচন॥
তথাহি—তত্রৈব—
"বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান॥
মুক্তিশ্রেষ্ঠ করি কৈল বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হয়া প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হইল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান যে মুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ আর লোক পাবে কতি॥"
এমত বচনে অদ্বৈত তাঁরে আশ্বাসিল।
তবেত প্রভুর পাশে উপনীত হৈল॥
সবিনয়ে প্রভু বন্দি করে নিবেদন।
আমা হৈতে কমলা তব কৃপার ভাজন॥
আমারে ত' হেন কৃপা কভু না হইল।
তোমার চরণে কৃপা অপরাধ কৈল॥
এত শুনি মহাপ্রভু সহাস্য বদন।
প্রসন্ন হইয়া তাঁরে কৈল আবাহন॥
কমলাকান্তে ডাকাইয়া করিল প্রসাদ।
তবে প্রভু প্রতি আচার্য্য কহে এই বাত॥
দুই প্রকারে করে ইহ মোরে বিড়ম্বন।
ইহারে বা কেনে তুমি দিলে দরশন।
শুনি মহাপ্রভু অতি আনন্দিত হৈল।
দোঁহাকার মন বাক্য দোঁহে সে জানিল॥

তবে প্রভু কমলাকান্তে করে উপদেশ।
চৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণন বিশেষ॥
তথাহি—
"প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম হানি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিয়ে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণ স্মৃতি বিনা হয় নিস্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম না করিল কভু ইহা জানি॥"
হেনমতে মহাপ্রভু কৈল উপদেশ।
তারে উপলক্ষ্য করি কহয়ে বিশেষ॥
জগতের শিক্ষা লাগি লীলার বিস্তার।
একে উপলক্ষ্য করি শিক্ষায় সবার॥
প্রিয়জনে দোষী করি করে শিক্ষাদান।
তারে উপলক্ষ্য করি পতিতের ত্রাণ॥
পতিত পাবন গৌরচন্দ্র অবতার।
পরম করুণাময় পার্ষদ তাহার॥
পরম নিগূঢ় এই চৈতন্য বিহার।
তার কৃপাপাত্র বিনা বুঝে সাধ্য কার॥
অদ্বৈত কিঙ্কর নাম শ্রীকমলাকান্ত।
আচার্য্যে সেবিয়া হৈল গৌরদণ্ড পাত্র॥
এতেকে বুঝিল তেঁহ গৌরপরিজন।
তাহার প্রসাদে লভ্য শুদ্ধভক্তি ধন॥
কমলাকান্ত পাদপদ্মে করিয়া বিনয়।
কিশোরী করয়ে শুভবুদ্ধির আশয়॥

—০—

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে পঞ্চম খণ্ডে শ্রীনাথ আচার্য্যাদি শ্রীঅদ্বৈত পার্ষদ মহিমা কথন নাম চতুর্থ লহরী সমাপ্ত।

পঞ্চম লহরী

শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত মাধব নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য রাজা দিব্যসিংহ।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামেতে বিখ্যাত॥
লাউড়ের অধিপতি দিব্যসিংহ নাম।
অদ্বৈত প্রসাদে প্রাপ্ত গৌর প্রেমধাম॥
বাল্যকালে অদ্বৈতের মহিমা হেরিল।
শেষে পদাশ্রয় করি কৃতার্থ হইল॥
অদ্বৈত আচার্য্য পিতা কুবের আচার্য্য।
রাজসভায় করে দ্বার পণ্ডিতের কার্য্য॥
রাজসহ সখ্যভাবে প্রীতি অনুক্ষণ।
দোঁহার বিচ্ছেদ কভু নহে একক্ষণ॥
কুবের আচার্য্য যবে শান্তিপুরে এল।
বিহ্বল হইয়া রাজা পত্রী পাঠাইল॥
পত্রী পাইয়া কুবের কৈল আগমন।
লাভাদেবীর গর্ভবার্ত্তা করিল জ্ঞাপন॥
শুনিয়া আনন্দে রাজা হইল মগন।
জ্যোতিষ গণনা শুনি পুলকিত মন॥
শুভক্ষণে শ্রীঅদ্বৈত লভিল জনম।
দিব্যরূপ হেরি রাজা আনন্দিত মন॥
অদ্বৈতের বাল্যলীলা নয়নে হেরিল।
পাছেতে আশ্রয় করি কৃতার্থ হইল॥
অদ্বৈত আচার্য্য দিব্যসিংহ পুত্র সঙ্গে।
বিদ্যা অধ্যয়ন করে মহানন্দ রঙ্গে॥

একদিন রাজপুত্র কমলাক্ষে লয়া।
কালি মন্দিরেতে গেল আনন্দিত হয়া॥
রাজপুত্র কালি মায়ে প্রণতি করিল।
কমলাক্ষ মাতৃরূপ হেরিতে লাগিল॥
রাজপুত্র কহে তাঁরে করহ প্রণাম।
দাঁড়াইয়া রহে তেঁহ না করে প্রণাম॥
তবে রাজপুত্র কোপে করিল নিন্দন।
শুনিয়া আচার্য্য কৈল প্রচণ্ড গর্জ্জন॥
গর্জ্জনেতে রাজপুত্র মূর্চ্ছিত হইল।
দূত মুখে রাজা শুনি তথায় আসিল॥
মৃতবৎ পুত্রে হেরি রাজা দুঃখ মন।
কুবের হেরিয়া অতি চিন্তাকুল মন॥
ভয়ে আচার্য্য উই-পোতায় লুকাইল।
কুবের লোকদ্বারে নিজপুত্রে আনাইল॥
আচার্য্যের প্রতি যবে রাজন কহিল।
বিষ্ণুচরণামৃতে রাজপুত্রে বাঁচাইল॥
মৃতপুত্র বাঁচিলেন দেখিয়া রাজন।
কমলাক্ষে প্রশংসিয়া আনন্দে মগন॥
একদা দীপান্বিকা দিনে সহ নিজ জন।
দেবীর মন্দিরে রাজা কৈল আগমন॥
কমলাক্ষ সভা মাঝে আসিয়া বসিল।
না প্রণমে কালি মায়ে রাজন হেরিল॥
রাজা কহে কি কারণে না কর প্রণাম।
কমলাক্ষ কহে পরম ব্রহ্ম ভগবান॥
ইষ্ট-নিষ্ঠা না রহিলে ব্যর্থ সে ভজন।
তে কারণে এক ইষ্টে ভজে বিজ্ঞজন॥
তবে কুবের আচার্য্য রাজপক্ষ হয়া।
পুত্রসহ শাস্ত্রচর্চ্চা করে যুক্তি দিয়া॥

পিতা-পুত্রে শাস্ত্রচর্চ্চা হৈল বহুক্ষণ।
ঈশান নাগর তাহা করিল বর্ণন ॥
শেষেতে আচার্য্য তবে বলেন বচন।
বৃক্ষমূলে জল দিলে পল্লবে শাখাগণ ॥
সর্ব্ব দেব-দেবীর মূল হন নারায়ণ।
তাহাকে ভজিলে তুষ্ট হয় সর্ব্বজন ॥
বিষ্ণু, মায়া, ভগবতী বহিরঙ্গা বলে।
মায়াতে মোহিত জীব তত্ত্বজ্ঞান ভুলে ॥
অতএব সর্ব্বময় প্রভু নারায়ণ।
তাহাকে পূজিলে সব পূজা সমাপন ॥
হেনমতে পিতা-পুত্রে বহু তর্ক হৈল।
পিতার সম্মান লাগি তবে প্রণমিল ॥
হেনকালে আচম্বিতে হেরে সর্ব্বজন।
অদ্বৈত প্রণামে দেবী করিল গমন ॥
দেবী অন্তর্দ্ধানে তবে প্রতিমা ফাটিল।
আচার্য্য অন্তর্হিত হয়া শান্তিপুরে এল ॥
এ হেন অলৌকিক লীলা হেরিয়া রাজন।
অদ্বৈতের পাদপদ্মে সমর্পিল মন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—

"অদ্বৈত আদেশে সেই দিব্যসিংহ রাজা।
কালী বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপি করিলেন পূজা ॥
শ্রীবিষ্ণু চিন্তনে তাঁর হৈল পাপক্ষয়।
শান্তিপুরে সেই রাজা উপস্থিত হয় ॥
অদ্বৈত চরণে আসি আত্ম সমর্পিল।
শক্তিমন্ত্র ছাড়ি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিল ॥
কৃষ্ণদাস নাম তাঁর অদ্বৈত রাখিলা।
অদ্বৈত চরিত কিছু তেঁহো প্রকাশিলা ॥
অদ্বৈত স্থানে শ্রীভাগবত পড়ি।
বৃন্দাবনে চলিলেন হইয়া ভিখারী ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি।
রূপ সনাতন সহ যাঁহার পিরীতি ॥
বৃন্দাবনবাসী হৈলা এই মহাশয়।
কাশীশ্বর গোস্বামী সহ সখ্য অতিশয় ॥
সভার প্রথমে ইহো বৃন্দাবনে গেলা।
বৃন্দবেনবাসী বলে সকলে ঘোষিলা ॥"

আচার্য্য বৈভব হেরি রাজা সুখমন।
কায়মনে আচার্য্য পদে লইল স্মরণ ॥
বিবিধ বিধানে রাজা করয়ে স্তবন।
তুষ্ট লয়া আচার্য্য কৈল কৃপা প্রদর্শন ॥
কৃপায় আচার্য্য রাজশিরে পদ দিল।
উপদেশ ছলে কিছু কহিতে লাগিল ॥
কহে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপি করহ সেবন।
বিষ্ণু বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিয় মন ॥
কৃষ্ণনাম সকীর্ত্তনে যাপহ জীবন।
শুনি রাজা দিব্যসিংহ পুলকিত মন ॥
পুনঃ কহে শুন রাজা আমার বচন।
হেনমতে কতকাল করহ যাপন ॥
পাছে পুত্রে রাজ্যধন করিয়া অর্পণ।
বৈরাগ্য করিয়া মোরে করিহ মিলন ॥
শান্তিপুরে মম পাশে করিবে গমন।
সেকালে করিব তব বাসনা পূরণ ॥
রাজা কহে দিন দশ রহ মম পাশ।
তবেত হইবে মোর পূর্ণ অভিলাষ ॥
প্রভু কহে শান্তিপুরে করিব গমন।
গঙ্গাতীরে শান্তিপুর মোর স্বভবন ॥
এত কহি শ্রীঅদ্বৈত করিল গমন।
রাজারাণী সেবারঙ্গে করে যে যাপন ॥
বিবিধ বিধানে রাজা করয়ে সেবন।
বৈষ্ণব সেবয়ে সদা করিয়া যতন ॥

আচার্য্যের গুণগানে মত্ত অনুক্ষণ।
কতদিনে ছাড়িলেন আপন ভবন॥
পুত্র করে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ।
শান্তিপুরে আচার্য্য বাসে কৈল আগমন॥
লাউড় হতে কতদিনে শান্তিপুরে এল।
বন্দিয়া আচার্য্য পদ প্রেমেতে মাতিল॥
জীবত্রাণে শ্রীঅদ্বৈত করিছে চিন্তন।
হেনকালে দিব্যসিংহ কৈল আগমন॥
পূর্ব্বে আচার্য্য কৃপায় ভ্রান্তি দূর হইল।
বৈষ্ণব বেশেতে এবে সমীপে আসিল॥
রাজারে আচার্য্য হেরি করিল সম্মান।
রাজা কহে কর মোরে নিজ ভৃত্য জ্ঞান॥
দৈন্যস্তুতি করি রাজা চরণে পড়িল।
প্রেমাবেশে আচার্য্যের মহিমা গাহিল।
কৃষ্ণদাস নাম তার আচার্য্য রাখিল।
দশ বৎসরে ভক্তিশাস্ত্র তাঁরে পড়াইল॥
ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করি রাজন্ তখন।
বুঝিলেন সর্ব্বেশ্বর ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
শক্তিমন্ত্র ত্যজি তবে কৃষ্ণমন্ত্র নিল।
আচার্য্যের পাদপদ্মে আত্ম সমর্পিল॥
সবিনয়ে আচার্য্যেরে বলেন বচন।
তব সম নাহি হেরি দয়ালু এমন॥
মো সম পাষণ্ডেরে করিলে উদ্ধার।
সংশয় ঘুচায়া নিলে ভকতি মাঝার॥
আজ্ঞা কর নিরলেতে করিয়া গমন।
নাম জপে জুড়াইব তাপিত জীবন॥
এত কহি গঙ্গাতীরে করিল গমন।
ঝুপড়ি বান্ধিয়া হৈল ভজনে মগন॥
বহু পুষ্পোদ্যানে কৈল বাটীর সাজন।
তদবধি ফুল্লবটি গ্রামের পত্তন॥
ভক্তিবলে হৃদে ধরি আচার্য্য চরণ।
আচার্য্যের বাল্যলীলা করিল বর্ণন॥
সংস্কৃত ছন্দে তাহা করিল রচন॥
"বাল্য-লীলা সূত্র" নামে বিখ্যাত ভুবন॥
পাছে বৃন্দাবন ধামে করিল গমন।
ভক্তিনেত্রে গৌর হেরি ছাড়িল জীবন॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে - ২য় অবস্থা—২য় সং

"কৃষ্ণদাস বিদায় হইয়া গেলা বৃন্দাবন।
সিদ্ধিবট প্রাপ্তি তার হইল ততক্ষণ।

● ● *

কাঁহা রাজপাট বড় ঐশ্বর্য্য নিদান।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাণত্যাগ বৃন্দাবন।
জয় জয় কৃষ্ণদাস মহাভাগ্যবান।
শ্রীঅদ্বৈত কৃপাপাত্র প্রেমানন্দ ধাম।
আচার্য্যের বাল্যলীলা নয়নে হেরিল।
স্মরণ লইয়া পদে গৌরাঙ্গ ভজিল॥
সর্ব্বারাধ্য সার হন শ্রীগৌর রতন।
আচার্য্যের কৃপাবলে পাইল সে ধন॥
রাজৈশ্বর্য্য ভোগ তার হৈল তৃণজ্ঞান।
গৌরনাম গুণগানে পাইল পরিত্রাণ॥
আচার্য্যের কৃপাবল জগতে দেখাল।
ভজিয়া গৌরাঙ্গপদ প্রেমেতে মাতিল॥
ওহে রাজা দিব্যসিংহ কৃষ্ণদাস নাম॥
অদ্বৈত পার্ষদ মধ্যে হৈল অবস্থান॥
দেখাহ অদ্বৈত লীলা পদে দিয়া স্থান।
তোমার করুণা বিনা নাহি পরিত্রাণ॥
নিতাই গৌর সীতানাথের অভয় চরণ।
কিশোরীরে সেবা দিয়া করহ মোচন॥

—০—

শ্রীবড় শ্যামদাস

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর দুলাল।
জয় জয় নিত্যানন্দ পাষণ্ডীর কাল॥
জয় জয় সীতাপতি কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শাখা শ্যামদাসার্য্য।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সর্ব্বগুণ বর্য্য॥
ভাগবত আচার্য্য নামে খ্যাত সর্ব্বজন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর বিদিত ভুবন॥
শ্যামদাসের বিবরণ শুন সর্ব্বজন।
অদ্বৈত মঙ্গলে হরিচরণ বচন॥
তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে-৪র্থ অবস্থা-৩য় সংখ্যা
"শ্যামদাস আচার্য্য হয়েন রাঢ়দেশবাসী।
রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সেহি সর্ব্বত্র পূজ্যসি॥
শাস্ত্র পড়িয়াছেন তেঁহ করিয়া যতন।
ভক্তিশাস্ত্র নাহি দেখে উদ্ধত তার মন॥
যাঁহা তাঁহা ফিরেন তবে বিচার করিতে।
সর্ব্বশাস্ত্রে জিনে হারে ভক্তিতে॥
গায়ত্রী বেদ মাতা জানি তপস্যা করিল।
কতদিন জ্যোতিষ যে তাহাতে স্ফুরিল॥
তবেত গেলা কাশী বিশ্বনাথ স্থানে।
অনাহারী হইয়া পূজে বিশ্বনাথ জ্ঞানে॥
কঠোর দেখিয়া শিবের দয়া উপজিল।
স্বপ্নেতে রাত্রে তারে সকল কহিল॥
যে লাগিয়া এত দুঃখ করহ এখানে।
তোমার সমীপে কৃষ্ণ যাও তার স্থানে॥
শ্রীভাগবত ভক্তিশাস্ত্র পড়িয়াছ তুমি।
অর্থ নাহি জান তুমি আপনে দেখ গণি॥
জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়িয়াছ গণিয়া দেখ এবে।
বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ শান্তিপুরে পাবে॥
তার কাছে যাও সেবা করহ তাহারে।
তাহার কৃপায় বিদ্যা স্ফুরিবে তোমারে॥
এতেক শুনিয়া বচন নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
তথাত্রি বসিয়া তবে গণিতে লাগিল॥
মহাদেবের আজ্ঞা হইল শান্তিপুরে যাইতে।
গণিয়া দেখিল তবে হইল প্রতীতে॥
তবে চলি আইলা গ্রাম শান্তিপুর।
আচার্য্য তপস্যা করে ব্রহ্মার্য্য প্রচুর॥
কতদিন সেবা করে নহে তপস্যা ভঙ্গ।
কহিতে না পারে কিছু আপন প্রসঙ্গ॥
তুলসী মঞ্চ লেপে করিয়া যতন।
গ্রাম গ্রাম হইতে পুষ্প কর-এ জোটন॥
পুষ্প আনি সুগন্ধি চন্দনে মাখিয়া।
প্রভুর পশ্চাতে দেয় স্রোতজলে যাইয়া॥
পুষ্প ভাসি ভাসি লাগে প্রভুর চরণে।
কতদিন পূজিল এতেক যতনে॥
তথাপি ধ্যান ভঙ্গ না হইল তাহার।
শ্রীভাগবত অর্থ করিল প্রচার॥
তবে প্রভু ধ্যান ভাঙ্গি চাহেন তান পানে।
দণ্ডবৎ করি তবে পড়িল চরণে॥"
রাঢ়দেশবাসী তেহ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।
শ্যামদাসাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ ভুবন॥
শ্যামদাসাচার্য্য যবে কাশীপুরে গেল।
বিদ্যার্থী হইয়া শিব আরাধনা কৈল॥
বহুকাল করিলেন শিব আরাধন।
দৈবে রাত্রিশেষে শম্ভু দিল দরশন॥
হাসি শ্যামদাস প্রতি কহিতে লাগিল।
সরস্বতী তব জিহ্বায় অধিষ্ঠান কৈল॥

আমারে ভিন্ন সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে।
দিগ্বিজয়ী নাম তব ভারতে ঘোষিবে॥
বর পেয়ে শ্যামদাস আনন্দে মগন।
বিজয় করিয়া সদা করয়ে ভ্রমণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে শান্তিপুরে এল।
অদ্বৈত আচার্য্য সহ মিলন হইল॥
শিব আজ্ঞা হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আচার্য্যে হেরিয়া হৈল আনন্দিত মন॥
তুলসী বেদীর পাশে আচার্য্য বসিয়া।
গোপালমন্ত্র জপ করে প্রেমযুক্ত হয়া।
হেনকালে শ্যামদাস করি আগমন।
আচার্য্যের ভাঙ্গিতে ধ্যান করিল যতন॥
তথাপিও আচার্য্য যদি ধ্যান না ভাঙ্গিল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে উপায় সৃজিল॥
ভাগবতের অর্থ কত করিয়া বর্ণন।
আরম্ভিল তুলসীর মহিমা কীর্ত্তন॥
তারপর ভাগীরথী মহিমা আরম্ভিল।
শুনি সীতানাথ চক্ষু উন্মিলন কৈল॥
গঙ্গার মহিমা যবে সমাপ্ত করিল।
অদ্বৈত আচার্য্য তারে কহিতে লাগিল॥
নানাস্থানে দূষিলেন তাহায় বচন।
দিগ্বিজয়ী চিত্তে হৈল পরাভব গণন॥
বেদান্তের বাক্য তবে দিগ্বিজয়ী তুলিল।
একে একে আচার্য্য তা' সকলি খণ্ডিল॥
তবে দুহুঁজনে যাহা হৈল আলাপন।
অদ্বৈত প্রকাশ বাক্য করহ শ্রবণ॥
তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—৬ষ্ঠ অধ্যায়
"এত চিন্তি কহে শুন, বেদ পঞ্চানন।
সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ইহা বেদের বচন॥
অতীন্দ্রিয় বস্তু সেই নির্গুণ নিরাকার।
নিষ্ক্রিয় পরম ব্রহ্মে নাহিক বিকার॥
তারে তুহুঁ সাকার কল্পনা কৈছে কর।
সাকার পদার্থ হয় ইন্দ্রিয় গোচর॥
প্রভু কহে পরম ব্রহ্ম নহে নিরাকার।
শ্রীসচ্চিদানন্দময় অনাদি সাকার॥
সর্ব্ব শক্তিমান তিঁহ পরিপূর্ণতম।
সৃষ্ট্যাদির সেই সর্ব কারণ কারণ॥
অপ্রাকৃত দেহ তাঁর অপ্রাকৃত মন।
অপ্রাকৃত নেত্র তাঁর অপ্রাকৃত গুণ॥
প্রাকৃতিক গুণের তাহে নাহিক সম্বন্ধ।
তেঞি তারে নির্গুণ কহয়ে শাস্ত্রবৃন্দ॥
অতীন্দ্রিয় বস্তু সেই নাহিক সংশয়।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বেদ্য কভু তিঁহো নয়॥
যৈছে ফল সাকার তার রস নিরাকার।
তৈছে ব্রহ্মের অঙ্গ কান্তির নাহিক আকার॥
অপ্রাকৃত ব্রহ্ম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
নিত্য বৃন্দাবনে সদা তাঁর অবস্থান॥
নব কৈশোর নিত্য সর্ব্বরসামৃত মূর্ত্তি।
মহাভাব অন্তরঙ্গা শক্তির বশবর্ত্তী॥
অপ্রাকৃত জীব হয় কৃষ্ণ ভক্তগণ।
ভক্তিনেত্রে ঐছে রূপ করয়ে দর্শন॥
পরম দয়ালু হরি ভক্ত তান প্রাণ।
তেঁই ভক্তজনে করে শুদ্ধভক্তি দান॥
শুষ্ক জ্ঞানপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুদুর্লভ।
ভক্তিপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অতীব সুলভ॥"
হেনমতে শ্রীঅদ্বৈত যতেক কহিল।
শুনিয়া শ্রীশ্যামদাস বিস্মিত হইল॥
আচার্য্যের সুসিদ্ধান্ত করিয়া শ্রবণ।
দিগ্বিজয়ী মনে মনে করয়ে চিন্তন।
এতদিনে শিব বর পণ্ড যে হইল।
আচম্বিতে শূন্য হোতে দৈববাণী হৈল॥

হরিহর মিলিত তনু বেদ পঞ্চানন।
তে কারণে অদ্বৈত নাম হইল এখন॥
দৈববাণী শুনি বিপ্র আনন্দিত মন।
অপরাধ গনি বন্দে আচার্য্য চরণ॥
সীতানাথের পাদপদ্ম বক্ষেতে ধরিল।
সিদ্ধমূর্ত্তি সীতানাথ তাহারে দেখাল॥
তবে শ্যামদাস প্রেমে হইল পাগল।
হরে কৃষ্ণ নাম করে হইয়া বিহ্বল॥
আচার্য্য কহয়ে তব দেহ পরিচয়।
কি কারণে তোমা হেথা আগমন হয়॥
কি কারণে কর মোর এতেক সেবন।
শুনি শ্যামদাস কহে, করি নিবেদন॥
জন্ম জন্ম ভৃত্য তব—মুই অভাজন।
কৃপা করি ভাগবতার্থ করাহ শ্রবণ॥
প্রভু কহে কতদূর কৈলে অধ্যায়ন।
শ্যামদাস কহে তবে নিজ বিবরণ॥
তবে আচার্য্য তারে ভাগবত পড়াইল।
ভক্তির সিদ্ধান্ত যত যতনে গাহিল॥
ভক্তির সন্ধানে তার ভ্রম দূরে গেল।
আচার্য্য চরণে পড়ি নিবেদন কৈল॥
বিশ্বনাথ আজ্ঞায় মোর হেথা আগমন।
কৃষ্ণমন্ত্র দানে কর বন্ধন মোচন॥
তবেত আচার্য্য তারে মন্ত্র দীক্ষা দিল।
বিরলে বসিয়া তারে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কৈল॥
সেইকালে শ্যামদাস অষ্টক করিল।
ছন্দ করি প্রেমানন্দে পড়িতে লাগিল॥
শ্লোক ছন্দে আচার্য্যেরে করয়ে স্তবন।
শ্যামদাস আচার্য্যের হৈল নিজ জন॥
অনেক দিন শ্যামদাস শান্তিপুরে রৈল।
রাত্রদিন ভক্তি ব্যাখ্যায় প্রমত্ত হইল॥

একদা আচার্য্য কহে শ্যামদাস প্রতি।
ভাগবতাচার্য্য নাম রাখিল সম্প্রতি॥
তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৪ বিঃ—
"অতি কদাচারী দ্বিজ বড় শ্যামদাস নাম।
দিগ্বিজয়ী বলি নাম তাঁর সর্বত্র হৈল॥
শান্তিপুরে অদ্বৈত স্থানে একদিন আইল।
বিচার করিয়া সেই পরাজিত হইল।
অদ্বৈত স্থানে বড় শ্যাম কৃষ্ণমন্ত্র নিল।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র পড়িতে লাগিল॥
ভাগবতে হৈলা তেঁহো পরম পণ্ডিত।
ভাগবতাচার্য্য নাম জগতে বিদিত॥"
তথাহি—শ্রীঅঃ প্রঃ—৬ষ্ঠ অঃ—
"প্রভু কহে তোর নাম ভাগবতাচার্য্য।
শ্যামদাস কহে তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য॥
দিন কত পরে প্রভু আদেশ লইয়া।
দেশে গেলা দ্বিজ প্রভুপদে প্রণমিয়া॥"
হেনমতে ভাগবতাচার্য্য উপাধি লভিল।
বন্দিয়া আচার্য্য পদ কৃতার্থ হইল॥
গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি প্রেমেতে মগন।
কতকাল শান্তিপুরে করে অবস্থান॥
আচার্য্যের বিবাহে তেঁহ মধ্যস্থ করিল।
বিবাহ উৎসব কার্য্য সব সমাধিল॥
কতকাল আচার্য্যে সেবি দেশেতে গমন।
আচার্য্যের প্রেমধর্ম্ম কৈল প্রবর্ত্তন॥
আচার্য্য প্রসাদে লভি শুদ্ধ-ভক্তি-ধন।
ভাসাইল গৌরপ্রেমে এ তিন ভুবন॥
আচার্য্যের পরিজন শ্যামদাসাচার্য্য।
গাহিলে যাহার গুণ সিদ্ধ সর্ব্বকার্য্য॥
নিতাই গৌর সীতানাথে রতি উপজয়।
লভিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি চরণ ভজয়॥

জয় শ্যামদাসাচার্য্য জয় কৃপাবান।
করুণা করিয়া মোরে কর পরিত্রাণ॥
শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম মোরে করাহ সিক্ষণ।
কিশোরীরে কৃপা কর লইল স্মরণ॥

—০—

ছোট শ্যামদাস

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কারুণ্য হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য ছোট শ্যামদাস।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা প্রকাশ॥
শ্যামদাস তত্ত্ব সবে করহ শ্রবণ।
নিত্যানন্দ দাস যাহা করিল কীর্ত্তন॥

তথাহি— শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—

"জ্যেষ্ঠ অচ্যুতানন্দ হয়েন গণেশ।
অচ্যুতা গোপী তাহে করিলা প্রবেশ॥
তাঁহার প্রকাশ হয় ছোট শ্যামদাস মহাশয়।
সীতা তাঁরে পুত্রবৎ স্নেহ করয়॥
পুত্রস্নেহে সীতা তাঁরে করাইলা স্তনপান।
সীতামায়ে চতুর্ভুজা দেখে ছোট শ্যামদাস মতিমান"
অচ্যুতের প্রকাশ শ্যামদাস মহাশয়।
অচ্যুত অভিন্ন তনু সুদৃঢ় আশয়॥
অচ্যুত অভাব সীতামাতা পাসরিল।
শ্যামদাসে কোলে পায়া দুঃখ নিবারিল॥
পরম অদ্ভুত তাহা করহ শ্রবণ।
শুনিলে শ্যামদাস তত্ত্ব বুঝে সর্ব্বজন॥
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করি নীলাচলে রৈল।
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে অচ্যুত ব্যাকুল হইল॥
গৌরসঙ্গানন্দ স্মরি নীলাচলে গেল।
গৌরাঙ্গ সমীপে রহি প্রেমেতে মাতিল॥
অচ্যুত বিরহে সীতা ব্যাকুলিত মন।
অভিরাম আসি কৈল দুঃখ বিমোচন॥
কালিয়া কৃষ্ণদাস দ্বারে বলিল বচন।
নীলাচলে গৌর স্থানে অচ্যুত গমন॥
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমে নাচিতে লাগিল।
শ্যামদাসে ডাকি তবে তাহারে কহিল॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে—৯ম পরিঃ

"শ্যাম অচ্যুত হয়ে সাধ মাতৃকার্য্য।
এত বলি পাঠাইল অদ্বৈত আচার্য্য॥
শুনিয়া গেলেন তেঁহ সীতার নিকটে।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করি করপুটে॥
কিসের লাগিয়া মাতা করিছ রোদন।
শুনি সীতাঠাকুরাণী বলেন তখন॥
কার মুখে দিব স্তন এ দুগ্ধ খাইতে।
শুনি শ্যামদাস তবে লাগিল কহিতে॥
তব স্তন পান আমি করিব এখন।
শুনি সীতাঠাকুরাণী আনন্দিত মন॥
তবে স্তনপান তারে করান সাদয়ে।
শিষ্যেতে পুত্রের বার্য্য করে নিরন্তরে॥"
হেনমতে শ্যামদাস পুত্রস্থান পেল।
পরম যতনে সেবা কার্য্যেতে মাতিল॥
মদন গোপাল সেবার করয়ে সহায়।
কায়মনে করে সেবা আনন্দ হিয়ায়॥
শ্যামদাসের কণ্ঠ যেন কোকিলের ধ্বনি।
যাহার কীর্ত্তনে সুখী আচার্য্য আপনি॥
সেবানন্দে শ্যামদাস করয়ে যাপন।
শ্যামদাসের প্রেমগুণ অপূর্ব্ব কথন॥

সীতাদেবী করিলেন যাঁরে গুণ দান।
স্মরিলে তাঁহার পদ ঘুচয়ে অজ্ঞান ॥
ছোট শ্যামদাস পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সীতা অদ্বৈত চরণ ॥

—০—

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য

জয় শচীনন্দন জয় সুনাগর।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা সাগর ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরপ্রেমধর ॥
নদীয়া নিবাসী বিপ্র শ্রীচন্দ্রশেখর।
শ্রীআচার্য্য রত্ন যাঁর খ্যাতি সুনির্ম্মল ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়তম শুদ্ধ গৌরদাস।
বিহরে গৌরাঙ্গ সহ ত্যজি সর্ব্ব আশ ॥
গৌরাঙ্গের মাতামহ চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
সর্ব্বজায়া কন্যা তাঁর খ্যাত চরাচর ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরে চক্রবর্ত্তী কন্যা দিল।
আচার্য্যের মহিমা যত ভুবনে ব্যাপিল ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১১২ শ্লোকঃ—
"চন্দ্রশেখর আচার্য্যশ্চন্দ্রো জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ।"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায়—
"শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ চন্দ্র সুশীতল ॥
আচার্য্য রত্ন যার খ্যাতি নিরমল ॥"

তথাহি—শ্রীমুরারী গুপ্ত কড়চায়াং—৪র্থ সর্গঃ—
"ঈশ্বরাংশো.দ্বিধা ভূত্বাঽদ্বৈতাচার্য্যশ্চ সদ্ গুণঃ ॥
ততো শিষ্যোঽভবদ্দেবশ্চন্দ্রাংশুশ্চন্দ্রশেখরঃ।
স আচার্য্য রত্ন ইতি খ্যাতো ভুবি মহাযশাঃ।"
পূর্ব্বে নিশাপতি বলি ঘোষে যেই জন।
শ্রীচন্দ্রশেখর নামে বিদিত ভুবন ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য শ্রীচন্দ্রশেখর।
গৌরপ্রেম রসার্ণবে ভাসে নিরন্তর ॥
শ্রীহট্ট নিবাস ত্যজি নবদ্বীপে এল।
গৌর প্রেমলীলা হেরি আনন্দে মাতিল ॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস—
"শ্রীহট্ট নিবাসী চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত।
আচার্য্য রত্ন নামে হইল বিদিত ॥
গঙ্গাতীরে তিঁহো বসতি করিলা।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে গৌরাঙ্গ নাচিলা ॥"
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা সর্ব্বজায়া।
চন্দ্রশেখরে সমর্পয়ে মহানন্দ হৈয়া ॥
মেসো বলি গৌরচন্দ্র যাহারে ডাকয়।
গয়াযাত্রা কালে গৌর সহিত চলয় ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ—৪।২১ শ্লোকঃ—
স জননী ভগিনীগতিনা গয়াং।
সমমুপৈতুমনা স্তদনন্তরম্ ॥
ঐশ্বর্য্য প্রকাশে প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে।
রামাকার হেরে বিপ্র প্রেমানন্দ মনে ॥
নদীয়ায় গৌরলীলা হেরয়ে নয়নে।
আস্বাদয়ে সেই রস প্রেমযুক্ত মান ॥
আচার্য্যের ভাগ্যসীমা কহনে না যায়।
যাঁর গৃহে গৌরচন্দ্র বিহরে সদায় ॥
দেবীভাবে যাঁর গৃহে প্রভুর নর্ত্তন।
করিল বহুত কৃপা করিয়া যতন ॥
সজন সহিত লীলা করিলা বিস্তার।
হেরয়ে রসিক ভক্ত আনন্দ অপার ॥

আচার্য্য ভবনে যত করিল বিলাস।
ব্রহ্মাদিক হেরিবারে যাহা করে আশ ॥
লক্ষ্মীবেশে নাচিলেন শ্রীগৌর সুন্দর।
আজ্ঞা অনুরূপ নাচে যত পরিকর ॥
জননী ভাবেতে নাচি ভক্তি শিখাইল।
স্তন পিয়াইয়া সবার বাঞ্ছা পুরাইল ॥
বেদ অগোচর লীলা করে গোরা রায়।
পরম অদ্ভুত তাহা ব্যপ্ত সর্ব্বথায় ॥
হেনভাব প্রকাশিল শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
পরম অদ্ভুত তেজ গৃহেতে সদায় ॥
সপ্তদিন সেই তেজ করিল বিরাজ।
কুতূহলে হেরে সদা রসিক সমাজ ॥
আসয়ে যতেক লোক করিতে দর্শন।
চক্ষু মেলিবারে নাহি পারে কোন জন ॥
বিদ্যুৎ চন্দ্র-সূর্য্য সম জ্বলে অনুক্ষণ।
বুঝিতে নারয়ে যত মূঢ় জীবগণ ॥
হেরিয়া হাসয়ে যত বৈষ্ণবেরগণ।
আচার্য্য মহিমা হয় অপূর্ব্ব কথন ॥
আচার্য্যের প্রাণমন গৌরাঙ্গ চরণ।
ক্ষণেক বিচ্ছেদে প্রেমে হন অচেতন ॥
প্রভু যবে সন্ন্যাসেতে করিল গমন।
আচার্য্য চলয়ে সঙ্গে প্রেমাকুল মন ॥
কেশব ভারতী স্থানে করিয়া গমন।
আচার্য্যে কহয়ে তবে শ্রীশচীনন্দন ॥
সন্ন্যাস সামগ্রী যত করি আয়োজন।
বিধিযোগ্য কর্ম যত করহ এখন ॥
প্রভু আজ্ঞায় আচার্য্য প্রতিনিধি হয়া।
সমাধান করে কার্য্য প্রেমযুক্ত হয়া ॥
গ্রাম হৈতে দ্রব্য যত করি আনয়ন।
সুচারু রূপেতে করে সব সমাপন ॥

সন্ন্যাস গ্রহণ করি প্রভু গৌরহরি।
আচার্য্যের প্রতি কহে কৃপাদৃষ্টি করি ॥
আপন কোলেতে তুলি করয়ে ক্রন্দন।
কহে নবদ্বীপে তুমি করহ গমন ॥
মাতা ভক্তস্থানে গিয়া দেহ সমাচার।
আচার্য্য চলয়ে শুনি নদীয়া মাঝার ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত শ্রীচন্দ্রশেখর।
গৌর প্রেমরসতত্ত্ব যাহার গোচর ॥
যাঁর গৃহে নাচে প্রভু ত্রিদশের রায়।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি ধন্য করিল তাহায় ॥
হেরিল অদ্ভুত তেজ আপন ভবনে।
তাঁর সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ॥
জয় জয় শ্রীচন্দ্রশেখর মহামতি।
তোমার অভয় পদ অগতির গতি ॥
একবার কৃপাদৃষ্টি করহ প্রদান।
কিশোরীরে দাস করি পদে দেহ স্থান ॥

—৹—

শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য

জয় জয় গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য গোপীনাথাচার্য্য।
বিহরয়ে গৌরপ্রেমে ত্যজি সর্ব্বকার্য্য ॥
গৌরাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞাতা গৌরগত মন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ঘোষে ত্রিভুবন ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৭৫ শ্লোকঃ—
গোপীনাথাচার্য্য নাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎ পতিঃ।
নবব্যূহেতু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ ॥
তন্ত্রবেদিগণ যাঁরে নবব্যূহ কন।
সেই গোপীনাথ এবে জগৎপতি হন ॥
তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায়—
"গোপীনাথ ঠাকুর বন্দ জগত বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাৎ ॥"

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২৪ বিলাস—
"সেই প্রহ্লাদ ব্রহ্ম হরিদাসেতে মিলিল।
প্রকাশান্তরে বিধি গোপীনাথ আচার্য্য হৈল ॥
অদ্বৈত শিষ্য গোপীনাথ চৈতন্যের শাখা ॥"
ব্রহ্মার প্রকাশ মূর্ত্তি গোপীনাথ আচার্য্য।
অবতীর্ণ ধরা মাঝে জানি প্রেমকার্য্য ॥
প্রহ্লাদের অংশ আসি তাহাতে মিলন।
নবব্যূহ মিলনে দেহ করিল ধারণ ॥
নদীয়া নিবাসী বিপ্র গোপীনাথ আচার্য্য।
বিহরয়ে গৌরপ্রেমে ত্যজি সর্ব্বকার্য্য ॥
সার্ব্বভৌমের ভগ্নিপতি এই তাঁর খ্যাতি।
যাহার প্রভাবে সার্ব্বভৌমের ভক্তি রতি ॥

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১২ তরঙ্গ—
"এই মহেশ্বর বিশারদের আলয়।
বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাহার তনয় ॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর নীলাচলে স্থিতি।
গোপীনাথ আচার্য্য যার হয় ভগ্নীপতি ॥
গোপীনাথ প্রভু লীলা দেখে নদীয়ায়।
নীলাচলে গেল অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥"
মহেশ্বরের জামাতা নদীয়া নিবাস।
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ॥

গৌরাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞাতা গৌরগত মন।
গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা করিল দর্শন ॥
যাঁর ঘরে ঈশ্বরপুরী করিল নিবাস।
প্রভুসহ হৈল তথা বিদ্যার বিলাস ॥
কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ তথা বিরচিল।
বিচার রঙ্গে প্রভু বিদ্যাগর্ব্ব সঙ্কোচিল ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেল।
পূর্ব্বে গোপীনাথ গিয়া ক্ষেত্রবাস কৈল ॥
প্রভু যদি নীলাচলে করিল গমন।
লীলারঙ্গে সার্ব্বভৌম ভবনে গমন ॥
নিত্যানন্দ আদি করে প্রভু অন্বেষণ।
দৈবে গোপীনাথ সহ হইল মিলন ॥
মুকুন্দের পরিচয় গোপীনাথ সনে।
ইষ্টগোষ্ঠী করি তবে পুছয়ে তাহানে ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে এল।
জগন্নাথে হেরি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইল ॥
সার্ব্বভৌম প্রভু লয়া নিজগৃহে গেল।
অন্বেষণ করি মোরা হেথায় আসিল ॥
তোমার মিলন লাগি যবে হৈল মন।
সেই ক্ষণে পাইলাম তোমা দরশন ॥
এত কহি মুকুন্দ তারে নমস্কার কৈল।
গোপীনাথ সঙ্গে লয়া প্রভুপাশে এল ॥
যথাযোগ্য সবা সহ হইল মিলন।
পাছে সার্ব্বভৌম তারে জিজ্ঞাসে বচন ॥
প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম বার্ত্তা পুছে ভট্টাচার্য্য।
সবিস্তারে কহে সব গোপীনাথাচার্য্য ॥
তবেত প্রভুকে করায় জগন্নাথ দরশন।
শয়ন উত্থানাদি দেখায় করিয়া যতন ॥
একদিন গোপীনাথে কহে ভট্টাচার্য্য।
প্রভুর সন্ন্যাস বার্ত্তা অলৌকিক কার্য্য ॥

একে একে গোপীনাথ সকলি কহিল।
শুনি সার্ব্বভৌম তবে কহিতে লাগিল॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এই ন্যাসী দরশনে।
আমার হৃদয়ে প্রীতি বাড়ে অনুক্ষণে॥
অল্প বয়সে সন্ন্যাস করিল গ্রহণ।
কেমনে করিবে এই ধর্ম্মের রক্ষণ॥
নিরন্তর করাইব বেদান্ত শ্রবণ।
বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে করাব গমন॥
উত্তম করিব পুনঃ যোগ পট্ট দিয়া।
শুনি গোপীনাথ কহে দুঃখান্বিত হয়া॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পরিঃ—

"ভট্টাচার্য্য তুমি ইহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীমা॥
ইহাতে বিখ্যাত ইহো পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর লক্ষণে॥
শিষ্য কহে ঈশ্বর তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে
সেইত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে।"
এত কহি গোপীনাথ বলেন তখন।
তোমা সম পণ্ডিত নাহি ধরায় এখন॥
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে জ্ঞান।
ঈশ্বর কৃপা নাহি তোমা নাহি দিব্যজ্ঞান।
তে কারণে ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিতে না পার।
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে করয়ে উত্তর।
তোমাতে ঈশ্বর কৃপা তাহা কি প্রমাণ।
তদুত্তরে গোপীনাথ কহে তার স্থান॥

তথাহি—তত্রৈব—

"আচার্য্য কহে বস্তু বিষয়ে হয়ে বস্তুজ্ঞান।
বস্তু তত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥
ইহার শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন।
কভু ত ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়া এই বলি ব্যবহার॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম বলিল বচন॥"
ভট্টাচার্য্য কহে নাহি কর রোষ মন।
শাস্ত্রদৃষ্টে ইষ্টগোষ্ঠী করিল এখন।
মহাভাগবত হয় চৈতন্য গোঁসাই।
কিন্তু কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাই।
শুনি দুঃখে গোপীনাথ বলেন বচন।
শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বৃথা তব দম্ভ মন।
ভাগবত ভারতাদি শাস্ত্রে ঘোষে অনুক্ষণ।
দেখিয়া না দেখ তুমি হেন অজ্ঞজন॥
তবে শাস্ত্র উথাড়িয়া কহে গোপীনাথ।
নাহি প্রয়োজন হেন বাক্য তব সাথ।
ঊষর ভূমিতে যৈছে বীজের রোপন।
তৈছে তবস্থানে হয় ঐছে আলাপন॥
তব প্রতি গৌরাঙ্গের কৃপা যবে হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত সব তখনি বুঝিবে।
হেনমতে শ্যালক ভগ্নীপতি রঙ্গ হইল।
নিন্দাস্তুতি হাস্যছলে শ্যালকে শিখাল॥
গৌরাঙ্গের তত্ত্ব জ্ঞাতা গোপীনাথাচার্য্য।
গৌরপ্রেম আস্বাদন সদা তাঁর কার্য্য॥

গৌড়ীর বৈষ্ণব হবে নীলাচলে এল।
প্রতাপরুদ্র রাজে তেঁহ সবা চিনাইল ॥
নীলাচলে প্রভুপাশে রহে অনুক্ষণ।
প্রভুর প্রেমলীলা হেরি সদানন্দ মন ॥
পূর্ব্বেতে নদীয়ালীলা হেরিল নয়নে।
তাঁরে স্নেহ করে যত গৌরাঙ্গের গণে ॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী যবে নবদ্বীপে এল।
আচার্য্যের গৃহমাঝে বিশ্রাম করিল ॥
কৃষ্ণলীলামৃতাস্বাদে সহ ভক্তগণ।
প্রভু বিদ্যাগর্ব্ব যথা কৈল সঙ্কোচন ॥
পরম অদ্ভুত লীলা হৈল তার ঘরে।
হেরিল ভাগ্যবান জন আনন্দ অন্তরে ॥
গৌরপাদপদ্মে তাঁর দৃঢ় অনুরাগ।
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে যোগ্য মহাভাগ ॥
সার্ব্বভৌমে গৌরতত্ত্ব যত জানাইল।
শুনি সব ভক্তগণ আহ্লাদিত হৈল ॥
সর্ব ভক্তগণ প্রিয় আচার্য্য গোপীনাথ।
সংকীর্ত্তনে বিহরয়ে গৌরচন্দ্র সাথ ॥
গৌরপ্রেম পরিষদ গোপীনাথ আচার্য্য।
যাহার প্রসাদে পাই গৌর সেবাকার্য্য ॥
গৌরাঙ্গের শুদ্ধতত্ত্বে হয় চিত্তোদয়।
ক্রমে ক্রমে গৌরপদে রতি উপজয় ॥
গোপীনাথ প্রেমবদ্ধ গৌরাঙ্গ নিতাই।
বদন ভরিয়া মুই তাঁর গুণ গাই ॥
ওহে গৌরাঙ্গপ্রিয় আচার্য্য গোপীনাথ।
কৃপা করি মো অধমে কর আত্মসাৎ ॥
গৌর পাদপদ্মে মোরে কর রতি দনা।
কিশোরীরে দাস করি ঘুচাহ অভিমান ॥

—•—

দিগ্বিজয়ী

জয় জয় বিশ্বম্ভর ভক্তগণ প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণানিদান ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য এক দিগ্বিজয়ী।
অদ্বৈত প্রসাদে হৈল শুদ্ধ ভক্তাশ্রয়ী ॥
দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ তেঁহ পণ্ডিত সুজন।
বিদ্যাবলে সরস্বতী বশ অনুক্ষণ ॥
দিগ্বিজয় করি ফিরে তর্ক তিষ্ঠমন।
শান্তিপুর মাঝে আসি অদ্বৈত মিলন ॥
অদ্বৈত দর্শমে তাঁর ভ্রান্তি দূরে গেল।
শুদ্ধাভক্তি লভি গৌরচরণ ভজিল ॥
পরম অদ্ভুত সেই লীলার ঘটন।
অদ্বৈত মঙ্গল বাক্য শুন সর্বজন ॥
তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে — ৪র্থ সংখ্যা :
"দক্ষিণ দ্রাবিড় হইতে এক দাক্ষিণার্ত্ত্য ব্রাহ্মণ।
দিগ্বিজয়ী নাম তার পণ্ডিত প্রধান ॥
দক্ষিণ-পশ্চিম যে উত্তর জিনিয়া।
কাশীতে আইলা সেহি সর্বশাস্ত্র লইয়া ॥"
হেনমতে কাশীধামে কৈল আগমন।
কায়মনে কৈল বিশ্বনাথের স্মরণ ॥
কাশীবাসী পাণ্ডিতগণেরে কৈল জয়।
আজ্ঞা মাগি কাশী হৈতে গৌড়েতে বিজয় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শান্তিপুরে আগমন।
আচার্য্য তুলসীতলে করে দরশন ॥
দিগ্বিজয়ী গঙ্গাগুণ করয়ে বর্ণন।
ব্যাখ্যা শুনি ধ্যানভঙ্গ করিল তথন।

বিরুদ্ধ ব্যাখ্যায় তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হইল।
তুলসীতলে বসি দোঁহে বিচার করিল॥
যেনমতে আচার্য্য তাহারে জয় কৈল।
হরিচরণ দাস তাহা প্রেমেতে গাহিল॥

তথাহি—তত্রৈব—

"যে অর্থ করে দিগ্বিজয়ী সেহি অর্থ ধরি।
তাহারে হারায় প্রভু বিচার যে করি॥
সপ্তরাত্রি দিবা তবে বিচার করিল।
আসন ছাড়িয়া প্রভু নহে যে উঠিল॥
মনেতে দিগ্বিজয়ী ফাঁপর হইয়া।
সরস্বতীকে কহে কিছু আক্ষেপ করিয়া॥
দৈববাণী সরস্বতী কহিল তখনে।
অদ্বৈত ঈশ্বর সনে বিচার কর কেনে॥
উত্তর পাইয়া দিগ্বিজয়ী পড়িল চরণে।
অদ্বৈত অদ্বৈত বলি করয়ে ক্রন্দন॥
কমলাকান্ত নাম তোমার সেহি সত্য হয়।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম দৈববাণী কয়॥
অদ্বৈত প্রকট নাম হইল পৃথিবীতে।
পৃথিবী জিনিল আমি হারিল তোমাতে॥
পুনর্বার দণ্ডবত করে দিগ্বিজয়ী।
প্রভু কহে সর্বশাস্ত্রে হও তুমি জয়ী॥
তবে প্রভু কৃপা যে করিলা তাহারে।
মস্তকেতে হাত দিয়া আশীর্বাদ করে॥"
আচার্য্যের স্থানে দিগ্বিজয়ী পরাভব।
সরস্বতী বাক্যে বুঝে আচার্য্য বৈভব॥
অদ্বৈত মহিমা জানি লইল স্মরণ।
গলবস্ত্র হয়া করে কাকু নিবেদন॥
আপনার পরিচয় করয়ে বর্ণন।
অপূর্ব ভারতী তাহা করহ শ্রবণ॥

তথাহি—তত্রৈব—

"সরস্বতীরে আমি ভজিলাম বহুকাল।
তিনবার ভ্রমিল আমি পৃথিবী চক্রাকার॥
পুনঃ গোমতী তীরে বসি অনাহার করি।
তপস্যা করিল আমি সাত সপ্তাহ ভরি॥
তবে তুষ্ট হইয়া মোরে দিল দরশন।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হৈয়া সম্মুখে আগমন॥
বিপ্র কহে প্রাণ ছাড় কিসের লাগিয়া।
পড় যাইয়া হবে বিদ্যা দেখ বিচারিয়া॥
তবে তাহারে আমি না দিল উত্তর।
পুনর্বার সাত দিবস কৈল নিরাহার॥
তবে সরস্বতী আইলা বীণা বাজাইয়া।
সম্মুখে আসিয়া তবে রহিল দাঁড়াইয়া॥
নেত্র মেলি দেখিল আমি তাঁহার চরণ।
চরণে পড়িল তখন করিয়া যে ধ্যান॥
শ্রীহস্ত মস্তকে দিয়া কহে শুন হে ব্রাহ্মণ।
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত তুমি হইবা এখন॥
চতুর্দ্দিকে জয়যুক্ত হইবা যে তুমি।
আমা বরপুত্র তুমি কহিলাম আমি॥
তবে নমস্কার করিল পড়িল চরণে।
সরস্বতী গেলা তবে আপন ভবনে।
সেইদিন হৈতে আমি যাহা তাহা গেল।
শাস্ত্র বিচারিয়া আমি সকল জিনিল॥
দ্রাবিড় দেশেতে পণ্ডিত চতুর্বেদ মূর্ত্তি।
তাহারে জিনিল আমি করিয়া যে ভক্তি॥
অবন্তী নগরে এক ব্যাসতীর্থ করি।
সন্ন্যাসী হইয়া রহে ব্রত আচরি॥
তার সঙ্গে বিচার করিল দুই মাস ধরি।
হারিয়া পত্র দিল জয়যুক্ত কারী॥

তবে কাশীতে আইলা বিচার করিতে।
বিশ্বনাথ অধিষ্ঠান জানি যেন মতে॥
তাহারে পূজিয়া তার আজ্ঞা মাগি লইল।
বিচারে সন্ন্যাসী হারি পত্র লিখি দিল॥
দেখ এই তিন পত্র সম্মুখে ধরিল।
তোমার সাক্ষাতে আমি আসিয়া হারিল॥
তাহাতে জানিল আমি হও নারায়ণ।
সরস্বতীর বরপুত্রকে জিনিবে কোনজন॥
কৃপা করি স্বরূপ যদি দেখাও একবার।
তবে সে সংশয় মোর যায় অনিবার॥”
দিগ্বিজয়ীর বাক্যে আচার্য্য তুষ্ট মন।
বহুত করিল তারে কৃপা প্রদর্শন॥
কহে বৃথা বিদ্যাগর্ব্ব ছাড়হ এখন।
পণ্ডিত হয়াছ শাস্ত্র দেখ অনুক্ষণ॥
তবেত আচার্য্য তারে স্বরূপ দেখাইল।
স্বরূপ দর্শনে দিব্যভাব উপজিল॥
আচার্য্য প্রসাদে তাঁর সৌভাগ্য জীবন।
পরম বৈরাগ্য ভাব প্রেমনিষ্ঠ মন॥

তঁথাহি—তত্রৈব—
“দিগ্বিজয়ী কহে তোমার ভৃত্য যে আজ্ঞা করিবে।
অন্ধকে অনুগ্রহ করি আচরণ করাইবে॥
তবে চতুর্ভুজ হইয়া দেখাইলা তারে।
কৃতার্থ হইয়া তবে অনেক স্তুতি করে॥
জয় জয় অদ্বৈত বলি চরণে পড়িল।
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সম্বরণ করিল॥
সেই দিগ্বিজয়ী হইল প্রভুর এক ভক্ত।
বৈরাগ্য করিল সেহি পরম মহত্ত্ব॥”
এইমত দিগ্বিজয়ীর চরিত্র কথন।
অদ্বৈত প্রসাদে পেল শুদ্ধ ভক্তিধন॥
পাণ্ডিত্য অভিমান তাঁর সব দূরে গেল।
অদ্বৈত চরণাশ্রয়ে গৌরাঙ্গ ভজিল॥
এতেকে জানিল তেঁহ অদ্বৈত পরিজন॥
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে লইয়া শরণ॥

—০—

শ্রীশ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী

জয় ত্রিভূবন নাথ প্রভু গৌরচন্দ্র।
জয় দীন দয়াময় নিত্যানন্দ চন্দ্র॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী প্রেমানন্দ ধাম।
অদ্বৈতের কৃপাপাত্র গুণের নিদান॥
যাঁর পুত্র প্রেমময় প্রভু লোকনাথ।
গৌরাঙ্গের প্রেমসঙ্গী দীনজন নাথ॥
যশোহরে তালখড়ি নাম দিব্যস্থান।
তথায় নিবাস করে বিপ্র গুণধাম॥
পরম বৈষ্ণব তেঁহ দৃঢ় শুদ্ধাবান।
অদ্বৈত আচার্য্য চন্দ্রে সেবে অবিরাম॥
শ্রীগৌরসুন্দর যবে হইল প্রকাশ।
নদীয়ায় আসে বিপ্র ত্যজি সর্ব্ব আশ॥
গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা করয়ে দর্শন।
মধ্যে মধ্যে স্বদেশেতে করয়ে গমন॥
প্রভু যবে পূর্ব্বদেশে করিল গমন।
সেকালে তাহার ঘরে কৈল পদার্পণ॥
প্রভুসহ লোকনাথ ভবনে চলিল।
দূর হোতে নিজ পিতায় ডাকিতে লাগিল॥

হেথা চক্রবর্ত্তী হৃদে সকলি জানিল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ মোর ঘরে এল॥
গলবস্ত্রে আগুলিয়া চলিল তখন।
গৌরাঙ্গে হেরিয়া পথে চিনিল তখন॥
প্রেমাবেশে বিপ্রবর দণ্ডবৎ কৈল।
বিষ্ণু স্মরি গৌরচন্দ্র সঙ্কুচিত হৈল॥
বিপ্র কহে এবে মোরে ভাণ্ডিতে নারিবে।
অন্তর ছাড়িয়া মোর কেমনে যাইবে॥
তব গূঢ় তত্ত্ব রহে ভক্তের হৃদয়ে।
মম গৃহে চল এবে কৃপা প্রকাশিয়ে॥
সর্ব্ব রসপূর্ণ তুমি সাক্ষাৎ ভগবান।
অবতীর্ণ হইয়াছ জীবের ক.রণ॥
নিজ শুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব জীবে করি দান।
অধম পতিত জনে করিবেক ত্রাণ॥
এত কহি গৌরচন্দ্রে গৃহেতে আনিল।
দিব্য আসনোপরি যতনে বসাইল॥
তাঁর গৃহে কৈল প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পুরাইল পূর্ব্ব দেশবাসীর অভিলাষ॥
গৌর আগমন বার্ত্তা সকলে জানিল।
চক্রবর্ত্তী গৃহে আসি প্রভুকে হেরিল॥
আবাল বৃদ্ধ যুবা নারী করি আগমন।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে সফল জীবন॥
কতদিন গৌরচন্দ্র তথায় রহিল।
বিপ্রে কৃপাদৃষ্টি করি বহু লীলা কৈল॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী প্রেমানন্দ মন।
বহুত করিল গৌরচন্দ্রের সেবন॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীগৌর সুন্দর।
ভক্তগৃহে বিহরয়ে আনন্দ অন্তর॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত বিপ্র পদ্মনাভ।
দেখিলেন গৌরাঙ্গের অদ্ভুত প্রভাব॥
আস্বাদিল গৌরপ্রেম করিয়া যতন।
তার সম ভাগ্যবান আছে কোনজন॥
ভক্তিবশ হয়া গৌর তার ঘরে গেল।
বৈভব দেখাই তারে কৃতার্থ করিল॥
হেন ভাগ্যবান পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।
ভুবন ভরিয়া যাঁর গুণ যশ খ্যাতি॥
তাঁহার ভক্তির বশ শ্রীগৌর সুন্দর।
তার কৃপা বিনা নহে সৌভাগ্য অন্তর॥
ওহে পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী দয়াবান
মো-অধমে কৃপা করি কর পরিত্রাণ॥
সর্ব্বারাধ্য সার প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
তাঁর পদে রতি মতি দেহ নিরন্তর॥
কায়মনে ভজি যেন গৌরাঙ্গ চরণ।
কিশোরীরে কৃপা কর লইল শরণ॥

—০—

শ্রীহরিচরণ দাস

জয় জয় ভুবন পাবন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ শেষ নামধারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য শ্রীহরিচরণ।
গৌরাঙ্গ চরণে রতি প্রেমাকুল মন॥
"অদ্বৈত মঙ্গল" লিখি মহিমা রাখিল।
গাহিয়া অদ্বৈত গুণ ভুবন মোহিল॥
গাহিল অদ্বৈত গুণ করিয়া যতন।
যেমতে রচিল তাহা করহ শ্রবণ॥

তথাহি —শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে—৪র্থ অঃ—৩য় সং—

"এ সব নিগূঢ় কথা কৃষ্ণদাস লিখিলা।
সেহি সূত্র শ্রীনাথ আচার্য্য যে দিল॥
শ্রীনাথ আচার্য্য প্রভুর শিষ্য যে প্রধান।"
পাণ্ডিত্যে প্রাখুর্য্য বড় শাস্ত্রে নিদান॥
শ্রীনাথ কৃপা করি দিলা যে আমারে।
তদনুসারে লিখি করিয়া বিচারে॥
আমি লিখি ইহ মিথ্যা অভিমান করি।
অচ্যুতানন্দ প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধরি॥
হেনমতে কৈল অদ্বৈত মঙ্গল লিখন।
অদ্বৈত মহিমা যাতে অদ্ভুত বর্ণন॥
অদ্বৈত পার্ষদ হন হরিচরণ দাস।
তে কারণে কৈল অদ্বৈত মহিমা প্রকাশ॥
অদ্বৈতের অদ্ভুত লীলা যতনে গাহিল।
অদ্বৈতের গূঢ়লীলা জগত জানিল॥
অদ্বৈতের প্রিয় শ্রীহরিচরণ দাস।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে তাঁর করুণা প্রকাশ॥

—০—

শ্রীকৃষ্ণদাস

জয় জয় শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভব পারকারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥

অদ্বৈত আচার্য্য শিষ্য নাম কৃষ্ণদাস।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা প্রকাশ॥
আচার্য্য করয়ে যবে তীর্থ পর্য্যটন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল ধাম বৃন্দাবন॥
মদনমোহনে তথা করিল প্রকাশ।
সেকালে মিলিল আসি বিপ্র কৃষ্ণদাস॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে—৩য় অবস্থা—

"বনলীলা স্থান দেখি বড় সুখী হৈলা।
যমুনার ঘাটে বসি তরঙ্গ দেখিলা॥
এহিকালে কৃষ্ণদাস বিপ্র প্রধান।
কাম্যবন নিবাসী সেই ভক্তি নিদান॥
কৈশোর অবস্থা তার প্রভুসঙ্গ চাহে।
দণ্ডবৎ হইয়া স্তুতি বহুত করয়ে॥
আমি তোমার দাস হইয়া রহিব নিকট।
ভক্তিশাস্ত্র পড়িব এই মনেতে প্রকট॥
প্রভু তুষ্ট হইয়া তারে সঙ্গে রাখিলা।
প্রভু মুখ্যসখা তেঁহো যে হইলা।"
কাম্যবনবাসী তেঁহ বিপ্রের কুমার।
আচার্য্যের সেবা করে আনন্দ অপার॥
ব্রজধাম হৈতে যদি আচার্য্য গৌড়ে এল।
সেইকালে কৃষ্ণদাস সঙ্গেতে চলিল॥
আচার্য্য সহিত শান্তিপুরে আগমন।
অদ্বৈত মঙ্গলে কহে দাস হরিচরণ॥

তথাহি—শ্রীঅঃ মঃ—৩য় অবঃ—৩য় সংখ্যা—

"তবে পুনঃ আইলা প্রভু শান্তিপুর।
তুলসী পিণ্ডি বাঁধি তপস্যা প্রচুর॥
দিবসেতে তপ করে রাত্রে শাস্ত্র বিচার।
তীর্থবাসী কৃষ্ণদাস সঙ্গেতে তাহার॥

সেহি কৃষ্ণদাস হয় কাম্যবনবাসী।
প্রভুর চরিত্র দেখি সেবা করে আসি॥
জলপাত্র কুশাসন রহে তার হাতে।
এহিমতে তীর্থসঙ্গী আইলা তার সাথে॥
ব্রাহ্মণ বালক অতি শাস্ত্র প্রধান।
প্রভুসেবা করে সেহি নিত্য নবীন॥
দশ বৎসর সেবা করি বিচার রাত্রদিনে।
তবে তুষ্ট হইয়া প্রভু শিষ্য কৈল তানে॥
প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া।
তুলসীর মঞ্চ প্রভুর লেপন করিয়া॥
শীতল গঙ্গাজল আনি দেন গ্রীষ্মকালে।
কস্তুরি চন্দন দেন তরুমূলে॥
তুলসী তলাতে বসি ভাগবত পাঠ।
শত শত লোক বৈসে তুলসী চারিবাট॥
ত্রেতাযুগের তুলসী সেই বড়ই প্রাচীন।
পত্র পুষ্প হঞা তাঁর নিত্যনবীন॥
সুগন্ধি পুষ্পেতে নিত্য তুলসী পূজন।
গঙ্গা তুলসী হয়ে প্রভুর সেবন॥
তুলসী পুজার ফুল দূরে ফেলে নিয়া।
সেই স্থানে গ্রাম হইল নাম ফুলিয়া॥
শান্তিপুর গ্রাম হয় যোজন প্রমাণ।
প্রভু কহে নিত্যধাম মথুরা সমান॥
ফুল্লবাটী গ্রাম হয় প্রভুর পুষ্পোদ্যান।
স্থল কমল নিত্য আইসে হইয়ে যেন জ্ঞান॥
কৃষ্ণদাস আনি ধরে প্রভুর দক্ষিণে।
একে একে ধরি প্রভু দেন গঙ্গাজলে॥"
হেনমতে কৃষ্ণদাস কৈল আগমন।
আচার্য্যের সেবা করে করিয়া যতন॥
গঙ্গাতীরে আচার্য্য বসি করয়ে হুঙ্কার।
গঙ্গাজলে পূজা করে আনন্দ অপার॥
কৃষ্ণদাস পুষ্প আনি করয়ে অর্পণ।
আচার্য্য করয়ে পূজা করিয়া যতন॥
যে কালে মাধবপুরী কৈল আগমন।
সেকালে কৃষ্ণদাস সেবে আচার্য্য চরণ॥
সদা দাস অভিমানে সেবায় মগন।
কৃষ্ণদাসের গুণগান অপূর্ব কথন॥
অদ্বৈতের শাখা মধ্যে তাঁহার গণন।
কিশোরী করয়ে তাঁর সদৈন্য বন্দন॥

—॰—

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে ষষ্ঠ খণ্ডে
শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী আদি অদ্বৈত পার্ষদ
মহিমা কথনং নাম পঞ্চম লহরী সমাপ্ত।

ষষ্ঠ লহরী

শ্রীনন্দিনী দেবী

জয় জগতের প্রাণ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ গৌর প্রেমধর॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ॥
অদ্বৈত আচার্য্য জায়া সীতা ঠাকুরাণী।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর শাস্ত্রেতে বাখানি॥
ব্রজলীলা সহায়িণী দেবী যোগমায়া।
অবতীর্ণ ধরামাঝে জীবে করি দয়া॥
আপন পার্ষদ সব সঙ্গেতে আনিল।
শক্তি প্রকাশিয়া সবার জীব নিস্তারিল॥
জগতে দেখাল সবার অদ্ভুত প্রভাব।
অদ্যাপিও হৃদে স্মরে যত মহাভাগ॥
নন্দিনী জঙ্গলী নামে সীতার দুই দাসী।
প্রতীতি করিয়া শুন দোঁহার গুণরাশি॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৮৯ শ্লোকঃ—
নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ।
শঙ্কর ঘরণী নাম দেবী যোগমায়া।
তাঁর দুই দাসী হন জয়া ও বিজয়া॥
ধরামাঝে দোঁহে এবে করি আগমন।
নন্দিনী জঙ্গলী নাম করিল ধারণ॥

তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্র ধৃত শ্লোকঃ—
গন্দাবনে বীরাদেবী বৃন্দাখ্যা যা চ সংস্থিতা।
কলৌ ভূতলমাগত্য জন্ম লব্ধা ততঃ পরং।
নন্দিনী জঙ্গলী নাম্নী শিষ্যা তে পরিকীর্ত্তিতা।

পৌর্ণমাসী দেবী ব্রজলীলা সহায়িনী।
বীরা-বৃন্দা নামে দুই দাসী যে বাখানি॥
ব্রজেতে করিল বহু রঙ্গেতে সেবন।
ঘটনাঘটন লীলা করে অনুক্ষণ॥
কভু বা বিচ্ছেদ কভু মিলন ঘটায়।
দোঁহাকার প্রেমরসে দোঁহারে মাতায়॥
দৌত্য চাতুর্য্যে করায় দোঁহার বিলাস।
ব্রজে বীরা-বৃন্দা দূতীর অদ্ভুত প্রকাশ॥
সেই বীরা বৃন্দা এবে করি আগমন।
নন্দিনী জঙ্গলী নাম করিল ধারণ॥
অদ্বৈত গৃহিণী নাম সীতাঠাকুরাণী।
ব্রজের পূর্ণমাসী বলি যাহার বাখানি॥
নিরবধি পূর্ব্বভাবে তাহার চরণ।
দাসীরূপে পরিগ্রহী সেবাতে মগন॥
শান্তিপুরে বিহরয়ে প্রেমানন্দ মনে।
সীতা সহচরী বলি যাঁদের বাখানে॥
দোঁহাকার পরিচয় শুন সর্ব্বজন।
অপূর্ব্ব বারতা তাহা অদ্ভুত কথন॥
প্রতীতি করিয়া শুন করি দৃঢ় মন।
গুরু আনুগত্যে ব্রজ ভাবের ভজন॥

তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্রে—
"ক্ষেত্রিকুলে জন্ম এক নাম নন্দরাম।
শ্রীকৃষ্ণ অনুরঙ্গেতে হয় গুণধাম।
দ্বিজকুলে উপাদান যজ্ঞেশ্বর নাম।
শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে হয় বড় ভাগ্যবান॥
ক্ষেত্রিকুলেতে জন্ম নাম শ্রীনন্দরাম।
দ্বিজকুলোৎপন্ন যজ্ঞেশ্বর গুণধাম॥

এক গ্রামে দুইজন করয়ে নিবাস।
পূর্ব্বভাব অনুক্রমে একত্রে বিলাস॥
এক আত্মা সম দোঁহে ভ্রমে অনুক্ষণ।
নিরবধি কৃষ্ণকথা রসেতে মগন॥
একদা গঙ্গাস্নানে দোঁহে করয়ে গমন।
প্রসঙ্গেতে যজ্ঞেশ্বর বলয়ে তখন॥
গুরুপদাশ্রয় বিনে বৃথা জন্ম গেল।
নন্দরাম কহে মোর পূর্ব্ব স্মৃতি হৈল॥
পূর্ব্বে যাঁর স্থানে সিদ্ধমন্ত্রের গ্রহণ।
সীতাদেবী নামে তেঁহ বিদিত ভুবন॥
শান্তিপুরে রহি করে কৃপা আকর্ষণ।
চল তথা গিয়া করি মন্ত্রের গ্রহণ॥
এত চিন্তি দোঁহে চলে পুলকে মগন।
চিত্তেতে স্মরিয়া সীতার যুগল চরণ॥
ভাবিতে ভাবিতে দোঁহে শান্তিপুরে এল।
অদ্বৈত আচার্য্যে হেরি চরণ বন্দিল॥
আচার্য্যে পরিচয় দিয়া আজ্ঞা লইল।
অভ্যন্তরে গিয়া ঠাকুরাণীরে বন্দিল॥
আঙ্গিনাতে সীতা হেরি দোঁহে প্রণমিল।
পূর্ব্ব লীলা স্মরি তিনে আবিষ্ট হইল॥
পূর্ব্বভাব অনুরাগে জানায় অভিপ্রায়।
মনবৃত্তি বুঝি কৃপা করয়ে দোঁহায়॥

তথাহি—তত্রৈব—

"এইমত দুই জনার মনোবৃত্তি দেখি।
কৃপা কৈলা সীতাদেবী সুললিত আঁখি॥
কপালেতে তিলকের বিন্দু পরাইল।
দেখিয়া সীতার মন আনন্দ হইল॥
বামভাগে বসাইলা দুই সাধুজন।
শ্রবণেতে সিদ্ধমন্ত্র করিলা অর্পণ॥

হেনমতে দেবী দোঁহা করুণা করিল।
উপদেশছলে তবে কহিতে লাগিল॥
অগ্রে গুরুধ্যান করি মাল্যাদি অর্পিবে।
শ্রীগুরু গায়ত্রী তবে দশবার জপিবে॥
পরে মানসেতে করি বিশ্বম্ভর ধ্যান।
দশবার গায়ত্রী জপি করিবে অর্চ্চন॥
তারপর ব্রজ কিশোরের ধ্যানার্চ্চন।
এই মত বিধি মতে করহ ভজন॥
ভজন তত্ত্ব শুনি দোঁহে চরণে পড়িল।
শিরে পদদিয়া দেবী আশীষ করিল॥
কহে নিতাই গৌরাঙ্গ করুন সহায়।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে বিশ্বাস হউক সর্ব্বথায়॥
বৈষ্ণব সঙ্গে প্রেমরঙ্গে বৈস অনুক্ষণ।
এমত আশীষ দেবী করিল অর্পণ॥
ভক্তি অঙ্গ শিখায়া গৃহে যেতে আজ্ঞা কৈল।
সেকালে চরণে পড়ি সেবা ভিক্ষা কৈল॥
দাসীরূপ পরিগ্রহি করিব সেবন।
অদ্য হৈতে এই আজ্ঞা কর সমর্পণ॥
সীতা কহে যা কহিলে তাহা সত্য হয়।
প্রকৃতি নহিলে কভু সেবাযোগ্য নয়।
এতেক শুনিয়া দোঁহে যে কার্য্য করিল।
গ্রন্থ মধ্যে লোকনাথ রঙ্গেতে বর্ণিল॥

তথাহি—তত্রৈব—

"এত শুনি দুই শিষ্য শঙ্খ দিল হাতে।
ললাটে সিন্দুর দিল বেণী বান্ধি মাথে॥
ধাউতের তাড় দুই হাতেতে পরিল।
কাঁচুলি ঘাগুরি পরি গোপীবেশ হৈল॥
চরণে নূপুর দোঁহার রুনু-ঝুনু বাজে।
জগতমোহিনী বেশ দুই শিষ্য সাজে॥"

এ বেশ হেরিয়া দেবী উল্লসিত মন।
কহে পুরুষ হৈয়া কিরূপে হৈলে এমন॥
তেঁহ কহে গুরু পদাশ্রয়ে দ্বিতীয় জনম।
নবরূপ নবভাব শাস্ত্রের নিয়ম॥
পিতা যবে যোগ্য পাত্রে কন্যা করে দান।
পিতৃগোত্র ছাড়ি কন্যা স্বামীগোত্রে যান॥

তথাহি—তত্রৈব—
"তবে যদি সেই কন্যা আশ্রয় করয়।
অচ্যুত গোত্র বলি তারে সর্বশাস্ত্রে কয়॥
মহাতেজ কৃষ্ণবীজ রাধাবীজ আর।
আপনে জপিলে প্রেমের নাহি পারাবার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে মন্ত্রসিদ্ধি বহুদিনে।
কায়মনোবাক্যে সিদ্ধি কলিতে সপ্তদিনে॥
তাতে রাধাবীজ অতি তেজমন্ত্র হয়।
পুংবেশ ছাড়াইয়া করে প্রকৃতি উদয়॥
হয় কিনা ঠাকুরাণী ইথে দেহ মন।
এত বলি দুইজনা এড়িল বসন॥
ইহা শুনি শিষ্যপানে চায় ঠাকুরাণী।
প্রকৃতি স্বভাব দোঁহার দেখিলা তখনি॥"
দোঁহাকার ভাবে দেবী আনন্দ পাইল।
বস্ত্র পরিবারে তবে দোঁহা আজ্ঞা কৈল॥
আজ্ঞা পায়া দুইজন পরিল বসন।
সীতার করুণা হইল বিদিত ভুবন॥
সীতাপাশে রহি দোঁহে করয়ে সেবন।
পূর্ব অনুরাগে ভ্রমে পুলকিত মন॥
একদা দোঁহাকে ডাকি কহে ঠাকুরাণী॥
শুনহ নন্দিনী তুমি এবে মোর বাণী॥
হেনরূপে বনাশ্রয়ে করহ ভজন।
হৃদয়ে চিন্তহ সদা গৌরাঙ্গ চরণ॥

আচম্বিতে কুমারী গর্ভ উপজিবে।
সেই গর্ভে এক মহাপুরুষ জন্মিবে॥
সেই হতে তব গণের হইবে বিচার।
নন্দিনী সন্তান হবে সীতা পরিবার॥
এত কহি নন্দিনীরে বিদায় করিল।
সীতা আজ্ঞা পালিবারে নন্দিনী চলিল॥
বিচ্ছেদ বিরহে তাঁর ব্যাকুলিত মন।
বন্দি সীতা পাদপদ্ম করয়ে গমন॥
অবিরত সীতাপদ হৃদয়ে স্মরণ।
আজ্ঞা পালিবারে তবে করিল যতন॥
নন্দিনী রহিল এক শূদ্রের আলয়।
হরিনাম অহর্নিশি জপয়ে হৃদয়॥
ভক্তিতে গৃহস্থ তারে এক ঘর দিল।
নন্দিনী তপস্বিনীরূপে তথায় রহিল॥
দৈবেতে নবাব এক তথা উত্তরিল।
সহস্র লস্কর হস্তী ঘোড়াসহ এল॥
গ্রামবাসী বিপ্র এক নবাবে কহিল।
পুরুষ হইয়া এক স্ত্রীবেশ ধরিল॥
শুনিয়া বিস্ময়ে নবাব তারে ডাকাইল।
স্ত্রী আচারি দুই তবে নন্দিনী কহিল॥
তারপর যা ঘটিল শুন সর্বজন।
সীতা চরিত্র গ্রন্থে রয়েছে বর্ণন॥

তথাহি—তত্রৈব—
"হুকুম হৈল সবার খুলিতে বসন।
নন্দিনী বলেন আজি রজঃস্বলা দিন॥
আচম্বিতে উরু বহি নাম্বয়ে রুধির।
দেখিয়া নবাব চিত্তে হইল অস্থির॥
স্তবন করেন সাহেব চরণে ধরিয়া।
অপরাধ ক্ষমা কর শিরে পদ দিয়া॥

তিন গ্রাম ছাড়ি দিলাম লিখে দানপত্র।
স্থাপিলেন গোপীনাথের শ্রীমূর্ত্তি তত্র॥"
হেনমতে দেবী কৈল সেবার স্থাপন।
তারপর ঘটিল এক বিচিত্র ঘটন॥
সপ্তম বর্ষিয়া কন্যা হৈল গর্ভবতী।
সে গর্ভে জন্মিল এক অপূর্ব সন্ততি॥
সন্তান রাখিয় কন্যা পরলোকে গেল।
গ্রামবাসী সেই সুত নন্দিনীরে দিল॥
তাহাকে নন্দিনী দেবী করয়ে পালন।
এমত প্রকট প্রকাশ হইল তখন॥
এইমত নন্দিনীর মহিমা কথন।
করিল বিচিত্র লীলা অদ্ভুত ঘটন॥
পরম অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করিল।
সীতা ঠাকুরাণীর কৃপাশক্তি দেখাইল॥
নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীনন্দিনী দেবী।
রাখিল অদ্ভুত গুণ সেবি সীতাদেবী॥
সীতাদ্বৈত পদে তাঁর একান্ত আশ্রয়।
কিশোরী লভিতে কৃপা লইল আশ্রয়॥

—০—

শ্রীজঙ্গলী দেবী

জয় জয় গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর প্রেমধর॥
সীতা ঠাকুরাণী দাসী শ্রীজঙ্গলী নাম।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর খ্যাত সর্বস্থান॥
শঙ্কর ঘরণী নাম দেবী যোগমায়া।
অবতীর্ণ দাসী তাঁর নামেতে বিজয়া॥
ব্রজলীলা সহায়ক বৃন্দানামে দাসী।
দোঁহে মিলি অবতীর্ণ অবনীতে আসি॥
বৃন্দা-বিজয়া মিলনে জঙ্গলী হইল।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে লীলা প্রকাশিল॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৮৯ শ্লোঃ—
নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ॥

তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্রে—
"জঙ্গলীকে কহে বাছা শুনহ বচন।
বৃন্দাদেবী তুমি বৃন্দাবনের রক্ষণ॥
বৃন্দাবনে বিরা দেবী বৃন্দাখ্যাযাচ সংস্থিতা।
কলৌ ভূতলমাগত্য জন্মলব্ধা ততঃ পরা॥
নন্দিনী জঙ্গলী নাম্নী শিষ্যাতে পরিকীর্ত্তিত।"
বৃন্দা-বিজয়া দোঁহে করি আগমন।
নন্দরাম নাম তেঁহ করিল ধারণ॥
ক্ষত্রিয় কুলেতে জন্ম নাম নন্দরাম।
জঙ্গলী নামেতে হৈল তাহার আখ্যান॥
নন্দরাম যজ্ঞেশ্বর বন্ধু দুইজন।
এক গ্রামে বাস দোঁহে একত্র ভ্রমণ॥
দৈবে গঙ্গাস্নানে লাগি দোঁহার গমন।
পূর্ব ভাবোদয়ে সীতা সমীপে মিলন।
মনোবৃত্তি জানাইয়া পদাশ্রয় কৈল।
দাসীরূপ পরিগ্রহী সেবায় মাতিল॥
পূর্ব্বভাবে কতকাল করিল সেবন।
তবে সীতাদেবী তাঁরে কৈল আজ্ঞার্পণ॥

তথাহি—সীতা চরিত্রে—
"জপিছ চৈতন্য নাম অরণ্য মাঝেতে।
হরিদাস নাম এক গৃহস্থের সুতে।

গোধন রাখিতে যাবে অরণ্য মাঝারে।
তোমার সেবক হবে সজ্ঞান সাগরে॥
সেই হৈতে তোমার গণ হইবে প্রচার।
রাখিবে তোমার নাম সীতা পরিবার॥
সেই স্থানে হইবে জঙ্গলীটোটা গ্রাম।
তোমার গণেতে হবে উদাসীন নাম॥"
এতেক কহিয়া দেবী বিদায় করিল।
বিচ্ছেদ বিরহে তেঁহ ব্যাকুল হইল॥
সীতা মায়ের পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
আজ্ঞা পালিবারে তবে করিল গমন॥
বিরহে ব্যাকুল হৈল জঙ্গলী তখন।
সেবা ছাড়িবারে নারে চিন্তাকুল মন॥
আজ্ঞামতে সঙ্গীসহ বাহির হইল।
দুইজন দুই পথে গমন করিল॥
নন্দিনী স্বতন্ত্র কৈল লীলার প্রকাশ।
আপনে প্রকাশিতে লীলা, কৈল বনে বাস॥
দিবানিশি সীতাপদ হৃদয়ে স্মরণ।
আজ্ঞা অনুরূপ করে গৌরাঙ্গ ভজন॥

তথাহি—শ্রীঅঃ মঃ—
"গৌড় নিকট হঞ নির্জ্জন এক বন।
ব্যাঘ্র, ভালুক রহে বড়ই দুষ্টজন॥
মনুষ্য না যায় তথা দশ বিশ জনে।
তথা গেলে পুন না আইসে ভুবনে॥
সেই বনে রহেন যাইয়া এক কোঠা করি।
নির্জ্জনে রহেন সেবা মনেতে আচরি॥"
স্ত্রীবেশ ধরিয়া সুখে করয়ে সেবন।
সহসা আসিল তথা ব্যাধ কতজন॥
ভবন দেখিয়া ব্যাধ কৈল আগমন।
হেরয়ে স্ত্রী এক করে দুগ্ধ আবর্ত্তন॥

লোক গতাগতি নাই নির্জ্জন কানন।
চারি পাশে হিংস্রজন্তু করে বিচরণ॥
প্রথমেতে স্ত্রীবেশে তাঁহাকে দেখিল।
পশ্চাতে বৈরাগী বেশে তাহারে হেরিল॥
আশ্চর্য্য হেরিয়া সবে বন্দয়ে চরণ।
রাজ পাশে গিয়া সব কৈল নিবেদন॥
গৌড়পতি পাতশাহ করিয়া শ্রবণ।
শিকারের ছলে তথা কৈল আগমন॥
লোকজন সহ রাজা পিপাসার্ত্ত হৈল।
জঙ্গলী সমীপে আসি জল চাহি রিল॥
এক করোয়া জল লয়া জঙ্গলী অর্পিল।
সেই জলে সর্ব্বজন পরিতৃপ্ত হইল॥
স্ত্রীবেশ হেরিয়া কহে এই কোন জন।
জঙ্গলী কহে রহি এথা সেবার কারণ।
ব্যাধ কহে পুরুষ হয়া স্ত্রীবেশ ধরিল।
শুনি রাজা জঙ্গলীরে কহিতে লাগিল॥
পুরুষ হইয়া কেন স্ত্রীবেশ হইলে।
শুনিয়া জঙ্গলী তারে কহে কুতূহলে॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৪ বিলাস—
"তপস্বিনী বেশে নারী করয়ে তপস্যা।
তাঁর সতীত্ব নাশিতে রাজার মনে দিশা॥
নিকটে আসিয়া দেখে পুরুষ বিশেষ।
রাজার মনে সন্দেহ হইল বিশেষ॥
রাজা বলে, তপস্বীনি তুমি নারী বা পুরুষ।
জঙ্গলী বলে, নারী আমি, না হই পুরুষ।
নারী জনে নারী দেখে পুরুষে পুরুষ।
কারে কোনকালে আমি না কহি পুরুষ।
সজ্জনে আমারে নারী দেখে সর্ব্বক্ষণ।
মামা বলিয়া মোরে করে সম্ভাষণ॥

পুরুষে পাইলা মোরে দেখয়ে প্রকৃতি।
মন তুষ্ট হৈলে দেখে পুরুষ আকৃতি॥"
জঙ্গলী কহে স্ত্রী আমি হই সর্ব্বকাল।
রাজা কহে স্ত্রী আনি করিব বিচার॥

তথাহি—শ্রীঅঃ মঃ—
"তবে এক স্ত্রী আনিল গ্রাম হইতে।
বস্ত্রে আবরণ করি দেখে ঋতু অবস্থাতে॥
পাতশা শুনিয়া তবে চমৎকার হইলা।
পুনর্বার পুরুষস্বরূপ তবে দেখাইলা॥
পাতশা ভকতি করি চরণে পড়িল।
গ্রামে চলহ তুমি অনেক যত্ন কৈল॥
জঙ্গলি কহে আমি হই এই বনবাসী।
এইখানে রহি আমি করিয়া সাহসী॥
পাতশাহ্ কহে তুমি কিছু আমার ঠাঁই চাহ।
জঙ্গলি বোলে চাহি জঙ্গলি মোরে দেহ॥
লোক লাগাইয়া তবে পুরী করি দিল।
জঙ্গলি কোঠা নাম একথা হইল॥"

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২ বিলাস—
"জঙ্গলী কহে এই বন মোরে কর দান।
শুনিয়া পাতশা হৈল প্রফুল্লিত মন॥
লোক লাগাইয়া রাজপুরী নির্ম্মাইল।
জঙ্গলী কোঠা নাম স্থান প্রসিদ্ধ হইল॥"
সেই হইতে জঙ্গলী করে অরণ্যে নিবাস।
দৈবে হরিদাস আসি হৈল তার দাস॥
হরিদাস নামে এক গৃহস্থ কুমার।
সতত গোধন রাখে কানন মাঝার॥
সহসা দেবীকে তেঁহ কৈল দরশন।
সমীপে আসিয়া কৈল চরণ বন্দন॥

কায়মনে তাঁর পদে আত্ম-সমর্পিল।
বহুত মিনতি করি দেবীরে কহিল॥
সেবক করহ মোরে লইল শরণ।
শুনিয়া জঙ্গলী তবে বলয়ে বচন॥
পুংদেহ ত্যজি যদি ধয় নারী বেশ।
শিষ্য করিব তবে কহিনু বিশেষ॥
শিশু কহে কর যদি কৃপা নিরীক্ষণ।
কিবা বা অসাধ্য ঘটে এই ত্রিভুবন॥
শুনিয়া হরিষে দেবী কর্ণে মন্ত্র দিল।
ললাটে তিলক বিন্দু অপূর্ব্ব ধরিল॥
সর্ব্ব অঙ্গ ঝলমল দিব্য আভরণ।
জঙ্গলী প্রভাব খ্যাত হৈল সর্ব্বজন॥
এইভাবে কতদিন অতীত হইল।
সহসা লস্করসহ সুবা এক এল॥
গ্রামবাসী সুবা পাশে করে নিবেদন।
জঙ্গলী গৃহস্থ পুত্র করিল হরণ॥
কিবা মন্ত্র জানে কর্ণে করিলে অর্পণ।
পুরুষ হইয়া করে স্ত্রীবেশ ধারণ।
স্বচ্ছন্দে স্ত্রী মূর্ত্তি ধরি বৈসে অনুক্ষণ।
সন্ধান করিয়া উহায় করহ তাড়ন॥
বিস্ময়ে নবাব তবে জঙ্গলে চলিল।
ডাকিলে জঙ্গলী তাঁর সমীপে আসিল॥
তবে সুবা নিজ জনে বলিল বচন॥
উলঙ্গ করহ এবে ধরিয়া এখন॥
শুনিয়া জঙ্গলী কহে সেই সুবা প্রতি।
আমারে স্পর্শিলে তোর মরণ সম্প্রতি॥
ক্রোধে সুবা খাদিমেরে আজ্ঞা সমর্পিল।
বিবস্ত্র করিতে তেঁহ বসন ধরিল॥

তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্রে—

"জঙ্গলী বলেন সুবা শুনহ বচন।
আমার অঙ্গ পরশিলে তোমার মরণ॥
ক্রোধ করি সুবা বলে খাদিমেরে।
বস্ত্র খুলিতে খাদিম ধরিল অম্বরে॥
তবেত জঙ্গলী ভাবে সীতার চরণ।
হৃদ মধ্যে চিন্তে সদা আনন্দিত মন॥
যতেক বসন খোলে তত বস্ত্র হয়।
বস্ত্ররূপে অন্তর্যামী সহায় করয়॥
উলঙ্গ করিতে নারে সকলে বিস্মিত।
লজ্জিত হইল সুবা অন্তরে ক্ষোভিত॥
মুখে রক্ত উঠে সুবা মৃতপ্রায় হৈলা।
কান্দিতে লাগিল ভয়ে বস্ত্র গলে দিয়া॥"
এমত বৈভব হেরি বিচলিত মন।
বহুমতে স্তব করি বলয়ে বচন॥
জাতেতে যবন মুই হৈল ভ্রষ্ট মন।
ক্ষমা কর এই জঙ্গল করিনু অর্পণ॥
জঙ্গলীর নাম তবে সর্ব্বত্র ব্যাপিল।
পাণ্ডুয়া মোকাম হোতে ফকির চলিল॥
দেওয়ানকে ব্যাঘ্রোপরি করাই আরোহণ।
রাঙ্গা ছড়ি হস্তে বহু ফকির গমন॥
অন্তরে জঙ্গলী দেবী সকলি জানিল।
হরিপ্রিয়া প্রতি সব বৃত্তান্ত কহিল॥
শুনি হরিপ্রিয়া কহে না কর চিন্তন।
প্রধান সম্বল মোর সীতার চরণ॥
আচম্বিতে বৈকালেতে দেওয়ান আসিল।
তারপর যা ঘটিল শাস্ত্রেতে গাহিল॥

তথাহি—তত্রৈব—

"খাদিম বলেন নারী আনহ বিহান।
আচম্বিতে বৈকালেতে আইল দেওয়ান॥
দেওয়ানের সঙ্গে আছে ফকির বিস্তর।
ভাণ্ডারের চেষ্টা গিয়া করহ সত্বর॥
তবেত জঙ্গলী প্রিয়া মায়া বিস্তারিল।
আচম্বিতে পারিষদ বিছানা আনিল॥
যথেষ্ট বিছানা দিল কি কহিব তার।
জনমিয়া হেন দ্রব্য নাহি দেখি আর॥
তবেত দেওয়ান কহে জঙ্গলীর স্থানে।
ধর সওয়ারির ব্যাঘ্র বসিব আসনে॥"
তবেত জঙ্গলী হরিপ্রিয়ারে কহিল।
হরিপ্রিয়া কর্ণে ধরি ব্যাঘ্রেরে রাখিল॥
দেওয়ান নামিলে তেঁহ দ্বাদশ পাক্ দিল।
জঙ্গলীর শক্তি দেখি মোহিত হইল॥
তবেত দেওয়ান কৈল চরণ বন্দন।
বহু স্তুতি নতি করি করিল গমন॥
এইত করিল জঙ্গলীর মহিমা কথন।
যাহার শ্রবণে লভ্য শুদ্ধভক্তি ধন॥
বৃন্দা বিজয়া দোঁহে করি আগমন।
ধরিয়া জঙ্গলী নাম তারিল ভুবন॥
পূর্ণনাসী সীতার মহিমা দেখাইল।
নিতাই-গৌরাঙ্গ ভজি জগত তারিল॥
নিতাই-গৌরাঙ্গ প্রেম কৈল বিতরণ।
পূর্ব্বভাব অনুরাগে করিল সেবন॥
জয় শ্রীজঙ্গলী দেবী পতিত পাবনী।
কৃপাদৃষ্টি কর মোরে অনুগত জানি॥
শ্রীসীতাদ্বৈত পদে রহে যেন মন।
কৃপা কর কিশোরী দাস লইল শরণ॥

—৹—

শ্রীহরিপ্রিয়া দেবী

জয় শচীনন্দন জয় প্রভু গৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমদানকারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জীবের জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ॥
সীতা ঠাকুরাণী শিষ্যা শ্রীজঙ্গলী নাম।
হরিপ্রিয়া তাঁর দাসী খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
হরিদাস নাম তাঁর পূর্ব্বেতে আছিল।
জঙ্গলী প্রসাদে হরিপ্রিয়া নাম হৈল॥

তথাহি—শ্রীসীতা চরিত্রে—

"হরিদাস নামে এক গৃহস্থ কুমার।
সতত রাখেন ধেনু বনের মাঝার॥
আচম্বিতে বনে দেখে এক তপস্বিনী।
বন্দিলেন গিয়া তার চরণ দু'খানি॥
চরণ বন্দিয়া শিশু করে নিবেদন।
সেবক হইব আমি লইনু শরণ॥
জঙ্গলী কহেন বাছা তবে শিষ্য করি।
পুংদেহ ত্যাজে যদি হৈতে পার নারী॥
শিশু কহে তোমার করুণা যদি হয়।
গুরুজাতি শিষ্য হৈলে গুরুমূর্ত্তি পায়॥
শুনিয়া জঙ্গলী দেবী হরষিত মনে।
শিশুর শ্রবণে মন্ত্র করিলা রোপণে॥
ললাটে তিলক বিন্দু অতি শোভা ধরে।
সব অঙ্গে আভরণ ঝলমল করে॥
হেনমতে হরিদাস করয়ে নিবাস।
স্ত্রীবেশ ধরিয়া রহে জঙ্গলীর পাশ॥
এদিকে গোধন লয়া রাখালগণ এল।
গৃহস্থের পাশে গিয়া সকলি কহিল॥
শুনিয়া গৃহস্থ করে পুত্র অন্বেষণ।
দূর হোতে তপস্বিনীর পাশেতে দর্শন॥
চমকিত হয়া তেঁহ ডাকে ঘন ঘন।
পুত্র কহে পিতা গৃহে কর গমন॥
জঙ্গলীর সেবক মুই হইনু এখন।
শুনিয়া গৃহস্থ খেদে করিল গমন॥

তথাহি—তত্রৈব

"সেই শিশুর নাম রাখিলা হরিপ্রিয়া।
সেবেন রাধিকা পদ অরণ্যে বসিয়া॥
মস্তকে রাখিল কেশ রাঙ্গাবস্ত্র পরে।
ধাউতের তাড়-শঙ্খ কঙ্কন দুই করে॥"
হেনমতে জঙ্গলী পাশে রহে হরিপ্রিয়া।
কতদিনে উপনীত দেওয়ান আসিয়া॥
পাণ্ডুয়া মোকাম হৈতে উপনীত হৈল।
ঐশ্চর্য্য প্রকাশি জঙ্গলী সবারে তুষিল॥
ব্যাঘ্রে চড়ি দেওয়ান তথা কৈল আগমন।
জঙ্গলী কহে ব্যাঘ্র করহ ধারণ॥
তবেত জঙ্গলী হরিপ্রিয়ারে কহিল।
শ্রীসীতা চরিত্র গ্রন্থে সকলি গাহিল॥

তথাহি—তত্রৈব—

"জঙ্গলী কহেন বাছা শুন হরিপ্রিয়া।
রাখহ ব্যাঘ্রেরে তুমি কর্ণেতে ধরিয়া॥
নামিল দেওয়ান ব্যাঘ্র হরিপ্রিয়া ধরি।
মারেন দ্বাদশ পাক অতি উচ্চ করি॥"
হরিপ্রিয়া দেখাইল অদ্ভুত প্রকাশ।
জঙ্গলী প্রসাদে হেন শক্তির প্রকাশ॥
সীতা ঠাকুরাণী শক্তি পাইল জঙ্গলী।
হরিপ্রিয়া গুণ কহি হয়া কুতূহলী॥

হরিপ্রিয়ার প্রেমগুণ অদ্ভুত কথন।
জঙ্গলী করিল যারে কৃপা প্রদর্শন॥
এতেকে জানিল হরিপ্রিয়ার মহিমা।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করিয়া গরিমা॥

—০—

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে পঞ্চম খণ্ডে
শ্রীসীতা ঠাকুরাণীর শাখা বর্ণনে শ্রীনন্দিনী
আদি মহিমা কথনং নাম ষষ্ঠ লহরী সমাপ্ত।

সপ্তম লহরী

শ্রীকৃষ্ণ দাসী

জয় যুগ অবতার প্রভু গৌরহরি।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ ভব ভয়হারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর॥
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর প্রেমধর॥
ভুবন পাবনকারী ঠাকুর হরিদাস।
কৃষ্ণদাসী হন তাঁর কৃপার প্রকাশ॥
কৃষ্ণদাসীরে কৃপা করি মহিমা রাখিল।
হরিদাস গুণ হেরি জগত মোহিল॥
নামপ্রেম প্রচারক ঠাকুর হরিদাস।
নাম প্রেমানন্দে ফিরে সদাই উদাস॥
বেনাপোলে করি এক কুটীর নির্ম্মাণ।
নির্জ্জনে রহিয়া সদা করে হরিনাম॥
তাঁহার মহিমা হেরি তুষ্ট সর্ব্বজন।
সেই দেশাপতি তাহে হৈল রুষ্ট মন॥
বৈষ্ণব বিদ্বেষী রাজা রামচন্দ্র খান।
সদাই চিন্তয়ে করিবারে অপমান॥
ছিদ্র নিরূপিতে তাঁর করিল যতন।
বেশ্যা এক তাঁর পাশে করিল প্রেরণ॥
পরম যুবতী বেশ্যা সুবেশ সাজিয়া।
হরিদাস পাশে গেল উল্লসিত হয়া॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসে প্রণমিল।
দ্বারে দাঁড়াইয়া নানা ভাব প্রকাশিল॥
নানামতে হরিদাসে কহেন বচন।
মম অভিলাষ পূর্ণ করহ এখন॥
হরিদাস কহে করি নাম সংকীর্ত্তন।
সংখ্যা নাম পূর্ণ হৈলে হইবে পূরণ॥
এবে বসি কর নাম কীর্ত্তন শ্রবণ।
প্রসঙ্গে কহয়ে তারে এতেক বচন॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—৯ অধ্যায়—

"যে জন তুলসী কণ্ঠি না করে ধারণ।
যেই নাহি করে ভালে তিলক রচন॥
যার মুখে কৃষ্ণনাম না হয় স্ফুরণ।
সেই সব জন হয় পাষণ্ডী অধম॥
নির্য্যাস জানিহ তারা কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ।
কভু সাধু নাহি দেখে তা' সবার মুখ॥
ঐছে সদ্‌বেশ করি যদি কর আগমন।
তবে কৃষ্ণ তোর বাঞ্ছা করিব পূরণ॥"
শুনি বেশ্যা সংকীর্ত্তন করয়ে শ্রবণ।
প্রাতঃকাল হেরি গৃহে করিল গমন॥
আর দিন তিলক মালা করিয়া ধারণ।
পূর্ব্ববত বেশ্যা করে কীর্ত্তন শ্রবণ॥
ছলে উচ্চ করি হরি বলে অনুক্ষণ।
চিত্তেতে ভাবয়ে বাঞ্ছা হইবে পূরণ॥
প্রাতঃকাল হৈল দেখি সঙ্কোচিত মন।
হরিদাস সদৈন্যেতে বলয়ে তখন॥
মাসে কোটি নামে করি শপথ গ্রহণ।
আজি পূর্ণ হবে বলি ছিল মোর মন॥
সারানিশি জপিয়াও পূর্ণ নাহি হৈল।
তে কারণে বাঞ্ছা তব পুরাতে নারিল॥
নাম পূর্ণ হৈলে বাঞ্ছা হইবে পূরণ।
শুনি বেশ্যা মহানন্দে করিল গমন॥
পরদিন পূর্ব্বমত বৈষ্ণবী সাজিয়া।
হরিদাস পাশে এল আনন্দিত হয়া॥
বৃন্দা প্রণমিয়া করে কীর্ত্তন শ্রবণ।
পূর্ব্ব দিনপ্রায় সদা করে আচরণ॥
ছলে উচ্চকরি তবে লয় হরিনাম।
হরিদাস প্রশংসয়ে করম তাহান॥
আপন প্রতিষ্ঠা শুনি বলয়ে বচন।
হরিদাস কর মোর বাসনা পূরণ॥
শুনি হরিদাস তারে বলেন বচন।
বদন ভরিয়া কর নাম উচ্চারণ॥
শ্রবণ কীর্ত্তনে বেশ্যার মন ফিরি গেল।
হরিদাসের পদ ধরি কান্দিতে লাগিল॥
জাতেতে বেশ্যা মুই সদাই পাপে মন।
রামচন্দ্র খান বাক্যে কৈল আগমন॥
অপরাধ ক্ষমা কর লইল স্মরণ।
কৃপাদৃষ্টি করি মোহে করহ তারণ॥
হরিদাস কহে মুই সব বাক্য জানি।
অজ্ঞ রামচন্দ্র কার্য্যে দুঃখ নাহি গণি॥
সেদিন ছাড়িয়া যাইতাম এই স্থান।
তোমা লাগি তিনদিন রহি এই স্থান॥
বেশ্যা কহে কি কর্ত্তব্য কহ মহাজন।
হরিদাস কহে গৃহে করহ গমন॥
আপনার ধন যত দেহ বিপ্রগণে।
এই ঘরে আসি তুমি রহ একমনে॥
তুলসী সেবন কর নাম সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন॥
হরিদাস বাক্যে গৃহে করিয়া গমন।
সব বিতরিয়া বেশ্যা কৈল আগমন॥
বেশ্যার ধর্ম্মানুরাগ করিয়া দর্শন।
প্রেমানন্দে হরিদাস হইল মগন॥
মস্তক মুণ্ডাইয়া কর্ণে মহামন্ত্র দিল।
প্রেমশক্তি সঞ্চারিয়া কৃতার্থ করিল॥
কৃষ্ণদাসী নাম তার রাখিল যতনে।
তথা রহি বেশ্যা করে নাম সংকীর্ত্তনে॥
মাথামুড়ি একবস্ত্রে রহে সেই ঘরে।
দিন রাতে তিন লক্ষ নাম সদা করে।

কভু উপবাস কভু করয়ে চর্ব্বন।
তুলসী সেবয়ে সদা হয়া প্রেমমন॥
বড় বড় বৈষ্ণব আসি করে দরশন।
হরিদাস প্রভাবে বেশ্যা হইল এমন॥
সাধু সঙ্গের অলৌকিক এ ছেন গরিমা।
বেশ্যাও বৈষ্ণবী হৈল দেখিয়া মহিমা॥
স্পর্শমণি স্পর্শে যৈছে লৌহ স্বর্ণ হয়।
তৈছে হরিদাস সঙ্গে বেশ্যা প্রেমময়॥
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে হইল মগন।
গাহিল তাঁহার গুণ এ তিন ভুবন॥
জয় জয় কৃষ্ণদাসী জগত জননী।
হরিদাস সঙ্গে হৈলে ভক্তি স্বরূপিণী॥
আস্বাদিলে গৌরপ্রেম করিয়া যতন।
হরিদাস মহিমা বুঝি তোমার কারণ॥
সাধু সঙ্গের মহিমা বুঝিল এখন।
কৃপা কর সাধুসঙ্গ করি অনুক্ষণ॥
সাধুসঙ্গে ভজি যেন গৌরাঙ্গ চরণ।
কিশোরীরে কৃপা কর লইল শরণ॥

—•—

শ্রীরামদাস

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কলি জীবানন্দ॥
জয় জয় গদাধর মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ॥
ফুলিয়া নিবাসী বিপ্র নামে রামদাস।
হরিদাস কৃপাপাত্র শুদ্ধ গৌরদাস॥
বৈষ্ণব কুলতিলক ঠাকুর হরিদাস।
নাম প্রেম প্রচারয়ে প্রেমেতে উদাস॥
শান্তিপুর হৈতে এল ফুলিয়া নগর।
হরিদাস হেরি সবে আনন্দ অন্তর॥
রামদাস নামে এক সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ভক্তি পরায়ন॥
হরিদাসে হেরি তার ভক্তি উপজিল।
বহু দৈন্য স্তুতি করি কহিতে লাগিল॥
তব আগমনে ধন্য গ্রামবাসী গণ।
বিশেষে হইল মোর সধন্য জীবন॥
কৃপা করি এই গ্রামে কর অবস্থান।
অধম পতিতে কর শুদ্ধভক্তি দান॥
হরিদাস কহে মুই অস্পৃশ্য পামর।
তোমা সঙ্গ পায়া মোর সধন্য অন্তর॥
বিপ্রমাত্রে হয় সদা বিষ্ণু কলেবর।
শুনি রামদাস কহে সদৈন্য উত্তর॥
দৈন্য ছাড় শুন মোর এই নিবেদন।
যেইজন ভজে কৃষ্ণ সেই মহাজন।

তথাহ—পদ্ম পুরাণে—

চণ্ডালোঽপি মুনি শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ
বিষ্ণুভক্তি বিহীনস্থ দ্বিজোঽপিশ্চপচাধমঃ॥
নিজ কৃতকর্ম্মে জীব দুর্গতি ভুঞ্জয়।
সংসার ত্যজি কৃষ্ণ ভজি মুক্তি লভয়॥
স্পর্শমণি স্পর্শে যৈছে লৌহ স্বর্ণ হয়।
তৈছে কৃষ্ণ ভজি সর্ব্ব বর্ণ শ্রেষ্ঠ হয়॥
হরিদাস কহে তুমি কৃষ্ণনিষ্ঠ মন।
সর্ব্বজীবে আত্মরূপ কর নিরীক্ষণ॥

জ্ঞানযোগে যেইজন করে উপাসন।
জ্ঞানশক্তি অনুসারে মুক্তির ভাজন॥
সুচতুর জনমুক্তি বাঞ্ছা নাহি করে।
জ্ঞানে নিত্য মুক্তি লভিবারে নারে॥
দ্বিজ কহে জ্ঞানে পরমব্রহ্ম লভ্য হয়।
হরিদাস কহে ভক্ত ইহা না গণয়॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩২ ১৩ শ্লোকঃ—

সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥
ভক্তিযোগে ভজে ভক্ত ভক্তি করে সার।
ভক্তির প্রভাবে দাস্য লভে অনিবার॥
দাস্যে সিদ্ধতনু কৃষ্ণ করয়ে অর্পণ।
অপ্রাকৃত দেহে সদা করয়ে ভজন॥
হরিনাম গ্রহণে শুদ্ধভক্তি লভ্য হয়।
অবিশ্রান্ত জপে নিত্য প্রেমের উদয়॥
প্রেম গাঢ় হৈলে ভক্ত গোপীভাব পায়।
সেই ভাবে রাধাকৃষ্ণ বশ সর্ব্বদায়॥
শুনিয়া বিপ্রের মন বিগলিত হৈল।
হরিদাস পদে পড়ি কহিতে লাগিল॥
কৃপা করি মম প্রতি হইবে সদয়।
সংস্কার করি মোর কর ভাগ্যোদয়॥
শুনি হরিদাস হৈল পুলকিত মন।
হরিনাম দিয়া কৈল শক্তি সঞ্চারণ॥
দীক্ষা পায়া রামদাসের ঘুরে সুনয়ন।
হরিদাস পদে পড়ি করয়ে স্তবন।
ক্রমে সাধু সঙ্গে তাঁর বৈষ্ণবতা হৈল।
ভক্তি কল্পলতা বীজ হৃদে উপজিল॥
একটি ঝুপড়া বিপ্র বান্ধিয়া তথায়।
ব্রহ্ম হরিদাসে রাখে আনন্দ হিয়ায়।
গুরু সেবে নাম জপে করয়ে কীর্ত্তন।
রামদাস মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবন॥
ধন্য বিপ্র রামদাস প্রেমিক সুজন।
হরিদাস প্রসাদে পেল শুদ্ধভক্তি ধন॥
ওহে হরিদাস প্রিয় বিপ্র রামদাস।
কৃপা করি হৃদে কর ভক্তির প্রকাশ॥
ভুক্তি-মুক্তি মোক্ষ বাঞ্ছা কর অপসারণ।
কিশোরীর মনবাঞ্ছা করহ পূরণ॥

—০—

শ্রীবলরাম আচার্য্য

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুলমণি।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর-প্রেমখনি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
শান্তিপুরনাথ প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য।
ঠাকুর হরিদাস তাঁহার শিষ্য বর্য্য॥
তাঁর কৃপাপাত্র শ্রীবলরাম গাচার্য্য।
পরম অদ্ভুত তাঁর সদা ভক্তিকার্য্য॥
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পুরোহিত।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর ভুবনে বিদিত॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্তে ৩য় পরিঃ—

"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে॥

নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥”
হরিদাস ঠাকুর করি বেনাপোলে বাস।
বেশ্যাকে তারিল করি করুণা প্রকাশ॥
বৈষ্ণবী হইল বেশ্যা অদ্ভুত কথন।
হরিদাস চান্দপুরে কৈল আগমন॥
বলরাম আচার্য্য নাম ভাগ্যবান জন।
তার ঘরে রহিলেন হয়া সুখ মন॥
বলরাম তাঁর পদে আত্ম সমর্পিল।
মিনতি করিরা বহু গ্রামেতে রাখিল॥
নির্জ্জনে পর্ণশালা এক করিয়া রচন।
ঠাকুরে রাখিয়া করে বিবিধ সেবন॥
কুটীরে রহি হরিদাস করে সংকীর্ত্তন।
বলরাম ঘরে সদা ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥
মজুমদারের তেঁহ পুরোহিত হন।
রাজসভায় হরিদাসে লইতে হৈল মন॥
মিনতি করিয়া হরিদাসে সঙ্গে নিল।
রাজার সভায় গিয়া উপনীত হৈল॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দোঁহে হয়া হৃষ্ট মন।
হরিদাসে বসাইয়া কৈল সম্ভাষণ॥
সভায় আছিল যত পণ্ডিতের গণ।
উঠাইল হরিনামের মহিমা কথন॥
তথা হরিদাস নামের মহিমা গাহিল।
হরিদাসে নিন্দি এক যোগ্য শাস্তি পাইল॥
কতদিন হরিদাস তথা কৈল বাস।
বলরাম আচার্য্যে কৈল করুণা প্রকাশ॥
তাঁর সেবা অঙ্গী করি বহু কৃপা কৈল।
বলরাম ভাগ্যসীমা জগত হেরিল॥
হরিদাস প্রিয়পাত্র বলরাম আচার্য্য।
যাঁহার স্মরণে ঘুচে যত দুষ্টকার্য্য॥
সুনির্মল প্রেমভক্তি হয়ত উদয়।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করিয়া আশ্রয়॥

—০—

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে ষষ্ঠ খণ্ডে
শ্রীহরিদাস ঠাকুর শাখা বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণদাসী
আদি মহিমা কথনং নাম সপ্তম লহরী সমাপ্ত।

অষ্টম লহরী

শ্রীগদাধর স্কন্ধ শাখা

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নদীয়ার ইন্দু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু॥
জয় জয় গদাধর শক্তি অবতার।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরপারিকর॥
শ্রীরাধার বিলাসমূর্ত্তি হন গদাধর।
গৌর সঙ্গে লীলা রঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর॥
রাধা-ভাব কান্তি লয়ে কৃষ্ণ অবতার।
গৌর বামে গদাধর অদ্ভুত বিহার॥
তাহার শাখা উপশাখা অদ্ভুত কথন।
চৈতন্য চরিতামৃত বাক্য শুন ভক্তগণ॥

তথাহি—আদি—১২ পরিচ্ছেদ
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥
শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস।
এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস।
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণ প্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধব দাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস॥
শ্রীহরি আচার্য্য সাজি পুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল॥
শ্রীহর্ষ রঘু মিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটি চৈতন্য দাস শ্রীরঘুনাথ॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম॥
অমোঘ পণ্ডিত হস্তি গোপাল চৈতন্য বল্লভ।
শ্রীযদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥
এইত কহিল পণ্ডিত গোসাঞির গণ।
এমত কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণন।
যদুনাথ দাস বাক্য শুন সর্ব্বজন॥
ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সাদোজ্জ্বল বিলাসিনম্।
স্ব স্ব ভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ। ১
শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতম্।
প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসম্॥ ২
শ্রীযুক্ত হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারি মহাশয়ম্।
পরমানন্দ সন্দোহং বন্দে ভক্তামুদাকরম্॥ ৪
বন্দেহনন্তাদ্ভুত রসমনন্তাচার্য্য সংজ্ঞকম্।
নানানন্তাদ্ভুতময়ং গৌর প্রেমনোহিভাজনম্॥ ৪
মহাভাব চমৎকার রূপান্বিত স্বভাবজম্।
রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্॥ ৫
বন্দে শ্রীনয়নানন্দ মিশ্রং প্রেমসুধার্ণবম।
গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈক ভাজনম্॥ ৬
গঙ্গামন্ত্রিনমীড়েহহং সেবাসৌখ্য বিলাসিনম্।
নামপ্রেম-প্রকাশার্থং স্বধুন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ॥ ৭
যঃ প্রেমনা গৌরচন্দ্রেন পরিবারগণৈঃ সহ।
উৎকলে ভাবিতো মামুস্তং বন্দেমামুঠাকুরম্॥ ৮
শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ।
লীলাকলাপ সংযুক্তং রাধাকৃষ্ণ রসাত্মকম্॥
শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দেতয়োঃ কণ্ঠাবতারকম্॥ ৯

মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্ ।
গদাধর প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈত নন্দনম্ ॥ ১০
গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোথ সুবিশ্রুতম্ ।
সদামহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম ॥ ১১
ভূগর্ভ সঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্ ।
সদা রাধাকৃষ্ণ লীলাগানমণ্ডিত মানসম্ ॥ ১২
ভক্তসংঘট্টভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দেন রাঞ্জিতম্ ।
ব্রহ্মাচারীর্ণমীড়ে তং বাণীনাথ মহাশয়ম্ ॥ ১৩
কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দদায়িমম্ ।
বন্দে বল্লভ চৈতন্যং লীলাগান যুতান্তরম্ ॥ ১৪
বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতংসদ্‌গুণাশ্রম্ ।
কৃষ্ণসেবা পরিপাটি যত্নৈর্যেন সুসেবিতা ॥ ১৫
অতি দীনজনে পূর্ণং প্রেমবিত্ত-প্রদাকম্ ।
শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্য বন্দেঽহং গুণ শালিনম্ ॥ ১৬
যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণ মাধুর্য্য প্রেমপোষকম্ ।
জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কম্ ॥ ১৭
বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুতম্ ।
দত্তং যেন ত্রৈপুরেচদেশে শ্রীনামমঙ্গল ॥ ১৮
হরিদাসাচার্য্যবর্ণং বঙ্গদেশ নিবাসিনম্ ।
বন্দেত্বং পরয়াভক্ত্যাস্বোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥ ১৯
বন্দে-গোপালদাসাখ্যং সাদিপুর নিবাসিনম্ ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্ ॥ ২০
বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেম বিনোদিনম্ ।
গৌরপ্রেমনামত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্ ॥ ২১
ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয় বিগ্রহম্ ।
মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজ সৌভাগ্যদায়কন্ ॥ ২২
রঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্ ।
সদাপ্রেমাশ্রু রোমাঞ্চ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহম্ ॥ ২৩
বন্দে রঘুনাথাখ্যঃ প্রেমকন্দ-মহাশয়ম্ ।
যন্নাম শ্রবণেনৈব বৃন্দাবনরসং লভেৎ ॥ ২৪

শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দ নামকম্ ।
রসোজ্জলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকানন-বাসিনম্ ॥ ২৫
বন্দে চৈতন্যদাসকং জয়ানন্দ-মহাশয়ম্ ।
প্রকাশিত যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকম্ ॥ ২৬
অমোঘ পণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেনাত্মস্যাৎ কৃতম্ ।
প্রেম গদগদাসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুল বিগ্রহম্ ॥ ২৭
আচার্য্যং মাধবং বন্দে কৃষ্ণভক্তি-রসালয়ম্ ।
কৃত্যো যেন প্রষত্নেত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলঃ ॥ ২৮
বন্দে গোপাল দাসাখ্যং প্রেমভক্তি রসাশ্রয়ম্ ।
শ্রীমন্মদন গোপালাঙ্ঘ্রি কুঞ্জদ্বন্দ্ব সেবিনম্ ॥ ২৯
মধুস্নেহ সমাযুক্তং প্রেমাসক্তং মহাশয়ম্ ।
বৃন্দাবনে বাসরতং বন্দে শ্রীমধুপণ্ডিতম্ ॥ ৩০
পৌর্ণমাসী পৃথু প্রেমপাত্রং শ্রীচন্দ্র শেখরম্ ।
অপার করুণাপুর পৌর্ণমাসীতি সঞ্জকম্ ॥ ৩১
উৎকলে চৈব তৈলঙ্গে কীর্ত্তির্যস্য বিরাজিতম্ ।
প্রেমবন্যাযুতং বন্দে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতম্ ॥ ৩২
অশেষ সদ্‌গুণৈর্যুক্তং মহাসৌম্য কলেবরম্ ।
মহারসাত্মকং বন্দে শ্রীদামোদর পণ্ডিতম্ ॥
শিখাসূত্র পরিত্যাগাৎ স্বরূপং যং বিধুর্বুধাঃ ॥ ৩৩
শ্রীল গোবিন্দদেবস্য সেবাসুখ বিলাসিনম্ ।
দয়ালু প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্ ॥
বন্দেঽনন্তাচার্য্যবর্য্যং মহাভাব কদম্বকম্ ।
আপাদমস্তকং যস্য পুলকেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥ ৩৪
বন্দে শ্রীকৃষ্ণদাসাখ্যং প্রেমমত্ত-কলেবরম্ ।
সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চ পুলকাঞ্চিত বিগ্রহম্ ॥ ৩৫
বন্দেপরমানন্দ ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্ ।
রাধাগোবিন্দ গৌরাঙ্গ গদাধর পদপ্রদম্ ॥ ৩৬
মহাতেজোময়ং চারু সেবাসুখ বিনোদিনম্ ।
গোস্বামিনং ভবানন্দং বন্দে ত্বং স্মৃতিপ্রেমদম্ ॥ ৩৭
শ্রীল গোপীনাথদেবো যত্নৈর্যেন সুসেবিতঃ ।
যস্য স্মরণমাত্রেন কৃষ্ণপ্রেম প্রজায়তে ॥ ৩৮

যদুনাথ চক্রবর্ত্তীনমীড়ে গুণসাগরম্ ।
গদাধর প্রিয়তমং লীলাভাগবতাভিধম্ ।
প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্ ॥ ৩৯
পুষ্প গোপাল নামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্ ।
স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তঃ ॥ ৪০
ব্রহ্মচারিণমীড়ে ত্বং কৃষ্ণদাস মহাশয়ম্ ।
উজ্জলাক্তবিয়ং শান্তং বৃন্দাকাননবাসিনম্ ॥ ৪১
লোকনাথ ভট্টসঙ্গং প্রেমানন্দ সুধালয়ম্ ।
রাধাকৃষ্ণরসে মগ্নং শ্রীচম্পকলতিকাভিধম্ ॥ ৪২
বিদ্যানন্তাচার্য্যবর্য্যং গঙ্গাতীর নিবাসিনম্ ।
বন্দেযেনাকারী পূজা গৌরস্য ফলমূলকৈঃ ॥ ৪৩
মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধচিত্ত কলেবরম্ ।
বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃত স্নিগ্ধ কলেবরম্ ॥ ৪৪
বন্দে গোবিন্দমাচার্য্যং কৃষ্ণপ্রেম সুধালয়ম্ ।
গোবিন্দোল্লাস-রসিকং মল্লদেশ নিবাসিনম্ ॥ ৪৫
ভবানন্দদং বন্দে শ্রীমদ্ ক্রুর ঠকুরম্ ।
গদাধর প্রেমকন্দং গৌরপ্রেম বিলসকম্ ॥ ৪৬
বন্দে সঙ্কেতমাচার্য্যং শ্রীগৌরেঙ্গিত-প্রজ্ঞকম্ ।
গৌর প্রেমপাত্রং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্ ॥ ৪৭
রাজানং শ্রীযুতং রুদ্রং প্রতাপাঢ্যং সুবিশ্রুতম্ ।
বন্দে গদাধর যুক্তো গৌরো যেন সুসেবিতঃ ॥ ৪৮
আচার্য্যং কমলাকান্তং মহাসুভগ-বিগ্রহম্ ।
পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে রূপ-নিষেবিনম্ ॥ ৭৯
বন্দে শ্রীযাদবাচার্য্যং প্রেমমত্ত কলেবরম্ ।
লীলারস-পরীপাকশালিনং গুণসাগরম্ ॥ ৫০
বন্দে বল্লভ ভট্টাখ্যমায়রোল নিবাসিনম্ ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-পারাবার-বিগাহিনম্ ॥ ৫১
নারায়ণং পড়িয়ারিং গৌরপ্রেম সুধালয়ম্ ।
শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গ-সেবাসুখ বিনোদিনম্ ॥ ৫২
বন্দে শ্রীহৃদয়ানন্দং মগ্নং প্রেমরসে সদা ।
মহাভাব চমৎকার গৌরভাব কলেবরম্ ॥ ৫৩
চৈতন্য বল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসালয়ম্ ।
গদাধরস্য গৌরস্যগুণগান'ভিলাষিণম্ ॥ ৫৪
হস্তিগোপাল দাসাখ্যং প্রেমমত্ত কলেবরম্ ।
নমামি পরয়াভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরম্ ॥ ৫৫
আচার্য্যং ভগবন্তং তু তেজোময় কলেবরম্ ।
যস্য স্মরণ মাত্রেন গৌরপ্রেম প্রজায়তে ॥ ৫৬
বন্দেঽহং বৈষ্ণবং দাসং শুদ্ধচিত্ত কলেবরম্ ।
বৃন্দাবনেশায়োর্লীলামৃত-স্নিগ্ধ-কলেবরম্ ॥ ৫৭
যদুনাথ চক্রবর্ত্তী লীলাভাগবতাভিধম্ ।
প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যামহাশয়ম্ ॥ ৫৮
শ্রীল শ্রীগৌরচরণ সেবাসুখ বিলাসিনঃ ।
পণ্ডিতস্য গণা সর্বে শৃঙ্গরার্থ কলেবরাঃ ॥ ৫৯

গৌরপ্রিয় পারিষদ পণ্ডিত গদাধর ।
তাঁর শাখা উপশাখা গৌর পরিকর ॥

গৌর প্রেমরসলীলা করিল বিস্তার ।
লীলায় করিয়া সেবা আনন্দ অপার ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যতেক বলিল ।
যদুনাথ দাস যাহা যতনে গাহিল ॥

তাহা একত্রে বলি করিল বন্দন ।
গদাধর শাখাগুণ করিতে বর্ণন ॥

গৌরপ্রিয় পরিবার গদাধরগণ ।
কিশোরী বন্দয়ে করি কৃপা নিরীক্ষণ ॥

—০—

শ্রীমাধব মিশ্র

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রেমানন্দ কন্দ॥
জয় জয় গদাধর মাধব নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের গণ॥
গৌরশক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধর।
তাঁর পিতা মাধব মিশ্র খ্যাত চরাচর॥
তাঁর মাতা রত্নাবতী জগৎ জননী।
যাঁর সুত গদাধর গৌরপ্রেম খনি॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ৫৭ শ্লোকঃ—
তৎপ্রকাশ বিশেষোঽপি মিশ্রঃ শ্রীমাধবোমতঃ।
রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদা বুধৈঃ॥
ব্রজে শ্রীমতীর পিতা বৃষভানু রাজ।
এবে গৌর লীলাস্থলে করিছে বিরাজ॥
বৃষভানু রাজ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
মাধব প্রকাশ তাঁর গৌর প্রেমনিধি॥
বৃষভানু রাজপত্নী শ্রীকীর্ত্তিদা দেবী।
অবতীর্ণ ধরামাঝে হয়া অনুভবী॥
রত্নাবতী নাম ধরি করয়ে বিহার।
যাঁর পুত্র গদাধর প্রেমের পাথার॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২২ বিলাস।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৃষভানু হয়।
তাঁর পত্নী রত্নাবতীকে কীর্ত্তিদা কহয়॥
তার প্রিয়সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয়।
চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রাম তাহার আলয়॥
অতি শুদ্ধাচার ইহোঁ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
পরম পণ্ডিত ইহোঁ কুলাংশে উত্তম॥
পুণ্ডরীক মাধবের একত্র অধ্যয়ন।
এক আত্মা কেবল হয় দেহমাত্র ভিন॥
মাধবকে কেহ মিশ্র বলি কয়।
আচার্য্য বলিয়া কেহ তাঁহারে ডাকয়॥
নবদ্বীপে আসি তিঁহো করিলা আলয়।
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়॥
শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু মহাশয়।
শ্রীমাধব মিশ্ররূপে তার প্রকট হয়॥
শ্রীরাধার মাতা কীর্ত্তিদা যে আছিলা।
এবে মাধবের পত্নী রত্নাবতী হৈলা॥
বৃষভানু প্রকাশভেদ পুণ্ডরীক আর মাধব হয়।
কীর্ত্তিদা ও প্রকাশ ভেদে রত্নাবতীদ্বয়॥
এইত কহিল মাধবের প্রকাশ কথন।
বংশ পরিচয় তাঁর করহ শ্রবণ॥

তথাহি—তত্রৈব—২৪ বিলাসে।
"কাশ্যপ গোত্র সেসেন মুনি চতুর্ব্বেদী হন।
তাঁর পুত্র ব্রহ্মণ্য ওঝা, ব্রহ্ম ওঝা যাঁরে কন॥
তাঁর পুত্র দক্ষ, তাঁর পুত্র শান্তনু হয়।
তাঁর পুত্র পীতাম্বর জানিহ নিশ্চয়॥
তাঁর পুত্র হিরণ্যগর্ভ, তাঁর পুত্র ভূগর্ভ।
তাঁহার পুত্রের নাম হয় বেদগর্ভ॥
তাঁর পুত্র জিগনি, আর মহামুনি হয়।
জিগেনি মহামুনি কেহ এক নাম কয়॥
কেহ কহে জগন্মহামুনি নাম হয়।
মহামুনির পুত্র স্বর্ণরেখ, ভবদেবদ্বয়॥
স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র, ভবদেব রাঢ়ী যায়।
স্বর্ণরেখ পুত্র সিন্ধু সদ্ব্যোক ওঝা কয়॥
সিন্ধুর পুত্র গরুড়, তাঁর পুত্রদ্বয়।
ক্রতু ভাতুড়ী, আর মতু মৈত্র হয়॥

ক্রতু কেতাই, মতু মেতাই বলে সর্ব্বজন।
বল্লাল সভায় কৌলিন্য লভে দুই মহোত্তম॥
ক্রতু ভাদুড়ী বল্লাল সভার কুলীন প্রধান।
তাঁর পুত্র সঙ্কর্ষণ মুনি আর বাসুদেব ওঝা হন॥
সঙ্কর্ষণ পুত্র ভল্লুক আচার্য্য, ডাস ওঝা।
ভল্লক পুত্র যোগেশ, দিবাকর মহাতেজা॥
দিবাকর স্থান ভ্রষ্টে কৌলীন্য মর্য্যাদা যায়।
করঙ্গগ্রামে গিয়া শ্রোত্রিয়ত্ব পায়॥
যোগেশ পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, আর কুবলয়।
পুণ্ডরীকের পুত্র বিশ্বম্ভর আচার্য্য হয়॥
বিশ্বম্ভরে পুত্র আচার্য্য লক্ষ্মীপতি।
তাঁর পুত্র যাজ্ঞিক আচার্য্য বৃহস্পতি॥
তাঁর পুত্র পণ্ডিত প্রধান উদয়ন আচার্য্য।
যাঁর কৃত "ন্যায় কুসুমাঞ্জলী" আদি গ্রন্থ বর্য্য॥
উদয়ন বারেন্দ্র কুলের কৈল সংস্কার।
পরিবর্ত্ত পদ্ধতি করণ করিল প্রচার॥
বাণীয়াটি গ্রামে উদয়ন করিল বসতি।
তাঁহার বহুতর হইল সন্ততি॥
এক পত্নীগর্ভে ভূপতি, ভবনীপতি, চণ্ডীপতি।
গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি আর শচীপতি॥
পিতৃবাক্য লঙ্ঘনে এই ছয়ের কুলনষ্ট হৈল।
কাপবলি উদয়ন সমাজে বর্জ্জিল॥
প্রথম কাপের সৃষ্টি ইহাতেই হয়।
উদয়নের অন্য পত্নীতে পশুপতি জন্ম লয়॥
পশুপতি হইলেন পিতৃবৎ কুলীন।
তাঁহার বহুতর হইল নন্দন॥
জগাই, ঘগাই, থাঁথের, বাঁথের ভলাই।
তরুণাই, বাসুদেব ওঝা, আর হয় উদ্বাই॥
উদ্বাইমে উগ্রমণি কেহ কেহ কয়।
ঘগাইর হইল বহুতর তনয়॥
কামাই, কুমাই, তিনকাই আর হয় চামাই।
সুরেশ, বর্দ্ধমান এই ছয় ভাই॥
কামাইর পুত্র বলাই, পিতাই, পুষ্পকেতন।
অংশুমান, কুসুমশেখর, মীনকেতন॥
বলাইর পুত্র অঙ্গ, ভঙ্গ, বিলাস ধীমান।
বিলাস আচার্য্য হয় বড়ই বিদ্বান॥
চট্টগ্রামের চিত্রসেন নামে এক রাজা।
বিলাস আচার্য্যকে নিয়া করিলেন পূজা॥
বিলাস আচার্য্য রাজার সভাপণ্ডিত হইল।
চট্টগ্রাম বেলেটি গ্রামে বসতি করিল॥
চট্টগ্রামে তাঁর এক হইল নন্দন।
শ্রীমাধব নাম তাঁর করিল রক্ষণ॥
এইত মাধব মিশ্রের বংশ বিবরণ।
যার পুত্র গদাধর গৌর প্রিয়জন॥
মাধব মিশ্রের পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা গৌরাঙ্গ চরণ॥

শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ রসরাজ রূপ।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমরস ভূপ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
গৌরপ্রিয় পারিষদ স্বরূপ গোঁসাই।
গৌরপ্রেম রসার্ণবে বিলসে সদাই॥
গদাধর শাখা মধ্যে যাহার গণন।
শাখা নির্ণয় গ্রন্থ মাঝে কৈল নিরূপণ॥
তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়—৩৭ শ্লোকঃ—
অশেষ সদ্‌গুণৈর্যুক্তং মহাসৌম্য কলেবরম্।
মহারসাত্মকং বন্দে শ্রীদামোদর পণ্ডিতম্॥

শিখাসূত্র পরিত্যাগাৎ স্বরূপং যং বিদুর্বুধাঃ।
গৌর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ গোঁসাই।
গৌর পাদপদ্ম বিনা অন্য মতি নাই॥
সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণব হয় গৌরাঙ্গ লীলায়।
প্রধান স্বরূপ বলি সর্ব্বলোক গায়॥
সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণব গৌর অন্তরঙ্গ জন।
যাদের লয়া গৌর করে প্রেম আস্বাদন॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্যটনে—

"স্বরূপ গোস্বামী নবদ্বীপে সদা স্থিতি।
স্বরূপ ললিতা পূর্ব্বে জানিবা আখ্যানে॥"

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশ (কৃষ্ণদাস)

পূর্ব্বে যেন শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ।
এতে প্রভুকে স্বরুপানন্দ কহে বাত॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশ (রামাই পণ্ডিত)

সুবর্ণ রুচির অঙ্গ শিখিপুচ্ছাম্বর।
পূর্ব্ববাক্ষ ললিতাদেবী হয় সর্ব্বপর।
অষ্টসখি মধ্যে শ্রেষ্ঠ ললিতা সুন্দরী।
ময়ুর পুচ্ছের সম নীলবস্ত্র পরি।
শুদ্ধ গোরচনা বর্ণ অনুরাধা খ্যাতা।
ভৈরব পতির নাম সারদা নামে মাতা॥
সাতাইশ দিনের বর্ষ রাধিকা হইতে।
বৃষক পিতার নাম কহিল সাক্ষাতে॥
চৌদ্দবর্ষ সাত মাস হয় দশদিন।
বাম সে প্রখরা স্বভাব হইতে প্রবীণ।
ললিতা বলিয়া নাম ছিল পূর্ব্বকালে।
স্বরূপ গোঁসাই এবে কহি যে বিরলে॥
ব্রজে শ্রীমতীর সখী ললিতা সুন্দরী।
স্বরূপ গোঁসাই এবে নবদ্বীপ পুরী।
শ্রীরাধার সুখে সদা ললিতার মন।
গৌরে সুখ দিতে ব্যস্ত স্বরূপ অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণ যবে মথুরায় করিল গমন।
বিরহে ব্যাকুল রাধা নহে ধৈর্য্য মন॥
সেকালে ললিতা তাঁরে প্রবোধে অনুক্ষণ।
সেইমত এবে হেরি স্বরূপ আচরণ॥
রাধাভাবে ভাবিত সদা মহাপ্রভু মন।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ রস করে আস্বাদন॥
পূর্ব্বভাব অনুরূপ স্বরূপ গোঁসাই।
প্রভুকে প্রবোধে সদা কৃষ্ণগুণ গাই॥
যেকালে প্রভুর যেই হয় ভাবোদয়।
সেকালে স্বরূপ সেরূপ সঙ্গীত রচয়॥
স্বরূপের গানে মুগ্ধ মহাপ্রভু মন।
স্বরূপেরে আপন পাশে রাখে অনুক্ষণ॥
প্রভুর মরম বুঝে স্বরূপ গোঁসাই।
স্বরূপ সম প্রভুপ্রিয় হেন কেহ নাই॥
স্বরূপের পূর্ব্বনাম শ্রীপুরুষোত্তম।
নদীয়া নিবাসী তেঁহ প্রভু প্রিয়োত্তম॥
স্বরূপের পরিচয় শুন সর্ব্বজন।
প্রেমবিলাস দ্বারে ব্যক্ত হইল ভুবন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেঃ বিঃ—২৪ বিলাস—

"পদ্মগর্ভাচার্য্য নাম পণ্ডিত প্রধান
নবদ্বীপে যবে তিঁহো করে অধ্যয়ন॥
সে সময়ে নবদ্বীপবাসী এক বিপ্র।
জয়রাম চক্রবর্ত্তী অতি সচ্চরিত্র॥
এবে কন্যা দিল তারে কুলীন জানিয়া।
নিজগৃহে রাখিলেন আগ্রহ করিয়া॥
শ্বশুর বাড়ীতে তেঁহো করি অবস্থান।
কয়েক বৎসর নবদ্বীপে কৈল অধ্যয়ন॥

এক পুত্র জন্মিল তার বড় গুণবান।
যত্নে রাখিল শ্রীপুরুষোত্তম নাম॥
পত্নীপুত্র পদ্মগর্ভ শ্বশুর বাড়ী রাখি।
মিথিলায় চলিলেন পড়িতে উৎসুকী॥
মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
কাশীধামে চলিলেন আনন্দিত মন॥
তথায় সাঙ্খ্যাদি পড়ি মীমাংসা বেদান্ত।
বেদাদি অধ্যয়ন করে আগ্রহে একান্ত॥
মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু নাম লক্ষ্মীপতি।
কাশীতে অনেকদিন কৈল অবস্থিতি॥
সেই পদ্মগর্ভাচার্য্য পণ্ডিত প্রধানে।
গোপাল মন্ত্রেতে দীক্ষা লক্ষ্মীপতি স্থানে॥
সেই পদ্মগর্ভাচার্য্য কৃষ্ণ ভক্তোত্তম।
ক্রমদীপিকা টীকা করিল রচন॥
পৈঙ্গী রহস্য ব্রাহ্মণের ভাষ্য কৈলা।
উপনিষদের দ্বৈত-ভাষ্য তিঁহো বিরচিলা॥
অধ্যয়ন শেষে পদ্মগর্ভ মহামতি।
জন্মস্থান ভিটাদিয়া করিলা বসতি॥
ভিটাদিয়া আসি দুই বিবাহ করিল।
লক্ষ্মীনাথ লাহাড়ী আদি অনেক পুত্র হৈল॥
শ্রীহট্টে ব্রহ্মপুত্র তীরে ভিটাদিয়া গ্রাম।
তথা পদ্মগর্ভাচার্য্য অতি গুণবান॥
নবদ্বীপে আসি তেঁহ করে অধ্যয়ন।
জয়রাম চক্রবর্ত্তী কন্যা কৈল সমর্পণ॥
জামাতা সহিত কন্যা স্বগৃহে রাখিল।
তথা পদ্মগর্ভাচার্য্য কতদিন রৈল॥
তথায় জন্মিল এক তাহার নন্দন।
পুরুষোত্তম নাম তাঁর করিল স্থাপন॥
অল্পেতে করিল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত নামে খ্যাত সর্ব্বজন॥

পিতা তাঁরে তথা রাখি দেশান্তরে গেল।
অধ্যয়ন শেষ করি ভিটাদিয়া রৈল॥
মাতা সহ পুরুষোত্তম নবদ্বীপে রয়।
গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা নয়নে হেরয়॥
নানাশাস্ত্র আলাপনে পাণ্ডিত্য প্রকাশিল।
আচার্য্য উপাধি তাঁর সর্বত্র ঘোষিল॥
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে তেঁহ পাগল হইল।
বিরহে ব্যাকুল হয়া ভবন ছাড়িল॥
কাশীধামে গিয়া কৈল সন্ন্যাস গ্রহণ।
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর জানে সর্বজন॥
যোগপট্ট না লইল করিল সন্ন্যাস।
তেকারণে স্বরূপ নামে হইল প্রকাশ॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর বলেন বচন।
বেদান্ত পড়িয়া তুমি পড়াহ সর্বজন॥
পরম বিরক্ত তেঁহ প্রেমাকুল মন।
কায়মনে আশ্রিয়াছে চৈতন্য চরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজন লাগি উন্মাদিত মন।
তেকারণে কৈল তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণ॥
গৌরসঙ্গ লাগি তাঁর বিচলিত মন।
প্রভু পাশে যাইবারে করিল চিন্তন॥
তবে গুরুস্থানে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
প্রভুপাশে নীলাচলে করিল গমন॥
দক্ষিণ ভ্রমিয়া প্রভু নীলাচলে এল।
তবেত স্বরূপ আসি প্রভুরে মিলিল॥
প্রভুকে হেরিয়া স্বরূপ দণ্ডবৎ কৈল।
শ্রীচরণ বক্ষে ধরি কান্দিতে লাগিল॥
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে দুইজন হৈল অচেতন॥
কতক্ষণে দুইজন সুস্থির হইল।
তবে স্বরূপেরে প্রভু কহিতে লাগিল॥

তব আগমন মুই স্বপ্নেতে জানিল।
অন্ধ যেন নিজ নেত্র ফিরিয়া পাইল॥
সদৈন্য স্বরূপ তবে করে নিবেদন।
অপরাধ ক্ষমা কর পতিত পাবন॥
বিন্দুমাত্র প্রেম নাহি তোমার চরণে।
তেকারণে তোমা ছাড়ি করিল গমনে॥
তোমারে ছাড়িল আমি তুমি না ছাড়িলে।
কৃপাডোরে বান্ধি মোরে চরণে আনিলে॥
তবেত স্বরূপ নিতাই চরণ বন্দিল।
নিতাই তারে কোলে তুলি আলিঙ্গন দিল॥
সব ভক্ত সঙ্গে ক্রমে করিল মিলন।
সবারে মিলিয়া প্রেমে কৈল আলিঙ্গন॥
সস্নেহে গৌরাঙ্গ তাঁরে দিল বাসা ঘর।
আপন সমীপে রাখে আনন্দ অন্তর॥
প্রভুসহ প্রেমরঙ্গে রহে অনুক্ষণ।
প্রভু সুখ দিতে তাঁর সচেষ্টিত মন॥
নিজ প্রেম আস্বাদনে মহাপ্রভু মন।
স্বরূপ রচিয়া গীত করায় শ্রবণ॥
সঙ্কীর্ত্তনানন্দে প্রভু দিবা করয়ে মাপন।
নিশাতে বিরহ উন্মাদ দশা আগমন॥
স্বরূপ রহিয়া পাশে করে প্রবোধন।
ভাবোচিত গীত গানে তোষে প্রভু মন॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সঙ্গীত পণ্ডিত।
সকলই জানয়ে তেঁহ গৌর প্রেমরীত॥
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া তাঁর প্রেম সঙ্কীর্ত্তন।
যাহার শ্রবণে তুষ্ট মহাপ্রভু মন॥
প্রভু অঙ্গ সঙ্গীরূপে রহে অনুক্ষণ।
নানাভাবে করে সেবা কে বুঝে তার মন॥
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ স্বরূপ গোসাঞি।
গৌর প্রিয়তম বলি সদা যাঁরে গাই॥
গ্রন্থ গীত শ্লোক কেহ আনে প্রভু স্থান।
অগ্রেতে স্বরূপ স্থানে করয়ে প্রদান॥
স্বরূপ পরীক্ষা করি করায় শ্রবণ॥
রসাভাস মহাপ্রভূ না করে শ্রবণ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
যে সব গানেতে সদা প্রভুর আনন্দ॥
স্বরূপ গোসাঞি সদা প্রেমানন্দ মনে।
সুমধুর স্বরে গাহি করায় শ্রবণে॥
গৌরপ্রেম পারিষদ স্বরূপ গোঁসাই।
মহিমা গাহিতে তাঁর কার সাধ্য নাই॥
আত্মশুদ্ধি লাগি করি কিঞ্চিৎ বর্ণন।
অপরাধ ক্ষম যত গৌর প্রিয়জন॥
স্বরূপ গোঁসাই পদে একান্ত শয়ন।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা গৌরাঙ্গ সেবন॥

—০—

শ্রীবল্লভ ভট্ট

জয় শচীর নন্দন জয় গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভব ভবহারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু পরিকর॥
মহাপ্রভু ভক্ত এক বল্লভ ভট্ট নাম।
প্রয়াগ নিবাসী বিপ্র গৌর গুণধাম॥
পাছে ব্রজধামে তেঁহ করিল নিবাস।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর জগতে প্রকাশ॥
গদাধর পদাশ্রয়ে গৌরাঙ্গ স্মরণ।
ভট্টের চরিত্রগাঁথা শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১১০ শ্লোকঃ—

ভট্টোবল্লভনামাভুচ্ছুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ।

দ্বৈপায়নাত্মজ যেই শুকদেব নাম।
পরীক্ষিতে শুনাইল ভাগবত আখ্যান॥
ভাগবত যাঁর দ্বারে ভুবনে প্রচার।
অচিন্ত্য অগম্য তাঁর মহিমা অপার॥
ভাগবত গূঢ় অর্থ যাহার গোচর।
তেঁহ অবতীর্ণ এবে অবনী ভিতর॥
শ্রীবল্লভ ভট্ট নামে কৈল আগমন।
ভাগবতের টীকা সুখে করিল লিখন॥
প্রভু সঙ্গে প্রয়াগেতে করিল গমন।
আম্বুলী গ্রাম হইতে ভট্টের আগমন॥
প্রভুকে হেরিয়া বিপ্র আনন্দিত মন।
প্রভুর অভয় পদে লইল স্মরণ॥
প্রভু তাঁরে কোলে তুলি কৈল আলিঙ্গন।
সমীপে বসাই করে কৃষ্ণ আলাপন॥
কৃষ্ণকথা আস্বাদনে প্রেমাবীষ্ট মন।
ভট্টের কারণে প্রভু কৈল সম্বরণ॥
প্রেমের বৈভব কভু সম্বর না যায়।
হেরিয়া বল্লভ ভট্ট চমকিত তায়॥
পাছে রূপ বল্লভ সহ করাল মিলন।
ভট্ট মিলিবারে যায় দুঁহে করে পলায়ন॥
দোঁহাকার দৈন্য হেরি ভট্ট বিস্মিত হইল।
তবে প্রভু ভট্ট প্রতি কহিতে লাগিল॥
ভক্ত পরীক্ষিতে প্রভু নানা রঙ্গ করে।
ভক্ত মুখে ব্যক্ত করি শিখায় সবারে॥
প্রভু কহে হীনজাতি এই দুইজন।
কুলীন হইয়া কেন করহ স্পর্শন॥
ভট্ট কহে, দুহুঁজন পতিত পাবন।
দোঁহা মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন॥
ভাগবত শ্লোক তবে করিল পঠন।
তাহা শুনি সুখী হৈল মহাপ্রভু মন॥
ভক্তের মহিমা যত শাস্ত্রের বচন।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু করয়ে পঠন॥
অপরূপ অঙ্গ কান্তি অদ্ভুত প্রভাব।
বিমুগ্ধ হইল ভট্ট হেরি প্রভু ভাব॥
তবে ভট্ট গৌরচন্দ্রে কৈল নিমন্ত্রণ।
সজন সহিতে গৃহে কৈল আনয়ন॥
যমুনার জল হেরি প্রভু প্রেমমন
হুঙ্কার করিয়া জলে পড়িল তখন॥
আস্তে আস্তে সবে ধরি নৌকায় তুলিল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল॥
হেনরঙ্গে নৌকা চড়ি ঘাটেতে আসিল।
আম্বুলীর ঘাট হোতে ভট্ট গৃহে গেল॥
প্রভুকে আনিয়া ভট্ট দিল দিব্যাসন।
পাদ প্রক্ষালন করি করিল গ্রহণ।
সবংশে করিল প্রভুর পাদোদক পান।
প্রভুসেবা লাগি যাঁর সদা মনপ্রাণ॥
নব্যবস্ত্র আনিয়া প্রভুকে পরাইল।
গন্ধপুষ্প ধূপ দীপে অর্চ্চন করিল॥
স্বহস্তে করিয়া পাক ভোজন করাল।
মুখবাস দিয়া বহু সেবন করিল॥
মহাসুখে মহাপ্রভু করিল শয়ন।
আপনে বল্লভ করে পাদ সম্বাহন॥
হেনকালে রঘুপতি উপাধ্যায় এল।
তার সঙ্গে কতক্ষণ প্রভু রঙ্গ কৈল॥
সেই সব রঙ্গ হেরি ভট্ট সুখমন।
দুই পুত্র আনি পদে কৈল সমর্পণ॥

গ্রামবাসী লোক তথা করি আগমন।
প্রভুকে হেরিয়া বৈষ্ণব হৈল সর্ব্বজন॥
সকল ব্রাহ্মণ আসি করে নিমন্ত্রণ।
সবারে নিবারি ভট্ট বলেন বচন॥
প্রেমেতে বিহ্বল সদা মহাপ্রভু মন।
যমুনায় পড়িল প্রভু হয়া প্রেমমন॥
হেথা না রহিতে দিব চলিব এখন।
যাঁর ইচ্ছা প্রয়াগেতে করহ গমন॥
তথা গিয়া কর সবে প্রভু নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লয়া করিল গমন॥
প্রভুরে সেবিল ভট্ট দিয়া প্রাণমন।
তাহার সেবনে সুখী মহাপ্রভু মন॥
কিন্তু ভট্ট মনে এক ছিল অভিমান।
তাঁর সম ধরামাঝে নাহিক বিদ্বান॥
তাঁর গর্ব্ব রঙ্গে প্রভু করিয়া খণ্ডন।
অঙ্গীকার করি কৈল নিজ পরিজন॥
অপূর্ব্ব বারতা সেই শুন সর্ব্বজন।
যাঁহার শ্রবণে ঘুচে অবিদ্যা বন্ধন॥
একদা নীলাচলে ভট্ট করিল গমন।
কায়মনে বন্দিলেন প্রভুর চরণ॥
প্রভু আলিঙ্গন করি নিকটে বসাল।
শেষে সবিনয়ে ভট্ট কহিতে লাগিল॥
বহুদিন ইচ্ছা তব হেরিব চরণ।
দৈব জগন্নাথ তাহা করিল পূরণ॥
সাক্ষাত ঈশ্বর তুমি পতিত পাবন।
তোমার দর্শন পায় ভাগ্যবান জন॥
তোমার স্মরণে হয় ভুবন পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র ইহা নহেক বিচিত্র॥
কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনে নাহি হয় প্রবর্ত্তন॥
তোমার কৃপায় সবে কহে কৃষ্ণনাম।
এতেকে বুঝিল তুমি কৃষ্ণ ভগবান॥
কৃষ্ণ বিনা প্রেম দিতে নারে কোনজন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা না হয় কখন॥
শুনি ভঙ্গী করি প্রভু বলেন বচন।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী নাহি বুঝি ভক্তিধন॥
নিতাই অদ্বৈত সার্ব্বভৌম মহামতি।
যাদের প্রসাদে বুঝি ভক্তিপথ রীতি॥
স্বরূপ রামানন্দ হরিদাসের সঙ্গেতে।
ব্রজ প্রেম নামতত্ত্ব বুঝি ভালমতে॥
গৌড়ীয় বৈষ্ণব যত করহ দর্শন
তাঁদের সঙ্গেতে মোর হৈল প্রেমমন।
ভট্ট অভিমান প্রভু খণ্ডন কারণ।
এমত ভঙ্গিতে তারে বলিল বচন॥
প্রভুমুখে বৈষ্ণবতা করিয়া শ্রবণ।
ভট্টের মহাগর্ব্ব খর্ব্ব হইল তখন॥
ভক্তগণে হেরিবারে হৈল তাঁর মন।
প্রভুর প্রসাদে সবা করিল দর্শন॥
বৈষ্ণবের তেজে ভট্ট মানে চমৎকার।
আপনারে মানে যেন খদ্যোত আকার॥
তবে ভট্ট বহু প্রসাদ করি আনয়ন।
ভক্তসহ গৌরচন্দ্রে করাল ভোজন॥
মাল্য চন্দন গুবাক পান সমর্পিল।
সবারে পূজিয়া ভট্ট মহানন্দ পেল॥
প্রত্যক্ষে সবার পদে কৈল নমস্কার।
তাঁদের প্রভাব হেরি মানে চমৎকার॥
রথযাত্রা কালে হেরি নর্ত্তন কীর্ত্তন।
সম্বর না মানে বিপ্র প্রেমেতে মগন॥
প্রভুর চরিত্র হেরি ভট্ট প্রেমমন।
নৃত্য শেষে প্রভুপদে করে নিবেদন॥

ভাগবতের টীকা মুই করিল লিখন।
কৃপা করি প্রভু তাহা করহ শ্রবণ॥
প্রভু কহে, ভাগবতার্থ বুঝিবারে নারি।
তাহার শ্রবণে মুই নহে অধিকারী॥
দিবানিশি বসি সদা করি কৃষ্ণনাম।
সংখ্যা পূর্ণ নহে, নহে পূর্ণ মনস্কাম॥
ভট্ট কহে, নাম অর্থ করিল লিখন।
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণ॥
প্রভু কহে, শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্র নন্দন।
একমাত্র এই অর্থ মোর প্রাণধন॥
অন্য অর্থ শুনিবারে নাহি অধিকার।
এই অর্থ মানি মাত্র সর্ব্বসাধ্য সার॥
দুঃখ মনে ভট্ট গৃহে করিল গমন।
কিঞ্চিৎ অপ্রীতি মনে হইল উদ্গম॥
প্রভু যদি তাঁর ব্যাখ্যা না কৈল শ্রবণ।
নীলাচলে কেহ নাহি করয়ে শ্রবণ॥
অপমান বোধে ভট্ট লজ্জিত হইল।
গদাধর পণ্ডিত পাশে গমন করিল॥
তাঁহার স্মরণ লয়া করে নিবেদন
মোর লজ্জা পঙ্ক এবে কর প্রক্ষালন॥
কৃপা করি মোর ব্যাখ্যা করহ শ্রবণ।
তব কৃপা বিনে মোর না রহে জীবন॥
ভট্ট অনুরোধে পণ্ডিত বিচলিত মন।
হইয়া অনন্যোপায় করয়ে চিন্তন॥
অন্তর্য্যামী প্রভু তুমি জান মোর মন।
এ সঙ্কটে আজি মোরে করহ রক্ষণ॥
তুমিত ক্ষমিবে না ক্ষমিবে ভক্তগণ।
সঙ্কটে পড়িল এবে না হেরি মোচন॥
নিত্য প্রভুস্থানে ভট্ট করয়ে গমন।
নিজ মত স্থাপিবারে করয়ে যতন॥

আচার্য্যাদি তাঁর বাক্য করয়ে খণ্ডন।
স্থাপিতে নারয়ে ভট্ট খেদযুক্ত মন।
রাজহংস মাঝে যৈছে বকের দর্শন।
সেইমত বল্লভ ভট্ট করে বিচরণ॥
একদা আচার্য্যে ভট্ট বলেন বচন।
পতিব্রতা ধর্ম্ম লজ্ঘি করহ কীর্ত্তন॥
আচার্য্য কহে সাক্ষাৎ প্রভু বর্ত্তমান।
তাঁর স্থানে পুছ তেঁহ দিবেন বিধান॥
প্রভু কহে পতি আজ্ঞা সদা বলবান।
পতির আজ্ঞায় সদা করি কৃষ্ণনাম॥
লজ্জিত হইল ভট্ট শুনিয়া বচন
নিজ মত চাহে নিত্য করিতে স্থাপন॥
একদা সগর্ব্বে ভট্ট বলেন বচন।
শ্রীধরের ব্যাখ্যা খণ্ডি করিল লিখন॥
শ্রীধর স্বামীরে যেবা করয়ে হেলন।
স্বামীর হেলনে যৈছে বেশ্যার কথন॥
এতেক কহিয়া প্রভু মৌনেতে রহিল।
শুনিয়া ভক্তগণ সন্তোষ পাইল॥
জগতের হিতকারী শ্রীগৌর সুন্দর।
নানা আজ্ঞায় ভট্টের শোধয়ে অন্তর॥
পূর্ব্বে যৈছে ইন্দ্রের খণ্ডাইল অভিমান।
হেনরঙ্গে প্রভু ভট্টে দেন দিব্যজ্ঞান॥
গৃহে আসি ভট্ট মনে করয়ে চিন্তন।
মোর প্রতি প্রভুর কেন ফিরি গেল মন॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে যবে করিল নিমন্ত্রণ।
বহু কৃপা করি তাহা করিল গ্রহণ॥
সজন সহিতে গেল আমার ভবন।
এবে কেন মম প্রতি অপ্রসন্ন মন॥
জগতের হিতকারী শ্রীগৌরসুন্দর।
মোর হিত লাগি রঙ্গ করিল বিস্তর॥

প্রভু হিত করে আমি অহিত করি মানি।
পাণ্ডিত্য গর্ব্বেতে সদা হই অভিমানী॥
এত চিন্তি প্রাতে উঠি করিল গমন।
প্রভুর শ্রীপদ ধরি করে নিবেদন॥
মুই অজ্ঞ জীব করি অজ্ঞোচিত কর্ম্ম।
তব আগে দম্ভ করি নাহি জানি মর্ম্ম॥
তোমার প্রসাদে মোর দম্ভ দূরে গেল।
তোমার কৃপায় মোর জ্ঞান উপজিল॥
চরণে করিল মুই বহু অপরাধ।
তথাপিও তুমি মোরে করিলে প্রসাদ॥
কৃপা করি মোর শিরে ধরহ চরণ।
অপরাধ ক্ষমা কর লইল শরণ॥
তবে প্রভু কহে কিছু কারুণ্য বচন।
শ্রীধরের গুণ কহে করিয়া যতন॥
জগগুরু শ্রীধর স্বামী মহাভাগবত।
তাঁহার লিখন যত কৃষ্ণ অভিমত॥
তাঁর আনুগত্যে ব্যাখ্যা কর অনুক্ষণ।
অভিমান ছাড়ি ভজ শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
নিরপরাধে কর সদা কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তুমি শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
তবে ভট্ট প্রভুপদে করে নিবেদন।
প্রসন্ন হইয়া মোর মান নিমন্ত্রণ॥
বাৎসল্য ভজনে মুগ্ধ ভট্ট প্রাণমন।
পণ্ডিত গোঁসাই সঙ্গে হৈল পরিবর্ত্তন॥
যুগল কিশোর প্রেম আস্বাদ কারণ।
মন্ত্রদীক্ষা ভট্ট তবে করে নিবেদন॥

একদা পণ্ডিত গোঁসাই প্রভু আজ্ঞাক্রমে।
বল্লভ ভট্টের মন্ত্র কৈল সমর্পণে॥
তদবধি ভট্ট করে যুগল ভজন।
ভট্টের বিচিত্র প্রেম না যায় বর্ণন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য—৭ম পরিঃ—
"বল্লভ ভট্টের হয় বাৎসল্য উপাসনা।
বালগোপাল মন্ত্রে তিঁহো করেন সেবনা॥
পণ্ডিতের সনে তার মন ফিরি গেল।
কিশোর গোপাল উপাসনায় মন দিল॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম নহে আমা হৈতে।
আমি পরতন্ত্র আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥
* * *
তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব প্রার্থিত সর্ব্বসিদ্ধ কৈলা।"
হেনমতে বল্লভ ভট্ট গৌরকৃপা পাইল।
গদাধর স্থানে মধুর রসাশ্রয়ী হৈল॥
যুগোল কিশোর প্রেমে হইল বিভোর।
গৌরাঙ্গচরণে হৈল রতি গাঢ়তর॥
গৌরগণ মাঝে সদা করয়ে বিহার।
গৌরাঙ্গের গুণ গাহি তারঙ্গে সংসার॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত ভট্ট মহাশয়।
কৃপায় তাঁহার গর্ব্ব বিনাশ করয়॥
এতেকে গৌরাঙ্গ প্রিয় ভট্ট মহামতি।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে নাশিতে দুর্ম্মতি॥

—০—

প্রতাপরুদ্র রাজা

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় লক্ষ্মীপতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
পণ্ডিত গদাধর শাখা রাজা প্রতাপরুদ্র।
ভুবন ভরিয়া যাঁর গুণকীর্ত্তি ব্যক্ত॥
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর একান্ত শরণ।
গৌর জগন্নাথে সেবে করিয়া যতন॥

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—

রাজানং শ্রীযুতং রুদ্রং প্রতাপাদ্যং সুবিশ্রুতম্।
বন্দে গদাধর যুক্তো গৌরো যেন সুসেবিতঃ॥

পুরুষোত্তমের রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র।
জগন্নাথ সেবক তেঁহ প্রতাপে প্রচণ্ড॥
দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবান পরম উদার।
গৌরাঙ্গ সুন্দরে তাঁর ভকতি অপার॥
মহাভাগবত রাজা কৈল দৃঢ় পণ।
গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম করিবে দর্শন॥
রাজ দরশন নহে এই প্রভু পণ।
ভক্তিবলে ভাঙ্গে রাজা এই প্রভুপণ॥
পূর্ব্বে ভীষ্ম যৈছে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মাঝে অস্ত্র ধরাইল॥
সেমত প্রতাপরুদ্র করি দৃঢ়পণ।
ভক্তিবলে হেরিলেন প্রভুর চরণ॥
ভক্ত বৎসল প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভক্ত জয় প্রকাশয় আগ্রহ অন্তর॥

তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীপিকা—১৮ শ্লোকঃ

"ইন্দ্রদ্যুম্নে মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা।
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সমইন্দ্রেন সোঽধুনা॥"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—

"বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়ভুজ আকৃতি॥"
পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্ন দারুব্রহ্মে প্রকটিল।
প্রেমযুক্ত হয়া বহু সেবন করিল॥
সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন এবে করি আগমন।
প্রতাপরুদ্র রূপে ভজে গৌরাঙ্গ চরণ॥
কলিযুগ অবতার শ্রীগৌর সুন্দর।
সার্বভৌম মুখে শুনি এতেক উত্তর॥
তদবধি রাজাচিত্তে স্বস্তি নাহি পায়।
প্রভু দরশন লাগি চিন্তয়ে উপায়॥
সার্বভৌম রামানন্দ প্রিয় দুইজন।
দৈন্য করি দুইজনে করে নিবেদন॥
প্রভুসহ আমা সবে করাহ মিলন।
নহিলে বিফল মোর সব রাজ্যধন॥
রাজ আর্ত্তি দেখি সুখী হইল দুজন।
প্রভু পাশে গিয়া তবে করে নিবেদন॥
দোঁহার বচনে প্রভু বলেন বচন।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে রাজ দরশন॥
হেন বাক্য মমপাশে কভু না বলিবে।
পুনঃ যদি কহ হেথা মোরে না পাইবে॥
এসব বারতা যবে রাজন শুনিল।
মহাদুঃখী হয়া রাজা কহিতে লাগিল॥
পতিত পামর যত তারিল ভুবন।
একমাত্র প্রতাপরুদ্রে করিবে বঞ্চন॥

প্রভু যদি মো অধমে না দেয় দর্শন।
অবশ্য প্রতিজ্ঞা মোর ত্যজিব জীবন॥
প্রভু কৃপা বিনা মোর বৃথা রাজ্যধন।
কেবলই বিফলে মোর জীবন ধারণ॥
শুনি সার্ব্বভৌম কহে প্রবোধ বচন।
অবশ্য করিবে কৃপা শ্রীগৌর রতন॥
তবে এক উপায় কহি শুনহ এখন।
যেমতে পাইবে তুমি প্রভু দরশন॥
প্রভু যবে রথ অগ্রে করিবে নর্ত্তন।
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবে ভ্রমণ॥
সেইকালে তুমি রাজবেশ তেয়াগিয়া।
ধরিবে প্রভুর পদ শ্লোক যে পড়িয়া॥
রাস পঞ্চাধ্যায়ী শ্লোক করিয়া শ্রবণ।
বৈষ্ণব জানিয়া প্রভু দিবে আলিঙ্গন॥
এইমতে হবে তব অভীষ্ট পূরণ।
এত কহি সার্ব্বভৌম করিল গমন॥
রথযাত্রা কালে করে বৈষ্ণব আগমন।
অট্টালি চড়িয়া রাজা করে দরশন॥
সার্ব্বভৌম আদি নিজ প্রিয়জন সঙ্গে।
বৈষ্ণব হেরয়ে রাজা রহি প্রেমরঙ্গে॥
গোপীনাথ আচার্য্য করান দরশন।
বৈষ্ণব হেরিয়া রাজা প্রেমেতে মগন॥
রাজা কহে হেন তেজ কভু দেখি নাই।
কোটি সূর্য্য সম সব বৈষ্ণব গোসাঞি॥
সকল বৈষ্ণবে রাজা করয়ে সেবন।
বাসা প্রসাদান্ন দানে তোষে ভক্তগণ॥
রাজা সার্ব্বভৌম দ্বারে সেবা নিবেদিল।
ভক্তগণ শুনি প্রভু সমীপে আসিল॥
সবিনয়ে প্রভুপদে করে নিবেদন।
কৃপা করি প্রতাপরুদ্রে দাও দরশন॥

তোমা বিনা রাজ্যভোগ ছাড়য়ে রাজন।
তোমার চরণে তাঁর একান্ত শরণ॥
রাজ্য ছাড়ি রাজা তবে কর্ণে মুদ্রা দিবে।
ভিখারী হইয়া তোমা চরণ হেরিবে॥
বিশেষে দয়াল নিতাই করে নিবেদন।
শুনি মহাপ্রভু কহে নিষ্ঠুর বচন॥
সবে চাহ করি মুই রাজ দরশন।
বেশ্যা দরশন সম এ হেন বচন॥
যদ্যপি রাজার প্রেমে বশ প্রভু মন।
তথাপি কহেন প্রভু এহেন বচন॥
তবে প্রভু নিত্যানন্দ বলেন তখন।
মোরা নাহি কহি কর রাজ দরশন॥
অনুরাগীজন যদি ইষ্ট নাহি পায়।
অবশ্য আপন প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥
এক যুক্তি তব পদে করি নিবেদন।
তব বহির্ব্বাস রাজায় করহ অর্পণ॥
আশা পায়া রাজা তবে রাখিবে জীবন।
প্রভু কহে কর যাহা লয় তব মন॥
দয়াল ঠাকুর মোর নিত্যানন্দ রায়।
বহির্ব্বাস লয়া রাজ সমীপে পাঠায়॥
বহির্ব্বাস পায়া রাজা প্রফুল্লিত মন।
প্রভুর স্বরূপ জ্ঞানে করয়ে পূজন॥
রামানন্দ রায়ে রাজা করে নিবেদন।
কোনমতে করাহ মোরে প্রভুর মিলন॥
প্রভু পাশে রামানন্দ করিয়া গমন।
বহুমতে করে রাজা আর্ত্তি নিবেদন॥
তবে রামানন্দে প্রভু বলেন বচন।
বৃথা মোরে হেন বাক্য কহ কি কারণ॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।
রাজারে হেরিতে মোর কভু না জুয়ায়॥

তথাপি একান্ত যদি চাহ নিজ মন।
রাজার তনয়ে আনি করাহ মিলন॥
আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ শাস্ত্রের বচন।
পুত্রের মিলনে হবে তাহার মিলন॥
তবে রামানন্দ রাজপুত্রে মিলাইল।
প্রভুর পরশে তেঁহ প্রেমেতে ভাসিল॥
পুত্রপ্রেম চেষ্টা হেরি রাজা সুখ মন।
পুত্র আলিঙ্গনে কৈল সুস্থ প্রাণমন॥
প্রভু কৃপা পথপানে করি নিরীক্ষণ।
কোনমতে রাজা করে জীবন ধারণ॥
রথ অগ্রে প্রভু করে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
মার্জ্জনী হস্তেতে করে পথ সর্ম্মার্জ্জন॥
রাজা হয়া করয়ে হেন তুচ্ছ সেবন।
দেখি কৃপাযুক্ত হৈল মহাপ্রভু মন॥
পারিষদ সঙ্গে নাচে ত্রিদশের রায়।
হেরিয়া প্রতাপরুদ্র প্রেমে ভাসি যায়॥
সঙ্গে করি রাজা নিজ পাত্রমিত্রগণ।
রথ অগ্রে করে যত শোক নিবারণ॥
হরিচন্দন স্কন্ধে রাজা হস্ত আরোপিয়া।
প্রভুর নর্ত্তন হেরে আবিষ্ট হইয়া॥
সেকালেতে শ্রীনিবাস রাজার অগ্রেতে।
প্রভুর নর্ত্তন হেরে প্রেমাবিষ্ট চিত্তে॥
হরিচন্দন বারে বারে করে নিবারণ।
আবেশেতে শ্রীনিবাস না শুনে বচন॥
বারে বারে ঠেলে শ্রীনিবাস ক্রোধ মন।
হরিচন্দনে চাপড় মারিল তখন॥
চাপড় খেয়ে হরিচন্দন ক্রোধমন।
হেরি রাজা কহে তারে প্রবোধ বচন॥
রাজা কহে তব ভাগ্যের নাহিক তুলনা।
চাপড় মারি শ্রীনিবাস করিল করুণা॥

এহেন সৌভাগ্য মোর ভাগ্যে না হইল।
বুঝিল তোমার মহা সৌভাগ্য ঘটিল॥
বৈষ্ণব কৃপায় কৃষ্ণভক্তি উপজয়।
প্রভুর কৃপায় রাজা সে তত্ত্ব বুঝয়॥
রথ অগ্রে মহাপ্রভু করয়ে নর্ত্তন।
ভাগ্যবান জন হেরে করিয়া যতন॥
শ্বেতকম্প পুলকাদি প্রেমের লক্ষণ।
প্রভুদেহে প্রতাপরুদ্র দেখে অনুক্ষণ॥
গঙ্গাবারি সম বহে দুনয়নে জল।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে প্রেমেতে বিহ্বল॥
প্রভুর বৈভব হেরি রাজা সুখ মন।
দৈবে কিছু হৈল তার সঙ্কোচিত মন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তখণ্ডে ৫ম অধ্যায়—

"প্রভুর নাসায় যত দিব্য ধারা বহে।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়ে॥
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেমধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন বিকারে॥"

এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি রাজন্।
কারে কিছু না বলিয়া করিল গমন॥
নিশাযোগে প্রতাপরুদ্র আছয়ে শয়নে।
স্বপ্নে আসি জগন্নাথ দিল দরশনে॥
ধূলায় লালায় তাঁর সিক্ত কলেবর।
হেরিয়া প্রতাপরুদ্র বিস্ময় অন্তর॥
জগন্নাথ চরণ রাজা স্পর্শিবারে চায়।
জগন্নাথ কহে ইহা করিতে না জুয়ায়॥
চন্দন কুঙ্কুমে তব সিক্ত কলেবর।
ধূলা লালাময় দেখ মোর কলেবর॥
মোর নৃত্য দেখিতে তুমি করিলে গমন।
ধূলা লালা হেরি ঘৃণা কৈলে নিজ মন॥

ধূলা লালাময় দেখ সর্ব্বাঙ্গ আমার।
মোরে না স্পর্শিহ তুমি রাজার কুমার॥
ভৃত্য পানে চাহি জগন্নাথ হাস্য করে।
সহসা হেরয়ে রাজা শ্রীগৌর সুন্দরে॥
সেমত ধূলা লালাময় চৈতন্য গোঁসাই।
সিংহাসনে বসি হাস্য করয়ে সদাই॥
কহেন আমারে ঘৃণা করিলে যে মনে।
এবে পরশিতে তুমি চাহ কি কারণে॥
শ্রীগৌরসুন্দর হেন রঙ্গ প্রকাশিয়া।
বুঝাল আপন তত্ত্ব করুণা করিয়া॥
জাগিয়া প্রতাপরুদ্র করয়ে ক্রন্দন।
না বুঝি প্রভুরে আমি করিল হেলন॥
মহা অপরাধী মুই পতিত দুর্জন।
অপরাধ ক্ষমা কর পতিত পাবন॥
নিজ দাস জানি মোরে কর অঙ্গীকার।
নিজগুণে কৃপা করি করহ নিস্তার॥
শ্রীগৌরাঙ্গে জগন্নাথে নাহি কিছু ভেদ।
প্রকারে বুঝাল রাজায় যাহা কহে বেদ॥
প্রভু হেরিবারে রাজার উৎকণ্ঠিত মন।
সদা চিন্তে কিরূপেতে পাব দরশন॥
ভক্তগণ পরিবৃত শ্রীগৌরসুন্দর।
নিজ সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কারুণ্য অন্তর॥
শ্লোক পড়ি মহাপ্রভু করেন নর্ত্তন।
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র ধরে শ্রীচরণ॥
তাঁর পরশে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি হৈল।
রাজারে হেরিয়া প্রভু সঙ্কোচ মানিল॥
আপনা আপনি প্রভু করয়ে ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়ী স্পর্শ হইল আমার॥
যদি চ অন্তরে প্রভু প্রফুল্লিত মন।
তথাপি লোকশিক্ষায় কহেন এমন॥

প্রভুর বচনে রাজা হৈল ভীত মন।
সার্ব্বভৌম কহে তাঁরে প্রবোধ বচন॥
অবসর কালেতে করিব নিবেদন।
সেকালে করাব মুই তোমার মিলন॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
জগন্নাথ বাগিচাতে আছয়ে প্রেমরঙ্গে॥
অর্দ্ধ বাহ্যদশায় প্রভু রয়েছে মগন।
ধীরে ধীরে রাজা তথা করিল গমন॥
ভট্টাচার্য্য বাক্যে রাজবেশ ত্যায়াগিয়া।
প্রতাপরুদ্র গেল তথা বৈষ্ণব সাজিয়া॥
যোড়হস্তে ভক্তগণ আজ্ঞা যে লইল।
সাহসেতে প্রভুপদ ধারণ করিল॥
সুচারু রূপেতে করে পাদ সম্বাহন।
রাসলীলা শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন॥
জয়তি তেঽধিকং অধ্যায় পড়ে উচ্চ করি।
শুনি তৃপ্ত হইলেন প্রভু গৌরহরি॥
প্রভু কহে কেবা তুমি মোর বন্ধুজন।
এ হেন অমৃত মোরে পিয়ালে এখন॥
কিছুই নাহিক মোর দিল আলিঙ্গন।
অমৃত পিয়াও মোরে করিয়া যতন॥
এত বলি সেই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পড়ে।
প্রবিষ্ট হইল দোঁহে প্রেমের পাথারে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাঃ—১০।৩১।১০ শ্লোকঃ—
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃহ্নন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥
"ভুরিদা ভুরিদা" বলি কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমসিন্ধু মাঝে দুঁহে হইলা মগন॥

অশ্রুকম্প পুলক গদগদাশ্রুধার।
প্রভুভক্ত প্রেমরঙ্গে নাচয়ে অপার॥

তবে রাজা প্রভুপদে করে নিবেদন।
কৃপা করি দাসরূপে করহ গ্রহণ॥

তবে প্রভু তাঁরে নিজ ঐশ্চর্য্য দেখাল।
কারে না বলিহ বলি নিষেধ করিল॥

কৃপা করি প্রভু ষড়ভুজ দেখাইল।
হেরি রাজা প্রতাপরুদ্র প্রেমে মূর্চ্ছা গেল॥

উঠ বলি প্রভু তাঁর অঙ্গে হস্ত দিল।
উঠিয়া প্রতাপরুদ্র কান্দিতে লাগিল॥

প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন।
নানামতে করে মহাপ্রভুর স্তবন॥

শ্বেতকম্প পুলকাদি যতেক বিকার।
ক্ষণে ক্ষণে রাজদেহে করয়ে বিহার॥

তাঁর স্তবে মহাপ্রভু হয়া তুষ্ট মন।
ভাবাবেশে কহে কিছু কারুণ্য বচন॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্তে ৫ম অধ্যায়

"প্রভু কহে, কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার
কৃষ্ণকার্য্য বিনা তুমি না করিবে আর॥

তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণ চক্র সুদর্শন।
তুমি সার্ব্বভৌম আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুই আইনু এথায়।

সবে একবাক্য মাত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার।

এবে যদি আমারে প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাও আমি॥

এক বলিনিজমালা তাঁর গলে দিল।
প্রভুর প্রসাদ পাই প্রেমেতে ভাসিল॥

হেনমতে রাজা পেল প্রভুর করুণা।
রাজার ভাগ্যসীমা কভু না যায় বর্ণনা॥

গৌরাঙ্গ প্রসাদে রাজা সদা প্রেমমন।
নিরবধি স্মরে সদা গৌরাঙ্গ চরণ॥

গৌর পাদপদ্ম ধ্যান করে দিবানিশি।
ভুবনে প্রকাশ যত রাজ গুণরাশি॥

গৌরাঙ্গ স্মরণে রাজা করয়ে যাপন।
দৈবে প্রভু গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন।

সেকালে রাজার হৈল যৈছে ভাবোদয়।
রত্নাকরে নরহরি যতনে বর্ণয়॥

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে ৩য় তরঙ্গে—

"প্রভু কৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রের বিদ্যমানে।
পুত্রে রাজ্য সমর্পিল মঙ্গল বিধানে।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম রামানন্দ সনে।
নিরন্তর মগ্ন প্রভু চরিত্র কীর্ত্তনে।

পরম আনন্দে দিবারাত্রি গোঙাইতে।
অকস্মাৎ উদ্বেগে নারয়ে স্থির হৈতে।

হেনকালে প্রভু অদর্শন কথা শুনি।
অঙ্গ আছারিয়া রাজা লোটায় ধরণী।

শিরে করাঘাত করি হৈলা অচেতন।
রায় রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন॥

প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে।
নীলাচল হইতে রহিল কত দূরে॥

এমত প্রতাপরুদ্রের চরিত্র কথন।
যাহার শ্রবণে লভ্য শুদ্ধ ভক্তিধন॥

উপজয়ে গৌরপদে গাঢ় অনুরাগ।
লাগিলে রাজার কৃপা বিষয়ে বিরাগ॥

বিষয় আসক্তি যত সব দূরে যায়।
গৌরপ্রিয় প্রতাপরুদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥

প্রতাপরুদ্রের পদে লইয়া শরণ।
বাঞ্ছা করে কিশোরী দাস গৌরাঙ্গ সেবন॥

—০—

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে পঞ্চম খণ্ডে
শ্রীমাধব মিশ্রাদি গদাধর পরিকর বর্ণনং
নাম অষ্টম লহরী সমাপ্ত।

নবম লহরী

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু

জয় জয় বিশ্বম্ভর নদীয়া নাগর।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমের সাগর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
ভুবন পাবন প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য।
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে সদা যার কার্য্য॥
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ সুত শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
কন্দর্প জিনিয়া তনু সদা প্রেমানন্দ॥
গদাধর পদাশ্রয়ে গৌরাঙ্গ স্মরণ।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—১৪ শ্লোকঃ—

মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্।
গদাধর প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈত-নন্দনম্॥
অদ্বৈত আচার্য্য সুত শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
পণ্ডিত গদাধর প্রিয় প্রেমানন্দ কন্দ॥

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—৮৮ শ্লোকঃ

যঃ কার্ত্তিকেয় প্রাগাসীদিতি জল্পতি কেচন।
কেচিদাহু রসবিদোঽচ্যুতানাম্নীতু গোপিকা॥
লভয়স্তু সমীচীনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গাতাৎ।
শঙ্করের পুত্র হন কার্ত্তিক মহামতি।
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে হৈল তার মতি॥
নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি করি আগমন।
অদ্বৈতের পুত্ররূপে লভিল জনম।
ব্রজের অচ্যুতা গোপী তাহাতে মিলিল।
দোঁহা'র মিলনে শ্রীঅচ্যুতানন্দ হৈল॥
অচ্যুতের আবির্ভাব শুন সর্ব্বজন।
অদ্বৈত মঙ্গলে হরিচরণ বর্ণন॥

তথাহি—৫ম অবস্থা—

সপ্তদিন তপস্যা করে হুঙ্কার গর্জ্জন।
জলস্থল কম্পমান হইল তখন॥
কেহ নাহি জানে কি লাগি করয়ে পূজন।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া হুঙ্কার যায় বৃন্দাবন॥
হুঙ্কারেতে আকর্ষণ করিলা রাধাকৃষ্ণ।
স্রোতে মঞ্জরী দুই আসিল সতৃষ্ণ॥
উজান বাহিয়া আইল তুলসী মঞ্জরী।
সেই দুই মঞ্জরী লইয়া আছিলা গৃহপুরী॥
প্রধান মঞ্জরী দিলা শচীকে খাইতে।
কনিষ্ঠ মঞ্জরী দিলা সীতাকে সাক্ষাতে॥
চৈতন্য অভিন্ন তনু শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
আস্বাদয়ে গৌরপ্রেম সদা মহানন্দ॥
চোদ্দশত চৌদ্দ শকে বৈশাখী পূর্ণিমা।
জন্মিল অচ্যুতানন্দ ঘোষিল মহিমা॥
আচার্য্যের ছয় সুত পতিত পাবন।
অচ্যুত কৃষ্ণমিশ্র গোপাল সুজন॥
বলরাম স্বরূপ আর জগদানন্দ।
যাঁদের প্রসাদে জীব পাইল আনন্দ॥
সবাকার জ্যেষ্ঠ হন শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বিহরয়ে গৌরসঙ্গে সদা প্রেমানন্দ॥

সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি অকথ্য প্রভাব।
যাঁহার দর্শনে জীবের ঘুচে অবসাদ॥
নগর ভ্রমণ ছলে প্রভু গৌরহরি।
শান্তিপুরে আসিলেন মহানন্দ করি॥
গৌরাঙ্গের আগমনে আচার্য্য সুখমন।
আঁখিনীরে ধোয়াইল প্রভুর চরণ॥
বাল্যখেলা রসে মত্ত শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
প্রভু আগমন শুনি পাইল আনন্দ॥
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ দিগম্বর বেশে।
প্রভুর শ্রীমুখ হেরে আনন্দ আবেশে॥
কায়মনে বন্দিলেন প্রভুর চরণ।
প্রভু তারে কোলে তুলি বলেন বচন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ডে ১ম অধ্যায়—

"প্রভু বলে, অচ্যুত আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা॥
অচ্যুত বলেন, "তুমি দৈবে জীবসখা।
সবে কে তোমার বাপ তার নাহি লেখা॥"
অচ্যুতের মুখে শুনি এ হেন বচন।
হাসয়ে শ্রীগৌরচন্দ্র সহ ভক্তগণ॥
বালকের মুখে শুনি অদ্ভুত বচন।
হইল সবার চিত্ত বিস্ময়ে মগন॥
না জানি কোনজন করি আগমন।
বালক রূপেতে ধরায় করিছে ভ্রমণ॥
অদ্বৈতের যোগ্যপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
যাঁহার চরিত্রগুণে সবার আনন্দ॥
অন্যের কি কথা স্বয়ং অদ্বৈত আচার্য্য।
সদাই আবীষ্ট হেরি পুত্র প্রেমকার্য্য॥
একদা সন্ন্যাসী এক কৈল আগমন।
হেরিয়া অদ্বৈত তার বন্দিল চরণ॥
আদরে সন্তাষি কহে করহ ভোজন।
সন্ন্যাসী কহে অগ্রে মোর আছে প্রয়োজন॥
তোমারে জিজ্ঞাসী যাহা বলহ বচন।
শেষেতে মানিব তোমার ভিক্ষা নিমন্ত্রণ॥
চৈতন্যের কেবা হয় কেশব ভারতী।
বিচারিয়া কহ মোহে যথাশাস্ত্র রীতি॥
সন্ন্যাসীর বাক্য শুনি আচার্য্য তখন।
আপনি হৃদয় মাঝে করয়ে চিন্তন॥
ব্যবহার পরমার্থ দ্বিমত বিচার।
সন্ন্যাসীরে কহি আগে লোক ব্যবহার॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ প্রভু গৌরহরি।
তাঁর পিতামাতা কেবা এই ক্ষিতিপরি॥
তথাপি দেবকী নন্দন বলে সর্ব্বজন।
ব্যবহার বাক্য বলি করিব তোষণ॥
এত চিন্তি শ্রীআচার্য্য বলেন বচন।
কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু হন॥
চৈতন্যের গুরু খ্যাত কেশব ভারতী।
জানিয়াও জিজ্ঞাসহ কেন মম প্রতি॥
অদ্বৈত আচার্য্য যবে এমত কহিল।
শুনিয়া অচ্যুতানন্দ তথায় আসিল॥
পঞ্চম বর্ষীয় বালক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ সদা দিগম্বর॥
"চৈতন্যের গুরু আছে" শুনিয়া বচন।
ক্রোধাবেশে হাসি হাসি বলেন তখন॥
চৈতন্যের গুরু আছে এমত বচন।
কি মতে জিহ্বায় পিতা কৈলে আনয়ন॥
বিষ্ণু মায়ামুগ্ধ সদা অখিল সংসার।
সেই মায়া এবে তোমা করিল সঞ্চার॥
এমত বচন যবে কৈল উচ্চারণ
তখনি বুঝিল মায়া কৈল আক্রমন॥

যার নাভিপদ্মে হয় ব্রহ্মার জনম।
ইচ্ছায় করিল যেবা ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
যাঁর হইতে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানের প্রচার।
তাঁর গুরু আছে কহ কিমত বিচার॥
শিক্ষাগুরু রূপে তুমি শিখাও সর্ব্বজনে।
হেনবাক্য কহ তুমি সহিব কেমনে॥
এমত প্রভুর তত্ত্ব করিয়া বর্ণন।
মৌন ধরি রহিলেন অচ্যুত তখন॥
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে হইল মগন।
"বাপ, বাপ" বলি কোলে করিল ধারণ॥
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর নিজ প্রেমজলে।
তোমার তনয় মুই কহে কুতূহলে॥
বাপে না শিখালে পুত্র শিখিবে কেমনে।
আর না কহিব বাপ বলিল এখনে॥
অপরাধ করিয়াছি ক্ষমহ এখন।
এত কহি আচার্য্য বিহ্বল অনুক্ষণ॥
আত্মস্তুতি শ্রীঅচ্যুত করিয়া শ্রবণ।
হেঁটমুণ্ডে রহে নাহি তুলে শ্রীবদন॥
অচ্যুতের শ্রীমুখবাক্য করিয়া শ্রবন।
সন্ন্যাসী বিস্ময় চিত্ত বলেন বচন॥
অদ্বৈতের যোগ্যপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
যাহার দর্শনে ঘুচে সব নিরানন্দ॥
ঈশ্বর শক্তি বিনা নহে এসব বচন।
সাধারণ বালক মুখে না হয় শোভন॥
শুভলগ্নে আসিলাম অদ্বৈত ভবন।
অদ্ভুত মহিমা হেরি জুড়াল নয়ন॥
পুত্রসহ শ্রীঅদ্বৈতে করিয়া বন্দন।
হরি বলি ন্যাসীবর করিল গমন॥
পুত্রের মহিমা হেরি আচার্য্য প্রেমমন।
সর্ব্বকার্য্য তাজি প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥

ক্ষণকাল কোল হোতে না ছাড়ে তাহারে।
পরম যতন জানে সমাদর করে॥
পুত্রের অঙ্গের ধূলি করিয়া গ্রহণ।
পরমানন্দে নিজ অঙ্গে করয়ে লেপন॥
চৈতন্য পার্ষদ মোর গৃহে জনমিল।
করতালি দিয়া নাচে প্রেমেতে বিহ্বল॥
এমত আনন্দে সদা আচার্য্য মগন।
সহসা গৌরাঙ্গ তথা দিল দরশন॥
সপার্ষদে গোরাচাঁদে করিয়া দর্শন।
আচার্য্য বিহ্বল হয়া ধরিল চরণ॥
তবে শ্রীঅচ্যুতানন্দ করি আগমন।
প্রভুর অভয়পদ করিল ধারণ॥
সস্নেহে গৌরাঙ্গ তারে করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নিজ প্রেমজলে॥
তাহারে করিল কত কৃপা প্রদর্শন।
হেরিয়া ভকতগণ প্রেমেতে মগন॥
অচ্যুতে প্রভুর কৃপা কহনে না যায়॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় বলি সর্ব্বলোকে গায়॥
চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাহার গণন।
অচ্যুত গৌরাঙ্গ প্রিয় খ্যাত সর্ব্বজন॥
সকল ভকত প্রিয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
যাহার কৃপায় জীব পাইল আনন্দ॥
নিজগৃহে সেবিল বহু প্রভুর চরণ।
প্রভুর চরণে তাঁর সদা প্রাণ মন॥
আচার্য্য স্থানে প্রভু যবে করে অধ্যয়ন।
সেকালে অচ্যুত বহু করিল সেবন॥
গৌরাঙ্গ সহিত সদা করে বিচরণ।
গৌরাঙ্গ অভিন্ন দৈবে হৈল প্রকটন॥
পুত্রসম গৌরে সীতা করয়ে সেবন।
গৌরপ্রিয় দ্রব্য যত্নে করয়ে রক্ষণ॥

একদা প্রভু লাগি দুগ্ধ করি আবর্ত্তন।
ঢাকিয়া রাখিল সীতা করিয়া যতন॥
গৌরাঙ্গ অচ্যুতসহ গঙ্গাস্নানে গেল।
প্রেমরঙ্গে জলক্রীড়া বহুত করিল॥
বিলম্ব হেরি আচার্য্য গঙ্গাতীরে গেল।
যতন করিয়া গৌরে ঘরে পাঠাইল॥
কহে অন্ন শুকাইল করহ ভোজন।
আচার্য্যের সহ গৌর কৈল আগমন॥
অগ্রেতে অচ্যুতানন্দ ভবনে আসিল।
ঘরে দুগ্ধ ঢাকা হেরি তাহা পান কৈল॥
সীতা ঠাকুরাণী হেরি কৈল ক্রোধমন।
সজোরে চাপড় তারে মারিল তখন॥
অঙ্গুলীর দাগ তার অঙ্গেতে রহিল।
কতক্ষণে গৌরচন্দ্র ভোজনে আসিল॥
অচ্যুতে ডাকিয়া দোঁহে একত্রে বসিল।
প্রভু অঙ্গে চাপড় দাগ সীতা নেহারিল॥
গৌরে সম্বোধিয়া সীতা বলেন বচন।
কেমনে অঙ্গেতে দাগ লাগিল এমন॥
যথা তথা ফিরি তুমি খেল অনুক্ষণ।
একথা শুনিলে শচী হবে দুঃখমন॥
প্রতীতি করিয়া শচী এথায় রাখিল।
শুনি সীতা প্রতি প্রভু কহিতে লাগিল॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গলে ৫ম অবস্থা ৬ সংখ্যা
"এত শুনি মহাপ্রভু কহেন সীতাকে।
এখনি মারিলে তুমি এখনি কহ কাকে॥
তোমার হস্তের দাগ দেখ নিরখিয়া।
মাটি করিলে শিক্ষা দিকে কি করিবে কৈয়া॥
অচ্যুতানন্দ দুগ্ধ খায় মারিলে তাহাকে।
এ বড় আশ্চর্য্য তুমি কহিলা আমাকে॥
অচ্যুতানন্দ আমি একই শরীর।
ভেদ বুদ্ধি কদাচিৎ না করিও ধীর॥"
হেনমতে অচ্যুতে তত্ত্ব গৌরাঙ্গ কহিল।
সীতা অদ্বৈত শুনি বিমোহিত হৈল॥
তদবধি অচ্যুতের অপূর্ব্ব প্রভাব।
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় দেখে মহাভাগ॥
গৌরাঙ্গ অভিন্ন তনু জগত জানিল।
গৌরস্থানে প্রেমানন্দে অধ্যয়ন কৈল॥
গৌরস্থানে পড়ে ব্যাকরণ অলঙ্কার।
ভজয়ে গৌরাঙ্গ পদ আনন্দ অপার॥
গয়া হয়া গৌর ঘরে কৈল আগমন।
প্রকাশে আপন ভাব করিয়া যতন॥
সঙ্কীর্ত্তন বিলাস গৌর আরম্ভ করিল।
সঙ্গেতে অচ্যুত রহি নাচিতে লাগিল॥
গৌরাঙ্গ সঙ্গেতে রহি করে সঙ্কীর্ত্তন।
গৌর প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাসে অনুক্ষণ॥
গদাধরে উপদেষ্টা করিল বরণ।
প্রেমানন্দে গৌর ভজে লইয়া স্মরণ॥
আকৌমার ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন।
বিষয়ে উদাস হয়া করয়ে ভজন॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর নীলাচলে রৈল।
অনুরাগে ব্রজধাম দর্শনে চলিল॥
প্রভু যবে ব্রজধামে করিল গমন।
সেকালে অচ্যুত হৈল বিরহে মগন॥
গৌরাঙ্গ বিহীনে সদা দুঃখী প্রাণমন।
ব্রজ হোতে গৌর তারে কৈল আকর্ষণ॥
গৌর আজ্ঞায় পুষ্পরথে অচ্যুত চলিল।
শান্তিপুর হোতে ব্রজধামেতে পৌঁছিল॥
শ্রীগৌর সুন্দরে হেরি বলেন বচন।
ওহে প্রাণ গোরা কেন দূরেতে গমন॥

ভক্তিব্রজ ছাড়ি কেন গোপীব্রজে এলে।
গোপীব্রজে রহ এবে হইয়া বিহ্বলে॥
তব লাগি ভক্তি ব্রজে যত ব্রজজন।
প্রকট হইল সবে খ্যাত ত্রিভুবন॥
শূন্য গোপীব্রজে কেন এবে আগমন।
কারণ জানিতে মোর এথা আগমন॥
হেনমতে দুইজন রসালাপ করি।
চলিলেন রাধাকুণ্ডে মহানন্দ করি।
রাধাকুণ্ড মাহাত্ম্য যত অচ্যুত কহিল।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ প্রেমে আলিঙ্গন দিল।
গৌরসহ তীর্থ ভ্রমি কৈল আগমন॥
তাহার মহিমা বুঝে আছে কোনজন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ দেবে স্থাপন কারণ।
গৌরীদাস শান্তিপুরে কৈল আগমন॥
সেকালে অচ্যুতানন্দে আচার্য্য পাঠাল।
আচার্য্য আদেশ মত শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিল॥
গৌরসঙ্গ হীনে অচ্যুত সদাই বিমন।
অনুরাগে নীলাচলে করিল গমন।
গৌর সেবানন্দে দিন করয়ে যাপন।
গৌর অন্তর্দ্ধানে পুনঃ গৌড়ে আগমন॥
বিরহ বিক্ষেপে শান্তিপুরে অধিষ্ঠান।
গৌড়বাসীগণে সদা করে প্রেমদান॥
গৌরপ্রিয় পারিষদ শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
শরণে যাহার গুণ ঘুচে নিরানন্দ॥
ভাগ্যহীন কিশোরী দাস অতি মূঢ়মতি।
ত্রাণ কর অচ্যুতানন্দ ঘুচায়ে দুর্ম্মতি॥

—০—

শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র

জয় জয় গৌরচন্দ্র পূর্ণ অবতার।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা আধার॥
জয় জয় সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি বৃন্দ॥
গৌরশক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধর।
তাঁর শিষ্য নয়নানন্দ খ্যাত চরাচর॥
ভ্রাতুষ্পুত্র হয়া হইলেন শিষ্য তার।
কৃপাশক্তি সহ সেবা দিল অধিকার॥
নিত্যমঞ্জরী ব্রজে ছিল যেইজন।
নয়নানন্দ নামে এবে ক্ষিতি আগমন॥
শ্রীহট্ট হইতে নদীয়ায় আগমন।
নয়নানন্দের পরিচয় করুন শ্রবণ।

তথাহি—পাট পর্য্যটনে—

গদাধর পণ্ডিতের শ্রীহট্টে জন্ম হয়।
প্রভুর নিকটে আসি নবদ্বীপে রয়॥
পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র তার শাখা হয়।
নয়নানন্দ মিশ্র নাম ভরতপুরে রয়॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—২৪ বিলাস

গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র পণ্ডিত গদাধর।
তার ভাই জগন্নাথ আচার্য্য বিজ্ঞবর॥
নদীয়ায় জগন্নাথ করিল বসতি।
তার পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি॥
ভ্রাতুষ্পুত্র বলি তারে পুত্র স্নেহ করে।
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দিলা নদীয়া নগরে॥
চাটিগ্রামবাসী শ্রীমাধব মিশ্র নাম।
তাঁর পুত্র গদাধর জগন্নাথ আখ্যান॥

শ্রীহট্টে নিবাস বলি পাট পর্য্যটনে কয়।
জগন্নাথের তুই পুত্র জগতে ঘোষয়॥
হৃদয়ানন্দ নয়নানন্দ ভাই তুইজন।
হৃদয়ানন্দে গৌরীদাসে কৈল সমর্পণ॥
গৌরীদাসে গদাধরে সখ্য ব্যবহার।
গৌরীদাসে অর্পণ করে গদাধর॥
হৃদয় চৈতন্য নামে সর্ব্বত্র বিদিত।
যাঁর শিষ্য শ্যামানন্দ জগত বিখ্যাত॥
জগন্নাথ নদীয়ায় কৈল অবস্থান।
গদাধর নয়নানন্দে কৈল দীক্ষাদান॥
নয়নানন্দের ভাগ্যসীমা কে করে বর্ণন।
গদাধরে প্রিয়পাত্র খ্যাত সর্ব্বজন॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস ২২ বিলাস

পণ্ডিত গোঁসাইর বড় ভাই বাণীনাথ হয়।
জগন্নাথ বলি তাঁরে কেহো কেহো কয়॥
বাণীনাথ ভজে সদা গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌরাঙ্গ চরণ বিনা নাহি জানে আন॥
বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র গোসাঞি।
তাঁহার যতেক গুণ তার অন্ত নাই।
তাহে শিষ্য করি গোসাঞি শক্তি সঞ্চারিলা।
পণ্ডিত গোঁসাই সেবা নয়ন পাইলা॥
পণ্ডিত গোসাঞি প্রভুর অপ্রকট সময়।
নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয়।
মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষ্ণমূর্ত্তি।
সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি॥
তোমারে অর্পিলা এই গোপীনাথের সেবা।
ভক্তিভাবে সেবিবে না পূজিবে অন্য দেবী দেবা॥
স্বহস্ত লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা।
মহাপ্রভু এক শ্লোক তাহাতে লিখিলা॥
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন।
এত কহি পণ্ডিত গোসাঞি হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
দেখি শ্রীনয়ন গোসাঞি বহু খেদ কৈলা।
প্রভু ইচ্ছামতে তবে সুস্থিত হইলা।
নয়ন পণ্ডিত গোসাঞির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি।
রাঢ়দেশে ভরতপুরে করিলেন বাড়ি॥
হেনমতে নয়নানন্দ ভরতপুরে এল।
গোপীনাথ সেবা স্থাপি সেবিতে লাগিল॥
কত পদাবলী তেঁহ করিল রচন
গদাধর প্রিয় তেঁহ পণ্ডিত পাবন॥
নয়নানন্দ পণ্ডিত হয় পরম উদার।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে হতে ভব পার॥

—•—

শ্রীমধু পণ্ডিত

জয় জয় সর্ব্বময় শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ কারুণ্য অন্তর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য শ্রীমধু পণ্ডিত।
পরম অদ্ভুত যত তাঁর ভক্তি রীত॥
যাঁর প্রেমে গোপীনাথ প্রকট হইল।
প্রেম সেবা প্রকটিয়া জীব নিস্তারিল॥

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১৩ তরঙ্গ—

শ্রীগোপীনাথাধিকারী শ্রীমধু পণ্ডিত।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশ—

"মুণ্ডলী বলিয়া নাম ছিল পূর্ব্বকালে।
মধু পণ্ডিত এবে কহি ভালে ভালে॥"
শ্রীমধু পণ্ডিত যবে বৃন্দাবনে গেল।
প্রেমেতে পাগল প্রায় ভ্রমিতে লাগিল॥
কুঞ্জে কুঞ্জে প্রেমাবেশে করয়ে ভ্রমণ।
কাঁহা প্রাণনাথ কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ॥
অন্বেষণ করি কৃষ্ণে না পাই দর্শন।
বংশীবট তটে আসি করিল শয়ন॥
অনাহারে ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহিল।
আচম্বিতে দিব্যরূপ দরশন দিল॥

তথাহি—শ্রীভক্ত মালে—

"হেনকালে তথা বংশীবটের সমীপে।
দেখে নবঘন জিনি ত্রিভঙ্গিম রূপে॥
গোপীনাথ স্বয়ং আসি প্রতিমা রূপেতে।
দরশন দিল প্রিয়ভক্তের পীরিতে॥"
এ হেন মূরতি হেরি শ্রীমধু পণ্ডিত।
গোপীনাথে কোলে করি চলয়ে ত্বরিত॥
কেশীঘাট নিকটেতে করিল স্থাপন।
মহানিধি পায়া প্রেমে সেবাতে মগন॥
কোন ভাগ্যবান মন্দির নির্ম্মাণ করিল।
প্রেমযোগে মধু পণ্ডিত সেবিতে লাগিল॥
সাধন দীপিকা গ্রন্থে অন্যমত কয়।
পরমানন্দ গোস্বামী তাঁরে সমর্পয়॥

তথাহি—সাধন দীপিকা—

পরমানন্দ দে শ্রীমন্নীপ পাদপভূতলে।
কালিন্দী জল সংসর্গি শীতলানিলকম্পিতে॥
রাধাগদাধর ছাত্রঃ পরমানন্দ নামকঃ।
যস্তেনাস্য প্রকটিতো গোপীনাথোদয়াম্বুধিঃ॥
বংশীবটতটে শ্রীমদযমুনোপতটে শুভে॥

তথাহি—তত্রৈব—

শ্রীগোপীনাথস্য সেবা পরমানন্দ গোস্বামীনো।
শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীনে সমর্পিতা॥
গোপীনাথ সেবক হন শ্রীমধু পণ্ডিত।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর জগতে বিদিত॥
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন।
কিশোরী করয়ে তাঁর কিঞ্চিৎ বর্ণন॥

—০—

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত

জয় লক্ষ্মীপ্রাণনাথ জয় গৌরহরি।
জয় পদ্মাবতী সুত জয় তাপহারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ।
গদাধর পারিষদ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর খ্যাত চরাচর॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত সদা প্রেমেতে উদ্দাম।
ভুবন পবিত্র হয় স্মরি তার নাম॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—৭১—৭৩ শ্লোঃ

"ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ সবক্রেশ্বর পণ্ডিত।
কৃষ্ণাবেশজ নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ॥

সহস্র গায়কান্মহ্যং দেবী ত্বং করুণাময়।
ইতি চৈতন্য পদে য উবাচ মধুরং বচঃ॥
স্ব প্রকাশবিভেদেন শশিরেখাতমাবিশাৎ।"

তথাহি—শ্রীধ্যান গোস্বামী কৃতং—

"বক্রেশ্বর সমাখ্যাতঃ রসরূপ স্বভাবতঃ।
সিদ্ধাখ্যা তস্য কথিতা তুঙ্গবিদ্যাভিধাতু যা॥
কৃষ্ণসখা মধ্যে নাম্না তুঙ্গবিদ্যেতি বিশ্রুতা।
পণ্ডিতো ভক্তি যোগেন নিত্যং বক্রেশ্বরং ভজে॥

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—

উৎকলে চৈব তৈলঙ্গে কীর্ত্তির্যস্য বিরাজিতো।
প্রেমবন্যাযুতং বন্দে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতম্॥
শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহ শ্রীঅনুরুদ্ধ নাম।
তেঁহ আসি ধরামাঝে হৈল বিদ্যমান॥
তুঙ্গবিদ্যা নামে সখি ব্রজেতে আছিল।
প্রয়োজন জানি তেঁহ আসিয়া মিলিল॥
শশিরেখা নামে সখি ব্রজ সেবাপরা।
তেঁহ মিলিলেন আসি হৈয়া তৎপরা॥
তিনের মিলনে হৈল পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গৌরাঙ্গ সহিত নাচে হৈয়া তৎপর॥
তৈলঙ্গ উৎকলেতে মহিমা বিরাজিত।
পরম অদ্ভুত বক্রেশ্বরের চরিত॥
শ্রীকৃষ্ণ আবেশে সদা করয়ে নর্ত্তন।
যাহাতে প্রভুর হয় সুখ সম্পাদন॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
একভাবে নৃত্য করে চব্বিশ প্রহর॥
প্রভু যবে প্রেমানন্দে করয়ে কীর্ত্তন।
মহানন্দে বক্রেশ্বর করয়ে নর্ত্তন॥
নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে রহয়ে বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর মোহয়ে সকল॥
স্বেতকম্প পুলকাদি সাত্তিক বিকার।
নৃত্যকালে তাঁর দেহে করয়ে বিহার॥
প্রেমেতে উন্মত্ত হয়া করয়ে নর্ত্তন।
তাহার মহিমা বুঝে নাহি হেন জন॥
একদা কহয়ে ধরি প্রভুর চরণ।
সহস্র গন্ধর্ব্ব দেহ করিব নর্ত্তন॥
তবেত আমার সুখ হইবে সর্ব্বথা।
শুনি গৌরচন্দ্র তারে কহে এই কথা॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে ৯ম পরিঃ—
"প্রভু বলেন তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া সাঙ পাঙ আর পাখা॥
বক্রেশ্বরের মহিমা সমুদ্র পাথার।
মহানন্দে গৌরচন্দ্র কহিল অপার॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ ৩য় অধ্যায়—
"বক্রেশ্বর পণ্ডিত কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥"
এতেক মহিমাধারী পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যাহার প্রসাদে হয় আনন্দ অন্তর॥
যাহার চরণ সেবি পণ্ডিত দেবানন্দ।
অপরাধ ঘুচিল সব পাইল প্রেমানন্দ॥
বৈষ্ণব অপরাধ যুক্ত পণ্ডিত দেবানন্দ।
বক্রেশ্বর প্রসাদে ঘুচে তাঁর মনদ্বন্দ্ব॥

গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে রতি লপজিল।
পাইয়া গৌরাঙ্গ কৃপা চরণ ভজিল॥
পরম মহিমাধারী পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যাহার প্রসাদে পাই গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
ওহে পণ্ডিত বক্রেশ্বর কৃপা কর মোরে।
অপরাধ ক্ষমাইয়া কর অনুচরে॥
গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে মোরে কর দাস।
কৃপাদৃষ্টে কিশোরীর পুরাও অভিলাষ॥

—০—

শ্রীঅনন্ত আচার্য্য

জয় জয় দয়াময় জয় গৌরহরি
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় তাপহারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরপ্রেমধর॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
গোবিন্দের অধিকারী সর্ব্বগুণ বর্য্য॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৬৪ শ্লোকঃ—
"অনন্তাচার্য্য গোস্বামী যা সুদেবীপুরা ব্রজে।"
সুদেবী নামেতে ব্রজে শ্রীমতীর সখী।
যুগল কিশোর সেবায় সদা উৎসুকী॥
তেঁহ এবে ধরা মাঝে করি আগমন।
অনন্ত আচার্য্য নাম করিল ধারণ॥
পূর্ব্বভাবে সেবে সদা গৌরাঙ্গ চরণ।
গৌর পাদপদ্মে করি আত্মসমর্পণ॥
গোবিন্দের অধিকারী বলি যার খ্যাতি।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর জগতে প্রসিদ্ধি॥

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—৩৯ শ্লোকঃ—
শ্রীল শ্রীগোবিন্দ দেবস্য সেবাসুখ বিলাসিনম্।
দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যানন্দ বিগ্রহম্॥
বন্দেঽনন্তাচার্য্যবর্য্যংমহাভাব কদম্বকম্।
আপাদ মস্তকং যস্য পুলকেনোজ্জ্বলীকৃতম্॥
গোবিন্দের অধিকারী অনন্ত আচার্য্য।
গৌর গোবিন্দ সেবা সদা যার কার্য্য॥
বেদ অগোচর অনন্ত আচার্য্য মহিমা।
কবিরাজ গোসাঞি গাহে করিয়া গরিমা॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চরিতামৃতে আদি ৮ম পরিঃ—
"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার সর্ব্বকার্য্য॥
তাহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহো পণ্ডিত হরিদাস॥
এই মত অনন্ত আচার্য্যের মহিমা।
গোবিন্দের প্রিয় সেবক এই তাঁর সীমা॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য পতিত পাবন।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁর অভয় চরণ॥

—০—

শ্রীঅনন্ত আচার্য্য

জয় জয় লক্ষ্মীপতি জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর সহোদর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
গৌরশক্তি অবতার পণ্ডিত গদাধর।
তাঁর শাখা অনন্ত আচার্য্য প্রেমধর॥

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—৪৭ শ্লোকঃ
"বিদ্যানন্তাচার্য্যবর্যং গঙ্গাতীর নিবাসীনম্‌।
বন্দে যেনাকরি পূজা গৌরস্য ফলমূলকৈঃ॥"
গঙ্গাতীরবাসী সাধু অনন্ত আচার্য্য।
গৌর নাম গুণ ধ্যান সদা যার কার্য্য॥
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে শ্রীগৌর সুন্দর।
উপনীত তাঁর ঘরে সহ পরিকর॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু শান্তিপুরে এল॥
মাতা ভক্তগণে প্রভু প্রবোধ করিল॥
মায়ের আদেশে ইচ্ছা নীলাচলে বাস।
সবারে প্রবোধি চলে প্রেমেতে উল্লাস॥
দক্ষিণ অভিমুখে প্রভু করয়ে গমন।
নিত্যানন্দ আদি চলে অনুচরগণ॥
চলিতে চলিতে আটিসারা গ্রামে এল।
আচার্য্যের ঘরে গিয়া কৃতার্থ করিল॥
তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্তে ২য় অধ্যায়
"সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম।
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়ে।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়ে॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জা করিতে লাগিলা॥
সর্ব্বগণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীরে ভিক্ষাধর্ম্ম করাইলা শিক্ষা॥
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
আটিসারাবাসী শ্রীঅনন্ত আচার্য্য।
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য সদা প্রেমকার্য্য॥
বিশেষে গৌরাঙ্গ প্রিয় পতিত পাবন।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা গৌরাঙ্গ সেবন॥

—০—

শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

জয় দীনদয়াময় প্রভু গৌরহরি।
জয় পদ্মাবতী সুত প্রেমদানকারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় মাধব নন্দন।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌরাঙ্গের গণ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রেমানন্দ ধাম।
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
বৃন্দাবন ধামে করি সতত বিলাস।
মদন গোপাল সেবে ত্যজি সর্ব্ব আশ॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৬৪ শ্লোকঃ—
ইন্দুরেখা ব্রজে যাসীচ্ছ্রীরাধায়াঃ সখী পুরা॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী কৃত বৃন্দাবনে স্থিতিঃ॥
ব্রজে শ্রীমতীর সখী ইন্দুরেখা নাম।
যুগল কিশোর সেবায় মত্ত অবিরাম॥
তেঁহ এবে ধরামাঝে হৈল অবতরী।
ধরিল নাম শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী॥
তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—
শ্রীমদন গোপালের সেবা অধিকারী।
গদাধর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী॥
তথাহি—শ্রীসাধন দীপিকা—১ম কক্ষা—
শ্রীসনাতন গোস্বামীনা স্বস্যাতীবান্তরঙ্গ।
শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীণে শ্রীমদন গোপাল।

দেবস্য সেবা সমর্পিতা। শ্রীমদ্রূপাদ্বৈত
শ্রীগোবিন্দায় সমর্পিতা।
এইমত কৃষ্ণদাসের মহিমা প্রকাশ।
মদন গোপাল সেবি দেখাল প্রকাশ॥
গোঁসাই সনাতন তাঁরে সেবা সমর্পিল।
কৃষ্ণদাসের প্রেমগুণ জগতে ঘোষিল॥
পরম মহিমান্বিত কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে দৈন্য স্তুতি করি॥

—০—

শ্রীজয়ানন্দ মিশ্র

জয় জয় শচীসুত জয় গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় মহীধারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
পণ্ডিত গদাধর শাখা জয়ানন্দ নাম।
রচিয়া গৌরাঙ্গ লীলা খ্যাত সর্ব্বস্থান॥

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—
"বন্দে চৈতন্যদাসকং জয়ানন্দ মহাশয়ম্।
প্রকাশিতো যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্য বিলাসকম্॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য মঙ্গলেঃ—
"চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পাদদ্বন্দ্ব।
আদি খণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ॥"
এতেকে বুঝিয়ে গদাধর অনুগত।
গৌরপ্রিয় জয়ানন্দ জগত বিখ্যাত॥
গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র নাম।
তাঁর সুত জয়ানন্দ খ্যাত সর্ব্বস্থান॥

চৈতন্য মঙ্গল লিখি মহিমা রাখিল।
যেরূপে করিল তাহা আপনে গাহিল॥
তথাহি—শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—নদীয়া খণ্ডে
"বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদ মালা পাঞা।
শ্রীঅভিরাম গোসাঞির কেবল বল পাঞা॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্য মঙ্গল কিছু গীত যে প্রচারি॥
শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
জয়ানন্দের জন্ম মাতামহ গৃহবাসে॥
'গুইয়া' নাম ছিল মায়ের মড়াছিয়া বাদে।
জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে॥
জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি।
পরম ভাগবত উপমা দিতে নাঞি॥
পূর্ব্বে গোসাঞির শিষ্য পুস্তক লিখনে।
আপনে চিন্তয়ে পাঠ যত শিষ্যগণে॥
বাপ সুবুদ্ধি তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দের মন হৈল চৈতন্য মঙ্গলে॥
হেনমতে চৈতন্য মঙ্গলে হৈল মতি।
নিজ বংশ পরিচয় কহে মহামতি॥
তথাহি—তত্রৈব—বৈরাগ্য খণ্ডে—
"মা রোদিনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী।
যার গর্ভে জন্মিয়া চৈতন্যানন্দে ভাসি॥
খুড়া জ্যেষ্ঠা পাগণ্ড চৈতন্যে অল্পভক্তি।
মহাপাষণ্ড তবে ধরে মহাশক্তি॥
বাণীনাথ মিশ্র ষট্ রাত্রি উপবাসে।
দুর্ব্বাস ভারতি ব্যাস জগতে প্রকাশে॥
যার পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
তার ভাই ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতী।
অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে॥

জ্যেঠা বৈষ্ণব মিশ্র সর্ব্বতীর্থ পূত।
ছোট খুড়া রামানন্দ মিশ্র ভাগবত॥
বন্দিঘাটী বংশে রঘুনাথ উপাসক।
তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্য ভাবক॥"
যেকালে প্রভু তার কৈল নামকরণ।
নিজ গ্রন্থে জয়ানন্দ করিল বর্ণন॥
তীর্থ ভ্রমিয়া গৌর করে প্রত্যাবর্ত্তন।
সেকালে তাহার ঘরে করে আগমন॥

তথাহি—তত্রৈব বিজয় খণ্ডে—
"জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে, তপত সিকতা পথে,
তরুতলে করিলা শয়ন।
বর্দ্ধমান সন্নিকটে, ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে,
আমাই পুরা তার নাম॥
তাহায়ে সুবুদ্ধি মিশ্র, গোসাঞির পূর্ব্বশিষ্য,
তাঁর ঘরে করিলা বিশ্রাম।
তাহার তনয় গুআ, জয়ানন্দ নাম থুঞা,
রোদিনী বান্ধিল তার লয়া॥
রোদিনীর ভোজন করি, চলিলা নদীয়া পুরী,
রায়ডায় দিল দরশন॥"
হেনমতে আত্মপরিচয় করিল বর্ণন।
গ্রন্থের বর্ণন বাক্য করহ শ্রবণ॥
নবখণ্ডে চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণন।
বর্ণনের ক্রম শুন করিয়া যতন॥

তথাহি—আদি খণ্ডে—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদারবিন্দং ধ্যাত্বা
মুদা সংতনুতে যশস্তং।
ক্ষিতৌ জয়ানন্দঃ পূর্ণং চৈতন্য
মঙ্গল গীতং স্বরূপম্॥
আদি নদীয়া বৈরাগ্য সন্ন্যাস
শ্চোৎকল প্রকাশঃ।
তীর্থশ্চ বিজয়শ্চৈব উত্তরশ্চ যথাক্রমম্॥
চৈতন্য মঙ্গল গীতং নবখণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্।
সম্যক্ শৃন্বন্তি যে ভক্ত্যা তে
যান্তি পরমাং গতিম্॥
যেনমতে চৈতন্য মঙ্গল করিল রচন।
গৌরাঙ্গ মহিমা তাতে করিল বর্ণন॥
গদাধর শিষ্য জয়ানন্দ মহামতি।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করিয়া মিনতি॥

—০—

কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ

জয় জয় বিশ্বম্ভর জগতের প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
পণ্ডিত গদাধর শাখা বিপ্র জগন্নাথ।
কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ নামেতে বিখ্যাত॥
ত্রিপুরায় কৈল নাম কীর্ত্তন প্রচার।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর খ্যাত ত্রিসংসার॥
তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—
"বন্দে জগন্নাথ দাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুত।
দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ দেশে শ্রীনাম মঙ্গলম॥
সুচিত্রা সখীর যুথে নাম তিলকিনী।
জগন্নাথ নামে অবতীর্ণ হইল অবনী॥
গদাধর পাদপদ্মে লইয়া শরণ।
গৌর পারিষদ মধ্যে করে বিচরণ॥

চৌদ্দশ নয় শকে নৃসিংহ চতুর্দ্দশী।
আবির্ভূত হৈল জগন্নাথ আচার্য্য আসি॥
আদিশূর যজ্ঞে আনীত বিপ্র পঞ্চানন।
তার মধ্যে দক্ষ মহর্ষি নামে একজন॥
তাঁহার ত্রয়োদশ অধস্তন রূপে।
আবিভূ ত কাষ্ঠকাটায় জগন্নাথ রূপে॥
বল্লালসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ নাম।
কাষ্ঠকাটায় আসি তেঁহ করে অবস্থান॥
তাঁর পুত্র হন চন্দ্রশেখর বাচষ্পতি।
রত্নাকর মিশ্র তাঁর পুত্র মহামতি॥
সর্ব্বানন্দ প্রকাশানন্দ দুই পুত্র তাঁর।
সর্ব্বানন্দের পুত্র জগন্নাথ ঠাকুর॥
পিতৃ-মাতৃহীন তেঁহ অল্পকালে হৈল।
পিতৃব্য আনিয়া ঘরে পালন করিল॥
অধ্যয়ন ব্যতিরেকে শাস্ত্র স্ফূর্ত্তি হৈল।
অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনি সকলে মোহিল॥
গৌরাঙ্গ বিরহানলে দগ্ধ তনু মন।
হা নাথ বলিয়া প্রেমে করয়ে ক্রন্দন॥
একদা স্বপনে গৌর বলয়ে বচন।
কেন বৃথা কান্দ তুমি, তুমি মোর জন॥
তিলকিনী সখী তুমি ছিলে পূর্ব্বকালে।
নন্দসুত মুই অবতীর্ণ ক্ষিতিতলে॥
তিন বাঞ্ছা পুরাইতে মোর অবতার।
আমার সহায় লাগি সবার অবতার॥
নবদ্বীপে আসি মুই লভেছি জনম।
সন্ন্যাস করি শান্তিপুরে করিব গমন॥
সেকালে অদ্বৈত গৃহে আসিয়া মিলিবে।
সকল অভীষ্ট তব পূরণ হইবে॥
স্বপ্নাদেশ পায়া তেঁহ প্রেমাকুল মন।
হা নাথ বলিয়া প্রেমে করয়ে গমন॥
নির্দিষ্ট সময়ে তেঁহ নির্দিষ্ট স্থানেতে।
হেরয়ে নিজ প্রাণনাথে সজন সহিতে॥
গদাধর পাদপদ্মে লইল স্মরণ।
স্মরয়ে গৌরাঙ্গ পদ করিয়া যতন॥
কতদিন পরে দেশে করি আগমন।
কুলদেবতা দামোদরে না পেল দর্শন॥
বিমনা হইয়া তেঁহ করিল গমন।
নিকটেতে দাসীপুকুর তটেতে শয়ন॥
বিরহে ব্যাকুল চিত্ত করয়ে রোদন।
যশোমাধব বিগ্রহে তথা হইল দর্শন॥
কাঠাদিয়া গ্রামে কৈল বিগ্রহ স্থাপন।
কতদিনে স্বপ্নাদেশে আড়িয়াল গমন॥
এইভাবে বহুকাল লীলা বিস্তারিল।
ত্রিপুরাতে নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিল॥
নিত্যসিদ্ধ পরিকর লীলায় বিহার।
গৌরগুণ প্রচারিল করি অবতার॥
গদাধরের পাদপদ্ম লইয়া স্মরণ।
গৌরপ্রেম সেবা করিয়া যতন॥
জগন্নাথের মহিমা অপূর্ব্ব কথন।
যেমত পাইল তাহা করিল বর্ণন॥
জগন্নাথের পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করি।
কিশোরী বর্ণয়ে তাঁর চরিত্র মাধুরী॥

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে সপ্তম খণ্ডে
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু আদি শ্রীগদাধর পরিকর
মহিমা বর্ণনং নাম দ্বিতীয় লহরী সমাপ্ত।

তৃতীয় লহরী

শ্রীভূগর্ভ গোসাঁই

জয় জগন্নাথ সুত প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র শেষ নাম ধর॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সীতার জীবন।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরগণ॥
গদাধর পণ্ডিত শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাই।
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে আর হেন নাই॥

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—
গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্।
সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণ:প্রেমপ্রদং প্রভুম্॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদিখণ্ডে—৮ম পরিঃ—
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তার মুখে অন্য নাঞি॥
গৌরাঙ্গ চরণে সদা ভূগর্ভ প্রাণমন।
ভূগর্ভো উত্থিত বলি খ্যাত সর্ব্বজন॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৮৪ শ্লোকঃ
ভূগর্ভ ঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বখ্যা প্রেমমঞ্জরী।
ব্রজে শ্রীমতীর সখি শ্রীপ্রেমমঞ্জরী।
অবতীর্ণ ধরামাঝে পূর্ব্বভাব স্মরি॥
ভূগর্ভ ঠাকুর নাম করিয়া ধারণ।
গৌরপ্রেম রসার্ণবে করে বিচরণ॥
তথাহি—শ্রীসাধন দীপিকা—৮ম স্কন্ধ
শ্রীমদ্ ভূগর্ভ গোস্বামীপাদা ইহ জয়ন্তি হি।
লোকনাথেন স্বভ্রাতুপুত্রেন ব্রজমণ্ডলে॥
যশোহর নিবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।
তাঁর পুত্র লোকনাথ প্রেমানন্দ মূর্ত্তি॥

অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য খ্যাত সর্ব্বজন।
ভূগর্ভ গোঁসাই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হন॥
লোকনাথ সহ দেহ ভিন্ন মাত্র তার।
গৌরপ্রেম রসার্ণবে সতত বিহার॥
প্রভু যবে সন্ন্যাসেতে করিবে গমন।
পূর্বে লোকনাথে ব্রজে করিল প্রেরণ॥
লোকনাথ প্রভু যদি ব্রজেতে চলিল।
ভূগর্ভ গোঁসাই তাঁর সঙ্গেতে মিলিল॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—৭ম বিলাস
গদাধর পণ্ডিত আছিলা সেই স্থানে।
তাঁর শিষ্য ভূগর্ভ করয়ে নিবেদনে॥
মোরে আজ্ঞা হয় প্রভু যাও বৃন্দাবনে।
বহুদিন সাধ আছে হও সকরুণ॥
মহাপ্রভু কহেন ভূগর্ভ যাহ ইহার সঙ্গে।
দুইজনে যাবে সুখে কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
হেনমতে আজ্ঞা লঞা ভূগর্ভ চলিল।
লোকনাথ সহ প্রেমে ব্রজেতে পৌঁছিল॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—৭ম বিলাস
নান্দীমুখী যাঁর নাম ভূগর্ভ মহাশয়।
লোকনাথ সঙ্গে প্রীতি হয় অতিশয়॥
মঞ্জুলালী নান্দীমুখী হয় মহাপ্রীত।
গৌরাঙ্গ দিলেন সঙ্গে জানি সুনিশ্চিত॥
লোকনাথ সহ ভূগর্ভ গোঁসাই চলিল।
কতদিনে প্রেমরঙ্গে ব্রজেতে পৌঁছিল॥
ব্রজে কৃষ্ণ লীলাভূমি করিয়া দর্শন
হেরি পূর্ব লীলাস্থলী কান্দে অনুক্ষণ॥

প্রতি লীলাস্থলে দোঁহে করয়ে গমন।
কহে দেখা দেহ ওহে শ্রীবংশীবদন॥
শ্রীরাধা করিয়া বামে কর বংশীনাদ।
শুনিয়া ঘুচুক দোঁহার অন্তর বিষাদ॥
পূর্ব্বেতে করিল যত লীলার সহায়।
এমনে চিন্তিয়া দোঁহে ভূমিতে লোটায়॥
এইমত প্রেমাবেশে ভ্রমে দুইজন।
কতকাল মিলে গিয়া রূপ সনাতন॥
বহুত গৌরাঙ্গগণ ব্রজেতে আসিল।
সবার মিলনে দোঁহে আনন্দে ভাসিল॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য যবে ব্রজধামে গেল।
তাহারে পাইয়া দোঁহে প্রেমে আলিঙ্গিল॥
ভূগর্ভ লোকনাথ সঙ্গে অনুক্ষণ।
দোঁহার প্রেমেতে বদ্ধ শ্রীশচীনন্দন॥
গদাধর প্রিয়পাত্র ভূগর্ভ ঠাকুর।
অচিন্ত্য অগম্য তাঁর মহিমা প্রচুর॥
ভূগর্ভের পাদপদ্মে লইয়া শরণ।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁর অভয় চরণ॥

—০—

শ্রীঅমোঘ পণ্ডিত

জয় জয় লক্ষ্মীপতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ শেষ নামধর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
গৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
গরম অদ্ভুত যাঁর ভক্তিরীতি কার্য্য॥
তাহার জামাতা হন অমোঘ পণ্ডিত।
পণ্ডিত গদাধর শাখায় যাহার লিখিত॥
রঙ্গে কৃপা করি গৌর কৈল আত্মসাথ।
পরম অদ্ভুত তাহা শাস্ত্রেতে বিখ্যাত॥
তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—
শ্রীঅমোঘ পণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেনাত্মসাৎকৃতম্।
প্রেমগদগদ্ সাষ্টাঙ্গং পুলকাকুল-বিগ্রহম্॥
অমোঘের গৌরকৃপা প্রাপ্তি বিবরণ।
চৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে বর্ণন॥
একদা সার্বভৌম কৈল প্রভু নিমন্ত্রণ।
করিয়া বিবিধ পাক করে নিবেদন॥
ভোজনের কালে অমোঘ তথায় আসিল।
প্রভুর ভোজনে তেঁহ বিঘ্ন প্রদানিল॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে ১৫ পরিঃ
হেনকালে অমোঘ ভট্টাচার্য্যের জামাতা।
কুলীন নিন্দুক তিঁহো ষাঠী কন্যার ভর্ত্তা॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥
তিঁহো প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ—বারোজন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ॥
হেনমতে অমোঘ যদি করিল নিন্দন।
শুনি ভট্টাচার্য্য উলটিতে কৈল পলায়ন॥
লাঠি হস্তে ভট্টাচার্য্য তাড়াইয়া গেল।
ধরিতে নারিল তেঁহ কোথা পলাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য অতি ব্যাকুল হইয়া।
অমোঘেরে গালি পাড়ে শাপিয়া শাপিয়া॥
সেবা অন্তে প্রভু পাশে কৈল নিবেদন।
অপরাধ ক্ষমা কর মুই অভাজন॥
নিন্দা করাইতে তোমা কৈলা আনয়ন।
শুনি প্রভু কহে দুঃখ ভাব অকারণ॥

নিন্দা নহে অমোঘ সহজ বাক্য কৈল।
ইহাতে তোমার—তার অপরাধ নহিল॥
এতেক বলিয়া প্রভু করিল গমন।
সস্ত্রীক ভট্টাচার্য্যের ব্যাকুলিত মন॥
ভট্টাচার্য্য পত্নী কহে নিজ কন্যা প্রতি॥
পতিত পতিরে তুমি ত্যজহ সম্প্রতি॥
মোরা না হেরিব আর তাহার বদন।
প্রভুর নিন্দুক যেহ বর্জ্জ অনুক্ষণ॥
এদিকেতে অমোঘের যে দশা ঘটিল।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ যতনে গাহিল॥
তথাহি—সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাঞা রহিল।
প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল॥
হেন বাক্য ভট্টাচার্য্য করিয়া শ্রবণ।
কহয়ে উচিত শাস্তি লভিল এখন॥
সহায় হইয়া দৈব এ কার্য্য করিল।
এদিকে গোপীনাথাচার্য্য প্রভু পাশে এল॥
প্রভুর দর্শন লাগি তাঁর আগমন।
প্রভু পুছে তারে ভট্টাচার্য্য বিবরণ॥
তেঁহ কহে ভট্টাচার্য্য আছে উপবাসী।
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ সন্ত্রাসী॥
অমোঘের দশা শুনি প্রভু দুঃখী হইল।
করুণা করিতে তেঁহ অমনি চলিল॥
তথাহি—শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ কৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥

উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান॥
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা॥
প্রভুর প্রসাদে অমোঘের ব্যাধি গেল।
প্রেমাবেশে মত্ত হয়া নাচিতে লাগিল॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার।
এককালে তার দেহে করয়ে বিহার॥
প্রভুর প্রসাদে বাহ্যস্মৃতি দূরে গেল।
তাঁর প্রেমৈশ্বর্য্য হেরি প্রভু যে হাসিল॥
বাহ্য পাইয়া প্রভুর পড়িল চরণে।
শ্রীচরণ বক্ষে ধরি করয়ে ক্রন্দনে॥
কহে এই ছার মুখে করিল নিন্দন।
মো সম পাতকী প্রভু নাহি একজন॥
পরম দয়াল তুমি পতিত পাবন।
নিন্দা উপেক্ষিয়া কৈলে কৃপার ভাজন॥
হেনমতে বহুক্ষণ স্তুতি-নতি কৈল।
আপনা নিন্দিয়া নিজ গাল চড়াইল॥
চড়াতে চড়াতে গাল ফুলিয়া উঠিল।
তাহা হেরি গোপীনাথাচার্য্য হস্ত ধরিল॥
প্রভু তার গাত্র স্পর্শি করে আশ্বাসন।
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর প্রিয়জন॥
সার্ব্বভৌমের দাসদাসী যে কুকুর।
সকলে আমার প্রিয় অন্য রহু দূর॥
হেনমতে অমোঘ পণ্ডিত গৌরকৃপা পেল।
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে গৌরপ্রিয় হৈল॥
ভক্তির সম্বন্ধে পাই প্রভুর করুণা।
তেকারণে করি মুই অমোঘ বন্দনা॥
অমোঘের পাদপদ্মে লইয়া শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা গৌরাঙ্গ সেবন॥

শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য

জয় জয় গৌরচন্দ্র দ্বিজকুলমণি।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌরপ্রেম খনি॥
জয় জয় সীতাপতি শান্তিপুর নাথ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি সাথ॥
পণ্ডিত গদাধর শাখা পণ্ডিত রঘুনাথ।
ভাগবতাচার্য্য নামে জগত বিখ্যাত॥
কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী যাহার গ্রন্থন।
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য তার শুন সুধীজন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ গণোঃ—

পূর্ব্বে আছিলা বিপ্র মথুরায় স্থিতি।
তা সভার পত্নী যেহ বড় ভাগ্যবতী॥
গোপীর অনুগা হইয়া কৃষ্ণের সাধন।
এবে সে উভয় মত কহিল কারণ॥
বেদগর্ভ নামে মুনি পূর্ব্বেতে আছিলা।
গৌতমী নামেতে তার পত্নী কহিলা॥
ভাগবত আচার্য্য এবে পতি-পত্নী মিলে।
বেদগভ মুনি নিজ পত্নীর সহিতে।
মিলি ভাগবতাচার্য্য হইল বিদিতে॥
গৌরগণোদ্দেশে কর্ণপুরের বচন।
শ্বেতমঞ্জরী নাম ভাগবতাচার্য্য হন॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী করিল রচন।
তাহে নিজ পরিচয় করিল কীর্ত্তন॥

তথাহি তত্রৈব

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীল গদাধর নামে।
যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।
দেহ-মন বাক্যে মোর সেই সে শরণ॥

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—

বন্দে রঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দ মহাশয়ম্।
যন্নাম শ্রবণে নৈব বৃন্দাবন রসং লভেৎ॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল গীতবন্ধ।
শুনিলে সকল লোকে বাড়িব আনন্দ॥
সুখে ভাগবত লোক বুঝিবার তরে।
রঘুনাথ পণ্ডিত রচিল কথাছলে॥

* * *

শ্রীযুত শ্রীগদাধর পদযুগ জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥
রঘুনাথ পণ্ডিত তাহার নাম ছিল।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ তাঁরে উপাধি অর্পিল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তে ৫ম অধ্যায়

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
প্রভু বলে, ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুমি আর কাহার মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥
চৌদ্দশ ছত্রিশ শকে প্রভু গৌরহরি।
নীলাচল হৈতে গৌড়ে এল কৃপা করি॥
পানিহাটি, কুমারহট্ট, কাঁচরাপাড়া হয়া।
শান্তিপুর, রামকেলি, নাটশালা গিয়া॥
তথা হতে পুনঃ শান্তিপুরেতে আসিল।
কুমারহট্ট হয়া পুনঃ পানিহাটি এল॥

তথা হতে বরাহনগর করিল গমন।
ভাগবত আচার্য্য গৃহে দিল দরশন॥
প্রভুকে পাইয়া গৃহে বিপ্র প্রেমমন।
প্রেমযোগে সুখে করে ভাগবত পঠন॥
বিপ্রমুখে শুনি ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইল প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রেমেতে হুঙ্কার করি করয়ে নর্ত্তন।
প্রভুর গর্জ্জনে কাঁপে এ তিন ভুবন॥
"বোল বোল" বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
বাহ্য পাসরিয়া প্রেমে হইল অচেতন॥
পরমানন্দ চিত্তে বিপ্র করয়ে পঠন।
শুনিয়া বিহ্বল প্রভু করয়ে নর্ত্তন॥
প্রেমাবেশে ধরামাঝে পড়য়ে আছাড়।
সে আছাড় হেরি সবার ত্রাসের সঞ্চার॥
অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা উথলিত হৈল।
প্রভুর বৈভব হেরি জগত মোহিল॥
যেমত করিল প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
হেরিয়া কৃতার্থ হৈল যত তাঁর দাস॥
তৃতীয় প্রহরাবধি রজনী হইল।
ভাগবত শুনি প্রভু নাচিতে লাগিল॥
নৃত্য সম্বরিয়া প্রভু বসিল আসনে।
পরম সন্তোষে বিপ্রে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভু কহে শুনিলাম তোমার পঠন।
শুনিয়া আমার চিত্ত দ্রবিল এখন॥
কোথাও নাহিক শুনি এ'হেন পঠন।
তোমার পঠন শুনি হরে মোর মন॥
যেমত করিলে তুমি ভাগবত পঠন।
পড়িবার যোগ্য তুমি হও অনুক্ষণ॥
আজি হৈতে তব নাম ভাগবতাচার্য্য।
ভাগবত পাঠ বিনা না করিহ কার্য্য॥
বিপ্রের পদবী শুনি যত ভক্তগণ।
প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করয়ে তখন॥
হেনমতে বিপ্রবর গৌরকৃপা পেল।
কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী গ্রন্থ বিরচিল॥

তথাহি—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী

কৃষ্ণ গুণ কর্ম্ম ভাই, শুন সাবধানে।
কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী রঘুনাথ গানে॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণ করিল কীর্ত্তন।
রঘুনাথের প্রেমগুণ কে করে বর্ণন॥
প্রভুর পরমপ্রিয় ভাগবত আচার্য্য।
ভাগবত পাঠ করি করে প্রেমকার্য্য॥
আজিও তাহার স্থান করিছে শোভন।
ভাগবতাচার্য্য পাট বলে সর্ব্বজন॥
পরম পবিত্র সেই গৌরলীলা স্থান।
নয়নে হেরয়ে সদা যেবা ভাগ্যবান॥
ভাগবতাচার্য্যের গুণ অপূর্ব্ব কথন।
কিশোরী করয়ে গান বন্দিয়া চরণ॥

—•—

শ্রীভগবান আচার্য্য

জয় জয় গৌরহরি অখিলেন নাথ।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর যার নাথ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গণ॥
পণ্ডিত গদাধর শাখা ভগবান আচার্য্য।
মালীপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত যাঁর সেবাকার্য্য॥
যাঁর পুত্র রঘুনাথ আচার্য্য মতিমান।
জগদীশ পণ্ডিত শিষ্য খ্যাত সর্ব্বস্থান॥

ভ্রাতা যার গোপাল বেদান্ত পড়িল।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈতে বঞ্চিত রহিল॥
পিতা পরম বিষয়ী সদানন্দ খান।
বিষয় বিমুখ সদা আচার্য্য ভগবান॥
বিষয় ছাড়িয়া কৈল নীলাচলে বাস।
গৌরপ্রেম সেবা ত্যজি সর্ব্ব আশ॥
তথাহি—শ্রীগৌর গণোঃ দীঃ ৭ম শ্লোকঃ
আচার্য্যো ভগবান খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে।
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ (কৃষ্ণদাস)
ভগবান আচার্য্য প্রভুর হয়েন কলা।
ভগবান আচার্য্য খঞ্জ প্রেম মূর্ত্তিমান।
গৌরাঙ্গের সখা বলি খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
শুদ্ধ গোপ অবতার আচার্য্য ভগবান।
গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র রসিক প্রধান॥
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম।
শাখা নির্ণয় গ্রন্থবাক্য করহ শ্রবণ॥
তথাহি—৫৭ শ্লোকঃ
আচার্য্যং ভগবন্তং তু তেজোময় কলেবরম্।
যস্য স্মরণ মাত্রেন গৌরপ্রেম প্রজায়তে॥
কুলীন গ্রামেতে তাঁর ভবন আছিল।
চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে কর্ণপুর যে গাহিল॥
তথাহি—নবমোঽঙ্কঃ
কুলীন গ্রামীণ অপি গুনরাজান্বয়ভূবো-
জনা রামানন্দ প্রভৃতয় ইমে দেবসুহৃদঃ।
তথা ন্যায়াচার্য্যাদয় উপচিত প্রেমরসসা-
মহাবিদ্যাং সোঽমী প্রতি শরদমত্রোপগামিনঃ॥
ভগবন্নামন্যায়াচার্য্যাস্তু পুরুষোত্তম এব
ভগবচ্চৈতন্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষী যাবজ্জীবং স্থিত॥
গৌরসহ নদীয়ায় করিল বিলাস।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে তেঁহ হইল লল্লাস॥

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ক্ষেত্রবাস কৈল।
সংসার ত্যজিয়া তেঁহ ত্বরিতে চলিল॥
ক্ষেত্রে গিয়া প্রভু পাশে রহে অনুক্ষণ।
লীলার সহায় করে করিয়া যতন॥
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর সমর্পিত মন।
মধ্যে মধ্যে গৌরচন্দ্রে করে নিমন্ত্রণ॥
বিবিধ ভক্ষ্য করি প্রেমে করায় ভোজন।
তাঁহার প্রীতির বশ গৌর সর্ব্বক্ষণ॥
তাঁর ছোটভাই গোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি প্রভুকে মিলয়॥
আচার্য্য ভ্রাতাকে লয়া প্রভু মিলাইল।
বাহ্য প্রীতি কৈল প্রভু সুখী না হইল॥
মায়াবাদ শাস্ত্র পড়ি হৈল বহির্ম্মুখ।
তাহারে দেখিয়া প্রভুর না হইল সুখ॥
কোন গৌরাঙ্গের গণ প্রীতি না করিল।
তবে ত আচার্য্য তাঁরে দেশে পাঠাইল॥
একদিন আচার্য্য গৌরে আমন্ত্রণ কৈল।
ঘরে ভাত করি বহু ব্যঞ্জন রান্ধিল॥
মাধবীর নিকট হতে তণ্ডুল আনাইল।
ছোট হরিদাস দ্বারে সে কার্য্য সাধিল॥
পরম যতন করি গৌরাঙ্গে ভুঞ্জাল।
গৌরাঙ্গে তাঁহার প্রীতি সকলে জানিল॥
স্বরূপ দামোদর সহ সখ্য ব্যবহার।
ভগবান আচার্য্য গুন বর্ণে সাধ্য কার॥
যথায় করিল তেঁহ সেবার স্থাপন।
জগদীশ পণ্ডিত সূচকে এমত বর্ণন॥

তথাহি—

পণ্ডিত গোঁসাই গুণে, কি করিব ব্যাখ্যানে,
যার শাখা রঘুনাথাচার্য্য।

যাঁর পিতা ভগবান, খঞ্জন আচার্য্য নাম,
মালিপাড়ায় প্রকাশিল আর্য্য ॥
প্রভু নিত্যানন্দ শাখা জগদীশ পণ্ডিত।
তাঁর শিষ্য রঘুনাথ জগতে বিদিত ॥
সবংশে ভজয়ে সদা গৌরাঙ্গ চরণ।
শুদ্ধ গোপ অবতার যাহার কথন ॥
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর গাঢ় নিষ্ঠা রয়।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া ক্ষেত্রে প্রভুপাশে রয় ॥
হেরয়ে গৌরাঙ্গলীলা করয়ে সেবন।
গৌরপ্রিয় ভগবান আচার্য্য মহাজন ॥
প্রভুপাশে আচার্য্য রহে নীলাচলে।
গৃহে আইলেন তবে গৌর আজ্ঞা বলে ॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দ কৈল আগমন।
সেকালে তাঁহার সঙ্গে তাঁর আগমন ॥

তথাহি—শ্রীজগদীশ চরিতে—১১ বর্গ

এই কালে সেই স্থানে, মহাপ্রভু দরশনে,
ভগবান আচাচার্য্য প্রবেশিলা।
গৌর নিত্যানন্দে দেখি, হইয়া পরম সুখী,
সাষ্টাঙ্গেতে প্রণাম করিলা ॥
মহাপ্রভু তাঁরে কয়, হে আচার্য্য গুণময়,
দেশে যাহ নিত্যানন্দ সঙ্গে।
আমার বচন ধর, গৃহাশ্রমে বাস কর,
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে ॥
সম্বৎসর মধ্যে তব, এক সুপুত্র হইব,
রাখিও শ্রীরঘুনাথ নাম।
জগদীশ পণ্ডিতেরে, সমর্পণ করি তারে,
আসিয়া রহিও মোর স্থান।
জগদীশ স্নেহ ভরে, পালন করিবে তারে,
যোগ্য হইলে মন্ত্র শিক্ষা দিবে।
ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থ যত, পড়াইবে নানামত,
কৃষ্ণতত্ত্ব সব জানাইবে।
রঘুনাথের পুত্রগণ, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ,
রঘুনাথের স্থানেতে করিবে।
আমার বচন এই, তব বংশে হবে যেই,
জগদীশ পরিবার হৈব ॥
নৃত্য বিনোদিনী সখী, যাবটেতে বাস,
জগদীশ রূপে তেঁহ গৌড়ে প্রকাশ।
প্রভুর আজ্ঞা প্রমাণ, আচার্য্য শ্রীভগবান,
গৌড়দেশে চলে প্রেমরঙ্গে।
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীভগবান সহিত,
চলিলা শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে ॥
হেনমতে আচার্য্যের গৌড়ে আগমন।
কতকাল রহি পুনঃ নীলাদ্রী গমন ॥
নীলাদ্রী গমন কৈল আচার্য্য যেমতে।
জগদীশ চরিত কাব্য ঘোষয়ে সর্ব্বত্রে ॥

তথাহি—

মহানন্দে ভগবান আচার্য্য ঠাকুর।
গৃহাশ্রমে রহি ভক্তি যাজেন প্রচুর ॥
এক পুত্র হৈল তাঁর প্রভুর কৃপায়।
পুত্র পাই ভগবান আনন্দ হৃদয় ॥
মহাপ্রভু আজ্ঞামতে খঞ্জ মহাশয়।
রঘুনাথে আনি জগদীশে সমর্পয় ॥
তোমাস্থানে রঘুনাথে কৈনু সমর্পণ।
সর্ব্বপ্রকারে ইহার করিও পালন ॥
তবে খঞ্জ নীলাচলে প্রভুরে মিলিলা।
জগদীশ রঘুনাথে পালন করিলা ॥
কতদিন পরে তাঁরে যজ্ঞসূত্র দিলা।
আপনে তাঁহারে সর্ব্বশাস্ত্র পড়াইলা ॥

এইত ভগবান আচার্য্যের মহিমা কথন।
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য পতিতপাবন॥
স্বরূপ দামোদর সহ সখ্য ব্যবহার।
বিশেষ গৌরাঙ্গপ্রিয় খ্যাত ত্রিসংসার॥
গৌরাঙ্গ চরণে তাঁর দৃঢ় রতিমতি।
তেকারণে কিশোরী করয়ে তাঁর স্তুতি॥

—০—

শ্রীভবানন্দ গোস্বামী

জয় জয় দীনবন্ধু জয় গৌরহরি
জয় পদ্মাবতী সুত শেষ নামধারী॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গদাধর।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য নাম ভবানন্দ।
শরণে যাঁহার নাম ঘুচে নিরানন্দ॥
গোপীনাথের অধিকারী সেবানিষ্ঠ মন।
ব্রজধামে রহি সদা সেবায় মগন॥
যাঁহার সেবার বশ প্রভু গোপীনাথ।
কে বর্ণিতে পারে তাঁর চরিত্র অগাধ॥
তথাহি—শাখা নির্ণয়ে—৪২-৪৩ শ্লোকঃ
মহাতেজোময়ং চারু সেবাসুখবিনোদিনম্।
গোস্বামীনং ভবানন্দং বন্দে তং স্মৃতিপ্রেমদম্॥
শ্রীগোপীনাথদেবো যত্নৈর্যেন সুসেবিতঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ কৃষ্ণপ্রেম প্রজায়তে॥
তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১৩ তরঙ্গ
শ্রীগোপীনাথাধিকারী শ্রীমধু পণ্ডিত।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত॥
শ্রীমধু পণ্ডিতের সতীর্থ ভবানন্দ।
গোপীনাথ সেবায় যাঁহার মহানন্দ॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য ভবানন্দ মহামতি।
গোপীনাথ সেবা করে করিয়া পীরিতি॥
গৌর গোপীনাথ পদে একান্ত শরণ।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করিয়া যতন॥

—০—

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য

জয় জয় ত্রিভুবন পতি গৌরহরি।
জয় জয় পদ্মাবতী সুত মহীধারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতার জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য নাম গুণধাম।
গোপীনাথ অধিকারী মহাভাগ্যবান॥
পণ্ডিত গদাধর ছাত্র বৃন্দাবনে স্থিতি।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর ভুবনে প্রসিদ্ধি॥
তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—২৫ শ্লোকঃ
বন্দে পরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্।
রাধাগোবিন্দ-গৌরাঙ্গ-গদাধর-পদপ্রদম্॥
তথাহি—শ্রীসাধন দীপিকা—১ম কক্ষা
সেবা গোপালদেবস্য পরমানন্দদা শুভা।
শ্রীসনাতন রূপেণ তত্রৈব প্রকটীকৃতা॥
পরমানন্দ দে শ্রীমল্লী-পাদপ ভূতলে।
কালিন্দী জলসংসর্গি-শীতলানিল কম্পিতে॥
রাধাগদাধর ছাত্রঃ পরমানন্দ নামকঃ।
যস্তে নাস্য প্রকটিতো গোপীনাথো দয়াম্বুধিঃ॥
বংশীবট তটে শ্রীমদ্‌যমুনোপতটে শুভে।
তথাহি—তত্রৈব—১ম কক্ষা
শ্রীগোপীনাথস্য সেবা শ্রীপরমানন্দ গোস্বামীনা
শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীনে সমর্পিতা।

তথাহি—৮ম কক্ষা
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসাশ্রয়ম্ ।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্ ॥
পরমানন্দ ভট্টাচার্য্যের এমত মহিমা ।
গোপীনাথ সেবা করে করিয়া গরিমা ॥
গোপীনাথ প্রকট করি করিল সেবন ।
মধু পণ্ডিতে সমর্পিয়া পুলকে মগন ॥
গৌর-গোপীনাথ ভজে প্রেমানন্দ মনে ।
কিশোরী গাহয়ে গুণ মহানন্দ মনে ॥

—৹—

শ্রীউদ্ধব দাস

জয় ত্রিভুবননাথ প্রভু গৌরহরি ।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ পাপতাপহারি ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র জয় গদাধর ।
জয় শ্রীনিবাস আদি গৌর সহচর ॥
পণ্ডিত গোঁসাইর শিষ্য শ্রীউদ্ধব দাস ।
সপ্তগ্রাম মধ্যে যাঁর হয়ত নিবাস ॥
রচিয়া সঙ্গীত কত ভুবন মোহিল ।
বৃন্দাবনে বাস করি বাঞ্ছা পুরাইল ॥
তথাহি—গণোদ্দেশ দীপিকা—
শ্রীমানুদ্ধবদাসোঽপি চন্দ্রাবেশাবতারকঃ ।
চন্দ্রাবেশ অবতার শ্রীউদ্ধব দাস ।
আস্বাদয়ে গৌরপ্রেম ত্যজি সর্ব্ব আশ ॥
তথাহি—শাখা নির্ণয়ে—২০ শ্লোকঃ
অতি দীনজনে পূর্ণ প্রেমবিত্ত প্রদায়কম্ ।
শ্রীমদুদ্ধব দাসাখ্যং বন্দেঽহং গুণশালিনম্ ॥
তথাহি—পাট নির্ণয়—
সপ্তগ্রামে উদ্ধব মিশ্র সুগ্রীব মিশ্রের ঘর ।
পণ্ডিত গোঁসাই শিষ্য শ্রীউদ্ধব দাস ।
সপ্তগ্রাম মধ্যে যাঁর সতত বিলাস ॥
রচিয়া সঙ্গীত কত ভুবন মোহিল ।
বৃন্দাবনে বাস করি বাঞ্ছা পুরাইল ॥
তথাহি—ভক্তি রত্নাকরে—
শ্রীউদ্ধব মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যার ।
শ্রীগৌরসুন্দর যবে বৃন্দাবনে গেল ।
উদ্ধব দাস আদি সহ গোপাল হেরিল ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য যবে বৃন্দাবনে এল ।
রাঘব গোস্বামী সহ পরিক্রমা কৈল ॥
বিট্‌ঠল নাথের গৃহে গোপাল দর্শন ।
সেকালে উদ্ধব দাসের সহিত মিলন ॥
উদ্ধব দাসের গুণ অপূর্ব্ব কথন ।
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য পতিত পাবন ॥
সঙ্গীত রচিয়া বহু মহিমা রাখিল ।
তেকারণে কিশোরী দাস চরণ বন্দিল ॥

—৹—

শ্রীঅনন্ত কণ্ঠাভরণ

জয় জয় নবদ্বীপ নাথ লক্ষ্মীপতি ।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি ॥
জয় জয় সীতানাথ পতিত পাবন ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
পণ্ডিত গদাধর শাখা নাম শ্রীঅনন্ত ।
কণ্ঠাভরণ নামে তেঁহ জগত বিখ্যাত ॥
চট্টোপাধ্যায় বিপ্রকুলে লভিয়া জনম ।
অনন্ত কণ্ঠাভরণ নাম করিল ধারণ ॥
তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—১৩ শ্লোকঃ
শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্ট বংশজঃ ॥

লীলাকলাপ সংযুক্তং রাধাকৃষ্ণরসাত্মকম্ ।
শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়ো কণ্ঠাবতারকম্ ॥
তথাহি —শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ২০৬ শ্লোকঃ
শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্ট বংশজঃ ।
ব্রজে চন্দ্রাবলীর সখী নামেতে ।
তেঁহ এবে অবতীর্ণ হয়া কুতূহলী ॥
শ্রীঅনন্ত কণ্ঠাভরন নাম করিয়া ধারণ ।
অবতীর্ণ ধরামাঝে জানি প্রয়োজন ॥
শ্রীকণ্ঠাভরণ তেঁহ উপাধি লভিল ।
গৌরপ্রেম সেবা করি কৃতার্থ হইল ॥
পণ্ডিত গদাধর শাখায় করি বিচরণ ।
আস্বাদিল গৌরপ্রেম করিয়া যতন ॥
গদাধর প্রিয় অনন্ত কণ্ঠাভরণ ।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁর অভয় চরণ ॥

—০—

শ্রীকবি দত্ত

জয় জয় শচীসুত রসরাজরূপ ।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌরপ্রেমভূপ ॥
জয় জয় মহাবিষ্ণু প্রভু শ্রীঅদ্বৈত ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি যত ॥
পণ্ডিত গদাধর শাখা শ্রীকবি দত্ত ।
গৌরপ্রেমময় মূর্ত্তি ভক্তিপথে রত ॥
কুলিয়া পাহাড়পুরে হৈল অবতার ।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর খ্যাত ত্রিসংসার ॥
গৌরগণোদ্দেশে কর্ণপুরের বচন ।
ব্রজের কলকণ্ঠী সখী ধরা আগমন ॥
রঙ্গদেবী যুথ মধ্যে শোভে কলকণ্ঠী ।
তেঁহ এবে অবতীর্ণ হইয়া উৎকণ্ঠী ॥
কবি দত্ত নাম ধরি লভিল জনম ।
গদাধর শাখা মধ্যে করে বিচরণ ॥
তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—
মহাভাব চমৎকার রূপান্বিত স্বভাজম্ ।
রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্ ॥

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—
নবদ্বীপ পার কুলিয়া পাহাড়পুর ।
বংশীবদন দাস বংশীরসপুর ॥
কবিদত্ত মহাশয় ঠাকুর সারঙ্গ ।
মহাপ্রভু লীলাস্থান লীলাখেলারঙ্গ ॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—
কুলিয়া, পাহাড়পুর দুইত নির্দ্ধার ।
বংশীবদন, কবিদত্ত, সারঙ্গ ঠাকুর ।
এই দুই গ্রামে তিনে সতত থাকয় ।
কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয় ॥
পাহাড়পুর বাসী কবিদত্ত মহামতি ।
পণ্ডিত গদাধর শাখা প্রেমানন্দ মতি ॥
গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে একান্ত শরণ ।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করিয়া যতন ।

—০—

শ্রীমামু ঠাকুর

জয় পীতবর্ণ অবতার গৌরহরি ।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমদানকারী ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জগত জীবন ।
জয় গদাধর শ্রীনিবাস আদিগণ ॥
পণ্ডিত গদাধর শাখা শ্রীমামু ঠাকুর ।
অদ্ভুত মহিমা তাঁর প্রেমানন্দপুর ॥

উৎকলেতে মামু ঠাকুর নামেতে প্রসিদ্ধ ।
পরম অদ্ভুত যত তাঁহার ভক্তিরীত ॥
তথাহি শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—২০৫ শ্লোকঃ
জগন্নাথো মামুপাধি দ্বিজোত্তমঃ ।
কলভাষিণী নামে ব্রজে প্রাণপ্রিয় সখী ।
অবতীর্ণ হৈল এবে হয়া মহাসুখী ॥
দ্বিজ জগন্নাথ নাম করিয়া ধারণ ।
পণ্ডিত গোঁসাই শাখায় করে বিচরণ ॥
মামুপাধি প্রেমে করিয়া ধারণ ।
সুনির্ম্মল গৌরপ্রেম করে আস্বাদন ॥
তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—১২ শ্লোকঃ
ষঃ প্রেমনা গৌরচন্দ্রেন পরিবারগণৈঃ সহ ।
উৎকলে ভাষিতো মামুস্তং বন্দে মামুঠাকুরম্ ॥
ঠাকুর নরোত্তম যবে নীলাচলে গেল ।
মামু ঠাকুরে তথা দর্শন পাইল ॥
তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাসে—
সহিতে নারয়ে দুঃখ শ্রীমামু গোসাঞি ।
মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন এক ঠাঁই ।
গম্ভীরায় রাধাকান্তে করয়ে সেবন ।
জগন্নাথ দ্বিজ মামু নামে খ্যাত হন ।
অষ্টাদশ বর্ষ গৌর গম্ভীরা রহিল ।
গৌরলীলা হেরি মামু কৃতার্থ হইল ॥
রাধাকান্তের সেবায় তেঁহ সমর্পিল মন ।
কিশোরী করয়ে তাঁর মহিমা কথন ॥

শ্রীজিতা মিত্র

জয় জয় প্রেমময় শ্রীশচীনন্দন ।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর ।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর ॥
পণ্ডিত গদাধর শাখা শ্রীজিতা মিত্র ।
অখিল ভুবনে ব্যক্ত যাহার চরিত্র ॥
কামাদি ষড়রিপু বশ কৈল যেইজন ।
গ্রন্থ রচি সর্ব্বাভিষ্ট করিল পূরণ ॥

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ে—

যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য্য প্রেমপোষকম্ ।
জিতা মিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভিষ্ট প্রদায়কম্ ॥
গণোদ্দেশে কর্ণপুর বলেন বচন ।
ব্রজসখী জিতামিত্র নামে আগমন ॥
শ্রীশ্যামমঞ্জরী ব্রজে ছিল যেইজন ।
তেঁহ এবে অবতীর্ণ জানি প্রয়োজন ॥
জিতামিত্র নামে সেবে গৌরাঙ্গ চরণ ।
জিতামিত্র নাম যৈছে শুন বিবরণ ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—২০২ শ্লোঃ
রিপবঃ ষট্কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ ।
যথার্থনামা গৌরেন জিতামিত্রঃ সনির্ম্মিতঃ ॥
কামাদি ছয় রিপু যেঁহ বশীভুত কৈল ।
যোগ্য জিতামিত্র নাম গৌরাঙ্গ রাখিল ॥
খেতুরী উৎসবে যবে জাহ্নবা চলিল ।
কণ্টকনগরে জিতামিত্র যে মিলিল ॥
জাহ্নবা সহ খেতুরীতে করিল গমন ।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ঘোষে ত্রিভুবন ॥
অপূর্ব্ব মহিমা যত কে করে বর্ণন ।
আত্মশুদ্ধি লাগি করি কিঞ্চিৎ কথন ॥
পরম করুণাময় জিতামিত্র মহামতি ।
কিশোরী বন্দয়ে তারে করিয়া মিনতি ।

গোসাঞি দাস পূজারী

জয় জয় পতিত পাবন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাবতারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত মাধবনন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাস দিগণ॥
বৃন্দাবনে করে মদনমোহন সেবন।
গোসাঞি দাস পূজারী নাম মহাজন॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য পতিত পাবন।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা কথন॥

তথাহি—শাখা নির্ণয়ে—৩৩ শ্লোকঃ

বন্দে গোপালদাসাখ্যং প্রেমভক্তি রসাশ্রয়ম্।
শ্রীমন্মদনগোপালঙ্ঘ্রি কুঞ্জদন্দ্বসেবিনম্॥

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১৩ তরঙ্গ

শ্রীমদনগোপালের সেবা অধিকারী।
গদাধর শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য আর।
গোসাঞি গোপালদাসাধিক অধিকার॥
গৌরাঙ্গের শেষলীলা করিতে বর্ণন।
আজ্ঞা যবে করিলেন শ্রীবৈষ্ণবগণ॥
আজ্ঞা লাগি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গেল।
মদনমোহনে গিয়া তাঁহাকে হেরিল॥
সেকালে করয়ে তেঁহ মদনমোহন সেবন।
কবিরাজ গোস্বামী বাক্য করহ শ্রহণ॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিঃ

দরশন করি কৈলু চরণ বন্দন।
গোসাঞি দাস পূজারী করে চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞি দাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
মদনমোহন সেবক গোসাঞি দাস।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা প্রকাশ॥
আত্মশুদ্ধি লাগি করি কিঞ্চিৎ বর্ণন।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা কৃপা নিরীক্ষণ॥

—০—

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে
সপ্তম খণ্ডে শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী আদি শ্রীগদাধর
পরিকর মহিমা কথনং নাম
তৃতীয় লহরী সমাপ্ত।

চতুর্থ লহরী

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শাখা

শ্রীগোপালগুরু

জয় জয় শচীসুত জয় গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ ভবের কাণ্ডারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য শ্রীবক্রেশ্বর।
গোপালগুরু শিষ্য তাঁর খ্যাত চরাচর॥

তথাহি—শ্রীবক্রেশ্বর চরিত্র—

চন্দ্রশেখর শঙ্করারণ্য আচার্য্য দুইজন।
গোবিন্দানন্দ দেবানন্দ নাহিক কথন॥
গোপালগুরু গোস্বামীর গুণের নাহি লেখা।
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের এই পঞ্চ শাখা॥
বক্রেশ্বরের পঞ্চ প্রধান শিষ্যের গণন।
তার মধ্যে গোপালগুরু একজন॥
গোপালগুরুর পরিচয় করহ শ্রবণ।
তাহার অষ্টক দ্বারে বিদিত ভুবন॥

তথাহি—শ্রীগোপালগুরু অষ্টকে—

শ্রীমন্ মুরারিতনয়ং বিনয়াদমন্দং,
বন্দে সদৈব মকরধ্বজ পণ্ডিতাখ্যং।
শ্রীগৌরচন্দ্র কৃপয়ার্পিত গৌরবং।
শ্রীগোপাল পূর্ব্ব গুরুরিত্যভিধাং দধে যঃ॥

তথাহি—শ্রীগোপালগুরু সূচকে—

আরে মোর গোপালগুরু, ভকতি কল্পতরু,
মকরধ্বজ নাম তাহার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যাকে, গোপাল বলিয়ে ডাকে
দেখি শিশু চরিত্র উদার॥
গৌরাঙ্গের সেবা রসে, সদাই আনন্দে ভাসে
গোরা বিনু নাহি জানে আন।
তিলেক না দেখি যাঁরে, ধৈরয ধরিতে নারে
গোরা যেন গোপালের প্রাণ॥
গোপাল শিশুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি ঢুলি।
কহে সবে আরে আরে, আজি হৈতে গোপালেরে
ডাকিবা গোপালগুরু বলি॥

গোপালগুরুর পূর্ব্বাবতার করুন শ্রবণ।
চৈতন্য গণোদ্দেশে কৃষ্ণদাসের বর্ণন॥

তথাহি—

কৃষ্ণে ব্যূহ অনিরুদ্ধ আছিলা পূর্ব্বকালে।
এবে তিঁহো বক্রেশ্বর পণ্ডিত কুতূহলে॥
এই গোপালগুরু তার ব্যূহ হন
সুমুখি গোপীকা বলি তাহার গণন॥
গোপালের চরিত্র গাথা অপূর্ব্ব কথন।
যৈছে গোপালগুরু নাম করহ শ্রবণ॥
একদা অভিরামে ডাকি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
গোপালের গুণগানে আনন্দ অন্তর॥
যে বাক্য মালিনী প্রতি কহে অভিরাম।
শুনহ ভকতগণ দিয়া মন প্রাণ॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃত—১৪ পরিঃ

গোপালের ক্রিয়া মুদ্রা কহনে না যায়।
সদা কৃষ্ণনাম তিঁহ উচ্চৈঃস্বরে গায়॥

বাহ্যজ্ঞান নাহি সদা হয় যে উন্মত্ত ॥
বাহ্যক্রিয়াতে গেলে কহে কৃষ্ণতত্ত্ব ॥
সে মর্ম্ম জানিলা তাঁর বলিনু বচন।
অশুচি স্থানেতে কৃষ্ণ করহ ভজন ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ কহেন আমারে।
কালাকাল নাহি দেখ কৃষ্ণ ভজিবারে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নর যেবা করয়ে স্মরণ।
নিত্যরূপী কৃষ্ণনামে যার আছে মন ॥
জলের ভিতরে পদ্ম উঠে যেন মতে।
নরকে উদ্ধার হয়ে উঠে তেনমতে ॥
এতেক শুনিয়া মোর আনন্দ হইলা।
গুরু গোপাল বলি নাম যে রাখিলা ॥
গোপালগুরু নামে অভিরাম সুখী হৈল।
তাঁহার দর্শনে তাঁর বাঞ্ছা উপজিল ॥
দণ্ডবৎ দানে বুঝিবারে আচরণ।
অভিরাম প্রেমানন্দে করিল গমন ॥
এ বার্ত্তা শুনিয়া যত মহান্তের গণ।
গৌরাঙ্গ সমীপে গিয়া করে নিবেদন ॥
গোপাল ঠেকিল এবে অভিরাম হটে।
তাহারে রক্ষহ প্রভু এ হেন সঙ্কটে ॥
অগ্নিতে প্রহ্লাদে পূর্ব্বে করিলে রক্ষণ।
শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনে রক্ষিলে যেমন ॥
সেরূপ গোপালে এবে করহ রক্ষণ।
শুনি আশ্বাসিয়া কহে শচীর নন্দন ॥
সংশয় না কর চিতে ধরহ বচন।
স্বরূপে গোপালে এবে করিব রক্ষণ ॥
গোপাল দেহে গৌরাঙ্গের হৈল অধিষ্ঠান।
অভিরাম উপনীত গোপালের স্থান ॥

তথাহি—শ্রীঅভিরাম লীলামৃত—১৪ পরিঃ

তখন অভিরাম তারে দেখিতে চলিলা।
গোপাল রহিল কোথা তবেত কহিলা ॥
তবে বক্রেশ্বর কহে পণ্ডিত ঠাকুর।
ভাই অভিরাম রাখ আমার অঙ্কুর ॥
রোপন করিতে বীজ অঙ্কুর হইবা।
পল্লব না জন্মে তুমি কেমনে ভাঙ্গিবা ॥
এত শুনি অভিরাম কহেন হাসিয়া।
দেখিব গোপাল আমি কর্ষণি করিয়া ॥
আমার সাক্ষাতে তাঁরে আন শীঘ্রগতি।
প্রণাম দিইয়া তারে রাখিব খিয়াতি ॥
দেখিব সিংহের দুগ্ধ রহে স্বর্ণপাত্রে।
অতেব আইনু মুই পরীক্ষা করিতে ॥
কষিয়া দেখিলে মোর সন্তোষ হইবে।
মাটির হইলে পাত্র ফাটিয়া যাইবে ॥
যৈছে গুরু তৈছে শিষ্য হয় এক রূপ।
তাহার মিলনে দেখ হয় রসকূপ ॥
বিবরিয়া কহি শুন পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শিষ্য হৈলে সে জানে গুরুর অন্তর ॥
তবে সে জানে গাঢ় প্রেমের উদয়।
সত্য সত্য বলি তাহা শুনহ নির্ণয় ॥
যার লোভ বলি সেই হয় সে সুবল।
সকল ভেদিয়া করে বৈরাগ্য উজ্জ্বল ॥
পুনশ্চ পণ্ডিত শুনি কয়ে বিনয়।
গোপালে রাখহ ইবে হইয়া সদয় ॥
এতেক বলিয়া তারে করায় মিলন।
দেখেন গোপালে তিঁহো হাস্য যে বদন।
রসিক হইলে জানে রসের সন্ধান
অশেষ বিশেষ রস করে মূর্ত্তিমান ॥

তুঁহার নয়ন বানে তু'হাতে বিভোর।
দণ্ডবতে অভিরাম বুঝেন অন্তর॥
গোপাল রহিল বসি হৈয়া মৌন মনে।
অন্তর্মনা চেষ্টা সিদ্ধ আছেন ভজনে॥
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ অরুণ নয়ন।
দেখি অভিরাম তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন॥

* * *

মহাপ্রভুর আবির্ভাব গোপালে হইয়া।
অভিরাম দণ্ডবৎ দিলেন আসিয়া॥
যেখানের দণ্ডবৎ সেখানে রহিলা।
মহাপ্রভু আবির্ভাবে গোপাল বাঁচিলা॥
যাঁর দণ্ডবৎ দেখ সেই সে লইলা।
এইত কহিল গোপালগুরুর মহিমা।
শ্রবণে যাঁহার গুণ পায় ভক্তি সীমা॥
ঠাকুর নরোত্তম যবে নীলাচলে গেল।
কাশী মিশ্র ভবনে গোপালগুরুরে হেরিল॥
গম্ভীরায় রাধাকান্ত সেবায় মগন।
গৌরপ্রিয় গোপালগুরু বিদিত ভুবন॥
ওহে শ্রীগোপালগুরু কৃপা কর মোরে।
গৌরাঙ্গের শ্রদ্ধা ভক্তি দেহ গো আমারে॥
গৌরাঙ্গের পার্ষদ তুমি গৌর পরিজন।
কিশোরীর মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ॥

—•—

শ্রীচন্দ্রদেব রাজা

জয় জয় শচীসুত নিমাই পণ্ডিত।
জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
প্রতাপরুদ্রের পুত্র চন্দ্রদেব রাজন।
জগন্নাথ সেবক তেঁহ পরম সুজন॥
গৌরপ্রেম পারিষদ পণ্ডিত গদাধর।
তাঁর শাখা হন শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর অদ্ভুত নর্ত্তন।
ক্ষেত্ররাজ চন্দ্রদেব তাঁর শিষ্য হন॥
চন্দ্রদেব যৈছে বক্রেশ্বর শিষ্য হৈল।
বৃন্দাবন দাস তাহা যতনে গাহিল॥

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তার—

বক্রেশ্বর পণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
দেশেতে যাইব বলি এই বোল বৈলা॥
পণ্ডিত কহে শিরোধার্য্য তুমার বচন।
এত কহি তেঁহ গেলা রাজার ভবন॥
গজপতির সন্তান সে দেশের অধিকারী।
ঊর্দ্দণ্ড প্রতাপ চন্দ্রদেব নামধারী॥
পণ্ডিত আসিয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল।
রাজার মনেতে ভক্তিসিন্ধু উথলিল॥
দণ্ডবৎ করি পড়ে চরণ যুগলে।
কৃতার্থ হইনু এই বার বার বলে॥
কৃপা করি মন্ত্র দেহ আমার শ্রবণে।
স্নান পূজা করি দোঁহে গেলেন নির্জ্জনে॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া আত্মসাৎ কৈল।
সংসার তারিল তারে এই বোল বৈল॥
কিবা আজ্ঞা হয় রাজা কহে হস্ত জোড়ে।
নেত্রজল ঝরে পদে বারে বারে পড়ে॥
তেঁহ কহে প্রভুর শ্রীচরণ বিজয়।
সুধাময় কন্যাসহ পাণিগ্রহণ হয়॥
দাম্পত্যেরে দেশে লইব তোমার সহায়।
দর্শনে কৃতার্থ হব শীঘ্র চল যায়॥

প্রভু নিত্যানন্দ সুত নাম বীরচন্দ্র।
করয়ে অদ্ভুত লীলা প্রতাপে প্রচণ্ড॥
তীর্থ ভ্রমণকালে যবে ক্ষেত্রমাঝে গেল।
সমুদ্র প্রদত্ত কন্যায় বিবাহ করিল॥
সুধাময় গৃহে কন্যা করিত বিহার।
বিবাহ করিয়া বাঞ্ছা পুরাইল তার॥
অযোনী সম্ভবা কন্যা নাম নারায়ণী।
বিবাহ করিল প্রভু বীরচন্দ্র গুণমণি॥
পত্নীসহ গৌড়দেশে করিবে গমন
তেকারণে বক্রেশ্বরে কৈল আবাহন॥
যাত্রার সহায় লাগি পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
উপনীত হইলেন যথা ক্ষেত্রেশ্বর॥
তথায় করিল বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
হেরি রাজা চক্রদেব পরম উল্লাস॥
যথাযোগ্য করিলেন সম্মান প্রদর্শন।
দৈন্য স্তুতি নতি করি লইল শরণ॥
বক্রেশ্বর প্রভাবে রাজা হইল মোহিত।
চরণে শরণ লয়া হইল দীক্ষিত॥
বিবিধ বিধানে কৈল তাহার পূজন।
শেষে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু কিবা প্রয়োজন॥
একে একে সবিশেষ কহে বক্রেশ্বর।
প্রভু লাগি আয়োজন করহ সত্বর॥
প্রভু বীরচন্দ্র গুণ সকলি শুনিল।
দরশন লাগি তেঁহ সত্বরে চলিল॥
সসৈন্যেতে চক্রদেব চলিল সত্বর।
বক্রেশ্বর নিল তারে প্রভুর গোচর॥
প্রভু বীরচন্দ্র তাঁরে বহু কৃপা কৈল।
রাজা প্রভুর গৌড়যাত্রায় সহায় করিল॥
গৌড়দেশে যাইবারে যত প্রয়োজন।
আয়োজন করি তাহা কৈল নিবেদন॥
হেনমতে বীরচন্দ্রের করুণা পাইল।
বক্রেশ্বর প্রসাদেতে গৌরাঙ্গ ভজিল॥
পরম সুকৃতি এই চক্রদেব রাজন।
কায়মনে বন্দি মুই তাঁহার চরণ॥
বক্রেশ্বর প্রসাদে ভক্তিলতা বীজ পাইল।
শুনিয়া কিশোরী তার শরণ লইল॥

—০—

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

শ্রীশচীনন্দন জয় জয় গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব তাপহারী॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
গৌরাঙ্গের পারিষদ পণ্ডিত দেবানন্দ।
বক্রেশ্বর প্রসাদে যেবা পেল প্রেমানন্দ॥
ভক্তির হেলনে তাঁর হৈল অপরাধ।
তেকারণে হৈল তাঁর প্রেমভক্তি বাধ॥
পাছেতে সেবিয়া বক্রেশ্বরের চরণ।
হইলেন গৌরাঙ্গের কৃপার ভাজন॥
তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১০৬ শ্লোকঃ
পুরানানামর্থবেত্তা শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতঃ।
পুরাসিন্নন্দ পরিষৎ পণ্ডিতোভাগুরির্মুনিঃ॥
পূর্ব্বে নন্দ সভাসদ পণ্ডিত ভাগুরী।
পণ্ডিত দেবানন্দ এবে কুলিয়ানগরী॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত দেবানন্দ।
নবদ্বীপ মাঝে বৈসে সহ শিষ্যবৃন্দ॥
মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গাল যথায়।
সর্ব্বকাল দেবানন্দ রহয়ে তথায়॥
পরম সুশান্ত বিপ্র আজন্ম উদাসীন।
জ্ঞানবন্ত তপস্বী কিন্তু সদা ভক্তিহীন॥

ভাগবত অধ্যাপক কহে সর্ব্বজন।
মোক্ষ অভিলাষ সদা ভক্তিহীন মন॥
যথন না ছিল গৌরচন্দ্র অবতার।
দেবানন্দ ভাগবতে মহান্ত সবার॥
মর্ম্ম অর্থ নাহি বুঝে পড়ায় অনুক্ষণ।
কলুর বলদ সম সদা আচরণ॥
সভামাঝে ভাগবত করয়ে পঠন।
দৈবে শ্রীবাস তথা কৈল আগমন॥
ভাগবত শ্লোক হয় অমৃতের ধার।
শুনিয়া ভাসে শ্রীবাস প্রেমের পাথার॥
প্রেমাবেশে শ্রীনিবাস করয়ে ক্রন্দন।
বিরক্ত মানিল যত পড়ুয়ার গণ॥
সবে মিলি ধরি তারে বাহিরে রাখিল।
বাহ্য পাই দুঃখে শ্রীবাস স্বগৃহে চলিল॥
পড়ুয়াগণে দেবানন্দ না কৈল বারণ।
তেকারণে হৈল তাঁর অপরাধ গণন॥
যেমত অধ্যাপক তেমত শিষ্যগণ।
নাহিক বুঝিল ভক্তিহীনের কারণ॥
একদা করয়ে প্রভু নগর ভ্রমণ।
সেইকালে তাঁর সহ হইল মিলন॥
এসব বারতা শুনি প্রভু ক্রোধ মন।
স্মরণ করায়া বাক্য করিল ভর্ৎসন॥
যে শ্রীবাসের গঙ্গা করয়ে স্তবন।
তারে না চিনিলে ভক্তিহীনের কারণ॥
ভক্তি না মানিয়া কর ভাগবত পঠন।
কেমনে হইবে তব অভীষ্ট পূরণ॥
শুনিয়া লজ্জিত দেবানন্দ বিপ্রবর।
হেঁটমুণ্ডে রহে, নাহি করয়ে উত্তর॥
চৈতন্যের দণ্ড যেবা শিরে করি লয়।
অবশ্য গৌরাঙ্গ তারে হইব সদয়॥

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গেল।
বক্রেশ্বর সঙ্গ তাঁর ভাগ্যেতে মিলিল॥
গদাধর কৃপাপাত্র পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যাঁরে দেখি হৈল তাঁর বিশুদ্ধ অন্তর॥
নবদ্বীপে কৈল যত গৌরাঙ্গ বিলাস।
বিশ্বাসহীনে না হেরিল প্রভুর প্রকাশ॥
বক্রেশ্বর সঙ্গে তাঁর ফিরি গেল মন।
কায়মনে বক্রেশ্বরের করয়ে সেবন॥
যতক্ষণ বক্রেশ্বর করয়ে নর্ত্তন।
বেত্রহস্তে দেবানন্দ রহে অনুক্ষণ॥
আপনে করয়ে যত বিঘ্ন নিবারণ।
পড়িলে আপন কোলে করয়ে ধারণ॥
তাঁর অঙ্গধূলা করে সর্ব্বাঙ্গে লেপন।
দুর্লভ করিয়া তাঁরে মানয়ে অনুক্ষণ॥
প্রেমের বৈভব তাঁর করিয়া দর্শন।
গৌরাঙ্গ চরণে তবে সমর্পিল মন॥
গৌর পাদপদ্ম সদা হৃদে করি ধ্যান।
গৌরাঙ্গ দর্শন বিনা দগ্ধে মন-প্রাণ॥
কুলিয়া নগরে যবে গৌর আগমন।
সেইকালে বিপ্র ধরে প্রভুর চরণ॥
দণ্ডবৎ করি প্রেমে রহে দাঁড়াইয়া।
একদিকে রহে বিপ্র সঙ্কুচিত হয়া॥
তাহারে হেরিয়া প্রভু সন্তোষিত মন।
বিরলে ডাকিয়া তারে বলেন বচন॥
ভক্তি না মানিয়া কর ভাগবত পঠন।
মোর ভক্ত শ্রীবাসেরে করিলে হেলন॥
শ্রীবাসের স্থানে তুমি কৈলে অপরাধ।
তেকারণে হৈল তব প্রেমভক্তি বাধ॥
পাছেতে করিলে বক্রেশ্বরের সেবন।
তবেত হইলে মোর কৃপার ভাজন॥

বৈষ্ণব প্রসাদে সবে পায় প্রেমধন।
বৈষ্ণব করুণা বিনা বিফল জীবন॥
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রিয় বৈষ্ণব সুজন।
যাদের প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ॥

তথাহি—

সিদ্ধির্ভবতি বা নতি সংশয়োঽপি সবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যা রতাত্মনাম॥
কেবল করয়ে যেবা অচ্যুত সেবন।
সংশয় রহিতে পারে সিদ্ধির কারণ॥
তাহার ভক্তের যেবা সেবে অনুক্ষণ।
সংশয় নাহিক রহে সিদ্ধির কারণ॥
কৃষ্ণপূর্ণ কৃপাপাত্র পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
তাহারে সেবিয়া হৈলে মোর অনুচর॥
প্রভুর শ্রীমুখে শুনি এতেক বচন।
প্রেমানন্দে দেবানন্দ করয়ে স্তবন॥
স্তবশেষে দেবানন্দ করে নিবেদন।
কহ প্রভু কেমনে করি ভাগবত পঠন॥
সস্নেহে তাহারে প্রভু বলয়ে তখন।
ভক্তিরে স্থাপিয়া কর ভাগবত পঠন॥
ভাগবত মহিমা যত তাহারে কহিল।
শুনিয়া সুকৃতি বিপ্র কৃতার্থ হইল॥
প্রভুর কৃপা বাক্য হৃদে করিয়া ধারণ।
প্রণমি চলিল বিপ্র আপন ভবন॥
ভাগবত পড়ি বিপ্র প্রেমেতে মগন।
ভক্তি বিনা অন্য ব্যাখ্যা না আনে বদন॥
প্রভুর প্রসাদে ভাগবত মহিমা জানিল।
বক্রেশ্বর সেবি প্রভুর চরণ পাইল॥
দেবানন্দ ভাগ্যসীমা কে করে বর্ণনা।
যাহার মাধ্যমে জানি বৈষ্ণব মহিমা॥
বৈষ্ণব সেবিয়া বৈষ্ণব অপরাধ খণ্ডন।
বৈষ্ণব সেবার গুণ ব্যক্ত ত্রিভুবন॥
দেবানন্দ পাদপদ্মে একান্ত শরণ।
কিশোরী বঞ্ছয়ে হৃদে বৈষ্ণব সেবন॥

—•—

শ্রীগোবিন্দানন্দ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিত পাবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জগত জীবন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
পণ্ডিত বক্রেশ্বর শিষ্য শ্রীগোবিন্দানন্দ।
শ্রবণে যাহার গুণ ঘুচে নিরানন্দ॥
গৌরসহ সঙ্কীর্ত্তনে যাহার বিহার।
অচিন্ত্য তাহার গুণ বর্ণে সাধ্য কার॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ৯১ শ্লোকঃ
যঃ সুগ্রীব নামাসী গোবিন্দানন্দ এব সঃ।

তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা—
বন্দিব সুগ্রীব শিষ্য শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥

তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা—
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র, শ্রীগোবিন্দানন্দ বিপ্র,
যার মনমানস জাঙ্গালে।
কুলিয়া নগর হৈতে, গৌড় পর্য্যন্ত যাইতে,
প্রভু চলি গেলা কুতূহলে॥
পূর্ব্বে রাম অবতারে সুগ্রীব কপিরাজ।
শ্রীগোবিন্দানন্দ এবে গৌরাঙ্গ সমাজ॥

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—
কোঙরহট্টে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস।
ইন্দুরেখা সখী পূর্ব্বে জানিবা নির্য্যাস॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশে—
ইন্দুরেখা নাম সখী মহাগুণবান।
ঠাকুর গোবিন্দানন্দ ধরে সুখ নাম॥
কুমারহট্টে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস।
কেহ কেহ কহে ইন্দুরেখার প্রকাশ॥
বক্রেশ্বর শাখা মধ্যে তাহার গণন।
বক্রেশ্বর চরিত বাক্য শুন সর্ব্বজন॥

তথাহি—
চন্দ্রশেখর, শঙ্কনারণ্য আচার্য্য দুইজন।
গোবিন্দানন্দ দেবানন্দ নাহিক কথন॥
গোপালগুরু গোস্বামীর গুণের নাহি লেখা।
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের এই পঞ্চ শাখা॥
এই ত' গোবিন্দানন্দ ঠাকুর পরিচয়।
গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র সর্ব্বলোকে কয়॥
গৌরসহ নদীয়ায় করিল বিলাস।
শ্রীবাস অঙ্গনে নাচে অদ্ভুত প্রকাশ॥
ক্ষেত্রেতে রথাগ্রে চারি সম্প্রদায় কীর্ত্তনে।
কীর্ত্তন করেন তেঁহ স্বরূপের গণে॥
প্রভু সহ সঙ্কীর্ত্তনে করয়ে নর্ত্তন।
প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগ্যবান॥
পরম করুণাময় গোবিন্দ মহামতি।
কিশোরী করুণা বাঞ্ছে করিয়া মিনতি॥

—•—

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী শাখা
শ্রীপ্রেমী কৃষ্ণদাস

জয় জয় গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
গৌরাঙ্গের শক্তিরূপা পণ্ডিত গদাধর।
তাঁর শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাই প্রেমধর॥
তাঁর শিষ্য হন নাম প্রেমী কৃষ্ণদাস।
নিতাই গৌরাঙ্গ প্রেমে সতত বিলাস॥
যমুনার পার জন্ম রাজপুত আখ্যান।
কৃষ্ণদাস নাম তার মহাভাগ্যবান॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস নামে তেঁহ খ্যাত হইল।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া যেবা গৌরাঙ্গ ভজিল॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিঃ—
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণদাস সহ যৈছে গৌরাঙ্গ মিলন॥
চৈতন্য চরিতামৃতের শুনহ বর্ণন॥
তথাহি—মধ্যখণ্ডে ১৮ পরিচ্ছেদ—
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনাপারে গ্রাম॥
কেশি স্নানকরি সেই কালিদহে যাইতে।
আমলি তলায় গোঁসাই দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার॥

প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে মুই গৃহস্থ পামর॥
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হব বৈষ্ণব কিঙ্কর॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইনু॥
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বোলে হরি॥
প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রুর তীর্থ আইলা॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা।
প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥
প্রভু সঙ্গে প্রয়াগ পর্য্যন্ত কৈল আগমন।
পথে ম্লেচ্ছগণ কৈল বিঘ্ন উৎপাদন।
বৃন্দাবন হতে পথে প্রভু মূর্চ্ছা গেল।
প্রভুর সঙ্গীগণে ম্লেচ্ছ আসিয়া ঘিরিল॥
ম্লেচ্ছগণে কৃষ্ণদাস ভয় দেখাইল।
চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হইল॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে ১৮ পরিঃ।
কৃষ্ণদাস কহে 'আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুরুকী আছে তুইশত কামানে॥
এখনি আসিবে সবে আসি যদি ফুকারি॥'
কৃষ্ণদাস বাক্যে ম্লেচ্ছে ভয় উপজিল।
সেইকালে প্রভু জাগিয়া উঠিল॥
তবে ম্লেচ্ছে কৈল প্রভু অশেষ করুণা।
কৃষ্ণদাসের গৌরপ্রেম কে করিবে সীমা॥
অনাদি বহির্মুখ মুই পতিত তুর্জন।
গৌরপ্রীতি করে বাঞ্ছা কিশোরী এখন॥

—০—

শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য

জয় জয় শচীর তুলাল বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ শেষ নামধর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
মল্লদেশ নিবাসী শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য।
ভূগর্ভ গোঁসাই শিষ্য সদা প্রেমকার্য্য॥
সর্ব্বগুনশালী তেঁহ প্রেমিক প্রধান।
রচিল ধামালী গীত খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
রাধাকৃষ্ণ চরিত্রের ধামালী রচিল।
গোবিন্দের প্রেমগুন জগতে ব্যাপিল॥
বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের সেবায় মগন।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর বুঝে কোন্‌জন॥

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিঃ
"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য 'ভূগর্ভ' গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥

তথাহি—শাখা নির্ণয়ে।
বন্দে গোবিন্দমাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেমসুধাময়ম্।
গোবিন্দোল্লাস রসিকং মল্লদেশ নিবাসিনম্॥

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ৪১ শ্লোকঃ
পৌর্ণমাসীব্রজেযাসীদ্গোবিন্দানন্দকারিণী।
আচার্য্য শ্রীল গোবিন্দোগীত পদ্যাদিকারকঃ॥

বৈষ্ণব বন্দনা—
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী।

গোবিন্দ আনন্দদাত্রী দেবী পৌর্ণমাসী।
গৌরপ্রেমসেবা লাগি হৈল অভিলাষী॥
গোবিন্দ আচার্য্য নামে লভিল জনম।
গীতিবাদ্যে গৌরে সুখ দেন অনুক্ষণ॥
গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনে সদা করিয়া বিহার।
পূর্ব্বভাবে গৌরে সুখ দেন অনিবার॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ ধামালী করিল।
অপূর্ব্ব মহিমা তাঁর জগত জানিল॥
গোবিন্দ আচার্য্য পদে লইয়া স্মরণ।
কিশোরী করয়ে বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ সেবন॥

শ্রীঅনন্ত আচার্য্য শাখা
শ্রীহরিদাস পণ্ডিত

জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রেম-পারাবার।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা আধার॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগন॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
পণ্ডিত হরিদাস তাঁহার শিষ্য আর্য্য॥
হরিদাস পণ্ডিত গুণ অপূর্ব্ব কথন।
কবিরাজ গোস্বামী প্রেমে করিল লিখন॥
তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ৮ম অধ্যায়
"সবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃগুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা মহাধীর॥
সবার সম্মান কর্ত্তা করেন সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য হিংসা শূন্য তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস॥"
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব কার্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয়শিষ্য ইহোঁ হরিদাস॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য চরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনে তিহোঁ চৈতন্য মঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ॥
এ হেন মহিমাধারী পণ্ডিত হরিদাস।
গৌরপ্রেম আস্বাদিতে অদ্ভুত প্রকাশ॥
হরিদাসের মহিমা করহ শ্রবণ।
যাঁর স্থানে গোবিন্দ চাহি করেন ভোজন॥

তথাহি—শ্রীসাধন দীপিকা, ৮ম কক্ষা
"প্রভুরাজ্ঞা বলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা।
গুরৌ মে হরিদাসখ্যে শ্রীশ্রীসেবা সমর্পিতা॥
যৎ সেবায়াবশঃ শ্রীমদ্ গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
পয়সা সংযুক্তং ভক্তং যাচতে করুণাম্বুধিঃ॥
কিঞ্চাস্মিন কদাচিদ্ বসন্তবাসরাবসরে-
রাত্রৌ রাসমণ্ডলে ভ্রমতি সতি
সঞ্চারিণ্যাঃ শ্রীবৃষভানুসুতায়া আশ্চর্য্য-
রূপং দৃষ্ট্বা তমালস্তমূলে মূর্চ্ছিতবানিতি-
প্রসিদ্ধিঃ তস্যৈব কান্ত পরিচারকো-
ঽসৌ তয়োশ্চ দাসঃ কিল কোঽপি

নাম্না। স্বকীয় লোকস্য তদীয় দাস্যে
মতি প্রবেশায় করোতি যত্নম্ ।”

এমত মহিমা যার জগতে ব্যাপিল।
গোবিন্দের প্রিয় হরিদাস খ্যাত হইল॥
গোবিন্দ যৈছে প্রাপ্ত হরিদাস।
সে সব বারতা হও সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
শ্রীগোবিন্দদেব যবে প্রকট হইল।
অধিকারী লাগি রূপ গোঁসাই চিন্তিল।
প্রভু পাশে নীলাচলে পত্রী পাঠাইল।
পত্রী পায়া প্রভু কাশীশ্বরে আজ্ঞা দিল॥
প্রভু ছাড়ি নাহি যাবে কাশীশ্বর মন।
তাঁর ভাব হেরি প্রভু করিল চিন্তন॥
আপনার প্রতিমূর্ত্তি এক তারে দিল।
বহুত যতন করি ব্রজে পাঠাইল॥
শ্রীগৌর মূরতি বক্ষে করিয়া ধারণ।
কাশীশ্বর ব্রজধামে করিল গমন॥
অভিন্ন গৌরাঙ্গ জ্ঞানে আবেশে চলিল।
রূপসনাতনে মিলি সকলি কহিল॥
গোবিন্দ দক্ষিণে গৌর করিয়া স্থাপন।
প্রেম অনুরাগে রহে সেবায় মগন॥
সেবিতে সেবিতে ভাবের তরঙ্গ উথলিল।
গোঁসাইর প্রেম হেরি সকলে মোহিল॥
আবেশে গোবিন্দে গিয়া করে আলিঙ্গন।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান প্রেমাকুল মন॥
ঐছে ভাব হেরি রূপ চিন্তাকুল মন।
পুনঃ প্রভুপাশে পত্রী করিল প্রেরণ॥
তবেত হরিদাস পণ্ডিতে পাঠাইল।
কাশীশ্বর আজ্ঞা লয়া তারে সেবা দিল॥

তথাহি—শ্রীকাশীশ্বর সূচকে :

“প্রভুর নিকটে তার পাঠাইল সমাচার,
শুনিয়া বিস্মিত প্রভুর মন।
হরিদাস গোঁসাইরে, শীঘ্র পাঠাইলা তারে,
করিলেন সেবা সমর্পণ।”

হেনমতে গোবিন্দের পাইল সেবন।
প্রেয়সী স্থাপিয়া করে অভীষ্ট পূরণ॥
রাগমার্গ সাধনের এই গূঢ় ধর্ম্ম।
যুগল কিশোর সেবা সাধকের কর্ম্ম॥
যুগল সেবায় হয় গোপীভাবোদয়।
সেই ভাব পুষ্ট হয়া নিত্য সেবা পায়॥
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী গোপালকুলোদয়।
শ্রুতিগণ তপ করি যে দেহ লভয়॥
সেই গোপদেহ বিনা বিফল জীবন।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি এইত নিয়ম॥
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য মধুর।
ব্রজে কান্তা ভাব তাহে পরম মধুর॥
সেই কান্তাভাব লাগি যুগল সেবন।
হরিদাস পণ্ডিতগুণ খ্যাত সর্ব্বজন॥
যুগল কিশোর সেবে করিয়া যতন।
সাধন দীপিকা বাক্য শুনহ এখন॥

তথাহি—সাধন দীপিকা—১ম কক্ষা।

“কিঞ্চ, ত্রয়ানাং শ্রীবিগ্রহানাং প্রেয়সী-
কিল শ্রীহরিদাস গোস্বামী-শ্রীকৃষ্ণদাস
ব্রহ্মচারী গোস্বামী শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামী-
ভিশ্চ প্রকাশিতা।”
হরিদাস পণ্ডিতগণ অপূর্ব্ব কথন।
যাহার প্রেমের বশ গোবিন্দ অনুক্ষণ॥

অদ্ভুত মহিমাগুণে জগত মোহিল।
শুনিয়া কিশোরী দাস শরণ লইল॥

—০—

শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী

জয় জয় লক্ষ্মীপতি গৌরসুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ গৌর সহোদর॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর সহচর॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
অনন্ত তাহার গুণ সদা ভক্তিকার্য্য॥
তাঁর শিষ্য নাম চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
শ্রবণে যাঁহার গুণ ঘুচে নিরানন্দ॥

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ—১৮৩ শ্লোকঃ
শ্রীমল্লবঙ্গমঞ্জর্য্যাঃ প্রকাশত্বেন বিশ্রুতঃ।
শিবানন্দশ্চক্রবর্ত্তী কৃত বৃন্দাবনস্থিতঃ॥

ব্রজে শ্রীমতীর প্রিয় লবঙ্গমঞ্জরী।
তাঁহার প্রকাশ রূপে ক্ষিতি অবতরী॥
শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী নাম করিয়া ধারণ।
গৌরাঙ্গ চরণ স্মরি রহে বৃন্দাবন॥
তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি—৮ম পরিচ্ছেদ।
"আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি যাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ।"

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়—২৯ শ্লোকঃ
শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দ নামকম্।
রসোজ্জ্বযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকাননবাসিনম্॥
বৃন্দাবনবাসী শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী।
গদাধর শাখামধ্যে যাঁর অবস্থিতি॥

পরম মহিমান্বিত চরিত্র যাহার।
সদৈন্যে কিশোরী বন্দে চরণ তাহার॥

—০—

শ্রীহরিদাস পণ্ডিত শাখা

শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

জয় জয় বিশ্বম্ভর ত্রিভুবন পতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
গৌরপ্রেম পারিষদ পণ্ডিত গদাধর।
তাঁর শিষ্য অনন্ত আচার্য্য গুণধর॥
অনন্ত আচার্য্য শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস।
ভুবন ভরিয়া যার যশের প্রকাশ॥
তাঁর শিষ্য হন শ্রীগোঁসাই রাধাকৃষ্ণ।
নিতাই-গৌরাঙ্গপ্রেমে সদাই সতৃষ্ণ।

তথাহি শ্রীসাধন দীপিকা—১ কক্ষা
ইতি শ্রীমদ্রাধাগোবিন্দদেব সেবাপতি।
শ্রীহরিদাস গোস্বামী চরণানুজীবি
শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাসো দীরিতা ভক্তি-
সাধন দীপিকা—দশম কক্ষাসম্পূর্ণা।
"গুরুমে হরিদাসাখ্যে শ্রীশ্রীসেবা সমর্পিতা।"
সাধন দীপিকা গ্রন্থ করিল লিখন।
নিজ গুরুগুণ তাহে করিল কীর্ত্তন॥
বিবিধ সাধনতত্ত্ব তাহাতে গাহিল।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর ভুবনে ব্যাপিল॥
পরম মহিমান্বিত রাধাকৃষ্ণ মহামতি।
কিশোরী বন্দয়ে তাঁরে করিয়া মিনতি॥

—০—

শ্রীকবি বল্লভ

জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য শ্রীউদ্ধব দাস।
কবিবল্লভ তার শিষ্য ভুবনে প্রকাশ॥

তথাহি শ্রীরসকদম্বে
"শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞানচক্ষু দাতা।
সে পদ কমলে মন রহুক সর্ব্বথা॥"
হেনভাবে গ্রন্থ মাঝে করিল লিখন।
উদ্ধব দাসে গুরুরূপে করিল বন্দন॥
কবি বল্লভের পরিচয় শুন সর্ব্বজন।
আপনে করিল গ্রন্থ মাঝারে লিখন॥

তথাহি—
"পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীপে।
আরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে।"
বৈষ্ণবী নামেতে মাতা পিতা রাজবল্লভ।
মহাকবি পুত্র তাঁর শ্রীকবি বল্লভ॥
শ্রীরসকদম্ব যৈছে করিল লিখন।
এবে কহি শুন তাঁর যত বিবরণ॥

তথাহি—
"কৃপার ঠাকুর নরহরি দাস নামে।
সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জানাইলাম প্রবন্ধাতিশয়॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লিখিল কারণ।
যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রীগণ॥"
যেনমতে রসকদম্ব গ্রন্থ আরম্ভিল।
যেকালে লিখিল তাহা গ্রন্থেতে গাহিল॥

তথাহি—
ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক।
রচিল সহস্র পদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হও একমতি।
শ্রীকবি বল্লভে পুনঃ বোলে এই স্তুতি॥
এই মত কবিবল্লভ গ্রন্থ বিরচিল।
রাখিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি জগৎ মোহিল॥
পরম মহিমান্বিত কবিবল্লভ মহামতি।
কিশোরী গাহয়ে গুণ করিয়া মিনতি॥

—•—

শ্রীহরিমোহন শিরোমণি

জয় জয় গোরাচাঁদ ভুবনমোহন।
জয় জয় নিত্যানন্দ রেবতীরমণ॥
জয় জয় সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ॥
পণ্ডিত গদাধর শিষ্য জগন্নাথ দাস।
কাষ্ঠকাটা গ্রামে যাঁর সতত বিলাস॥
তাঁর বংশে জনমিল শ্রীহরিমোহন।
নবম অধস্তন রূপে দিল দরশন॥

সতের শ' আটষট্টি শকে কৈল আগমন।
বিশ-এ পৌষ অমাবস্যা তিথিতে জনম॥
আবির্ভূত ক্ষিতিতলে গৌর অনুরাগে।
তাঁহার মহিমা গুণ সর্ব্বত্র বিরাজে॥
জগন্নাথ পুত্র রাম নরসিংহ নাম।
তাঁর পুত্র রামগোপাল খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
তাঁর পুত্র রামচন্দ্র সনাতন তাঁর।
মুক্তারাম তাঁর পুত্র জগতে প্রচার॥
গোপীনাথ তাঁর পুত্র গোলোকচন্দ্র তাঁর।
তাঁর পুত্ররূপে হরিমোহন এল এ সংসার॥
হরিমোহনের পঞ্চপুত্র গুণমণি।
গোপাল-রাখাল-গোষ্ঠ-যদু-রসরাজ জানি॥
বাল্যে মহা দারিদ্রেতে হইল পালিত।
পুরা পাড়ায় পড়ে কাব্য ব্যাকরণাদি যত॥
জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ স্থানে অধ্যয়ন।
শিরোমণি উপাধি পায় কৃতিত্ব কারণ॥
বক্ষঃস্থলের বামে সরোম তিল ছিল।
কবি ও পণ্ডিত হবে এই আশা ছিল॥
বাস্তবিক সেই আশা হইল পূরণ।
অপূর্ব কবিত্ব শক্তি করিল অর্জন॥
পাণ্ডিত্যেতে মোহিলেন সবাকার মন।
'কৌতুকাঙ্কুর প্রহসন' কাব্য কৈল।
শৃঙ্গার হারাবলি রচনা করিল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্দর্ভ, গদাধর সন্দর্ভ।
বৈষ্ণব ব্রত নির্ণয় করিলেন গ্রন্থদ্বয়॥
আঠার শত শক হোতে প্রতিদিনে।
দুই চারি করি শ্লোক করিলা রচনে॥
অতীব সরল তাহা মহাভাব গম্ভীর।
শুনিলে বুঝয়ে তাঁর মহিমা গভীর॥

পঞ্চদশ বর্ষ যবে বংকোল হৈল।
সেইকালে পিতৃদেব অপ্রকট হৈল॥
গৌরতত্ত্ব জানিবারে উৎকণ্ঠিত মন।
প্রেমযোগে বৃন্দাবন ধামে আগমন॥
যেইদিন বৃন্দাবনে কৈল আগমন।
সন্ধ্যাকালে রাসমণ্ডলে অপূর্ব্ব দর্শন॥
গৌরকান্তি নীলবস্ত্র করি পরিধান।
শ্রীরাধা দর্শনে তেঁহ হারাইল জ্ঞান॥
কয়েকদিন পরে রাধারমণে গমন।
সখালাল-গোপীলাল গোস্বামী দর্শন॥
গৌরতত্ত্ব জানিবারে বাঞ্ছা প্রকাশিল।
ভাষা পরিচয়াভাবে বিপত্তি ঘটিল॥
গোস্বামী বাংলা বুঝে বলিতে না পারে।
শিরোমণি ব্রজভাষ বুঝিতে না পারে॥
তাদের নির্দ্দেশে তবে করিল গমন।
গৌর শিরোমণি সহ করিল মিলন॥
এাচার্য্য সন্তান ভাবে করিল প্রণাম।
সাধ্যমত গৌরতত্ত্ব বুঝায়ে তাহান॥
পনরদিন তাঁর পাশে গতাগতি কৈল।
বিশেষ নহিল ফল খেদান্বিত হৈল॥
একদা প্রৌঢ়ভাবে তাঁর নিকটেতে গেল।
আবেশ ভরে তাঁর প্রতি কহিতে লাগিল॥
গৌরতত্ত্ব জানিতে আসি গুরু বুদ্ধি করি।
আচার্য্য সন্তান জানে কত দণ্ডবৎ ভক্তি॥
আচ্ছা—এতে যদি হয় তব তৃপ্ত মন।
যত পার দণ্ডবৎ করহ এখন॥
তাতে আমি না হয় নরকগামী হব।
পঙ্গু হয়া রব তবু গৌরকথা শুনিব॥
শুনি গৌর শিরোমণি হৈল প্রেমাবেশ।
আলিঙ্গন দানে কৈল কৃতার্থ বিশেষ॥

প্রেমাবেশে কম্পান্বিত দোঁহা কলেবর।
অশ্রুস্নাত মূর্ত্তি হয়া হইল বিভোর॥
তদবধি গৌর কথায় হইল আবেশ।
হইল অপূর্ব্ব স্ফুর্তি সদা প্রেমাবেশ॥
এইভাবে বহুদিন করিল যাপন।
রাধিকানাথ গোস্বামী আদির মিলন॥
তথা হৈতে নবদ্বীপে করি আগমন।
ভজন কুটীরে জগন্নাথ বাবার মিলন॥
সিদ্ধবাবা তাঁর পৃষ্ঠে বুলাইল।
তেঁহ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত সকল কহিল॥
বাবা কহে গৌরতত্ত্ব করহ গোপন।
কৃষ্ণতত্ত্ব উপদেশ করহ এখন॥
রাখহ দুর্লভ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া।
শুনি সিদ্ধবাবা প্রতি কহে প্রৌঢ় হয়া॥
গৌরতত্ত্ব প্রকাশিতে মোর আগমন।
সে কার্য্য করিব এবে করিয়া যতন॥
বালকের মুখে শুনি এতেক বচন।
সন্তুষ্ট হইয়া শিরে কৈল করার্পণ॥
আশীর্ব্বাদ করি তেঁহ বলেন বচন।
তুমিই পারিবে ইহা করিতে সাধন॥
তবেত দ্বাদশী দিনে আদেশ লইয়া।
মহাপ্রভুর ভোগরাগ কৈল হৃষ্ট হৈয়া॥
বেলা দশটায় তবে পংক্তি বসিল।
'ভজ মন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' ধ্বনি হৈল॥
ইহা শুনি সিদ্ধ বাবার হৈল প্রেমাবেশ।
বেলা চার ঘটিকাবধি রইল ভাবাবেশ॥
তৎপরে মহাপ্রসাদ সেবন হইল।
বাবার আদেশ লয়া আড়িয়ালে এল॥
গৃহে আসি অধ্যাপনা কৈল আরম্ভন।
গৌরতত্ত্ব প্রচার কার্য্য করিল সূচন॥

পণ্ডিত গোস্বামী হতে পরম্পরাক্রমে।
প্রাপ্ত গৌর মন্ত্রগুণ করয়ে বর্ণনে॥
এ লাগি প্রতিপক্ষ বহু কৈল অপমান।
সবে ব্যর্থ হৈল তেঁহ নহে ক্ষান্ত মন॥
স্মার্ত প্রধান বিক্রমপুরে প্রচার আরম্ভিল।
বৈষ্ণব আচার প্রবর্ত্তিতে বহু বিঘ্ন এল॥
দারুণ দারিদ্র্যে তেঁহ সদা নিষ্পেষিত।
কঠিন পরীক্ষায় তবু নহে পশ্চাদপদ॥
স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা হৈতে বিচ্যুত নহিল।
কবিতা রচনা কার্য্যে মনোনিবেশ কৈল॥
দধি মঙ্গলাদি যাত্রাপালা করিয়া রচন।
কবিওয়ালাদের তেঁহ করিত অর্পণ॥
বহুবিধ ভাব-রসের গান বিরচিল।
দেশ বিদেশ হতে বহু সুনাম পাইল॥
ফরিদপুরবাসী কুষ্ঠরোগী রজক একজন।
সজন পরিত্যক্ত হয়া করে বিচরণ॥
নীলাচল অভিমুখে করয়ে গমন।
পথে স্বপ্নাদেশ পায়া কৈল প্রত্যাবর্তন॥
শিরোমণি প্রভু গৃহে উপনীত হৈল।
কাঙ্গালের মত রয়া উচ্ছিষ্ট খাইল॥
খাইতে খাইতে তাঁর কুষ্ঠ দূরে গেল।
পাছে ক্ষেত্রে গঙ্গা মাতা মঠেতে রহিল॥
কতদিনে শিরোমণির নীলাদ্রি গমন।
গঙ্গামাতা মঠে তাঁর সহিত মিলন॥
নোয়াখালী বাসী মদ্যপায়ী একজন।
গৌরমন্ত্র অর্পি তারে করিল শোধন॥
আজন্ম স্বভাব তেঁহ করিয়া বর্জ্জন।
বিশুদ্ধ আচারে করে গৌরাঙ্গ ভজন॥
বার শ' চুরানব্বই সালে সজন সহিতে।
শিরোমণি মহাশয় চলে নীলাদ্রিতে॥

ভগবান দাস বাবাজী সঙ্গে গেল।
গৌর-পদাঙ্কিত স্থান হেরি প্রেমেতে চলিল॥
পদব্রজে কীর্ত্তনানন্দে করয়ে গমন।
পথে লোক সংঘট্ট হইল বিচক্ষণ।
পথে জনৈক শিষ্যের দেহে জ্বর হৈল।
মহানদী পার হয়া তারে স্কন্ধে নিল॥
ক্রমে ক্রমে নীলাচলে উপনীত হৈল।
তত্রত্য বিগ্রহগণ দেখিতে লাগিল॥
সন্ধ্যায় আনন্দ বাজারে প্রসাদ ক্রয়ে গেল।
আবৃত দেহ দেবমূর্ত্তির দর্শন পাইল॥
রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে করয়ে দর্শন।
গম্ভীরানাথ দর্শনে যায় সিদ্ধ গুরুগণ॥
তাঁদের পশ্চাতে নিজ সিদ্ধদেহ না দেখিল।
তাহাতে গাঢ় অভিমান হৃদয়ে লাগিল॥
তদবধি যতদিন নীলাচলে রৈল।
জগন্নাথ দরশনে কভু নাহি গেল॥
তের শ' বার সালে নবদ্বীপে আগমন।
মন্দির সম্মুখে হত্যা করিল গ্রহণ॥

গৌরতত্ত্ব গ্রন্থাদির তালিকা কারণ।
হত্যা দিয়া প্রভুপাশে করে নিবেদন॥
সন্ধ্যাকালে প্রভু তারে দিয়া দরশন।
বহু গ্রন্থের নামোল্লেখ করিল তখন॥

অর্চন মার্গীয় গ্রন্থ প্রণয়নে আজ্ঞা দিল।
অন্তর্ধান কৈলে তেঁহ নিজ গৃহে গেল॥

যতগুলি গ্রন্থের নাম তাঁর মনে ছিল।
তাড়াতাড়ি কাগজেতে লিখিয়া ফেলিল॥
প্রভুর আদিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন কারণ।
উপাদান সংগ্রহেতে নিয়োজিল মন॥
তদবধি গৌরমন্ত্র কৈল প্রচারণ।
তবে বৃন্দাবন ধামে করিল গমন॥

গৌড়েশ্বর সমিতির তৃতীয় অধিবেশন।
তৃতীয় দিবসে তেঁহ সভাপতি হন॥

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন তত্ত্ব বাখানিল।
প্রবন্ধাকারে তাহা মুদ্রিত হইল॥
হরিমতি ঝালিকাটির বেশ্যা দুইজনে।
শিরোমণি মহাশয় করিল তারণে॥
কালীকিঙ্কর—রাধামাধব দুইজন।
স্বপ্নে মন্ত্র পায়া দীক্ষা করিল গ্রহণ॥

গৌরমন্ত্র সম্পর্কে নবদ্বীপে সভা হৈল।
গৌরমন্ত্রের সতন্ত্রতা তেঁহ দেখাইল।

পূর্ব্বপুরুষের যশোমাধব সেবা ছিল।
গৌর গদাধর মূর্ত্তি আপনে স্থাপিল॥
বার্ধক্যে স্বহস্তে করে মন্দির মার্জ্জন।
পায়রার উপদ্রবে ব্যাথিত হইল মন॥
মন্দির বারান্দায় বসি কদর্য্যতা করে।
ছুতার আনিয়া বসিবার স্থান ঘিরে॥
যাহাতে মন্দির গাত্র অপরিষ্কার না হয়।
তেকারণে হেনরূপ ব্যবস্থা করয়॥
কিন্তু স্বপ্নে গৌর-গদাধর দেখা দিল।
তারে সম্বোধিয়া তবে কহিতে লাগিল॥
পায়রার বকম্ বকম্ শব্দ ভাল লাগে।
তাড়াইবার চেষ্টা তুমি কভু না করিবে॥

আদেশ পাইয়া তেঁহ নিবৃত্ত হইল।
নিয়মিত পরিষ্কারে অসমর্থ হৈল ॥

পুত্র ভৃত্যাদির ভবিষ্যতে উদাসীনতা ভাবি।
ছুতার ডাকিয়া কার্য্যে করিল প্রবৃত্তি ॥

পুনঃ স্বপ্নে প্রেমরোষে কহে প্রভুদ্বয়।
বারণ করিলে তুমি তাহা না শুনয় ॥

শিরোমণি কহে আমি সেবিতে না পারি।
বন্ধ না করিয়া আর কি উপায় করি ॥

শুনি প্রভু কহে যদি সেবিতে না পার।
কি কারণে আছ তুমি করহ উত্তর।
তবে ত' নিবৃত্ত হয়া সেবিতে লাগিল।
যাবৎ সামর্থ তেঁহ এরূপ করিল ॥
এমত অপূর্ব্ব তাঁর প্রেমের কথন।
পরম ভাগবত হরিমোহন শিরোমণি।
অপূর্ব্ব মহিমা তার বর্ণিতে কি জানি ॥
পরম সদৈন্যে করি কাকু নিবেদন।
কিশোরীরে গৌরপ্রেম করি সমর্পণ ॥

—•—

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে সপ্তম খণ্ডে
শ্রীগোপাল গুরু আদি শ্রীগদাধর পরিকর
মহিমা কথনং নাম চতুর্থ লহরী সমাপ্ত।

— পরিশিষ্ট —

পঞ্চম লহরী

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন ।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
পরম দয়াল গৌর পতিত পাবন ।
সপার্ষদে ধরামাঝে কৈল আগমন ॥
সর্ব্ব অবতার ভক্ত সঙ্গেতে বিহার ।
ব্রহ্মার দুর্লভ ধন জগতে প্রচার ॥
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি যত অবতার ।
সবারে লইয়া সঙ্গে এ লীলা প্রচার ॥
তিন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি গৌর অবতার ।
সর্ব্ব ভক্তগণে করে সে প্রেম সঞ্চার ॥
সবা লয়া করে প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন ।
ব্রজরস আস্বাদিয়া কৈল বিতরণ ॥
সেইত গৌরাঙ্গগণ করুণা পাথার ।
গাইতে তাদের গুণ বাসনা অপার ॥
পরম আরাধ্য গুরু গুরুপদ দাস ।
নিজগুণে কৃপা করি করাল প্রকাশ ॥
আদেশ উপদেশ আর শক্তি সঞ্চারণ ।
করিল করুণা কত কে করে বর্ণন ॥
ভক্তমাল গ্রন্থ পড়ি আনন্দ অপার ।
গৌর ভক্তমাল লাগি আশার সঞ্চার ॥
আদেশ করিয়া তেঁহ শক্তি সঞ্চারিল ।
পঙ্গু হয়া গিরিবর লঙ্ঘনে চলিল ॥

তাঁর কৃপাশক্তি মোরে করায় লিখন ।
যতেক সুফল তার কৃপা নিদর্শন ॥
যত ত্রুটি-বিচ্যুতি মোর অপরাধ কারণ ।
কৃপা করি ক্ষম যত গৌরগত জন ॥
অনন্ত গৌরাঙ্গগণ অপার মহিমা ।
ব্রহ্মা আদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥
শাস্ত্রদৃষ্টে ভাগ্যে মোর যতেক মিলিল ।
নিজ বুদ্ধি অনুরূপ বর্ণন করিল ॥
অদ্যাবধি সপ্ত খণ্ড হইল প্রকাশ ।
প্রথম খণ্ডে সম্প্রদায় তত্ত্ব গুরুগণ ।
গৌর আগমন বার্ত্তা পিতৃ-মাতৃগণ ॥
পঞ্চতত্ত্ব মহিমা আর অন্তর্দ্ধান তত্ত্ব ।
গৌরব করিয়া গাহি যতেক মহত্ত্ব ॥

দ্বিতীয় খণ্ডে নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ ।
গৌড়মণ্ডলবাসী যত ভক্তের বর্ণন ॥

খণ্ডবাসী ভক্তবৃন্দের মহিমা অপার ।
গাহিল আনন্দ করি যতেক প্রচার ॥

তৃতীয় খণ্ডেতে পড় গোস্বামীর গুণ ।
বৃন্দাবনবাসী যত গৌরাঙ্গের গণ ॥
ক্ষেত্রবাসী—দক্ষিণাৰ্ত্তবাসী ভক্ত ।
গাহিল সবার গুণ হয়া অনুরক্ত ॥

চতুর্থ খণ্ডেতে গাহি নিত্যানন্দগণ ।
দ্বাদশ গোপাল আদি যতেক কথন ॥

পিতা মাতা পত্নীদ্বয় আর পুত্র-কন্যা।
গাহিল তাদের গুণ হয়া অতি ধন্যা॥
জগাই-মাধাই কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন।
গাহিল সবার গুণ করিয়া যতন॥
পঞ্চম খণ্ডে দ্বিজ হরিদাস আদি।
গাইল তাদের গুণ যতেক অবধি॥
অভিরাম গৌরীদাসাদির শাখাগণ।
যতেক পাইল তাহা করিল বর্ণন॥
ষষ্ঠ খণ্ডেতে অদ্বৈত আচার্য্যের শাখা।
গাহিল তাদের গুণ যত হৈল দেখা॥
সপ্তম খণ্ডে গদাধর শাখার বর্ণন।
স্বরূপ দামোদর আদি চরিত্র কথন॥
গৌর সমকালীন শাখা ভক্তগণ।
অবশিষ্ট রহিল যাহা তাহার বর্ণন॥
পরিশিষ্টে কতিপয় করিল লিখন।
সৌভাগ্যে যতেক মোর হইল মিলন॥
অষ্টম খণ্ডাদিতে যত হইবে বর্ণন।
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দগণ॥
নিতাই গৌর সীতানাথ প্রভু তিনজন।
তিনের প্রকাশ মূর্ত্তি এই তিনজন॥
গৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি প্রভু শ্রীনিবাস।
নিতাই প্রকাশ মূর্ত্তি নরোত্তম দাস॥
অদ্বৈত প্রকাশ মূর্ত্তি প্রভু শ্যামানন্দ।
গাহিল তিনের গুণ করিয়া আনন্দ॥
তিনের জীবনীসহ শ্রীনিবাসগণ।
গাহিল সবার গুণ করিয়া যতন॥
ছয় চক্রবর্তী আর অষ্ট কবিরাজ।
গাহিল সবার গুণ এই খণ্ড মাঝ॥
নবম খণ্ডেতে গাহি নরোত্তমগণ।
আর শ্যামানন্দ শাখা করিয়া যতন॥
নরোত্তম শ্যামানন্দের অনুগত জন।
গাহিব সবার গুণ করিয়া যতন॥
দশম খণ্ডেতে গাহি সিদ্ধ বৈষ্ণবগণ।
সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা আদি যতজন॥
তাঁদের বৈরাগ্য আর ভজন মহিমা।
যতন করিয়া গাহি করিয়া গরিমা॥
যাঁদের প্রসাদে পাই বিশুদ্ধ ভজন।
গৌর-গোবিন্দ লীলা হইবে স্ফুরণ॥
ঐছে করি সপার্ষদ গৌরাঙ্গ মহিমা।
গৌর ভক্তামৃত লহরী নাম এই সীমা॥
সপার্ষদ গৌর কৃপা করি নিরীক্ষণ।
করিনু গৌর ভক্তামৃত লহরী কীর্ত্তন॥
কৃপা কর গৌর ভক্ত যত সুধীজন।
অপরাধ ক্ষমি কর কৃপার ভাজন॥
গৌরভক্ত গুণ যেন বর্ণি সর্ব্বক্ষণ।
কিশোরীরে কর কৃপা জানি দীনজন॥

বেদগর্ভ

জয় জয় শচীসুত লক্ষ্মীর জীবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ কুবের নন্দন॥
জয় জয় গদাধর শক্তি অবতার।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিবার॥
জয় জয় অভিরাম করুণা নিদান।
ব্রজের শ্রীদাম সখা প্রেমানন্দ ধাম॥
ব্রজদেহ নিয়ে গৌড়ে কৈল আগমন।
জীব উদ্ধারেতে বহু লীলা প্রকটন॥
তাঁহার পার্ষদ যত গৌড়ে প্রকটিল।
বেদগর্ভ বড় শাখা জগত জানিল॥

প্রসঙ্গে করিয়ে অভিরাম শাখার বর্ণন।
অভিরাম পটল গ্রন্থে যতেক লিখন॥

তথাহি
পুনরপি কহি বৃন্দাদেবীর কথন।
নির্য্যাস নিগূঢ় কথা শুন সভাজন॥
গৌণ মুখ্য ইথে দুই করিনু বর্ণন।
বৃন্দার যুথের কথা শুন শ্রোতাগণ॥
ছয় সখি যুথ এই মোক্ষ সখা ছয়।
বিস্তারিয়ে তার কথা কহি সুনিশ্চয়॥
সখা কভু সখি হয় সখি কভু সখা।
গোপাল চম্পুকে তত্ত্বস্ত এই লেখা॥
কৌশল্যা বলিয়ে সখি মুখ্য যেই হয়।
রামদাস ঠাকুর সেই জানিহ নিশ্চয়॥
কামিনী বলিয়া মুখ্যসখি হয় তার।
বেদগর্ভ আচার্য্য বলি জানিহ নির্দ্ধার॥
কন্থা বলিয়া সখি পুন এক হয়।
পূর্ব্বে নাম কানুকৃষ্ণ ঠাকুর সেই হয়॥
কুমদি বলিয়া সখি কহি এক আর।
বাঙাল সে কৃষ্ণদাস জানিহ নির্দ্ধার॥
রাগবল্লিকা বলি যেই সখি হয়।
পেথ্যা কৃষ্ণদাস তারে কহি সুনিশ্চয়॥
মারকাণ্ডা সখি এক জানিহ কারণ।
বেদান্ত বলিয়া যারে বলে সর্ব্বজন॥
এই ছয় সখি মুখ্য সখা ছয় হয়।
তারপর উপশাখা কহিব নিশ্চয়॥
শ্রীকন্থাদাস। শ্রীগোপালদাস॥
শ্রীমনোহর দাস। শ্রীকান্ত দাস॥
শ্রীসৌরব দাস। শ্রীপদ্মনাভ দাস॥
শ্রীসর্বেশ্বর দাস। শ্রীবলভদ্র আচার্য্য॥

শ্রীমধুসূদন দাস। শ্রীসুদর্শন দাস॥
শ্রীপদ্মগন্ধ দাস। শ্রীরঘুনন্দন দাস।
শ্রীমোহন মালতী দাস॥
শ্রীমাধব সেন দাস। শ্রীরামানন্দ দাস॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য অর্দ্ধ শাখা॥
বিবরিয়া কহিলাম উপশাখারবিন্দ॥
এইত কহিল অভিরামের যত শাখা।
বেদগর্ভ গুণ কহি যত আছে লেখা॥

তথাহি—অভিরাম লীলামৃত—২০ পরিচ্ছেদ
মোর শাখা বেদগর্ভ আচার্য্য প্রধান।
শ্রীপাট কৈয়তে কৈনু তাহার স্থাপন॥
গর্ভে থাকি তিঁহ কৈলা বেদ উচ্চারণ।
বেদগর্ভ জন্মকথা অমৃত কথন।
অভিরাম বন্দনা গ্রন্থের শুন বিবরণ॥

তথাহি—
এক গ্রামে বৈসে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ।
পণ্ডিত ধনিন সবে অতি বিচক্ষণ॥
তাহা উপনীত হইল ঠাকুর আসিয়া।
এক রাঁঢ়ি ব্রাহ্মণী বন্দে ঠাকুর দেখিয়া॥
তারে আশীর্বাদ কৈল হও পুত্রবতী।
শুনিয়া ব্রাহ্মণী কহে করিয়া বিনতি॥
হেন আশীর্ব্বাদ কেনে কৈলে অভাগীরে।
সধবা লইয়া পড় লজ্জার সাগরে।
শুনিয়া হাসিয়া তারে কহেন ঠাকুর।
না জানিয়া এই আমি দিনু তোরে বর॥
বাক্য ব্যর্থ নহিবেক শুন মোর বাণী।
অপূর্ব্ব হইবে পুত্র কুল চূড়ামণি।
হেন লীলায় অভিরাম পুত্রবর দিল।
শুনিয়া লজ্জিত হয়া কহিতে লাগিল॥

স্বামীহীনা নারী আমি হইবে সন্তান।
কুটুম্ব স্বজনাদি করিবে অপমান॥
সকলে দূষিবে মোরে বলি দ্বিচারিণী।
হেন বর কেন মোরে দিলেন আপনি॥
অন্যথা আপনার বর ব্যর্থ কভু নয়।
পরম সঙ্কটে মোরে তার মহাশয়॥
শুনি অভিরাম তারে স্বরূপ দেখাল।
দিব্য শ্রীদাম রূপ হেরি মূর্চ্ছিত হইল॥
দিব্যরূপ সম্বরিয়া কৈল প্রবোধন।
অভিরাম কৃপায় তার সৌভাগ্য উদগম॥
সেই রাত্রে ব্রাহ্মণীর গর্ভ সঞ্চারিল।
কতদিনে স্বজন সবে এতেক জানিল॥
লোক জানাজানি করে তাড়ন ভৎর্সন।
সবিনয়ে ব্রাহ্মণী করে সব নিবেদন॥
অভিরামের কৃপাগুণ সকলি কহিল।
শুনিয়া কেহ না তাতে প্রত্যয় মানিল॥
অসম্ভব কথা শুনি লোকে না মানয়।
ব্যাকুল হইয়া তবে ব্রাহ্মণী ডাকয়॥
ব্রাহ্মণীর কাতর আর্ত্তি ঠাকুর শুনিল।
স্বয়ং অভিরাম আসি উদয় হইল।
সকলে পুছয়ে তাঁরে কহ বিবরণ।
শুনি অভিরাম কহে শুন সর্ব্বজন।

তথাহি—অভিরাম বন্দনা।

"কি জানি বলহ বলি ব্রাহ্মণ পুছয়।
ঠাকুর কহয়ে পুছ গর্ভে যে আছয়।"
নিজ পরিচয় দেহ কহেন ঠাকুর
গর্ভে থাকি বেদ-ধ্বনি করেন প্রচুর॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি বুধগণ
চমৎকার হৈল সবে সবিস্ময় মন।
তবে প্রত্যুত্তর করে পণ্ডিতের গণ।
গর্ভে থাকি শিশু করে সুসিদ্ধান্তগণ॥
সব খণ্ডি করে হরি ভক্তির স্থাপন।
পরাভব শিশু ঠাঞি হৈলা সর্ব্বজন॥
শিশুরে প্রশংসি সবে ঠাকুরে বাখানে।
হেনমতে অভিরামের শক্তির প্রকাশ॥
যার বরে বেদগর্ভ হইল প্রকাশ।
ব্রাহ্মণীর অপবাদ সব দূরে গেল॥
পরম অদ্ভুত হেরি সবে মান্য কৈল।
কতদিন বেদগর্ভ হৈল আবিভাব।
অভিরাম বন্দনা গ্রন্থে এতেক প্রভাব।

তথাহি:

"তবে সেই ব্রাহ্মণীর হইল কুমার।
পরম সুন্দর দেখি আনন্দ অপার॥
তবে সভে বিচারিয়া রাখিলেন নাম।
গর্ভে থাকি বেদে যেঁহো আচার্য্য প্রধান।
'বেদগর্ভাচার্য্য' বলি নাম যে উচিত।
রাখিলেন এই নাম হয়া হরষিত॥
হেনমতে বেদগর্ভে হইল প্রকাশ।
তার পূর্ব্বাবতার বাক্যে যতেক বিশ্বাস॥
অভিরাম যূথে ব্রজে ছয় সখি হয়।
কামিনী বলিয়া বেদগর্ভ প্রকাশয়॥

তথাহি—অভিরাম পটলে:

'কামিনী বলিয়া মুখ্য সখি হয় আর।
বেদগর্ভ আচার্য্য বলি জানিহ নির্দ্ধার।'

*

বেদগর্ভ আচার্য্য ঠাকুর ললিত মঞ্জরী।
নবনীল কুঞ্জ, মাল্যসেবা।
বেদগর্ভ হন ব্রজে ললিত মঞ্জরী
নবনীলকুঞ্জে স্থিতিমাল্য সেবাকারী।

বেদগর্ভ বৃন্দাবনে করিল গমন।
পূর্ব্বভাবে বিভাবিত করে পর্যটন॥
মদনগোপাল তথা প্রকট হইল।
তাহা লয়া কৈয়ড়েতে স্থাপন করিল॥
মদনগোপাল প্রাপ্তি শুন বিবরণ।
অভিরাম লীলামৃতে রয়েছে বর্ণন॥

তথাহি—২॰ পরিচ্ছেদ

"বেদগর্ভ আচার্য্য সেই ভক্ত শিরোমণি।
ভ্রমণ করয়ে উপাসনা তত্ত্ব জানি॥
বাহ্য অন্তর তার সম সাধ্য হয়।
বনে বনে কুঞ্জে কুঞ্জে ভাব আস্বাদয়॥
শ্রীকৃষ্ণ লইয়া তুমি কৈলা যত লীলা।
প্রেম অনুরাগে সেই ভ্রমিতে লাগিল॥
কভু হাসে কভু কাঁদে স্থান পরিক্রমে।
যমুনাতে পড়ে কভু স্বরূপের ভ্রমে॥
মদনগোপাল দেখ সেখানে মিলয়।
তাহারে লইয়া পুনঃ তটেতে উঠয়॥
শুনি ব্রজবাসী সব দেখিতে আইলা।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট তাহারে কহিলা॥
মদনগোপাল তুমি পাইলে কেমনে।
বিবরিয়া কহ তাহা শুনি আচরণে॥"
শ্রীজীব গোস্বামী সহ বহু আলাপন।
ব্রজে কুঞ্জ সেবা লীলা বিচিত্র ঘটন॥
সখী আনুগত্যে মঞ্জরীর যে সেবন।
দোঁহা মিলি হৈল যত তত্ত্ব উদঘাটন॥
তবেত শ্রীজীব গোঁসাই বাসাতে আসিল।
পরম যতনে মদনগোপালে বসাল॥
কতদিন রয়া গৌড়ে কৈলে আগমন।
শ্রীপাট কৈয়ড়ে মদনগোপাল স্থাপন॥

সাক্ষাৎ অভিরাম থাকি সেবার স্থাপন।
অভিরাম লীলামৃতে রয়েছে বর্ণন॥
তথাহি— ২॰ পরিচ্ছেদ ঃ
বৃন্দাবন হৈতে সেই গমন করিলা।
শ্রীপাট কৈয়ড়ে আসি তোমারে মিলিলা॥
মদনগোপাল তথা স্থাপন করিলা।
ব্যবহারে রহি সেই সেবা প্রকাশিলা॥
তার পরিবার যত হয় রসময়।
শ্রীজীব স্বরূপে পুনঃ ভাণ্ডারী করয়॥
তাহার চরিত্র যত কহি যে নির্দ্ধার।
মদনগোপাল সেবা কৈলা অঙ্গীকার॥
সেবার সুসার তিঁহ করে যে সদাই।"
অভিরাম কৃপাধন্য বেদগর্ভ নাম।
অভিরাম পার্ষদ মধ্যে কহয়ে প্রধান॥
অভিরাম বরে যার হৈল আবির্ভাব।
গর্ভে বেদপাঠ করি দেখাল প্রভাব॥
পরম মহিমান্বিত বেদগর্ভ মহামতি।
যাহার স্মরণে ঘুচে অশেষ দুর্গতি॥
ব্রজের পার্ষদ এবে গৌড়ে আগমন।
কিশোরী বন্দয়ে তাই জানিয়া কারণ॥

শ্রীগোকুল দাস

জয় জয় বিশ্বম্ভর জগতের প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণা নিদান॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর পরিবার॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত নাম বিখ্যাত সংসারে।
বসুধা জাহ্নবা দুই কন্যা যার ঘরে॥
প্রভু নিত্যানন্দ দিলেক বিবাহ।
তাঁহার গুণের কথা নাহি জানে কেহ॥

তাঁর শিষ্য গোকুলদাস মহামতি ॥
অভিরাম বন্দনা গ্রন্থে তাঁর গুণখ্যাতি ॥

তথাহি ঃ
"সূর্য্যদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোকুলদাস।
পাড়পুর গ্রামে বৈসে পরম উল্লাস ॥"
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা জাহ্নবা ঠাকুরাণী।
প্রীত করি তারে দাদা বলি কহে বাণী ॥
কি কহিব গোকুল দাসের ভাগ্যোপমা।
শ্রীজাহ্নবা দাদা বলে এই তাঁর সীমা ॥
অপ্রকট কালে তারে কহে ঠাকুরাণী।
শুন দাদা এই তোরে কহি আমি বাণী ॥
অতি কৃপা করি কহে এই মোর দিনে।
করিবে সে মহোৎসব বৈষ্ণব ভোজনে ॥
ইহা শুনি কহে শ্রীগোকুলদাস তারে।
কি করি হইব ইহা নিবেদি তোমারে ॥
জাতি তন্তুবায় আমি শুদ্ধাশুদ্ধ না জানি।
সামগ্রী পাইব কোথা না হই যে ধনি ॥
এত শুনি শ্রীজাহ্নবা কহিছেন তারে।
আমা'র কৃপাতে সব হইব সুসারে ॥
নদীর কিনারে বহু হেলাঞ্চিক শাক।
সুসুরি সহিত তাহা করাইবে পাক ॥
যথাযুক্ত ব্যঞ্জনাদি করাবে রন্ধন।
আমার অজ্ঞাতে কর হইব উত্তম ॥
হেনমতে আজ্ঞা পায়া শ্রীগোকুলদাস।
মহানন্দে মহোৎসব করিল প্রকাশ ॥
নির্দ্দেশ অনুযায়ী মহোৎসব কৈল।
বার্ত্তা পায়া গ্রামবাসী সকলে আসিল ॥
অগণিত লোক আসি সমবেত হৈল।
উচ্চ হরি সঙ্কীর্ত্তনে সকলে মাতিল ॥
মধুর কীর্ত্তনে হৈল সবার প্রেমাবেশ।
জাহ্নবার কৃপাধন্য হৈল সবদেশ ॥
যাহার মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপিল।
তারপর শ্রীজাহ্নবা এক লীলা কৈল ॥

তথাহি—অভিরাম বন্দনা।
সেই মহোৎসব প্রতি বৎসরেতে।
মধুমাস চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষ নবমীতে ॥
তাহা এক বাউল করেন মহোৎসব ॥
ঠাকুর শ্রীঅভিরামের পূর্ণ কৃপাভাব ॥
ঠাকুরের মহোৎসব করে প্রত্যাব্দেতে।
মধুমাস কৃষ্ণপক্ষ তিথি সপ্তমীতে ॥
কথোদিনে সেই বৈষ্ণব হইলা অপ্রকট।
মহোৎসব দিন আসি হইল নিকট ॥
তবে শ্রীজাহ্নবা আসি শ্রীগোকুলদাসে।
স্বপ্নাবেশে আসি কহে সুমধুর ভাষে ॥
পুনঃ এই আজ্ঞা মোর করিবে পালনে।
আগে দাদা মহোৎসব করিবে যতনে ॥
শ্রীযুত অভিরাম দাদার কর মহোৎসব।
তাহার কৃপাতে সব উত্তম হইব ॥
ইহা শুনি শ্রীগোকুলদাস মহাশয়।
দুই মহোৎসব করে আনন্দ হৃদয় ॥
তবে কথোদিন পরে বীরসিংহ গ্রামেতে।
আইলেন মহাশয় সগোষ্ঠী সহিতে ॥
মহামহোৎসব করে সেই দুইদিনে।
চতুর্দ্দশ ভোগ লাগে অতি বিলক্ষণে ॥
শ্রীজাহ্নবা শ্রীঅভিরাম গোপাল কৃপাতে।
ভাগ্যবান মহাশয় সগোষ্ঠী সহিতে ॥
এই মত মহোৎসব বীরসিংহ গ্রামে।
অন্ন মহোৎসব হয় অতি বিচক্ষণে ॥

অদ্যাবধি সেই গোষ্ঠী বৈসে বীরসিংহতে।
সেই মহোৎসব করে তাঁহার কৃপাতে॥
জাহ্নবার কৃপার নাহিক পারাবার।
হেনমতে কত লীলা করিলা প্রচার॥
অদ্যাপিহ বীরসিংহ গ্রামে সে প্রচার।
জাহ্নবা অভিরামের মহোৎসব সার॥
পূর্ব্বলীলা অনুক্রমে অদ্যাপিহ হয়।
ভাগ্যবান জন গিয়া সে লীলা হেরয়॥
পরম করুণাময়ী জাহ্নবা ঈশ্বরী।
তাহার কৃপার গুণ কহিবারে নারি॥
পতিতত্তারণ লাগি তার অবতার।
তেকারণে মুই বন্দি চরণ তাহার॥
গোকুলদাসের গুণ কহনে না যায়।
জাহ্নবা প্রসাদে লোকে তাঁর গুণ গায়॥
গোকুলদাসের পদে লইয়া শরণ।
কিশোরী বাঞ্ছয়ে সদা জাহ্নবা চরণ॥

দুঃখিনী

জয় জয় শচীসুত গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ শেষ নামধারি॥
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
গৌরপ্রেম পরিকর জগদীশ পণ্ডিত।
নৃত্য বিনোদী বলি জগতে বিদিত।
তাঁর পত্নী ভাগ্যবতী নাম যে দুঃখিনী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যারে বলিলা জননী॥
পরম বাৎসল্য রূপ পরিগ্রহ করি।
বিগ্রহ স্বরূপে স্তনপান কৈল তারি॥

তপন বিপ্রের কন্যা নাম যে দুঃখিনী।
জগদীশ পণ্ডিতসহ পরিণয় জানি॥
পতিসহ গঙ্গাবাস করিল আসিয়া।
নবদ্বীপে রহিলেন মহানন্দ পায়া॥
জগন্নাথ মিশ্রবর যথায় আলয়।
তথায় নিবাস করে আনন্দ হৃদয়॥
পরম বাৎসল্যময়ী জননী দুঃখিনী।
তাহার মহিমা কেবা করিবারে জানি॥
জগদীশ চরিত গ্রন্থে আছয়ে বর্ণন।
দুঃখিনীর গুণ শুন হয়ে এক মন॥

তথাহি—জগদীশ চরিতে ৭ বর্ণ।

হেনমতে প্রভু জগদীশ নবদ্বীপে।
বাস কৈলা জগন্নাথ মিশ্রের সমীপে॥
মিশ্র ঠাকুরের পত্নী পচী ঠাকুরাণী।
তাঁর অতি প্রিয়তমা হইলা দুঃখিনী॥
শচী গৃহে অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর পিতা তাঁর নাম রখিলা নিমাই॥
নিমাইর মাতা আর ঠাকুরাণী দুঃখী।
পরস্পর দরশনে হন মহাসুখী।
দোঁহাকার প্রীতি দুই সহোদরা যেন।
যেইজন নাহি চিনে জ্ঞান করে হেন॥
পরম সুন্দর হৈলা শচীর কুমার।
দেখিয়া দুঃখিনা মনে আনন্দ অপার॥
শচীদেবী দুঃখিনীরে পুত্র সমর্পিলা।
মহাসমাদরে তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
আমার তনয় এই নিমাই সুন্দর।
ইহারে রাখিহ সদা আপন গোচর॥
এতেক শুনিয়া দেবী শচীর শ্রীমুখে।
নিমাইরে ক্রোড়ে লৈলা পরানন্দ সুখে॥

তবেত দুঃখিনী দেবী লইয়া নিমাই।
লালন পালন করে নানা সুখ পাই॥
এরূপে নিমাই প্রতি স্নেহাবিষ্ট মন।
সামান্য বালক জ্ঞানে করয়ে পালন॥
কতদিনে গৌরাঙ্গের হইল জনম॥
দুঃখিনী পাইয়া কোলে আনন্দে মগন।
সামান্য বালক জ্ঞানে করয়ে পালন।
যাহার বাৎসল্যে বশ শচীর নন্দন॥
হিরণ্য-জগদীশ সখ্য দুইজন।
রাত্রে করয়ে দোঁহে সাধন ভজন॥
একাদশী দিনে তাদের নৈবেদ্য খাইল।
আরদিনে জগদীশে স্বরূপ দেখাল॥
দুঃখিনী সে রূপ হেরি হইল মূর্চ্ছিত।
সংজ্ঞা পায়া স্তুতি-নতি করিল বহুত॥
শ্রীগৌরাঙ্গ আরম্ভিল কীর্ত্তন বিলাস।
জগদীশ সর্ব্বক্ষণ রহে তাঁর পাশ॥
পতিত তারিতে গৌরচন্দ্র অবতার।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস চিন্তি করয়ে বিচার॥
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করি নীলাচলে রবে।
স্বতন্ত্র জগন্নাথ সেবা স্থাপিব যে তবে॥
অন্তর জানিয়া গৌর নির্দ্দেশ করিল।
জগদীশ আনন্দে নীলাদ্রি চলিল॥
ভ্রাতাস্থানে দুঃখিনীরে করিয়া রক্ষণ।
জগদীশ নীলাদ্রীতে উপনীত হন॥
জগন্নাথে হেরি কৈল বহুত স্তবন।
জগন্নাথ ভক্তবাঞ্ছা পুরাল তখন॥

তথাহি—জগদীশ চরিতে ৮ বর্ণ।

তোমার যে কলেবর, আছলে বৈকুণ্ঠ স্থল,
শ্রীমন্দিরের উত্তরাংশে।
যদি তব আজ্ঞা পাই, সেই মূর্ত্তি লইয়া যাই,
সেবা প্রকাশিব গৌড়দেশে॥
তবে প্রভু কৃপা কৈলা, জগদীশে আজ্ঞা দিলা,
অঙ্গীকার করিলুঁ তোমায়।
চলি যাহ একেশ্বর, লই মোর কলেবর,
যেই স্থানে তব ইচ্ছা হয়॥
শুনি হৈলা হরষিত, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত,
কহিতে লাগিলা সবিনয়।
তিন সাঙ্গের ভারি মূর্ত্তি, লইতে আমার শক্তি,
কিরূপেতে সম্ভব এ হয়॥

হেনমতে জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি পাইল।
প্রভুর অভয় বাক্যে আনন্দে চলিল॥
বোঝা বান্দি পৃষ্ঠোপর করিয়া ধারণ।
জগন্নাথ লইয়া সুখে করেন গমন॥
কতদিন যশোড়ায় উপনীত হৈল।
ঐ স্থানে জগদীশের বাহ্যজ্ঞান হইল॥
তথায় করিল জগন্নাথের স্থাপন।
ভ্রাতা পত্নীরে তথা কৈল আনয়ন॥
পরম আনন্দে তবে করয়ে সেবন।
ঐ দেশাপতি আসি লইল শরণ॥
সেবা লাগি ভূসম্পত্তি করিল প্রদান।
মহানন্দে সেবা করে মহামতিমান॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর শান্তিপুরে এল।
জগদীশের গুণ শুনি তথায় আসিল॥
নিত্যানন্দ সহ গৌর তথায় আসিল।
জননী বলিয়া দুঃখিনীরে সম্বোধিল॥

তথাহি—জগদীশ চরিতে ৯ বর্ণ।

মাতৃবাক্যে মহাপ্রভু সম্বোধিলা তাঁরে।

শ্রীপ্রভু কহে গো দুঃখিনী মাতা শুন।
তপ্ত পরমান্ন অদ্য করিব ভোজন॥
ক্ষুধানলে দহিতেছে আমার জঠর।
তুমি মাতা পরমান্ন শীঘ্র পাক কর॥
এতেক কহিল যদি শচীর নন্দন।
পুলকে পুরিত অঙ্গ দুঃখিনী তখন॥
কিন্তু প্রহরেক রাত্রি অন্তে গৌরাঙ্গ আসিল।
দুগ্ধ লাগি মনে মনে চিন্তিত হইল॥
আপন গৃহেতে এক গাভী যে আছিল।
তাহার সমীপে বহু মিনতি করিল॥
দুগ্ধ না পাইলে মাতা গৌরসেবা নহে।
তুমি দুগ্ধ দেহ মাতা সবিনয়ে কহে॥
মহানন্দে গাভী দুগ্ধ প্রদানিল।
অর্দ্ধমণ দুগ্ধ লয়া পরমান্ন কৈল॥
পরমান্ন শ্রীগৌরাঙ্গ করিবে ভোজন।
আনন্দে দুঃখিনী মাতা নহে বাহ্য মন॥
আবেশে শ্রীহস্ত দিয়া পরমান্ন নাড়ে।
এথা সেই তাপ যায় গৌরহস্ত পোড়ে॥
গৌরসহ জগদীশ কৃষ্ণকথা কয়।
গৌর হস্ত জ্বালা করে চিন্তিত হৃদয়॥
গৌরাঙ্গ নির্দ্দেশে তবে অভ্যন্তরে এল।
পরম বিচিত্র লীলা সচক্ষে হেরিল॥

তথাহি—জগদীশ চরিতে ৯ বর্ণ

শুনি আস্তে ব্যস্তে জগদীশ তথা গিয়া।
দেখেন দুঃখিনী রান্ধেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
হস্ত দিয়া পরমান্ন নাড়ে ঠাকুরাণী।
দেখি জগদীশ কহে কি কর দুঃখিনী॥
অগ্নিবৎ পায়স স্বহস্তে কেনে নাড়।
না কর না কর ক্রিয়া শীঘ্র ইহা ছাড়॥
শুনিয়া দেবীর তবে বাহ্যজ্ঞান হৈল।
লজ্জিতা হইয়া দেবী কহিতে লাগিল॥
নিদ্রাযুক্তা হৈয়া আমি কিছু জানি নাই।
কিন্তু যা হউক হস্তে ব্যথা নাহি পাই॥
জগদীশ কহে তুমি ব্যথা পাবে কেনে।
এই ব্যথা মহাপ্রভু পাইলা আপনে॥
শুনি দুঃখী হই দেবী হস্ত প্রক্ষালিলা।
কাঠি দিয়া পরমান্ন নাড়িতে লাগিলা॥
পরম বাৎসল্যময়ী দুঃখিনী জননী।
নিতাই গৌরাঙ্গ সেবে হইয়া জননী॥
পরম বাৎসল্যে দোঁহায় করাল সেবন।
সারারাত্রি কৃষ্ণ কথায় হৈল জাগরণ॥
প্রভাতেতে দুই ভাই করয়ে গমন।
কান্দিয়া ব্যাকুল তবে দুঃখিনী তখন॥
তবেত গৌরাঙ্গ বহু প্রবোধ করিল।
জগদীশ চরিতে তাহা যতনে বলিল॥

তথাহি—১০ বর্ণ

কৃপা করি মহাপ্রভু তাঁহারে কহিলা॥
শুনগো দুঃখিনী মাতা আমার বচন।
মোর প্রতিমূর্ত্তি তুমি করহ স্থাপন।
সেই প্রতিমাতে আমি সর্ব্বদা রহিব।
জননী বলিয়া আমি তোমারে ডাকিব॥
যেইরূপে বাঞ্ছা তুমি করিবে যখন।
সেই বাঞ্ছা পূর্ণ আমি করিব তখন॥
এত কহি দুই ভাই শান্তিপুরে এল।
জগদীশ গৌরমূর্ত্তি যতনে গড়িল॥
সহসা ভাস্কর এক কৈল আগমন।
কহে স্বপ্নে আজ্ঞা দিল শচীর নন্দন॥

যশোড়ায় গিয়ে কর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ।
তাহার মধ্যেতে আমি হৈব অধিষ্ঠান॥
ভাস্করে পাইয়া দোঁহে যতনে রাখিল।
তবেত বিচিত্র লীলার প্রকাশ হইল॥

তথাহি—জগদীশ চরিত্রে ১০ বর্ণ।
ভক্তিভাবে যত্ন করি ভাস্করে রাখিলা।
সেই রাত্রে ভাস্কর শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিলা॥
বাল্যকালে প্রভু যবে নদীয়া নগরে।
হাঁটু পাতি খেলাইতা দুঃখিনীর ঘরে॥
সেইরূপ প্রতিমূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ।
দ্বারে রাখি ভাস্কর চলিলা নিজস্থান॥
প্রাতে দুঃখী দেবী দ্বার মোচন করিলা।
নিমাই কান্দয়ে দ্বারে দেখিতে পাইলা॥
আস্তে ব্যস্তে দুঃখিনী মূর্ত্তি ক্রোড়ে নিলা।
স্তনপান করাইয়া সান্ত্বনা করিলা॥
গৌর কোলে লয়া দুঃখিনী আনন্দিত।
জগদীশ কহিল তারে যতেক বৃত্তান্ত॥
গৌরাঙ্গ আদেশ ছিল শ্রীমূর্ত্তি করিতে।
দৈবে প্রকট হৈয়া হইল বিদিতে॥
তবেত জগদীশ চিত্তে মহানন্দ পায়া।
জগন্নাথ স্থানে রাখে যতন করিয়া॥
পূজাকালে দুঃখিনী দেখে গোপাল স্বরূপ।
জগদীশ দেখে তবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ॥
দুঃখিনী একাকী যবে রহে ঘরে।
তখন বালকরূপে প্রভু খেলা করে॥
হেনমতে গৌরচন্দ্র করয়ে বিহার।
দুঃখিনী জগদীশ হৃদে আনন্দ অপার॥
এদিকেতে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে।
যশোড়ার লীলা শুনি আনন্দ অন্তরে॥

নিত্যানন্দ সহ যশোড়ার আগমন।
দুঃখিনীর ক্রোড়ে গৌরগোপাল তখন॥
গৌরগোপাল কহে রাম গোপনেতে।
নিতাই গৌরাঙ্গ সেবা আনন্দ মনেতে॥
প্রতিমা রূপেতে রহে গৌরগোপাল।
দুঃখিনী গোপনে তারে রাখে তৎকাল॥
নিতাই গৌরাঙ্গ আসি হইল মিলন।
কহয়ে ক্ষুধার্ত্ত মাতা করহ রন্ধন॥
দুঃখিনী যতনে রাঁধে ভাবাবিষ্ট মন।
দুই ভোগ সাজাইয়া কৈল আবাহন॥
গৌরাঙ্গ কহয়ে আর এক ভোগ কর।
গৌরগোপাল মূর্ত্তি গৃহের ভিতর॥
তবেত তিন প্রভুর একত্রে ভোজন।
জগদীশ চরিত গ্রন্থের এতেক বর্ণন॥

তথাহি—১০ বর্ণ
ইহা শুনি জগদীশ মহাসুখী হৈলা।
প্রভু প্রতিমূর্ত্তি আনি তথা বসাইলা॥
দুই প্রভু দুই পাশে মধ্যে নিত্যানন্দ।
দুই প্রভু মুখ দেখে পাইয়া আনন্দ॥
গৌরপ্রেমে মত্ত সদা নিত্যানন্দ রায়।
একবার গৌরাঙ্গ প্রভুর দিকে চায়॥
আর বার প্রতিমূর্ত্তি করে দরশন।
কিছু ভেদ নাই দেখি পরানন্দ মন॥
এইভাবে তিন প্রভু একত্রে ভোজন।
দুঃখিনী জগদীশ হেরি পরমানন্দ মন॥
তিন স্থানে তিন প্রভু করাল শয়ন।
দুঃখিনী গৌরাঙ্গপদ ধ্যানেতে মগন॥
সহসা গৌরগোপালের নিদ্রা ভঙ্গ।
মাতৃ সম্বোধনে কান্দে করে নানারঙ্গ॥

শুনিয়া দুঃখিনী গোপালে কোলে নিল।
স্তন পিয়াইয়া তারে সান্ত্বনা করিল ॥
নিত্যানন্দ জাগি কহে শুনগো জননী।
ধন্য গো দুঃখিনী মাতা গৌরাঙ্গ জননী ॥
অদ্যাবধি জানি শচী গৌরাঙ্গের মাতা।
এক্ষণে জানিল দুঃখিনী গৌরমাতা ॥
হেনমতে নিত্যানন্দ দুঃখিনী গুণ গায় ॥
গৌরাঙ্গ উঠিল দেখি রজনী পোহায় ॥
তিন প্রভু উঠি রঙ্গে প্রাতঃকৃত্য কৈল।
মহাপ্রভু দুঃখিনী স্থানে বিদায় মাগিল ॥
নীলাচলে যাব মাতা এক নিবেদন।
এক গৌরে রাখ মাতা করিয়া যতন ॥

তথাহি—১০ বর্ণ
আমি এক গৌর আর এ গৌরগোপাল।
দুই মূর্ত্তি তব গৃহে আছি সমকাল ॥
যেই মূর্ত্তি ইচ্ছা তব রাখ এই স্থানে।
এক মূর্ত্তি চলি যাই তীর্থ পর্য্যটনে ॥
গোপাল চলুন আমি রহি তব ঘরে।
কিম্বা আমি চলি তুমি রাখ গোপালেরে ॥
এই বাক্য মহাপ্রভু দুঃখীরে কহিলা।
শুনি দেবী গোপালেরে ক্রোড়েতে লইলা ॥
দেখি মহাপ্রভু কহে শুন গো দুঃখিনী।
তবে তীর্থ পর্যটনে চলিলাম আমি ॥
এইভাবে গৌরগোপাল যশোড়ায় স্থিতি।
দুঃখিনীর বাৎসল্যের এইত প্রসিদ্ধি ॥
গৌরগোপাল সহ জগন্নাথ দরশন।
অদ্যাপি করয়ে গিয়া ভাগ্যবান জন ॥
শ্রীপাট যশোড়াধামে আজি বিরাজিত।
দুঃখিনীর বাৎসল্য লীলা অদ্ভুত চরিত ॥

পরম বাৎসল্যময়ী শ্রীদুঃখিনী মাতা ॥
দেখায় বাৎসল্য গুণ হৈল জীবত্রাতা ॥
মহিমা জানিয়া হৈল লোভাকৃষ্ট মন।
কিশোরী বন্দয়ে তাই তাঁহার চরণ ॥

—০—

শ্রীরঘুনাথাচার্য্য

জয় জয় বিশ্বম্ভর জগতের পতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত কুবের নন্দন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ॥
গৌরপ্রেম পারিষদ জগদীশ পণ্ডিত।
তাঁর শাখা রঘুনাথ জগতে বিদিত ॥
ভগবান আচার্য্য পুত্র মহাভাগ্যবান।
গৌরাঙ্গের বরে যার হৈল আগমন ॥
মালীপাড়ায় করিলেন শ্রীপাট স্থাপন।
জগদীশ চরিতে ব্যক্ত তাহার কথন ॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর শ্রীক্ষেত্রে চলিল।
দক্ষিণ ভ্রমণ শেষে পুনঃক্ষেত্রে এল ॥
রথযাত্রা কালে গৌড়ের বৈষ্ণব আসিল।
চাতুর্ম্মাস্য রহি সবে স্বদেশে চলিল ॥
সেকালে ভগবানাচার্য্যে করিল নির্দ্দেশ।
রঘুনাথের জন্মতত্ত্ব তাহাতে উদ্দেশ ॥
তথাহি – জগদীশ চরিতে ১১ বর্ণ
এইকালে সেইস্থানে, মহাপ্রভু দরশনে।
ভগবানাচার্য প্রবেশিলা ॥
গৌরনিত্যানন্দে দেখি, হইয়া পরমসুখী ॥
অষ্টাঙ্গেতে প্রণাম করিলা ॥
মহাপ্রভু তাঁরে কয়, হে আচার্য্য গুণময়,
দেশে যাহ নিত্যানন্দ সঙ্গে ॥

আমার বচন ধর, গৃহাশ্রমে বাস কর,
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে ॥
সম্বৎসর মধ্যে তব, এক সুপুত্র হইব,
রাখিহ শ্রীরঘুনাথ নাম ॥
জগদীশ পণ্ডিতেরে, সমর্পণ করি তারে,
আসিয়া রহিহ মোর স্থান ॥
জগদীশ স্নেহ ভরে, পালন করিব তারে,
যোগ্য হৈলে মন্ত্রদীক্ষা দিব।
ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থ যত, পড়াইব নানামত,
কৃষ্ণতত্ত্ব সব জানাইব ॥
রঘুনাথের পুত্রগণ, শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ,
রঘুনাথ স্থানেতে করিব।
আমার বচন এই, তব বংশে হব যেই,
জগদীশ পরিবার হৈব ॥
প্রভুর আজ্ঞা প্রমাণ, আচার্য্য শ্রীভগবান,
গৌড়দেশে চলে প্রেমরঙ্গে।
প্রভুর নির্দ্দেশ মত ভগবানাচার্য্য।
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলে সাধিতে প্রভু কার্য্য ॥
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গৃহে কৈল বাস।
কতদিনে পুত্র এক হইল জনম ॥
রঘুনাথ নাম রাখে নির্দ্দেশ যেমন।
তবে জগদীশ স্থানে কৈল সমর্পণ ॥
প্রভুর নির্দ্দেশ যত সকল কহিল।
রঘুনাথে রাখি তথা আপনি চলিল ॥
জগদীশ করে তারে লালন পালন।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়াইয়া কৈল দীক্ষাদান ॥

তথাহি—জগদীশ চরিতে ১১ বর্ণ
কতদিন পরে তারে যজ্ঞসূত্র দিলা।
আপনে তাঁহারে সর্ব্বশাস্ত্র পড়াইল।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা দিলা কৃপা করি।
আজ্ঞা কৈলা সদা কহ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
হেনমতে রঘুনাথ রহে যশোড়ায়।
সর্ব্বদা নিপুণ জগদীশের সেবায় ॥
যতনে জগদীশ করয়ে পালন।
জগদীশ প্রসাদে পাই শুদ্ধভক্তি ধন ॥
শ্রীগৌর গোবিন্দ তত্ত্ব সব জানাইল।
ব্রজপ্রাপ্তি নির্দ্দেশ যত সকল কহিল ॥
অথাহি—জগদীশ চরিত্র বিজয় ১২ বর্ণ
এইরূপে রঘুনথাচার্য্য মহাশয়।
দীক্ষা শিক্ষা লই গেলা আপন আলয় ॥
মালিপাড়া গ্রাম মধ্যে তাঁহার বসতি।
প্রবর্ত্তন কৈলা তিঁহ তথা হরিভক্তি ॥
মালীপাড়ায় রহি করে ভক্তির প্রকাশ।
রঘুনাথ আচার্য্য নাম শুদ্ধ গৌরদাস ॥
ভগবান আচার্য্য সুত জগদীশ শাখা।
গৌরাঙ্গ পার্ষদ মধ্যে যার নাম লেখা ॥
গৌরাঙ্গের বরে যার হৈল আবির্ভাব।
মুই মূঢ় কিবা জানি তাহার প্রভাব ॥
নিজগুণে কৃপাকরি যাহা জানাইল।
সদৈন্যে বন্দনা করি মহিমা গাহিল ॥
কিশোরী পতিত বড় না জানে বন্দন।
রক্ষা কর রঘুনাথাচার্য্য লইনু শরণ ॥

শ্রীভাগবতানন্দ

জয় জয় শচীসুত জয় গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমদানকারী ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন।
জয় গদাধর জয় শ্রীবাসাদিগণ ॥

গৌরপ্রেম পারিষদ জগদীশ পণ্ডিত।
তাঁর শিষ্য রঘুনাথ ভুবনে বিদিত॥
তাঁর শাখা ভাগবতানন্দ মতিমান।
পরম অদ্ভুত তাঁর মহিমা আখ্যান॥

তথাহি—জগদীশ চরিত্রে ১ বর্ণ

শ্রীরঘুনাথের শাখা ভাগবতানন্দ।
যাঁর কৃপা জীবের ঘুচায় ভব বন্ধ॥

* * *

আমি মূঢ় কি জানিব তাহার চরিত্র।
পূর্ব্বেতে শ্রীকৃষ্ণ নাম আছিল বিখ্যাত॥
ভাগবত পাঠ কৈলা শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাত।
তাঁর পাঠ শুনি প্রভু হৈল মহাপ্রীত॥
শুনিয়া তাঁহার মুখে ভাগবতামৃত।
শ্রীমূর্ত্তি হইতে সাক্ষাৎ হইল বিদিত॥
তাহার বচনে প্রভু মহাসুখ পাইল।
আপনার বস্ত্র তাঁর মাথে আনি দিল॥
দেখি গৌর ভক্তবৃন্দের হইল আনন্দ।
সভে নাম রাখিলেন ভাগবতানন্দ॥
এমত ভাগবতানন্দের মহিমা কথন।
যাহার নির্দ্দেশে জগদীশ চরিত লিখন॥
গৌরপ্রেম পরিকর জগদীশ পণ্ডিত।
নৃত্যবিনোদী বলি জগতে বিদিত॥
অগাধ চরিত্র তায় অদ্ভুত কথন।
শুনিলে জীবের মিলে শুদ্ধাভক্তি ধন॥
আনন্দ দাসেরে তেঁহ করিল নির্দ্দেশ।
তবেত জানিযে মোরা তাহার উদ্দেশ॥
যে মতে করিল তারে নির্দ্দেশ প্রদান।
জগদীশ চরিত বাক্য শুন ভাগ্যবান॥

তথাহি—২ বর্ণ

জয় ভাগবতানন্দ প্রভু কৃপাময়।
কৃপা কর মো পামরে হইয়া সদয়॥
সৌভাগ্য সফল মোর হইল জনম।
তেঁই দেখিলাম আমি সে রাঙ্গা চরণ॥
ঊনত্রিংশে ভাদ্রে আমি নিদ্রাতে কাতর।
হেনকালে দেখিলুঁ অপূর্ব্ব কলেবর॥
সুবর্ণ জিনিয়া সেই চরণের শোভা।
কোটি সূর্য্য দিনি দেখি শ্রীঅঙ্গের আভা॥
বদন সুন্দর দেখি চন্দ্র কলঙ্কিত।
সে মহাপুরুষ মোরে সাক্ষাতে বিদিত॥
হাসিয়া কহেন মোরে মধুর বচন।
জগদীশ চরিত্র তুমি করহ বর্ণন॥
আমি মূর্খ কি বর্ণিব ভাবিত অন্তরে।
ভয়ে ভীত হৈল চিত বাক্য নাহি স্ফুরে॥
ভীত দেখি পুরুষ রতন কহে মোরে।
আনন্দ কদাচ ভয় না কর অন্তরে॥
ভাগবতানন্দ আমি নিশ্চয় জানিবে।
অবশ্য আমার আজ্ঞা পালন করিবে॥
তোমার মুখেতে আমি করিব বর্ণন।
ভক্তগণ করিবেন অবশ্য গ্রহণ॥
হেনমতে আনন্দ দাসে কৃপা কৈল।
যাহাতে জগদীশ চরিত্র গ্রন্থ হৈল॥
জগদীশ চরিত্র গ্রন্থ পরম মধুর।
জগদীশ দুঃখিনী গুণ বর্ণন প্রচুর॥
ভবানন্দ প্রসাদে পাই এই মধুরিমা।
জগদীশ শাখা হন এই তাঁর সীমা॥
ভাগবত পাঠ করি মহিমা দেখাল।
তেকারণে কিশোরী দাস বন্দনা করিল॥

—•—

শ্রীমুকুন্দ দাস

জয় জয় গৌরহরি পতিত পাবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জীবের তারণ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর অনুচর॥
নিত্যানন্দ কৃপাধন্য নাম কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামে জগতে প্রকাশ॥
চৈতন্য চরিতামৃত করিল রচন।
তাঁর কৃপাধন্য শ্রীমুকুন্দ দাস হন॥
গৃহত্যাজি স্বেচ্ছাপেতে বৃন্দাবনে এল।
বিবর্ত্ত বিলাস গ্রন্থে যতনে বর্ণিল॥

তথাহি—২ বিলাস

পশ্চিমেতে জন্ম নামে মুলতান গ্রাম।
সদাগর পুত্র তেঁহ মহাভাগ্যবান॥
তাঁর সুখ ঐশ্বর্য্যের কি কহিব পার।
বৈকুণ্ঠের সম যেন আলয় তাঁহার॥
একদিন নিজালয়ে আছেন শয়নে।
শেষরাত্রে শ্রীমুকুন্দ দেখেন স্বপনে॥
বৃন্দাবন নাথ গোবিন্দ গিয়ে তাঁর পাশে।
বৃন্দাবনে আইস কহে শ্রীমুখের হাসে॥
শীঘ্র উঠি মুকুন্দ করহ গমন।
বৃন্দাবনে যাহ হবে বাঞ্ছিত পূরণ॥
এত কহি প্রভু রাধাসখী সঙ্গে লইয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজ জন লইয়া॥
মুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হৈল হেনকালে।
কি দেখিনু চমৎকার কহেন সকলে॥

* * *

এতেক বিচার করি পিতা পাশে গিয়া।
জোড়হস্তে কহে পিতার পদরেণু লইয়া॥
আজ্ঞা করুন মোরে যাব পূর্ব্বদেশ।
বাণিজ্য করিতে যাব হয়েন সন্তোষ॥

* * *

তবেত মুকুন্দ তিন নৌকা আনাইলা।
নানা সৌগন্ধ জিনিষ তাহাতে ভরিলা॥
মনে করে ব্রজবাসী সেবাতে লাগিবে।
ব্রজবাসীর সেবায় কৃষ্ণসেবা হইবে॥
জায়ফলে এলাচি লবঙ্গ মরিচ কর্পূর।

* * *

চলিলা মুকুন্দ ব্রজে আনন্দ অন্তরে।
বহুজন সঙ্গে চারি দিনের ভিতরে॥
আসিয়া লাগিল ভরা বৃন্দাবন ঘাটে।
শ্রীমন্দির মদনমোহনের নিকটে॥
গৃহত্যাজি শ্রীমুকুন্দ ব্রজধামে এল।
মদনমোহন শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিল॥
তবেত পাইল কবিরাজ গোস্বামী দর্শন।
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুত স্তবন॥
তথাহি :
স্তুতি শুনি কবিরাজ কৈল আলিঙ্গনে।
সবে কৃপা কর গোসাঞি কহে নিজগুণে॥
সবাকারে শ্রীমুকুন্দ কৈল প্রণাম।
সবে কৃপা কৈল, কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥
আরদিন মুকুন্দ নৌকায় জিনিস তুলিয়া।
ব্রজবাসীগণে সবে দিল লুটাইয়া॥
হেনমতে মুকুন্দদাস ব্রজধামে এল।
কবিরাজ গোস্বামীপদে স্মরণ লইল॥
কবিরাজ গোস্বামী সঙ্গে রাধাকুণ্ডে বাস।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গেল তাহার সকাশ॥
নরোত্তম বিলাসেতে আছয়ে বর্ণন।
গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ে যতেক লিখন॥

তথাহি—

তথা শ্রীমুকুন্দ নামে শ্রীবৈষ্ণব।
পাঞ্চাল দেশীয় শ্রেষ্ঠ বিপ্রকুলোদ্ভব॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে তাঁর অনন্য ভকতি।
কে কহিতে পারে যৈছে রাধাকৃষ্ণে রতি॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর স্থানে।
হৈলা মগ্ন গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়নে॥
কৈল বহু সেবা কবিরাজ গোস্বামীর।
তাঁর অপ্রকটে হৈলা অত্যন্ত অস্থির॥
কতোদিন পরে বিশ্বনাথেরে পাইয়া।
জুড়াইল দারুণ দুঃখেতে দগ্ধ হিয়া॥
শ্রীমুকুন্দ দাস সর্ব্বপ্রকারে দয়াল।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবদ্বেষির মাত্র কাল॥
ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে পরম প্রবীণ।
নিরন্তর আপনাকে মানে অতি দীন॥
বর্ণিলেন লীলাগ্রন্থ কিছু শেষ ছিল।
বিশ্বনাথ দ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল॥
কৃপা করি অনেকেরে কৈল বিদ্যা দান।
কথোদিনে রাধাকুণ্ডে হইল নির্য্যান॥
তেঁহ বিনা কার কার জন্মিল দুর্ম্মতি।
তৈছে সেই পাষণ্ডের হইল দুর্গতি॥
কবিরাজ গোস্বামী শিষ্য মুকুন্দদাস।
কবিরাজ ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে পরম উল্লাস॥
কবিরাজ গোস্বামীর বহু করিল সেবন।
দাস গোস্বামীর গিরিধারী করয়ে সেবন।
কৃষ্ণপ্রিয়া মাতায় শেষে করিল অর্পণ॥

তথাহি—

শ্রীমুকুন্দ দাস দেখি তাঁর সুচরিত।
নিরন্তর প্রশংসে হইয়া হরষিত॥
মুকুন্দ দাসের অতি প্রাচীন সময়।
ভোজনে অরুচি হইল উদরাময়॥
কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী ঐছে পথ্য দিল।
হইল ভোজনে রুচি রোগশান্তি হৈল॥
মুকুন্দ করিয়া দৈন্য কহে বারে বারে।
মাতার সমান স্নেহ করিলা আমারে॥
কৃষ্ণে যে তোমার ভক্তি কি জানিব আমি।
গোবর্দ্ধন শিলারসে যোগ্য হও তুমি॥
এত কহি গোবর্দ্ধন শিলা তাঁরে দিলা।
অল্পদিনে শ্রীমুকুন্দ প্রকট হইলা॥
ঠাকুর নরোত্তম শিষ্য গঙ্গানারায়ণ।
তাঁর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া খ্যাত সর্ব্বজন॥
তাঁর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া বিদিত ভুবন।
গোবর্দ্ধন শিলা সেবা করিল অর্পণ॥
মুকুন্দ দাসের ছাত্ররূপ কবিরাজ।
তাঁর অন্তর্দ্ধানে করে মতিচ্ছন্ন কাজ॥
কৃষ্ণপ্রিয়া স্থানে তাঁর হৈল অপরাধ।
অপরাধে মতিচ্ছন্ন হইল অগাধ॥
ভক্তির বিরুদ্ধ যত সব আচরণ।
বৈষ্ণব অপরাধীর হয় এরূপ লক্ষণ॥
সর্বশাস্ত্র বিশারদ শ্রীমুকুন্দ দাস।
ভক্তিশাস্ত্র বিরচিয়া দেখাল প্রকাশ॥
সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয় অমৃত রত্নাবলী।
রসতত্ত্ব সার আর রাগ রত্নাবলী॥
উপাসনা বিন্দু, আদ্য সারতত্ত্বকারিকা।
আনন্দ রত্নাবলী, সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা॥
এতেক রচনা করি মহিমা রাখিল।
অদ্ভুত প্রেমের সীমা জগত জানিল॥
কবিরাজ গোস্বামীর অনুগত জন।
গিরিধারী সেবা যার হৃদয়ের ধন॥
সেইত মুকুন্দ দাস পতিত পাবন।
কিশোরী বন্দয়ে শুদ্ধ ভকতি কারণ॥

—•—

শ্রীউত্তম দাস

জয় জয় ভুবন পাবন গৌরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাবতারি॥
জয় জয় সীতানাথ জীবের জীবন।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ॥
গৌরপ্রেম পারিষদ রাঘব পণ্ডিত।
গোবর্দ্ধনবাসী বলি জগতে বিদিত॥
কৃষ্ণভক্তি রত্ন প্রকাশ তাঁহার গ্রন্থন।
উত্তম দাস বঙ্গভাষায় করিল বর্ণন॥

আত্মপরিচয় যাহা তাহাতে বর্ণিল।
তদনুরূপ কবিতার চরণ বন্দিল॥

তথাহি—৪র্থ ভাষায়

ভুবনে বিদিত এই বিষ্ণুপুর গ্রাম।
মদনমোহন তাহা সদা অবস্থান॥

মল্লবংশে কৃপা করি মদনমোহন।
যাঁহা বিরজয়ে সদা করে লীলাগণ॥

শ্রীল শ্রীগোপাল সিংহ যাঁহা মহারাজা।
শীলবন্ত পুণ্যবান অতি মহাতেজা॥

* • *

সেই বিষ্ণুপুরে মোর সতত বসতি।
বৈষ্ণব আজ্ঞায় লিখি পরম পীরিতি॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ রতন রাখব রচিত।
নানা শাস্ত্র বাক্যে তাহা করিলা বিদিত॥
বৈষ্ণব ঠাকুরের পায়ে মজাইয়া মন॥
চারি রতন ভাষা কহে এ দাস উত্তম॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ রতন ভাষা কৈল।
চারি রতন ভাষা তাহে যতনে বর্ণিল॥
বিষ্ণুপুরবাসী তেঁহ মহামতিমান।
গ্রন্থ সমাপ্তিকাল শুন বর্ণন তাহান॥

তথাহি—

নিশাপতি রসঋতু আর দ্বিজরাজ।
এত শকে ভাষা হৈল বুঝহ সমজে॥
ষোলশত একষট্টি শকাব্দ গণন।
করিল উত্তম দাস এ গ্রন্থ বর্ণন॥
রাঘব পণ্ডিতের যত প্রেমের বর্ণন।
বঙ্গভাষায় প্রকাশিয়া তারিল ভুবন॥

তাঁর গুরু পরিচয় করহ শ্রবণ।
গ্রন্থের বর্ণনে যাহা করিল লিখন॥

তথাহি—৪র্থ ভাষায়

"জয় জয় গুরু মোর দাস সনাতন।
তোমার চরণে যেন সদা রহে মন॥"
উত্তম দাসের গুরু সনাতন দাস।
কৃষ্ণ প্রকাশ রতন ভাষা পরকাশ॥

রাঘব পণ্ডিতের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা।
সাধারণ ভক্তের নাহি পুরয়ে যে আশা॥
গ্রন্থের বর্ণন হয় অমৃতের ধার।
রসিক ভক্তের আস্বাদিতে আনন্দ অপার॥
বঙ্গভাষায় প্রকাশিয়া বহু কৃপা কৈল।
আস্বাদি রসিকজন আনন্দ পাইল॥
পরম মহিমান্বিত শ্রীউত্তম দাস।
কিশোরী করয়ে তাঁর গুণের প্রকাশ॥

ইতি—শ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী গ্রন্থে সপ্তম খণ্ডে
পরিশিষ্টে বেদগর্ভ আদি ভক্ত মহিমা কথনং
নাম পঞ্চম লহরী সমাপ্ত।

— সমাপ্ত —

শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক

সম্পাদিত

শ্রীচৈতন্যডোবাঃ পোঃ-হালিসহর, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

ফোন ঃ ২৫৮৫ ০৭৭৫

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী।

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—কুড়ি টাকা (মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনী সহ) ২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী)—চল্লিশ টাকা। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় (১০৮ জন লেখক পরিচিতি)—দশ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন—একশত টাকা। ৫। গৌরভক্তামৃত লহরী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের জীবনী দশ খণ্ড একত্রে)—চারশত টাকা। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী (শ্রীরাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্যদবর্গের পূর্ব্ব অবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী)—ত্রিশ টাকা। ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ (শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাব আদর্শ)—পঁচিশ টাকা। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত চল্লিশ টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশবিস্তার—কুড়ি টাকা। ১০ সঙ্কল্প কল্পদ্রুমের পদ্যানুবাদ-ত্রিশ টাকা। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—কুড়ি টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা। ১৪ সাধক স্মরণ (অষ্টক প্রণাম, সন্ধ্যারতি, ভোগারতি প্রভৃতি—কুড়ি টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়—দশ টাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম, ভোগারতি; সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন)—আশি টাকা ১৭ পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—পনের টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্রস্মরণ পদ্ধতি—কুড়ি টাকা। ১৯ ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপাল মহিমা)—পঁচিশ টাকা ২। অষ্টকালীন লীলাস্মরণ—১০ টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী (গৌরাঙ্গ তত্ত্ববিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)—কুড়ি টাকা। ২২। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ—দশ টাকা। ২৩ গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)—কুড়ি টাকা। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ—পঁচিশ টাকা। ২৫ সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশি টাকা।

২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—কুড়ি ধাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)—কুড়ি টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ; ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা; ২য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ)—ষাট টাকা ৩য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণলীলা পদ)—চল্লিশ টাকা। ৪র্থ খণ্ড (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী)—ত্রিশ টাকা। ৫ম খণ্ড (মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী)—পঁচিশ টাকা। ৬ষ্ঠ

খণ্ড (বলরাম দাসের পদাবলী)—পঞ্চাশ টাকা। ৭ম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী)—চল্লিশ টাকা; ৮ম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী)—আশি টাকা। ৯ম খণ্ড (জ্ঞানদাসের পদাবলী)—আশি টাকা। ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা)—কুড়ি টাকা। ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয় (জগদীশ পণ্ডিতের জীবন কাহিনী)—পঁচিশ টাকা। ৩১। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইং)—সাত টাকা। ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা। মনঃশিক্ষা—কুড়ি টাকা। ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়) ১ম খণ্ড—চল্লিশ টাকা; ২য় খণ্ড—ত্রিশ টাকা; ৩য় খণ্ড—ত্রিশ টাকা। ৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন—ত্রিশ টাকা। ৩৬। রসিক মণ্ডল (প্রভু রসিকনন্দের জীবনী)—পঞ্চাশ টাকা। ৩৭। চৈতন্য শতক (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত)—সাত টাকা। ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)—চল্লিশ টাকা। ৩৯। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া—পাঁচ টাকা। ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা। ৪১ চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী—দুইশত পঞ্চাশ টাকা। ৪২। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত)—কুড়ি টাকা। ৪৩। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা ৪৪। অদ্বৈত আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (অদ্বৈতোদ্দেশ দীপিকা, অদ্বৈত স্বরূপামৃত, অদ্বৈত মঙ্গল, অদ্বৈত বিলাস প্রভৃতি)-একশত টাঃ ৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্টলীলা পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৬ শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত (ব্যাখ্যাসহ) তিনশত টাকা। ৪৭। নেড়ানেড়ি সৃষ্টি রহস্য পনের টাকা। ৪৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রমবিন্যাস (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)-দশ টাকা। ৪৯। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা—কুড়ি টাকা। ৫০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামাটপুর—কুড়ি টাকা। ৫১। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ—পনের টাকা। ৫২। শ্রীভক্তি রত্নাকর—তিনশত টাকা। ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য-পনের টাকা। ৫৪। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য—পনের টাকা। ৫৫। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত-দশ টাকা। ৫৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গপার্ষদ (জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসসহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)—ত্রিশ টাকা। ৫৭। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশীশিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫৮। চৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচনদাস বিরচিত)—একশত পঞ্চাশ টাকা। ৫৯। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা—দশ টাকা। ৬০। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব—দশ টাকা। ৬১। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—কুড়ি টাকা। ৬২। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান—কুড়ি টাকা। ৬৩। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী—ত্রিশ টাকা। ৬৪। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী (শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমাদাসকৃত বঙ্গানুবাদ)—ষাট টাকা। ৬৫। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথলীলা পাঁচশ টাকা। ৬৬। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা—পঁচিশ টাকা। ৬৭। শ্রীপ্রেমভক্তি (ব্যাখ্যা সহ)—ত্রিশ টাকা। ৬৮। নরোত্তম বিলাস—ষাট টাকা। ৬৯। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী (শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশ সূচক : কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি)-একশত টাকা। ৭০। অদ্বৈত আচার্য্য পত্নী সীতাঠাকুরাণী বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় (শ্রীসীতা চরিত্র ও সীতা গুণ কদম্ব—পঞ্চাশ টাকা। ৭১। শ্রীনিবাস নরোত্তমের ব্রজমণ্ডল ও নবদ্বীপ দর্শন—পঁচিশ টাকা।
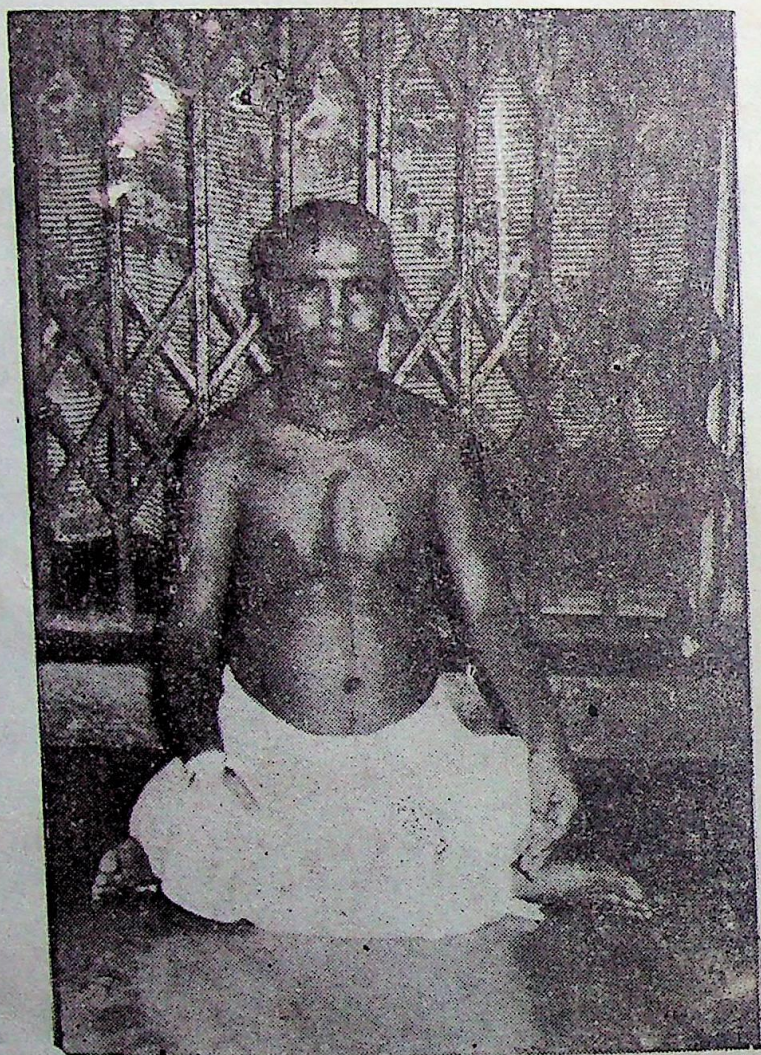
গ্রন্থকার

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট শ্রীচৈতন্যডোবা মহাতীর্থের

মঠাধ্যক্ষ

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী